ত্রিবেণী।

(উপন্যাস)

বাণীব্রত অধরচন্দ্র দাস প্রণীত।

কলিকাতা

শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।

বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।

মূল্য ১৷৷০ এক টাকা আট আনা।

জননী ও জন্মভুমির

প্রীতিকামনায়

দরিদ্রের

দীন উপহার

উৎসর্গীকৃত

হইল।

কৃতজ্ঞতা।

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমতীর্থ,—ত্রিবেণী। পাপমুখে পুণ্যতীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। করুণাময় পরমেশ্বরের করুণায় দরিদ্রের অন্তরের অন্তস্থলোৎসারিত এই মাহাত্ম্যকীর্ত্তন সাহিত্য সমাজে উপন্যাসরূপে প্রকাশিত হইল।

কলেজে অধ্যয়ন কালে একদিন সহাধ্যায়ী কয়েকজন বন্ধু একত্র বসিয়া ধর্ম্মবীর লুথরের আবির্ভাবে ইউরোপ খণ্ডে কিরূপ ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহার আলোচনা করিতেছিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলিতেছিলাম। অবশেষে একজন বন্ধু বলিলেন—লুথরের আবির্ভাবে ক্যাথলিক ও গ্রীক সম্প্রদায়ের ইষ্টই সাধিত হইয়াছিল। লুথরের সম্প্রদায় যেরূপ অপর সম্প্রদায়ের দোষ ভাগ প্রদর্শনে তৎপর হইয়াছিল, অপর সম্প্রদায় গুলিও তদ্রূপ দোষভাগ পরিহার পূর্ব্বক, গুণ ভাগ সম্বর্দ্ধনের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল এবং সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ ইউরোপ খণ্ডে তখন পবিত্রতারও বৃদ্ধি পাইয়াছিল।" বন্ধুবর তাঁহার এই উক্তি সমর্থনের জন্য আমাদের বঙ্গভূমির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলিলেন—"এই বঙ্গভূমিতে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার পরে তাহারা তদপেক্ষা বহুগুণ পবিত্রতা লাভ করিয়া ছিল। তাহার কারণ এই—বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইলেই উৎকর্ষ লাভে পরস্পর পরস্পরকে পরাজিত করিবে, সকলের মধ্যেই এইরূপ আগ্রহের সঞ্চার আরম্ভ হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ সকল সম্প্রদায়েরই ন্যূনাধিক উৎকর্ষ সংঘটিত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বঙ্গদেশে শৈব সম্প্রদায়ের অবনতি

না হইয়া সবিশেষ উৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছিল।" বন্ধুবরের শেষের কথাগুলি আমার প্রাণে আঘাত করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই এই আখ্যায়িকার সৃষ্টি ; সুতরাং অজ্ঞাতনামা সেই বন্ধুর নিকট আমি চিরঋণী। সহাধ্যায়ীগণের সকলের নাম ধাম স্পষ্ট জানিতাম না ; এই বন্ধুবরেরও নাম ধাম স্পষ্টরূপ মনে নাই। এখন আমি তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থপ্রণয়ন কালে তাহার অনেক অংশ শুনিয়াছেন এবং স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিতে যুক্তিপূর্ণ উপদেশ দিয়া মহোপকার সাধন করিয়াছেন ;—প্রণতমস্তকে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বসু মহাশয় 'ত্রিবেণী'র আদ্যন্ত প্রুফ সংশোধন করিয়া এবং স্থানে স্থানে ভাষাগত ভ্রম প্রদর্শন ও তাহার সংশোধন করিয়া তাঁহার দরিদ্র বন্ধুর যে মহোপকার সাধন করিয়াছেন, জীবনে তাহা ভুলিব না। এখন তাঁহার নিকট এই সামান্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া প্রাণে আনন্দানুভব করিতেছি।

পূজনীয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহ না হইলে কিছুতেই এত সহজে 'ত্রিবেণী'র প্রকাশ সম্ভবপর হইত না ; চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট অবনত মস্তকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১২ই শ্রাবণ
১৩০৭ সাল। } শ্রীঅধরচন্দ্র দাস।

ত্রিবেণী।

উৎস।

"মা ! যোগমায়া !"

"কেন বাবা ?"

"একবার এদিকে এস দেখি মা !"

নবদ্বীপ। ভাগীরথীর তীর। বেলা—সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কাল। পুণ্যতোয়া জাহ্নবী সলিলে, দেশীয়, বিদেশীয়, বিভিন্নপদের, বিভিন্ন শ্রেণীর, বিভিন্ন অবস্থার, বিভিন্ন বয়সের পুরুষস্ত্রীগণ অবগাহন করিতেছে, কেহ অবগাহনার্থ প্রস্তুত হইয়া সলিল সমীপে গিয়া, "বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে"—ইত্যাদি উচ্চারণ করিতে করিতে দক্ষিণ হস্তে মস্তকে সলিল সমর্পণ করিতেছে; কেহ অবগাহনানন্তর তীরে উঠিয়া, অবস্থানুযায়ী পরিষ্কার, অর্দ্ধপরিষ্কার, অপরিষ্কার 'গামুছা' দিয়া গা-মাথা মুছিতেছে; কেহ আর্দ্রবস্ত্র পরিত্যাগ করিতেছে; কেহ স্নানাদি সমাপন করিয়া গঙ্গোদকের কলসীটি কি ঘটীটি কক্ষে বা করে বহন করিয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছে; কেহবা ছোট পাত্রটি এবং আর্দ্রবস্ত্র ও 'ভিজে গামুছা' খানি ভৃত্যের

হস্তে দিয়া নিজে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্রে গৃহাভি-মুখে অগ্রসর হইতেছেন। উষার হাস্যরাগরঞ্জিত মুখখানি দেখিয়া, স্থিরযৌবনা, প্রাচীনা, প্রকৃতি-গৃহিণীও হাসিতে হাসিতে তাঁহার বিশ্বগৃহে জীবজড় পুত্রকন্যাগণকে জাগাইতে জাগাইতে, যখন নবদ্বীপে ভাগীরথীর তীরে পুলকপ্রফুল্ল পুত্র কন্যাগণকে অব-লোকন করেন, তখন ধীরা, গম্ভীরা, প্রাচীনা প্রকৃতি-ঠাকুরাণীর মুখে হাসি আর ধরেনা।

একদিন এবম্বিধ প্রীতিময় প্রত্যূষে ভাগীরথীর সৈকতময় বেলাভূমির জলপ্রান্তে বসিয়া, নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর শিরোমণি কোষাহস্তে সচন্দন বিল্বপত্র জাহ্নবী-সলিলে অর্পণ করিতেছিলেন এবং তদ্গতচিত্তে আরাধ্যদেবের গুণগান করিতেছিলেন ; নিকটে অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা, যোগমায়া, গঙ্গাপুলিন-মৃত্তিকা দ্বারা একটি শিবমূর্ত্তি গড়িতেছিল। শিরোমণি ঠাকুর প্রত্যহ যেমন কন্যাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে আসিয়া থাকেন, আজও তেমনি আসিয়াছিলেন; আজও স্নান করাইয়া গাত্র মার্জ্জনাদির পর তাহাকে রক্তবর্ণের গরদের শাড়ী খানি পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন—"মা! যোগমায়া! কোষাখানি, বিল্বপত্রগুলি আমাকে একে একে যোগাইয়া দেও দেখি।" যোগমায়াও আর আর দিনের ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া বাবাকে পূজার আয়োজন যোগাইয়া দিতেছিল। আজ বেশীর মধ্যে এই শিবমূর্ত্তিটি। বাবা যখন তদ্গতচিত্তে আরাধ্যদেবের গুণগান করিতে করিতে আত্মহারা, তখন যোগমায়াও বহুক্ষণ আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে বাবার মুখপানে তাকাইয়া থাকিয়া, শেষে কি মনে করিয়া এই শিবমূর্ত্তিটি গড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। হয়ত শূন্য মনে এমত

ভাবটাও হইয়া থাকিতে পারে—না হয় ঠাকুরমার মত আজ একটি শিবমূর্ত্তি গড়ি। কি মনে করিয়া যোগমায়া শিবমূর্ত্তি গড়িতেছিল তাহা অনুমানের বিষয়। যাহা হউক, শিরোমণি আহ্নিক সমাপনান্তর যখন মস্তকোত্তোলন করিয়া কন্যার প্রতি নেত্রপাত করিলেন, তখন দেখিলেন, যোগমায়া একটি শিবমূর্ত্তি গড়িতেছে; শিরোমণিঠাকুর ডাকিলেন—"মা! যোগমায়া!"

যোগমায়া উত্তর দিল—"কেন বাবা?"

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—"একবার এদিকেএস দেখি মা!"

যোগমায়া শিবমূর্ত্তিটি হস্তে করিয়াই বাবার নিকট উপস্থিত হইল।

বাবা জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! তোমার হাতে এটি কি?"

যোগমায়া বলিল—"শিব।"

"শিব! স্বয়ম্ভূ!"

বৃদ্ধ শিরোমণি কতক্ষণ কি ভাবিলেন। অবশেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"মা! তোমার হস্তে শিব! একবার স্বয়ম্ভূকে এই স্থানে স্থাপন কর। এই বিল্বপত্রগুলিতে ঐ চন্দন মাখিয়া এমনিভাবে অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ধারণ কর।"

যোগমায়া বাবার নির্দ্দেশানুসারে বিল্বপত্রে চন্দন মাখিয়া অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া ধারণ করিল।

শিরোমণি মহাশয় বলিলেন "মা! এমনি ভাবে প্রণাম করিয়া, এমনিভাবে তোমার চন্দন-মাখা বিল্বপত্রগুলি স্বয়ম্ভূকে অর্পণ কর।"

যোগমায়া বাবার নির্দ্দেশানুসারে সচন্দন বিল্বপত্রগুলি শিবকে সমর্পণ করিল।

তখন শিরোমণি মহাশয় কতক্ষণ স্থির ভাবে দণ্ডায়মান

থাকিয়া স্তিমিতচিত্তে কি ভাবিলেন। অবশেষে পুনরায় আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কোষাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক, যোগমায়াকে কোলে করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

প্রবাহ।

এই প্রবাহাধ্যায় আখ্যায়িকার ভূমিকা।

যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি তাহা নবদ্বীপের এক যুগ পরিবর্ত্তনের সময়। চৈতন্যদেবের প্রেম-প্লাবনের পর রঘুনন্দনের ন্যায়-মার্ত্তণ্ডের তীব্রকিরণে নবদ্বীপবাসী কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছিল; যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি সে সময়ে প্রেমবাষ্প ও ন্যায়কিরণ মিশ্রিত হওয়ায় নবদ্বীপের "জলবায়ু" নাতিশীতোষ্ণে পরিণত হইয়াছিল।

চৈতন্যদেবের জীবলীলার সময় ও তাহার অব্যবহিত পরে নবদ্বীপ প্রেম-ভক্তির নূতন জলে ভাসমান। নরনারী নূতন জলের নূতন স্রোতে গা ঢালিয়া সুখে সাঁতার দিতেছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে সেই গা-ঢালা সাঁতারটুকু ছিল না। তারপর রঘুনন্দন শিরোমণির ন্যায়-সূর্য্য উদিত হইয়া বড়ই তীব্র যুক্তি-কিরণ নবদ্বীপক্ষেত্রে বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রেম-সলিল শুকাইয়া যায় যায়। নবদ্বীপবাসী লুকাইবার স্থান পায় না। প্রেম-প্রবাহ একেবারে শুকাইয়া যাইবে, এই ভয়ে নবদ্বীপ

বাসী কাতর হইয়া পড়িতেছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে এভাবটাও ছিল না। তখন নবদ্বীপের 'হাওয়া' মৃদুমধুর। তখন প্রেমের স্নিগ্ধবাষ্প ও ন্যায়ের তীব্র-রশ্মির সংমিশ্রণ হইয়াছে। বর্ষার বারিবাষ্পের সহিত ভাদ্রের তীব্র তপনতাপের মিশ্রণে নবদ্বীপে তখন প্রীতিময় শরতের আবির্ভাব।

নবদ্বীপে তখন নৈয়ায়িক পরিবার ছিল কিন্তু তাহা বৈষ্ণবত্ব শূন্য ছিল না। বৈষ্ণব পরিবার ছিল তাহা ন্যায়শূন্য ছিল না। শৈবশাক্ত পরিবার ছিল তাহা ন্যায় ও বৈষ্ণবভাব বিদ্বেষী ছিল না।

নবদ্বীপ ও নবদ্বীপবাসীর আনুপূর্ব্বিক বিবরণ এই আখ্যায়িকার বর্ণনীয় বিষয় নহে। এই চিত্রে নবদ্বীপক্ষেত্রের যেটুকু প্রয়োজন তাহাই গ্রহণ করা যাইবে।

শ্রীপতি ন্যায়রত্ন ও সিদ্ধেশ্বর শিরোমণির বাড়ী, এই এবাড়ী সেবাড়ী। ন্যায়রত্নমহাশয় নবদ্বীপের তাৎকালিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁহার বাড়ীখানি দুখণ্ড—অন্তঃপুর ও বহির্বাটী। বহির্বাটী, ন্যায়রত্নমহাশয়ের টোলের ছাত্র এবং তাহাদের ও অভ্যাগত জনের পরিচর্য্যার্থ নিয়োজিত ভৃত্যবর্গের অধিকারে আছে। বহির্বাটীর সহিত এ আখ্যায়িকার সবিশেষ সংশ্রব নাই।

অন্তঃপুরের লোক সংখ্যা সাতটি। ন্যায়রত্ন মহাশয়,—ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গৃহিণী সত্যবতী দেবী,—পুত্র তারকনাথ ও কন্যা সুরুচী,—পিতৃমাতৃহীন, ন্যায়রত্নের শিষ্য, তারকনাথের সমবয়স্ক ও সমপ্রাণ, সত্যবতী দেবীর পুত্রাধিকপ্রিয়, অনাথ-

বালক স্মৃতিধর,—সুরুচীর সমবয়স্কা, সত্যবতী দেবীর ততোধিক স্নেহে প্রতিপালিতা, স্মৃতিধরের কনিষ্ঠা ভগিনী বিজয়া,—ও একটি বৃদ্ধা দাসী—এই সাত।

ন্যায়রত্ন মহাশয় দেখিতে একটু দীর্ঘকায়। দেহখানি ক্ষীণও নহে, স্থূলও নহে; দুয়ের মাঝামাঝি; ক্ষীণত্ব ও স্থূলত্বের সংমিশ্রণে সংগঠিত বলিয়া বোধ হয়। দেহের শ্যামকান্তি ভাষায় ঠিক প্রকাশ করা যায় না। তপ্ত কাঞ্চনের আর একটি অবিকল ন্যায়রত্ন গঠন করিয়া তপ্ত থাকিতে থাকিতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পার্শ্বে বসাইয়া দিলে কোন্‌টি কাঞ্চনের কোন্‌টি রক্তমাংসের বাহ্যদৃষ্টিতে ঠিক করা কঠিন হয়। ললাটখানি প্রশস্ত; নাসিকাটি উন্নত; নয়ন দুটি আকর্ণবিস্তৃত; সমষ্টিতে মুখখানি জ্যোতির্ম্ময়। ন্যায়রত্নমহাশয় একটু অন্যমনস্ক অর্থাৎ ন্যায় চিন্তায় বিভোর; সংসারের দিকে ঠিক যতটুকু মনোনিবেশের প্রয়োজন, তাঁহার ততটুকু হয় না। ছাত্রগণকে ন্যায় শিক্ষা প্রদান কালে তারকনাথ মাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাবাকে কোন বিষয় জানাইতে গেলে, ছাত্রদিগকে উপদেশ দিতে দিতেই হয়ত তারকনাথের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকেন; হয়ত তারক বলিতেছে—"মা বলিলেন, স্নানাহারের সময় হইয়াছে একবার বাড়ীর ভিতর আসুন",—তিনি হয়ত তারকের দিকে তাকাইয়াও বলিতে থাকেন—"শুক্লরূপমাত্রবত্ত্ব" "সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ববত্ত্ব" শেষে হয়ত তারকের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া একটু অপ্রতিভ হন।

তারপর সত্যবতীদেবী। সত্যবতীদেবী ন্যায়রত্নঠাকুরের পুণ্যগৃহের অন্নপূর্ণা,—রূপে ও গুণে। সত্যবতী দেবীর রূপ

বর্ণনে প্রকাশ করা যায় না। অন্নপূর্ণা বলিলে হিন্দুর মানস চক্ষের সমক্ষে যে রূপের আবির্ভাব হয় সত্যবতী দেবী রূপে তাহা; অন্নপূর্ণা বলিলে যে গুণ সমষ্টির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া কাতরের, ক্ষুধিতের, তৃষিতের, তাপিতের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-তাপের উপশম হয়, লোক প্রসিদ্ধি সত্যবতী গুণে তাহা। প্রমাণ ক্রমে প্রাপ্তব্য।

তারকনাথ-সুরুচী। তারকনাথ পিতার, সুরুচী মাতার, ক্ষুদ্র দুটি প্রতিরূপ। তারকনাথকে দেখিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে চিনিতে পারা যায়,—এই শ্রীপতি ন্যায়রত্ন ঠাকুরের আত্মজ; সুরুচীকে দেখিয়া বলা যায়—এই সত্যবতী দেবীর কন্যা। ইহাদের প্রকৃতিতে কিন্তু একটু সমন্বয় সংঘটিত হইয়াছে। বালসুলভ চপলতার মধ্যেও সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হয় যে, তারকে পিতার অন্যমনস্কত্বটুকু এবং মায়ের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কোমল বৃত্তি গুলি একীভূত হইয়াছে; সুরুচীতে বাবার ন্যায়টুকু ও মায়ের অন্নপূর্ণাত্বটুকু মিশিয়া গিয়াছে।

স্মৃতিধর অনাথবালক। বিজয়া, স্মৃতিধরের কনিষ্ঠা ভগিনী—জগতে স্মৃতিধরের আপন বলিবার একমাত্র সম্বল। স্মৃতিধর ও বিজয়া নবদ্বীপের ভবানীপদ নামা এক দরিদ্র শৈব ব্রাহ্মণের পুত্রকন্যা। পিতৃমাতৃবিয়োগে ইহারা ন্যায়রত্ন ঠাকুরের অন্নপূর্ণার শীতল কোলে স্থান পাইয়াছে। এখন স্মৃতিধর-বিজয়া তারক-সুরুচীতে একীভূত হইয়া গিয়াছে। এখন যেন চারিটি পুতুল একখানি সোণার শিকলে বাঁধা। স্মৃতিধর একটু উগ্রপ্রকৃতি কিন্তু অতি সরল। বিজয়া একটু লাজুকা কিন্তু সত্যবতীর অতীব আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সুতরাং সুরুচী হইতে সমধিক

স্নেহের। তারক ও স্মৃতিধর পাঠকালে অন্যান্য ছাত্রদিগের সহিত পিতার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে যায়। তখন সুরুচী ও বিজয়া, ছুটিতে পুতুল খেলে। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্মৃতিধরের স্মৃতিশক্তি দেখিয়া মাঝে মাঝে সত্যবতী দেবীকে বলিয়া থাকেন—"তোমার স্মৃতিধর প্রকৃত স্মৃতিধরই বটে।"

তারপর বৃদ্ধা দাসী। বৃদ্ধাদাসীর রূপ কিম্বা চরিত্র আলোচনায় বিশেষ প্রয়োজন নাই। বয়স অতি বেশী হইয়া পড়িয়াছে; কোন্‌দিন যমরাজ ডেকে পাঠান, এমন অবস্থায় বৃদ্ধাকে নিয়া 'টানাহেচ্‌ড়া' করাটা ভাল দেখায় না। গৃহকর্ত্রীও যখন যেটুকু প্রয়োজন হয়, মিষ্টকথায় বুঝাইয়া শুনাইয়া বৃদ্ধাকে দিয়া সেটুকু করাইয়া নেন।

পার্শ্বের বাড়ী সিদ্ধেশ্বরশিরোমণিমহাশয়ের। বাড়ীখানি শিরোমণি মহাশয় হইতে আটাশ বৎসরের কনিষ্ঠ; অর্থাৎ শিরোমণি মহাশয়ের বয়স এখন উনষাট; বাড়ীর বয়স একত্রিশ। শিরোমণি মহাশয়ের পৈতৃক বাস্তবাটী একটু দূরে। সে বাড়ী কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণেশ্বর বাগীশকে দিয়া, নিজে এই বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছেন। তাহার কারণ পরে প্রকাশ পাইবে। বাড়ীতে লোক সংখ্যা ছিল ছয়;—এখন পাঁচ। শিরোমণি মহাশয় বিপত্নীক। তিনি,—বৃদ্ধা মাতা,—পুত্র বিশ্বরূপ,—কন্যা যোগমায়া,—ভৃত্য কেবলরাম এবং ভৃত্যের স্ত্রী শান্তা—এই ছয়; কিন্তু মাস তিন হইল, পুত্র বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী হইয়া নিরুদ্দেশ সুতরাং এখন বাড়ীতে মোট সংখ্যা—পাঁচ।

শিরোমণি মহাশয় শৈব। তাঁহার দেহখানি শিবভক্তের যোগ্য;—দীর্ঘ, লম্বোদর, অর্দ্ধশ্বেতশ্মশ্রুবিরাজিত; আকর্ণ বিস্তৃত

নয়নযুগল হইতে প্রীতি মাধুরিমাখা জ্যোতিঃ নির্গত হই-তেছে। প্রত্যূষে কন্যা সমভিব্যাহারে গঙ্গাস্নান, তৎপর মাতৃচরণ পূজা; মধ্যাহ্নে শিবপদে সচন্দন বিল্বপত্র প্রদান; তৎপর একাহারীর উপযোগী হবিষ্যান্ন প্রস্তুত, মায়ের সেবা, তৎপর যোগমায়াকে কোলে করিয়া মাতৃপ্রসাদ গ্রহণ; তৎপর মাতা, যোগমায়া, কেবলরাম, ও শান্তাকে নিয়া মহানির্ব্বাণ তন্ত্র কিম্বা গীতা পাঠ, (ধর্ম্মগ্রন্থে শিরোমণির বৈষ্ণব শৈব ভেদ বুদ্ধি ছিলনা); তৎপর সায়াহ্নে শিবের আরতি; তৎপর যামিনীর প্রথম পঞ্চ যামার্দ্ধ নিভৃতে আরাধ্যদেবের স্তব,—এই বৃদ্ধ শিরোমণির দৈনন্দিন কার্য্যের স্তর। তবে অভাবগ্রস্তের অভাব সংবাদ, পীড়িতের পীড়ার সংবাদ, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ, প্রায়ই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাইয়া থাকে। শিরোমণি ঠাকুর নাকি এমনি লোক—বিপন্নের বিপদ সংবাদে তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম, পূজা আহ্নিক ভুলিয়া বিপন্নের গৃহে অভয়রূপ নিয়া উপস্থিত হন; দুঃখীর দুঃখ ঘুচে যায়; পীড়িতের পীড়ার উপশম হয়। নবদ্বীপবাসী বলে "তাঁহার হৃদয় ব্রহ্মাণ্ডের, দেহ ব্রহ্মাণ্ডের, সঞ্চয় ব্রহ্মাণ্ডের জন্য—ব্রহ্মাণ্ডের দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য।"

শিরোমণি মহাশয়ের বৃদ্ধা মাতৃদেবী সম্বন্ধে বেশী কথা বক্তব্য নাই। একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি স্থান মানস সরোবর—শিরোমণির উৎপত্তি স্থান শিরোমণির মাতৃদেবী। ভক্তশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শিরোমণির মাতৃদেবী সম্বন্ধে একথার বাহিরে বিদ্যাবুদ্ধির ক্ষমতা প্রসারিতা হয় না।

তৎপর নিরুদ্দেশ পুত্র বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ, রূপে পিতারই মত, কিন্তু তাহার মুখখানিতে শিরোমণির স্বর্গগতা গৃহিনী ঠাকুরাণীর

মুখের জ্যোতিঃ প্রথম দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয়। বিশ্বরূপের প্রকৃতিতেও মাতৃ প্রকৃতির অংশই বেশী। বিশ্বরূপের মাতা ছিলেন নবদ্বীপের তাৎকালিক এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণবংশের কন্যা। তাৎ-কালিক বৈষ্ণব বংশের কন্যাগণের প্রকৃতিতে যে সকল উপা-দানের সমন্বয় দৃষ্ট হইত বিশ্বরূপের মায়ের প্রকৃতিতে তৎসমুদয়ের পূর্ণত্ব সংঘটিত হইয়াছিল। ভক্তি, বাৎসল্য, প্রীতি, সর্ব্বকর্ম্মে শুচি, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শৈব ও শাক্ত মতের প্রতি একটু প্রকাশ একটু অপ্রকাশ রকমের বিরুদ্ধভাব; সর্ব্বোপরি চৈতন্যদেবের দেবত্বের নিকট আত্মসমর্পণ,—বিশ্বরূপ এই সকল গুণ মাতৃ প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে। স্বর্গগতা শিরোমণি গৃহিণী, স্বামীর দেবত্বের নিকট বিদ্বেষ ভাবটাকে বলিদান করিয়াছিলেন; বিদ্বে-ষের শূন্যস্থানকে ভক্তি-শ্রদ্ধা-জলে বিধৌত করিয়া পাতিব্রত্য বিগ্রহটিকে তৎস্থানে যত্নে বসাইয়া দিয়াছিলেন। বিশ্বরূপও কথনই পিতার প্রতি তিলপ্রমাণ অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে নাই কিন্তু মধ্যে মধ্যে পিতার মহানির্ব্বাণ কিম্বা গীতা পাঠকালে একটু একটু সম্প্রদায় ঘেসিয়া মত প্রকাশ করিত। শিরোমণি বিশ্ব প্রেমিক,—তাঁহার উদার হৃদয় ভেদবুদ্ধি বিমুক্ত। তিনি পুত্রের কথা শুনিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেন এবং পুত্রের 'বুকে চাপা' বিদ্বেষবুদ্ধিটুকুকে অপসারিত করিতে মৃদু মধুর উপদেশ দিতেন। অবশেষে শিরো-মণি মহাশয় পুত্রের বিবাহ দিতে সংকল্প করিলেন। এই সংকল্পই বিশ্বরূপের গৃহত্যাগের কারণ হইল। বিশ্বরূপ ভাবিল—শ্রীগৌরাঙ্গদেব পরমারূপসী, সতী, সাধ্বী, যুবতী পত্নীকে দুঃখে ভাসাইয়া ধর্ম্মের জন্য গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, আমার জীবনের সহিত এথনও অন্য জীবনের আমরণ সুখদুঃখের বন্ধন ঘটে নাই,

এইবেলা বাহির হইয়া পড়ি। একদিন নিশীথে একখণ্ড তালপত্রে নিজের অভিপ্রায় লিখিয়া রাখিয়া বিশ্বরূপ অদৃশ্য হইয়া পড়িল। প্রভাতে শিরোমণি মহাশয় তালপত্রখানা পড়িলেন। মুহূর্ত্তস্থায়ী ভূকম্পের ন্যায় শিরোমণির স্থির গম্ভীর হৃদয়ে একটা কম্প বহিয়া গেল; কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে শিরোমণি স্থির হইতে স্থিরতর, গভীর হইতে শতগুণ গভীর। বাহ্যদৃষ্টিতে কেহই শিরোমণিতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিল না।

তারপর যোগমায়া। যোগমায়া আট বৎসরের মেয়ে কিন্তু যোগমায়া মূর্ত্তিমতী মায়া। যোগমায়াকে দেখিলে নিদ্রাবেশের মত একটা মোহের ভাব উপস্থিত হয়। শিরোমণি এ মায়া মোহে মুগ্ধ—পত্নী-পুত্র-বিরহ তাঁহাকে তিল প্রমাণ যন্ত্রণা দিতে পারে না। কেবলরামের প্রকাণ্ড দেহটা এ মোহের নিকট ঢলিয়া পড়ে। শান্তার সরল হৃদয়খানি এ মোহের নিকট 'হাবু ডুবু' খায়। অশীতিপর বৃদ্ধা ঠাকুরমা নিদ্রার সময় এ মায়া স্পর্শে সংসার ভুলিয়া অকাতরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়েন। যোগমায়ার মুখখানি—শরতের পূর্ণচন্দ্র, অলকাবলি—মৃদুবাত সঞ্চালিত শরতের মেঘ, কৃষ্ণ কেশ দাম—আকাশ, দেহখানি—জ্যোৎস্না, সমষ্টিতে যোগমায়া—শিরোমণি গৃহে মোহময়ী শারদ পূর্ণিমারজনী। ঠিক ভাষা পাইতেছিনা, যাহা দ্বারা অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা যোগমায়ার মূর্ত্তিখানি পাঠককে একটিবার দেখাই। পাঠক মানসচক্ষে একবার সেই মৃদ্বান্দোলিত অলকাবলি, ঘন কৃষ্ণকেশ দাম, হাস্যস্ফুট মুখখানি, সূক্ষ্ম বঙ্কিম কৃষ্ণ ভ্রূদুখানি, তরলতারক নয়ন দুটি, তিলফুলের নাসিকাটি, পক্কবিম্বের ঠোঁট দুখানি, শ্বেত শাণিত মুক্তার দন্তগুলি, তরঙ্গায়িত কম্বুর গ্রীবাটি, কণ্টকবিহীন মৃণালের

ভুজ দুটি, চম্পক মুকুলের অঙ্গুলিগুলি, সদ্য নবনীতের দেহখানি এবং শারদপূর্ণিমার জ্যোৎস্না মাখা বর্ণটুকু ও সমষ্টিতে যোগমায়াটি একবার দেখিয়া নিন্। যোগমায়ার কথাগুলি তীব্র বেদনায় স্নিগ্ধ প্রলেপ—'প্রাণ শুকান' তৃষ্ণায় সুশীতল জল। শিরোমণির আহত হৃদয়ে যখন বেদনা সঞ্চারের উপক্রম হয় তখন তিনি প্রাচীন বহুদর্শী রোগীর ন্যায় এ স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রয়োগে মোহময় আরাম অনুভব করেন। কেবলরাম যখন পরিশ্রম করিয়া অতি তৃষাতুর হয়, তখন এই সুকণ্ঠ নিঃসৃত বাক্য-নীর পান করিয়া পরে অন্য জল স্পর্শ করে। যোগমায়ার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যাইতেছেনা। অষ্টম বর্ষীয়া বলিকা, তাহাতে শৈশবে মাতৃহীনা, অনুমানে প্রকৃতি বুঝিয়া নেওয়া সম্ভবপর নহে। শিশুদিগের মাতা বর্ত্তমানে মাতৃপ্রকৃতি হইতে শিশুপ্রকৃতির অনুমান অনেকটা সম্ভবিত হয়; পিতৃপ্রকৃতি নাকি একটু বয়স হইলেই শিশু প্রকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

কেবলরাম ও শান্তা। কেবল রাম শিরোমণির অনেকদিনের ভৃত্য; জাতিতে সদ্‌গোপ। সংসারে কেবলরামের আপন বলিতে শান্তা এবং একটি মেয়ে ছিল। কেবলরামের গৃহ শিরোমণির গৃহেরই অনতিদূরে। হঠাৎ মেয়েটির মৃত্যু হওয়াতে শান্তা পাগলিনী হইয়া শিরোমণি মহাশয়ের নিকট আসিয়া বলিয়াছিল—"ঠাকুর, আমার উপায় কি হইবে?" শিরোমণি ঠাকুর শান্তাকে অভয় দিয়া বলিলেন—"তোর ভাবনা কি? আমার বাড়ীতে চলিয়া আয়, তোর কন্যা হারাইয়াছিস্, যোগমায়া তোর কন্যা হইবে। যোগমায়াকে কোলে করিলে কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকিবে না।" শান্তা যোগমায়াকে কোলে নিল। শান্তা দেখিল

কথায় যাহা, ফলেও তাহাই। শান্তা আর গৃহে গেল না। সেই দিন হইতে কেবলরাম ও শান্তা দুজনেই শিরোমণির গৃহে আছে।

কেবলরাম দেখিতে পুষ্ট, বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়। বয়স শিরোমণিরই কাছাকাছি। কেবলরাম পরিশ্রমের অবতার। প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবলরামের হাতে একটা না একটা কায লাগিয়াই রহিয়াছে। প্রভাতে কেহ শিরোমণির গৃহে গিয়া কেবলরামকে দেখিয়া মনে করিবে, কেবলরাম একটা খুব বলিষ্ঠ পুরুষ, কিন্তু সমস্ত দিন কেবলরামের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় শিরোমণির গৃহ পরিত্যাগ করিলে তখন নিশ্চয়ই বলিতে হয় কেবলরাম মানুষ নহে, কেবলরাম অক্লান্ত মূর্ত্তিমান পরিশ্রম।

শান্তা মূর্ত্তিমতী সরলতা। শান্তার রূপে সরলতা, কথায় সরলতা, আচারে সরলতা, প্রকৃতিতে সরলতা। শান্তার বর্ত্তমান কার্য্যের মধ্যে কার্য্য—যোগমায়াকে কোলে করা, যোগমায়াকে প্রভাতে মাখন খাওয়ান, শিরোমণির বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণীর সাময়িক সেবা করা, কেবলরামের জন্য দুবেলা পরিশ্রমীর উপযোগী অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করা, (কারণ শিরোমণির গৃহে গৃহিণী নাই, শিরোমণি স্বয়ং মাতা, যোগমায়া ও নিজের আহারায়োজন করিয়া থাকেন) এ ছাড়া, বাসন মাজা, ঘরধোয়া ইত্যাদি সে সকল কার্য্য অন্য গৃহে দাসীর ভাগে পড়িয়া থাকে, শিরোমণির গৃহে শান্তার ভাগেও তাহা আছে একথা আর বলিতে হইবে কেন?

আর একটী গৃহ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া ভূমিকা শেষ করা যাইতেছে।

শিরোমণি মহাশয়ের পৈতৃক গৃহ। সে গৃহে বর্ত্তমান সময়ে অনেক লোকজন। শিরোমণি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কল্যাণেশ্বর

বাগীশ, কল্যাণেশ্বরের পুত্র কনক, গৃহিণী, গৃহিণীর ভাই, ভ্রাতৃজায়া, মাসি, পিস্‌তুত ভগিনী, ইত্যাদি, ইত্যাদি, গৃহিণীর সম্পর্কে অনেক, তার পর দাস দাসী, মোট—প্রায় ত্রিশ বত্রিশ। এই আখ্যায়িকার সম্পর্ক বাগীশ মহাশয়, কনক এবং গৃহিণীর সহিত।

বাগীশ মহাশয় একটু মোটাবুদ্ধির লোক। স্বভাবতঃই শিরোমণির ন্যায় একটু তেজস্বীও ছিলেন কিন্তু তাঁহার তেজঃটুকু গৃহিণীর প্রেম-সলিলে ভিজিয়া নিভিয়া গিয়াছে। তিনি বিদ্যায় তত বিশারদ নহেন, তবে বাল্যে একটু বাচাল ছিলেন বলিয়া ছেলে মণ্ডলীতে তাঁহার বাগীশ উপাধি হয়। শিরোমণি মহাশয়ের ভ্রাতা বলিয়া ছেলেদের সেই বাগীশ উপাধিটি বয়সের সময় সমাজে ও ঠিক উপাধির কার্য্যই চালাইয়া নিতেছে। সমাজে যাহাই হউন, গৃহে বাগীশ মহাশয় গৃহিণীর ক্রীড়া পুতুল।

কনক ছেলে মানুষ;—রূপে গুণে পিতারই সদৃশ। বেণীর মধ্যে গৃহিণী ঠাকুরাণী তাহার সরস ছোট আত্মা-ক্ষেত্রখানিতে হিংসা, দ্বেষ, কুৎসা ইত্যাদির কয়েকটা অঙ্কুর রোপণ করিয়া দিয়াছেন, নূতন মাটী পাইয়া তাহা সতেজে বৃদ্ধি পাইতেছে। বাগীশ মহাশয়ের এমন অস্ত্র নাই যে, কণ্টক বৃক্ষগুলি সম্যক্ বৃদ্ধি না পাইতে পাইতে কাটিয়া ফেলেন, সুতরাং কনক মায়ের আশানুরূপই শ্রীবৃদ্ধি পাইতেছে।

তার পর গৃহিণী। এই গৃহিণীই শিরোমণি মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন গৃহ প্রস্তুতের কারণ। বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরালয়ে আসিয়াই তিনি গুরুজনের প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা

বলিতে লাগিলেন, স্বামীর উপর যেরূপ প্রভুত্ব বাঁধিয়া নিলেন, তদ্দর্শনে বৃদ্ধ শিরোমণি বুঝিতে পারিলেন যে, এই ভ্রাতৃবধূ গৃহবিচ্ছেদের, ভ্রাতৃবিরোধের, পারিবারিক কলহ ও অশান্তির কারণ হইতে পারেন; সুতরাং সময় থাকিতে তাহা হইতে রক্ষার উপায় স্থির করা উচিত। একদিন শিরোমণি মহাশয় মাতা ও ভ্রাতার নিকট কল্যাণকে পৈতৃক বাসস্থান ও ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি দিয়া স্বোপার্জ্জিত ব্রহ্মোত্তর নিয়া এবং শ্রীপতি ন্যায়রত্নের বাটীর সন্নিহিত একখণ্ড তদ্রূপ ব্রহ্মোত্তর ভূমিতে নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পৃথক্ বাসের বাসনা জানাইলেন। মাতা সহজেই কারণ বুঝিতে পারিয়া শিরোমণির মতে মত দিলেন এবং নিজেও শিরোমণির সহিত গিয়া নূতন বাড়ীতে বাস করিবেন এরূপ মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন। কল্যাণেশ্বর তখন 'হাঁ—না' কিছুই বলিতে পারিলেন না এবং অবশেষে গৃহিনীর পরামর্শে দাদার প্রস্তাবে কোন আপত্তিও করিলেন না। সেই হইতে সিদ্ধেশ্বর শিরোমণি ও কল্যাণেশ্বর বাগীশের দুই পৃথক বাড়ী।

বঙ্গবক্ষ-ত্রিবেণী ক্ষেত্রে শিবভক্তি-গঙ্গা বিষ্ণুভক্তি-যমুনা, ন্যায়-সরস্বতী মিলিতা হইয়া এক পবিত্র স্নিগ্ধ ত্রিধারা স্রোতের উদ্ভব করিয়া এক সময়ে উত্তপ্তা বঙ্গ ভূমিকে সুশীতলা করিয়াছিল; এই আখ্যায়িকায় সেই অতীত-সুখ-স্মৃতির অনুসরণ করা যাইবে।

গঙ্গা।

শান্তা, সদর দোরের চৌকাঠে মাথা রাখিয়া পথের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শিরোমণি বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে যোগমায়া দূর হইতে শান্তাকে দেখিতে পাইয়া 'আমি শান্তা মার কোলে যাই' বলিয়া বাবার কোল হইতে নামিয়া দৌড়িয়া গিয়া শান্তার কোলে উঠিল। শান্তা "বাবা, হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচ্‌লুম, আর একটু হলেই শ্বাস বন্ধ হ'য়ে মরে যেতুম" বলিতে বলিতে যোগমায়াকে কোলে তুলিয়া নিল এবং সাধ মিটাইয়া বারম্বার চুম খাইতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় বাড়ীতে প্রবেশ করিতে করিতে শান্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শান্তা এখানে দাঁড়াইয়া কেন?" শান্তা যোগমায়াকে কোলে করিয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছিল, শিরোমণির কথাগুলি তাহার কর্ণে সম্যক্ প্রবেশ করিল না। কিয়দ্দূর গিয়া তাহার চৈতন্য হইল। তখন শান্তা জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর আমাকে কি বলিলে?"

শিরোমণি। তুই সদর দোরের চৌকাঠে মাথা রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলি কেন?

শান্তা। ঠাকুর! তোমার জ্বালায় গরীব লোকের প্রাণ বাঁচে না।

শিরোমণি। কেন? কি হইয়াছে?

শান্তা। তুমি রোজ আমার মায়াকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে যাও, তা না হয় একটু শিগ্‌গির শিগ্‌গির এস। তা হলেও দুদিক্ রক্ষা হয়।

শিরোমণি। দুদিক্ কি রকম?

শান্তা। তোমার গঙ্গাস্নান—আমার প্রাণ।

শিরোমণি। কথাটা কি পরিষ্কার করিয়া বল্ দেখি।

শান্তা। রাত্রে আমি ঘুমাইয়া থাকি, কিছুই মনে থাকে না। জাগিয়া মায়াকে না দেখিলেই আমার বড় কষ্ট হয়।

শিরোমণি। তাহা কি আর আমি জানি না? এখন কি হইয়াছে বল্।

শান্তা। মনটা একটু ফাঁকা থাকিলেই আমার আগেকার জ্বালাগুলি জেগে উঠে; তখন যেন বিছায় কাট্তে থাকে।

শিরোমণি। তাহা সমস্তই আমি বুঝি। এখন কি হইয়াছে বল্ শুনি।

শান্তা। আমি আজ ভোরে জাগিয়া মায়ের নিকট গেলাম; তুমি আমাকে না বলিয়াই আমার মায়াকে নিয়ে গঙ্গাস্নানে গিয়েছ। "ওমা! আমার কি হইল!" বলিয়া আমি মায়ের পাশে বসিয়া পড়িলাম।

শিরোমণি। তুই সোজা কথায় কিছুই বলিতে জানিস্ না। তোর এখন কি হইয়াছে এক কথায় বলিয়া ফেল্ দেখি; শুনিয়া নিশ্চিন্ত হই।

শান্তা। আমি মায়ের নিকট বসিয়া পড়িলাম। দেখিয়া মা বলিলেন "শান্তা,—মা আমার, ভোরের কাযগুলি কর গিয়ে। এখনই সিধু আমার, তোর মায়াকে নিয়ে আসিবে।"

শিরোমণি। তারপর ব'লে যা। তোর সকল কথা না শুনিলে কিছুতেই নিস্তার নাই। ব'লে যা তারপর কি হইল।

শান্তা। তারপর আমি কাযে গেলাম। আমার হাতে আর কায উঠে না!

শিরোমণি। তারপর ?

শান্তা। তোমার চাকর আসিয়া আমাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল

শিরোমণি। ইহা কেবলরামের পক্ষে বাস্তবিকই প্রগল্‌ভতা! তারপর ?

শান্তা। আমি বলিলাম—"যাও! দূরে যাও!"

শিরোমণি। বেশ করেছিলে। তারপর কি হইল ?

শান্তা। তোমার চাকর কিনা তেম্নি লোক! আমার কথায় আরো হাসিতে লাগিল।

শিরোমণি। বড়ই দুঃখের বিষয়। তারপর ?

শান্তা। তারপর আমি কাঁদিতে লাগিলাম।

শিরোমণি। কেবল তখন কি বলিল ?

শান্তা। তখন আমায় বলিল—"খুব পরিশ্রম কর্, কোন কথা মনে পড়িবে না, তোর কোন কষ্টও হবে না।"

শিরোমণি এপর্য্যন্ত অতি স্থির ভাবেই কথা বলিতেছিলেন। শান্তার মুখে কেবলরামের শেষ কথাগুলি শুনিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার চোক দুটি জলে পূর্ণ হইয়া আসিল। মুখ ফিরাইয়া শান্তার অজ্ঞাতে চোক দুটি মুছিয়া ফেলিলেন। "কেবলরাম! তুই ধন্য!" শিরোমণি চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন "কেবলরাম! তুই ধন্য! দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার তুই এমন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিস্! তোর নিকট শিরোমণি আজ এক পরমশিক্ষা প্রাপ্ত হইল।" শান্তা এসকল কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না; এ সকল কথা লক্ষ্যও করিল না। শান্তা আপন মনে বলিতেছিল—"আমি তোমার চাকরের কথা শুনিয়া,

বাসন মাজিলাম, ঘর ধুইলাম, গরু গুলিকে বাহিরে আনিলাম, গোয়াল ঘরটা পরিষ্কার করিলাম. শেষে আমার মায়ার জন্য মাখন তুলিলাম, তখনও তোমার দেখা নাই! আমি মাখনটুকু কোটায় তুলিয়া রাখিয়া বাড়ীর বাহিরে আসিয়া শ্বাস বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছি। শ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিলে জ্বালা গুলি বুঝি চেপে থাকে। শ্বাস বন্ধ করিয়া এইরূপে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি; ভাবি—ঐ বুঝি ঠাকুর আসে কিন্তু তুমি ঠাকুর, আর এস না। শ্বাস বন্ধ হয়ে আমার প্রাণ যায়! ভাগ্যিস্ মায়া আমার, দৌড়িয়া আসিয়া কোলে উঠিল, নতুবা এ যাত্রাই গেছিলুম।"

শিরোমণি। বুঝিতে পারিয়াছি। তবে এখন যাও। মায়াকে কোলে নিয়ে মাখন দেও গিয়ে।

শান্তা মায়াকে চুম খাইতে খাইতে ভাঁড়ার ঘরের দিকে গেল। শিরোমণি তখন স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া অন্যমনস্কের মত কি যেন ভাবিতেছিলেন। মুখের ভাব মলিন, যেন আত্মা তখন অতীব অবসন্ন। কতক্ষণ পরে একটী অনতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "মায়াই বটে" বলিয়া মাতৃদেবীর ঘরের দিকে যাইতে লাগিলেন। বৃদ্ধা তখন প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তর শান্তার কলসীর জল দ্বারা, মুখ, হস্ত পদাদি ধৌত করিতেছিলেন। শিরোমণি মায়ের নিকট আসিয়া হস্তস্থিত গঙ্গোদকের কলসীটি পার্শ্বে রাখিয়া ধীরে ধীরে মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এখনই স্নান করিবেন? না একটু রোদ উঠিবে?" মা বলিলেন "না, এখনই আমাকে স্নান করাইয়া দেও।" শিরোমণি অতি যত্নে মাকে স্নান করাইলেন; শুষ্ক

বস্ত্রদ্বারা গা মুছিয়া দিলেন; তসর খানি পরাইয়া দিলেন এবং অবশেষে ঘরে নিয়া আসনে বসাইয়া মাতৃপদে পুষ্প চন্দন সমর্পণ করিয়া পার্শ্বে বসিয়া চরণামৃত পান করিলেন। যখন শিরোমণি মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া মাতৃচরণামৃত পান করিতেছিলেন, তখন অজ্ঞাতে তাঁহার একটী দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। মা তাহা লক্ষ্য করিলেন। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা সিদ্ধেশ্বর! বাপ্ আমার! দীর্ঘ নিশ্বাস কেন বাবা?"

শিরোমণি। না, মা, তেমন কিছু নয়। আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি।

মা। কি কথা বাপ্?

শিরোমণি। যোগমায়ার বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করিতেছি; আপনার অনুমতি হইলে আয়োজন করি।

মা। আবার সেই বিবাহের কথা! বিবাহের কথা তুলিলে বাপ্, আমার নির্বাণ আগুণ জ্বলে উঠে। একবার বাপ্, তুই বিবাহের কথা তুলিয়াছিলি, মনে করিয়াছিলাম, আমার বিশ্বরূপের বিবাহ হইলে পুতুলের মত বউটি দেখিয়া নয়ন জুড়াইবে; কিন্তু বাপ্, তোর সেই বিবাহ প্রস্তাবই কাল হইল। বিবাহের নাম শুনিয়া আমার কচি ছেলে কিনা নিরুদ্দেশ—গৃহত্যাগী। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমার সতর বৎসরের ছেলে গৃহত্যাগী!

শিরোমণি। মা! এখন সে কথা আর ভাবিবার বিষয় নয়। আপনি কি মনে করেন যে বিশ্বরূপের বিবাহ হইবে না, বিশ্বরূপ গৃহে আসিবে না?

মা। তবে কি বিশ্বরূপের কোন সংবাদ পেয়েছ?

শিরোমণি। না মা! অনেক অনুসন্ধানেও বিশ্বরূপের কোন

সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহজীবনে আমার সঙ্গে বিশ্বরূপের দেখা হওয়াও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, বিশ্বরূপ বিবাহ করিবে, গৃহী হইবে, সংসার ধর্ম্ম করিবে। আপনার সিদ্ধেশ্বরের নাম জগতে লোপ পাইবে না।

মা। বাপ্, তোমার কথা সত্য হউক। মা ভগবতী করুন, বিশ্বরূপ আমার ঘরে ফিরে আসুক। আমি বিশ্বরূপকে আর একটিবার দেখিয়া মরি।

শিরোমণি। মা! এ সকল কথা এখন থাক্। আমি যাহা বলিতেছি তাহাতে অনুমতি দিন্। যোগমায়ার বিবাহ প্রস্তাবে কোন ভয়ের কারণ নাই।

যখন মাতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তখন কেবলরাম পার্শ্বের ঘরের 'দাওয়ায়' বসিয়া তামাক খাইতেছিল। শান্তা, যোগমায়াকে মাখন খাওয়াইয়া কয়টি পুতুল দিয়া খেলা করিবার জন্য সেই দাওয়াতেই বসাইয়া দিয়া, কেবলরামের নিকট বসিয়া, অনেক রকম গল্প করিতে ছিল। তখন হঠাৎ শিরোমণির মুখনিঃসৃত "যোগমায়ার বিবাহ প্রস্তাবে কোন ভয়ের কারণ নাই" কথাগুলি অস্পষ্টভাবে কেবলরামের কাণে গেল। কেবলরাম, "যোগমায়ার কথা হচ্ছে না?" বলিতে বলিতে, হাতের হুকাটা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া রাখিয়া, যে ঘরে মা ও ছেলেতে কথা বার্ত্তা হইতেছিল, সে ঘরে গেল। শান্তাও বিশেষ কোন কিছু বুঝিতে না পারিয়া, যোগমায়ার নাম শুনিয়াই তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। যোগমায়া আপন মনে, পুতুলগুলি লইয়া খেলায় নিমগ্ন; কেবলরাম ও শান্তা উঠিয়া গেল তাহা লক্ষ্যও করিল না।

কেবলরামের এবং তৎপশ্চাৎ শান্তার দ্রুতবেগে গৃহ প্রবেশে, া ও ছেলে, কথাবার্ত্তা রাখিয়া, কেবলরাম ও শান্তার মুখের িকে চাহিয়া রহিলেন। কেবলরাম মাকে জিজ্ঞাসা করিল— মা! যোগমায়ার কথা হচ্ছিল না?"

মা। সিদ্ধেশ্বর যোগমায়ার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিতেছে।

কেবলরাম। কি রকম?

শিরোমণি। কেবলরাম! যোগমায়ার বিবাহের জন্য মায়ের মম্মতি চাহিতেছি, তাহাতে তোমার মত কি?

কেবলরাম। ঠাকুর! আমি মত্‌টত্‌ কিছুই বুঝিনা। আমি কন্ন আর খাটিতে পারিব না। খেটে খেটে যখন তৃষ্ণায় আমার ক শুকাইয়া উঠে, তখন মায়ার কথাগুলি শুনিয়া আমার তৃষ্ণা ায়; তোমার পুকুরের জলে কি আর এ তৃষ্ণা নিভে?

শিরোমণি। সেজন্য তোর ভাবনা কি?

কেবলরাম। ভাবনা আমার জন্য নহে, ভাবনা তোমার ন্য।

শিরোমণি। আমার জন্য তোর ভাবনা কেন?

কেবলরাম। আমি খাটিতে পারিব না; সারাদিন তোমার াগানে কুদাল চালাতে পারিব না; তোমার বাগানে,পটল,বেগুণ, উ, শশা, জন্মিবেনা; থোড় মোচাগুলি পচিয়া যাইবে। আমার ', ননির পিসি, পাড়ার গরীবের দল, তোমার ফুল ফল তরকারী াইবে না। আমি গরু গুলিকে ধোয়াইতে খাওয়াইতে পারিব া; তোমার ঘি, দই, দুধ, বিলান থামিয়া যাইবে। তখন তামার যে বিষম কষ্ট হইবে তাহাই আমার ভাবনা।

শিরোমণি। এই তোর ভাবনা!

শান্তা। ঠাকুর! আমার একটি কথা আছে। আমার মায়ার বিবাহ দেও, তাহাতে আমি আপত্তি করিব না। তোমার নিকট গরীবের আপত্তি টিকিবে না। তুমি সময় অসময় নাই, আমার মায়াকে গঙ্গা স্নানে নিয়ে যাও, তখন আমার আপত্তি খাটে না আর বিবাহের কথায় খাটিবে? তবে কিনা, ঠাকুর, যোগমায়াকে না দেখিলে আমার পূর্ব্বের কথাগুলি মনে পড়ে। তোমার পায়ে পড়ি, যোগমায়ার বিবাহ দেওয়ার পূর্ব্বে আমাকে একটা কোন ঔষধ খাওয়াও, যেন কোন কথা আমার মনে না পড়ে। ওমা! যোগমায়াকে না দেখিলে আমি কিরূপে বাঁচিবগো!

শিরোমণি। আমি তোর উপায় বলিতেছি।

মা। বাবা! আমার জন্যও একটা ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে। যোগমায়াকে ক্রোড়ে না করিলে আমার ঘুম পায় না। ঘুম না আসিলে, আমার দীর্ঘ অতীত জীবনের অনেক কথা মনে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে অঘুমার কষ্টটা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক। আমাকেও এমন একটা ঔষধ খাওয়াও যাহাতে আমার ঘুম আর না ভাঙ্গে।

শিরোমণি। মা! সকল কথা না শুনিয়া, আপনারা সকলে মিলিয়া অগ্রেই আপত্তি তুলিতে লাগিলেন, তবে আর আমার মনের কথা খুলিয়া বলা হইল কৈ?

মা। ভাল, বাপ্! তোমার যাহা বলিবার বল, শুনি। বাপ্! চুণ খেয়ে আমার জিভ্ গিয়েছে, এখন দৈ দেখিলেও আমার ভয় হয়। আর যোগমায়ারও এখন বিবাহের বয়স হয় নাই। তবে তোমার যখন একান্ত ইচ্ছা দেখিতেছি, তখন তোমার মনের কথা পরিষ্কাররূপে খুলিয়া বল শুনি।

শান্তা। ঠাকুর! যাহাই বল, আমার কথাটা একটু মনে রাখিয়া বলিও। আমি যোগমায়াকে না দেখিলে বাঁচিবনা।

কেবলরাম। আমি যে খাটিতে পারিব না তাহা আমি আগেই বলিয়াছি।

শিরোমণি। তোমরা একটু স্থির হইয়া ব'স। আমি যাহা বলি সকল কথা ভালরূপে শুনিয়া তোমাদের যাহার যাহা বলিবার বলিও, তদনুসারেই কার্য্য করা যাইবে।

কেবলরাম। ভাল, তবে বল শুনি।

শিরোমণি। শ্রীপতি ন্যায়রত্ন নবদ্বীপে,—নবদ্বীপে কেন,—সমগ্র বঙ্গদেশে প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত। আশৈশব শ্রীপতি ও আমি ধুলাখেলা হইতে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও সংসার নির্ব্বাহাদি একসঙ্গে করিয়া আসিতেছি। আমি শ্রীপতির প্রকৃতি বিশেষরূপে জানি। বাহিরে যদিও শ্রীপতির ধর্ম্ম ভাব ততটা দেখা যায় না তবু তাঁহার অন্তঃকরণ অতি ধর্ম্মপ্রবণ। উৎকট ন্যায়চিন্তাতে তাঁহার আত্মার কোমল বৃত্তিগুলি সম্যক প্রকাশ পাইতেছে না। শ্রীপতি উদাসীন, ধার্ম্মিক, দয়ালু, মুক্তহস্ত।

কেবলরাম। ভট্টাচার্য্য মশায়ের গুণ শুনিতে কি আমরা বসিয়াছি? আমরা কি কখনও তাঁহার কোন দোষ দেখাইয়াছি?

মা। বাবা কেবল! একটু স্থির হইয়া ব'স। সিদ্ধেশ্বর কি বলে সকল কথা শুনিয়া উত্তর দিও।

শিরোমণি। শ্রীপতিতে যে অভাবটুকু আছে শ্রীপতির লক্ষ্মী স্বরূপা গৃহিনী সেটুকু পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। শ্রীপতির গৃহিণীর গুণ নিচয়ের কথা আপনার মুখেই অনেকবার শুনিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন

করিয়াছি এবং অন্তরে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ ও শত প্রণি-
পাত করিয়াছি।

মা। সত্যবতীর গুণে নবদ্বীপবাসী মুগ্ধ। সত্যবতীর দয়াতে
নবদ্বীপের মাতৃহীন মাতার অভাব বুঝিতে পারে না। আহা!
দরিদ্র ভবানীপদের পুত্রকন্যা সত্যবতীর স্নেহে লালিত পালিত
হইতেছে।

শান্তা। মা! সত্যবতী ঠাক্রুণের কাছে গেলে আমারও
শরীর ঠাণ্ডা হয়। সত্যবতী ঠাক্রুণের মিষ্টি কথায় আমি সকল
কষ্ট ভুলিয়া যাই। একদিন আমি যোগমায়াকে কোলে করিয়া
তাঁর কাছে গিয়াছিলাম। সত্যবতী ঠাক্রুণ তখন সুরুচী ও বিজ-
য়াকে মাখন খাওয়াইতেছিলেন; তারক ও সুতধর (স্মৃতিধর)
মায়ের পাশেই দাঁড়াইয়াছিল। ঠাক্রুণ আমাকে দেখিয়াই "শান্তা!
শান্তা! এখানে আয়" বলিয়া নিজেই উঠিয়া আসিলেন।
আসিয়া হাসিতে হাসিতে আমার কোল হইতে যোগমায়াকে
কোলে করিয়া নিয়ে গেলেন। ঠাক্রুণের হাসিতে আমি আপ-
নাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কখন যোগমায়াকে আমার কোল
হইতে নিলেন আমি তাহা জানিতে পারিলাম না। তারপর যখন
দেখিলাম আমার যোগমায়া সত্যবতী ঠাক্রুণের কোলে তখনও
আমার কষ্ট হইল না; আমার আরো আনন্দ হইতে লাগিল।

শিরোমণি। আমি সত্যবতী দেবীর কোলেই যোগমায়াকে
চিরকালের জন্য অর্পণ করিতে সংকল্প করিতেছি।

শান্তা। অপ্পন কি ঠাকুর?

শিরোমণি। সত্যবতী দেবীর কোলে চিরকালের জন্য দিতে
বাসনা করিতেছি।

শান্তা। বেশ! বেশ! তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই; কিন্তু আমি তোমার বাড়ীতে থাকিবনা। সত্যবতী ঠাকৃরুণের নিকট থাকিব। তোমার চাকর তোমার বাড়ীতে থাকিবে। আমি সময়মত আসিয়া মায়ের সেবা করিয়া যাইব।

কেবলরাম। ঠাকুর! তুমি যোগমায়ার বিবাহের কথা তুলিলে, তাহাতে কি সকল কথা বলিলে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে আবার শান্তিনীটা 'বকর-বকর' করিয়া সব গোল করিয়া দিল। (কেবলরাম ক্রোধের সময় শান্তাকে শান্তিনী বলিত।)

শিরোমণি। কেবলরাম! তুমি শান্তাকে ভৎর্সনা করিও না। আমার অন্তরে যে একটু অন্ধকার ছিল, শান্তার সরল কথা গুলিতে তাহাও দূরীভূত হইয়াছে। আমি সত্যবতী দেবীর ক্রোড়েই যোগমায়াকে অর্পণ করিব। সত্যবতী দেবীর স্নেহের তনয় তারকের সহিত যোগমায়ার বিবাহ দিব। সত্যবতী দেবীর তাহাতে অভিমত হইবে আশা করি।

শান্তা। বেশ! বেশ! তারকের সহিত আমার যোগমায়ার বিবাহ হইলে অতি সুন্দর দেখাইবে। গেল বৎসর রাসতলায় ইন্দ্র শচীর ছবি করিয়াছিল; ঠিক সেইরূপ দেখাইবে। না ঠাকুর?

কেবলরাম। ঠাকুর! এ কথা তুমি আগেই বল নাই কেন? তারকের সহিত যোগমায়ার বিবাহ দিবে এ কথা শুনিলে আর এত আপত্তি কে করিত! বেশ দেখাবে! এ কথা শুনিয়া আমার বড়ই আমোদ হইতেছে। আমার কোন কষ্ট হইবে না। যোগমায়া নিকটেই থাকিবে। আমি খুব খাটিব—আগের

ফুটন্ত ফুলগুলি হাসিতে হাসিতে বনময় হাসি ছড়াইতেছে। সুরুচী ও বিজয়া বহির্বাটীতে আসিয়াছিল ; ফুলের হাসি দেখিয়া সুরুচী-বিজয়াও হাসিতে হাসিতে ফুলবনে প্রবেশ করিল। হাসিময় ফুলের মাঝে হাসিমাখা দুখানা মুখ মিশিয়া গেল, খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

বাড়ীরদিকে ফুলবনে যে বেড়া রহিয়াছে, তাহার সর্ব্ব অঙ্গ যুতিকা লতায় জড়িত। যুতিকা তীব্ররৌদ্রে দগ্ধাম্রিয়মানা হইয়া অর্দ্ধমুদ্রিত মুকুল-নয়নে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিতেছিল ; এখন রৌদ্র সরিয়া গিয়াছে ;—স্নিগ্ধ সান্ধ্য সমীর প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যুতিকার অঙ্গ শীতল হইল। তাহার অঙ্গময় অগনিত ক্ষুদ্র 'আখি' গুলি সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন বেড়ার গায়ে যুতিকার মুখে হাসি আর ধরে না।

যুতিকার পার্শ্বে পশ্চিমে একশ্রেণী বেলির গাছ। বেলি গুলি ফুঠিয়া গুণে মোহ জন্মাইতেছে। রূপে যুতিকা বেলি দুই-ই তুল্য। রূপে যুতিকা বলে "আমায় দেখ" বেলি বলে "আমায় দেখ"। দর্শক দেখিয়া কাহারও প্রতি বিতৃষ্ণ হইতে পারেন না। বেলি অবশেষে মনের জ্বালায় হৃদয়ের কৌটা খুলিয়া, অতি যত্নে রক্ষিত পিতৃদত্ত যৌতুক, সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। যুতিকার এ সম্পত্তি বেলির মত ছিল না ; সৌরভ সম্পত্তিতে বেলিরই জয়। বেলি যুতিকাকে অপদস্থা দেখিয়া, মনের সাধে সৌরভ বিলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

বেলি-শ্রেণীর পশ্চিমে ফুলের গাছগুলি শ্রেণীবদ্ধ নহে। এক এক স্থানে এক এক জাতীয় ফুলের এক একটি কুঞ্জ। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে স্থলপদ্মের কুঞ্জ। এ কুঞ্জে সরু সুদীর্ঘ শাখায় সবুজ বৃহৎ

পত্রাবলি; মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত স্থলপদ্ম গুলি মৃদু বায়ুভরে হেলিতেছে দুলিতেছে, যেন হাসিতে হাসিতে বলিতেছে "আমার মুখ খানা একবার দেখে যাও।" তাহার নিকটে একটি রক্তজবার কুঞ্জ। কুঞ্জের মাঝের গাছটি অনেক দিনের—একটু উন্নতশীর। তাহার উচ্চ শাখায় গাঢ় রক্তবর্ণ জবাগুলি ফুটিয়া রহিয়াছে,যেন পার্শ্বস্থ স্থলপদ্মের ব্যবহারে বড়ই বিরক্ত;—ক্রোধে রক্তচক্ষু বিস্তার করিয়া, উন্নত মস্তকে তাহাদের প্রতি কোপদৃষ্টিপাত করিতেছে। উত্তরপশ্চিম কোণে কামিনী ফুলের কুঞ্জ। কামিনী মুকুল গুলি ফুটে নাই,—ফুট ফুট হইয়া রহিয়াছে; সন্ধ্যা সমাগমে প্রস্ফুটিত হইবে। কামিনীকুঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে হাসি পায়। কামিনী মুকুল গুলি যেন জবার ক্রোধরাগ-রঞ্জিত তীব্র কটাক্ষ দেখিয়া যৌবনোন্মুখা লাজুকা বালিকাগণের ন্যায় বেশভূষা করিয়া একটু ঘোম্‌টা টানিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া এক কোণে বসিয়া আছে এবং ঘোম্‌টার আড়াল হইতে একে অন্যের প্রতি সভয় দৃষ্টিপাত করিতেছে। সন্ধ্যা হইলেই জবার মুখ ঢাকা পড়িবে। তখন ইহারা ঘোম্‌টা তুলিয়া, মুখ খুলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া একে অন্যের উপর হেলিয়া দুলিয়া পড়িবে।

মধ্যস্থলে গন্ধরাজের কুঞ্জ, চারিদিক্ সবুজ পত্রাবলিতে বেষ্টিত। মধ্যে স্থূলদল, স্থূলপরাগ, শ্বেতবর্ণ গন্ধরাজ গুলি প্রস্ফুটিত হইয়া, বায়ুভরে একটু একটু হেলিতেছে এবং চারিদিকে গন্ধ বিস্তার করিতেছে;—যেন বঙ্গদেশের ধনী বৃদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, শ্বেত গুম্ফ ও শ্বেত কেশের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া দুগ্ধ ফেণনিভ শ্বেত অঙ্গরাখায় দোলায়মান স্ফীতোদর দেহ ঢাকিয়া কোন এক

সমশ্রেণীস্থ বন্ধুজনের ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া, সবুজ মকমল্ পরিশোভিত বৈঠকখানায় বসিয়া, স্থূলদেহ দোলাইয়া দোলাইয়া খোস্ গল্প করিতেছেন এবং তাঁহাদের অঙ্গ-প্রলিপ্ত কস্তুরী চন্দন চুয়াদির গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত হইতেছে।

এই সকল কুঞ্জের পশ্চিম দিক্ দিয়া উত্তর দক্ষিণে তিন চারি সার মালঞ্চ ফুলের গাছ। তাহার পশ্চিমে ফুল বনের পশ্চিম সীমা দিয়া দুই সার কেতকা গাছ। কেতকী শ্রেণীতে দুই কার্য্য সাধিত হইতেছে। কেতকী শ্রেণী ঐ দিকে বেড়ার কার্য্য করিতেছে। কণ্টকময় কেতকী গাছ থাকাতে ঐ দিকে অন্য বেড়ার আর প্রয়োজন হয় নাই। এই মালঞ্চ ও কেতকী শ্রেণীতে এক অতি কৌতুকাবহ ঘটনা দেখিয়া হাসি সম্বরণ করা যায় না। কেতকীর গন্ধে মোহিত হইয়া দেশের যত ভ্রমর আসিয়া এখানে জড় হইয়াছে; ভ্রমরেরা গন্ধে অন্ধ হইয়া উড়িয়া উড়িয়া কেতকীতে বসিতে যায়; বসিবে,—এই বসিবে,—অমনি কাঁটা ফুটিয়া যায়। ভ্রমর গুলি কাঁটার ঘা খাইয়া 'ভন্-ভুঁ' করিয়া উড়িয়া আসিয়া মালঞ্চ গাছে বসে। মালঞ্চেতে গন্ধ কিম্বা মধু নাই; মালঞ্চের সম্বল কেবল রূপ; কিন্তু ভ্রমরেরা রূপে ভুলে না, এরা চায় মধু; সুতরাং মধুলোভে পুনরায় কেতকী বনে উড়িয়া যায়; পুনরায় কাঁটার ঘা খাইয়া ফিরিয়া আইসে।

দক্ষিণদিকে তিন সার মালতী ফুলের গাছ; তাহার দক্ষিণে কয় সার সূর্য্যমুখীর গাছ। সূর্য্যমুখী গুলি দিবাবসানে মাথা হেট করিয়া বিরসভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সুরুচী ও বিজয়া ফুলবনে প্রবেশ করিয়া একবার এদিক্ একবার ওদিক্ দৌড়িয়া দেখিল।

শেষে বিজয়া বলিল "আমি মালঞ্চ ফুল তুলিব এবং তাহার মালা গাঁথিয়া ঠাকুরের গলায় দিব।" সুরুচী শুনিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—"তোর যেমন কথা! মালঞ্চফুলেও আবার মালা হয়! চল্ মালতি ফুল তুলি। মালতী ফুল দিয়া দুজনেই মালা গাঁথিব।" বিজয়ার তাহাতে কোন আপত্তি ছিলনা কিন্তু মালতি ফুলগুলি যে দিকে সে দিক্‌টা পথের ধারে। বিজয়া ঐ দিকে যাইতে সাহস পাইতেছেনা। বিজয়া বড় ভীতা। এক-দিন সুরুচী ও বিজয়া ঐ পথের দিকে দাঁড়াইয়াছিল হঠাৎ একটা কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইলে সুরুচী "বাঘ! বাঘ!" বলিয়া চিৎ-কার করিয়া উঠে; তাহাতে বিজয়া বড়ই ভয় পায়। তদবধি বিজয়া সেদিক দিয়া যাইতে আর তত সাহস পায় না। সুরুচী বলিল "চল্‌না যাই। মালতি ফুলতুলি গিয়ে।" বিজয়া বলিল "না ভাই আমি ওখানে যাবনা। আমি মালঞ্চফুলই তুলিব।" বিজয়া মালঞ্চ ফুলই তুলিতে লাগিল। সুরুচী মালতি শ্রেণীর নিকট গিয়া দুএকটি ফুল তুলিয়া ধীরে ধীরে বিজয়ার অজ্ঞাতে সূর্য্যমুখী গাছের অন্তরালে লুকাইয়া রহিল। বিজয়া মাথা হেট করিয়া আপন মনে অনেকগুলি ফুল তুলিয়া, একবার মস্তক উত্তো-লন করিয়া দেখিল সুরুচী তথায় নাই। বিজয়ার বড়ই ভয় হইল। ভয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল—"সুরুচি! সুরুচি!" সুরুচী চুপ করিয়া রহিল। বিজয়া শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "সুরুচি! তুই আমাকে ফেলিয়া কোথায় গেলি!" সুরুচী তখন বিজয়ার কাঁদা সুরের মত সুর করিয়া বলিল "আমি তোমাকে ফেলিয়া এখানে আছি।" বিজয়া চমকিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল, সুরুচীকে দেখিতে পাইল না। কিন্তু তখন অনেকটা

ভয় গিয়াছে, একটু সাহসের সুরে বলিল "সুরুচি! ভাই তুই কোথা আছিস্ বল্‌না!" সুরুচী সূর্য্যমুখীর অন্তরাল হইতে বলিল "আমি কোথা আছি চেয়ে দেখ্‌না।" বিজয়া তখন সুর লক্ষ্য করিয়া সূর্য্যমুখীগাছের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সুরুচী দুটি ফুটন্ত সূর্য্যমুখীর মধ্য দিয়া মুখ বাড়াইয়া চাহিয়াছিল। সুরুচীর এলো-মেলো কাল কেশগুলি বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া সূর্য্যমুখীর সবুজ পাতার সঙ্গে মিশিয়া পাতার বর্ণকে গাঢ়তর করিয়া তুলিয়াছিল। সুরুচীর হাসিমাখা মুখখানি দুটি সূর্য্যমুখীর মাঝে আর একটি ফুটন্ত ফুলের মত শোভা করিয়া রহিয়াছে। বিজয়া সূর্য্যমুখীগাছের দিকে এদিক্ সেদিক্ অনেকক্ষণ দেখিয়া শেষে এককোণে দুটি ফুলের মাঝে সুরুচীর হাসিমুখ দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া সুরুচীকে জড়াইয়া ধরিল;—বলিল—"সুরুচি তুই এতও জানিস্!" সুরুচী হেসেই আটখানা। হেসে হেসে একটু স্থির হইয়া শেষে গম্ভীর ভাবে বলিল "বিজয়া! ভাই এত সহজেই ভয় পাস্ কেন!" বিজয়া বলিল "ভাই তুই এত ভয় দেখাস্ কেন?" দুজনে এমন অনেক প্রশ্ন করিয়া হাসাহাসি করিতেছিল এমন সময় পশ্চিমের পাড়ার এক বুড়ী লাঠি ভর করিয়া সেই পথ দিয়া ন্যায়রত্নের বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ সে দিকে বিজয়ার দৃষ্টি পড়িল,—বিজয়া চম্‌কিয়া উঠিল। বিজয়ার চমক্ দেখিয়া সুরুচী সে দিকে মুখ ফিরাইল। দেখিল ওপাড়ার বুড়ী। তখন বিজয়াকে বলিল—"একে দেখিয়া তোর এত ভয়! বুড়ী কাল আমাদের বাড়ীতে আসিয়াছিল। মা বুড়ীকে দুখানা কাপড় দিলে,—চারমালা চাল দিলে,—কতকগুলি বেগুন দিলে।" বিজয়া বলিল "না ভাই, ভয় পাই নাই; বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করনা—আজ

আবার কেন আসিয়াছে।" সুরুচী বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করিল—"বুড়ী কেন আসিয়াছ? আজ আবার কাপড় চাউল চাই?" বুড়ী বলিল—"না মা, কাপড় চাই না। তোমার মা কাল দুখানা কাপড় দিয়াছেন তাহাতে আমার ছমাস যাবে। আমি আজ দুটি পয়সা চাই।" সুরুচী বলিল "পয়সা চাও?" এই বলিয়া বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া বাগানের বাহিরে আসিল। বুড়ীর নিকটে গিয়া বিজয়াকে বলিল "ভাই! তুমি বাবার নিকট হইতে দুটি পয়সা নিয়ে এস। আমি বুড়ীর নিকট থাকি; বুড়ী পয়সা না পাইয়া পাছে চলিয়া যায়!" বুড়ী পয়সার জন্য আসিয়াছে, পয়সা না পাইয়া কখনই যাইবে না একথা বালিকার সরল হৃদয়ে আপাততঃ উদিত হইল না। বুড়ী অভাবে পড়িয়া পয়সার জন্য আসিয়াছে, যেরূপেই হউক পয়সা দিতে হইবে এই আগ্রহে সুরুচী অন্যকথা ভুলিয়া বিজয়াকে বলিল "ভাই! তুমি বাবার নিকট হইতে দুটি পয়সা নিয়ে এস। আমি বুড়ীর নিকট থাকি; বুড়ী পয়সা না পাইয়া পাছে চলিয়া যায়।" বিজয়া বাবার নিকট যাইতে সাহস পাইল না। বাবা তখন ছাত্রদিগকে পড়াইতেছিলেন; এমন সময় তাঁহার নিকট যাওয়া, তাহাতে আবার পয়সা চাওয়া বিজয়ার সাহসে কুলাইয়া উঠিল না। বিজয়া বলিল "না ভাই! আমি যাইতে পারিব না। তুমি যাও। আমি বুড়ীর নিকট থাকি।" সুরুচী "বেশ ভাই" বলিয়া বাবার নিকট পয়সার জন্য গেল। বিজয়া বুড়ীর নিকট দাঁড়াইয়া রহিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন উচ্চ বিভাগের কতকগুলি ছাত্রকে ন্যায়ের শাব্দখণ্ড বুঝাইতেছিলেন। তারকনাথ কি জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আসিয়া, পিতাকে শাব্দগ্রন্থের বিবৃতিতে নিমগ্ন

দেখিয়া, কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পিতার বিবৃতি সমাপ্তির অপেক্ষা করিতেছিল ; এমন সময় সুরুচী পয়সার জন্য বাবার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবা কিসে ব্যস্ত, কি করিতেছেন, তাহা সুরুচীর ভাবিবার অবসর নাই। সুরুচী বাবার নিকট গিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল "বাবা! বাবা! আমাকে দুটা পয়সা দাও,—আমি বুড়ীকে দিব।" ন্যায়রত্ন সুরুচীর চীৎকারে একবার মাত্র তৎপ্রতি নেত্রোত্তলন করিয়াছিলেন কিন্তু কেন আসিয়াছে, কি চাহিতেছে, তাহার কিছুই তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া বলিয়া যাইতেছিলেন "পদজ্ঞান করণকং জ্ঞানং অর্থাৎ—" সুরুচী আর অপেক্ষা করিতে পারিল না ; বাবার মুখে হাত দিয়া বলিতে লাগিল "বাবা আমাকে দুটি পয়সা দাও।" ন্যায়রত্ন একবার মাত্র বলিলেন "মা সুরুচি! এখন যাও।" সুরুচী পয়সা না পাইয়া যাইবে কেন? তারকনাথ তখন সুরুচীর হস্ত ধরিয়া একটু দূরে আনিল এবং নিজের নিকট দাঁড় করাইয়া রাখিয়া ভৎর্সনা করিতে লাগিল "পাঠের সময় বাবাকে বিরক্ত করিতে আসিস্ কেন?" এই সকল ভৎর্সনা সুরুচীর কর্ণে প্রবেশ করিতেছিলনা। বিজয়া বিলম্ব দেখিয়া পাছে বুড়ীকে ফেলিয়া চলিয়া আসে, একা দেখিয়া বুড়ী পাছে পয়সা না লইয়া চলিয়া যায়, ইত্যাকার ভাবনায় সুরুচী অস্থিরা হইয়া ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিল ; দাদার ভয়ে বাবার নিকটও যাইতে পারিতেছে না, পয়সা না লইয়া বুড়ার নিকটও যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না। সুরুচী বড়ই বিপদে পড়িয়াছে! এমন সময় সিদ্ধেশ্বর শিরোমণি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিরোমণিকে সম্মুখে দেখিয়া তারকনাথ তাড়াতাড়ি আসন আনিতে গেল। এই অবসরে সুরুচী বাবার

নিকট গিয়া দুখানা কোমল হস্তে বাবার মুখখানি তুলিয়া কাতর ভাবে বলিল "বাবা! আমাকে দুটি পয়সা দাও—আমি বুড়ীকে দিব।" শিরোমণিও বলিলেন "দাও না ভায়া, মেয়েটীকে দুটি পয়সা দাও না।" সুরুচী তখন বাবার মুখ দুই হাতে উঁচু করিয়া তুলিয়া ছিল সুতরাং ন্যায়রত্ন সম্মুখে শিরোমণিকে দেখিতে পাইলেন। শিরোমণিকে দেখিয়াই "শিরোমণি ভায়া! কি মনে করিয়া?" বলিতে বলিতে নিজের আসন হইতে উঠিয়া আসিতেছিলেন; শিরোমণি তখন বলিলেন "ভায়া! মেয়েটি যাহা চায় আগে দাও।" তখন ন্যায়রত্ন সুরুচীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা! কি চা'স্।" সুরুচী বলিল "বাবা! আমাকে দুটি পয়সা দাও, আমি বুড়ীকে দিব।" ন্যায়রত্ন আসনের নীচ হইতে দুটি পয়সা তুলিয়া সুরুচীর হাতে দিলেন। সুরুচী পয়সা পাইয়া নাচিয়া নাচিয়া বুড়ীর নিকট চলিয়া গেল। ইত্যবসরে তারকনাথ একখানা আসন আনিয়া বাবার আসনের পার্শ্বে স্থাপন করিল। শিরোমণি আসন গ্রহণ করিলে, ন্যায়রত্ন জিজ্ঞাসা করিলেন "ভায়া কি মনে করিয়া?"

শিরোমণি। একটু প্রয়োজন আছে।

ন্যায়রত্ন। প্রয়োজন না থাকিলে তুমি কখনই ন্যায়রত্নের বাড়ীতে এসনা। যখন আসিয়াছ তখনই বুঝিতে পারিয়াছি, প্রয়োজন আছে। তবে প্রয়োজন তোমার কি আমার তাহাই জানিতে চাই।

শিরোমণি। প্রয়োজন আমারই বটে।

ন্যায়রত্ন। তুমি সকল সময়েই বলিয়া থাক প্রয়োজন তোমার কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় প্রয়োজন আমার। আমি সংসার

নির্ব্বাহের সদুপায় জানি না। যখন আমার সংসারকর্ম্মে একটু বিঘ্ন দেখ, তখনই আমার সে বিঘ্ন নিবারণের জন্য তোমার আগমন হয়; তখনও তুমি বল—প্রয়োজন তোমার। অদ্যকার প্রয়োজনওকি তোমার তেমনি প্রয়োজন?

শিরোমণি। না ভাই! অদ্য সেরূপ কিছু নয়। অদ্যকার প্রয়োজন প্রকৃত পক্ষেই আমার। তোমার সহিত নিভৃতে কয়টি কথা আছে।

ন্যায়রত্ন তাহা শুনিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন "এখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তোমরা বাহিরে গিয়া আহ্নিকাদি সায়াহ্ন ক্রিয়া সমাপন কর।" ছাত্রগণ সকলে প্রণাম করিয়া একে একে গৃহের বাহিরে গেল। তারককে নিকটে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন "তারকনাথ তুমি কি চাহিতেছ?" তারকনাথ বলিল "মা আপনাকে একবার ডাকিয়াছিলেন।" ন্যায়রত্ন বলিলেন "ভাল, তুমি গিয়া বল আমার শয়ন গৃহে যেন আলো দেন। আমি শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া যাইতেছি।" তারক পিতার অনুমতি পাইয়া অন্তঃপুরে গেল। ন্যায়রত্ন টোলগৃহ অন্যজন বিরহিত দেখিয়া বলিলেন, "বল ভাই শুনি। তোমার মুখের ভাব দেখিয়া আমি কাতর হইতেছি। তুমি যেন অন্তরে কষ্টানুভব করিতেছ।"

শিরোমণি। তেমন কিছু নয়। তবে—

ন্যায়রত্ন। "তবে" বলিয়াই ক্ষান্ত হইলে কেন? তোমার কথার ভঙ্গিতে বড়ই কষ্ট পাইতেছি।

শিরোমণি। তোমার নিকট একটি ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।

ন্যায়রত্ন। আমার নিকট তোমার ভিক্ষা! তোমার কথা শুনিয়া হাসিও পাইতেছে, কষ্টও হইতেছে।

শিরোমণি। তোমার নিকট হইতে কোন কিছু প্রাপ্তির জন্য আমার ভিক্ষা নহে। তোমার কোন দ্রব্য আমার প্রয়োজন হইলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই নিতে পারি। আমার ভিক্ষা,—তোমার ও তোমার গৃহিণীর হস্তে আমার যত্নে রক্ষিত একটি রত্ন সমর্পণের জন্য। এখন ভিক্ষুক বেশে তোমাদের অনুমতি প্রার্থী।

ন্যায়রত্ন। তুমি এই মাত্র বলিলে,—প্রয়োজন তোমার; এখন কার্য্যে দেখিতেছি প্রয়োজন আমার হইতে চলিল। তুমি আমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছ,—কোন দ্রব্য গ্রহণের জন্য নয়, আমাকে কিছু প্রদানের জন্য। বেশ, মন্দ রহস্য নয়! তুমি ভায়া, কথার ভঙ্গিতে লোককে অপ্রস্তুত কর। যাহা হউক তোমার যাহা বক্তব্য খুলিয়া বল, শুনিয়া নিশ্চিন্ত হই।

শিরোমণি। আমার যত্নে রক্ষিত, অতি স্নেহের,—আমার হৃদয়ের একমাত্র সম্বল যোগমায়াকে তোমার এবং তোমার গৃহিণীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিতে চাই।

ন্যায়রত্ন। বুঝিতে পারিলাম। তোমার ধনের অভাব নাই, জ্ঞানের অভাব নাই,—তোমার অভাব গৃহশূন্যতায়; তাহাতে তোমার অতি স্নেহের যোগমায়া, শৈশবে প্রাপ্য মাতৃস্নেহ পাইতেছে না। কেন ভাই, তোমার প্রকৃতিতে যে পুরুষ ও স্ত্রী প্রকৃতির সমন্বয়। তোমাকে অন্য লোকে দেখিতে পারে—তুমি যোগমায়ার শুধু পিতা; কিন্তু আমি যখন তোমার বাড়ীতে যাই, তখনই তোমাকে যোগমায়ার যথাবিধি লালন পালনে নিরত

দেখিয়া আমি কি তোমাকে যোগমায়ার কেবল পিতা মনে করিতে পারি!—তুমি যোগমায়ার পিতা মাতা দুই-ই। তবে এখন ক্লান্ত হইয়াছ, তোমার মুখের ভাবে এরূপই প্রকাশ পাইতেছে। না হইবে কেন? পুরুষে কতকাল আর স্ত্রীজনের করনীয় করিতে পারে। আমি হইলে একদিন, একদিন কেন, এক মুহূর্ত্তও পারিতাম কিনা সন্দেহ! যাহা হউক, এখন তুমি সত্যবতীর হস্তে তোমার যোগমায়ার লালন পালন ভার সমর্পণ করিতে চাও। তা বেশ—তাহাতে আর এত ভূমিকার প্রয়োজন কি? সত্যবতীর কি আর স্নেহের অভাব আছে? না তাহার স্নেহে, নিজ সন্তান ও পর সন্তানে প্রভেদ আছে? তুমি নিজে কি আর দেখিতে পাইতেছ না, তারক-স্মৃতিধর কি সুরুচী-বিজয়া ইহাদের কোনটিই সত্যবতীর কম স্নেহের, কম-যত্নের নয়। সকলে সমান স্নেহে, সমান যত্নে লালিত হইতেছে। তোমার যোগমায়া সত্যবতীর হৃদয়ে ইহাদের অপেক্ষা সমধিক স্থান প্রাপ্ত হইবে। যোগমায়া শিরোমণির কন্যা—ন্যায়রত্নের বন্ধুকন্যা। যে শিরোমণির কিছুরই অভাব নাই—সে শিরোমণি অতি স্নেহে প্রতিপালিতা কন্যার মাতৃস্নেহের অভাবের জন্যই কেবল সত্যবতীর দ্বারস্থ—সত্যবতী যখন ইহা সম্যক্ বুঝিতে পারিবে তখন কি আর স্থির থাকিতে পারিবে? এখন তবে চল, বাড়ীর ভিতর যাই।

শিরোমণি। তুমি আমার কথার সম্যক্ ভাবগ্রহ করিতে পার নাই; আর একটু ব'স। স্মৃতিধর বিজয়া তোমাদের যে স্নেহ পাইতেছে, যোগমায়ার জন্য শুধু সে স্নেহার্থ আমি তোমাদের দ্বারস্থ নই; আমি আর একটু বেশী চাই। বলিতে একটু

বাধ বাধ ঠেকিতেছে ;—যাহা হউক, যখন ভিক্ষার জন্য আসিয়াছি তখন না বলিলে চলিবে কেন ? বলি শোন,—তোমাদের অতি স্নেহের তনয় তারকনাথের সহিত যোগমায়ার বিবাহ দিতে বাসনা হইয়াছে। এখন তোমাদের অভিমতের জন্য ভিক্ষুক বেশে দ্বারস্থ।

ন্যায়রত্ন ক্ষণকাল একটু নীরব রহিলেন। কিঞ্চিৎ পরে স্বগত বলিতে লাগিলেন “তারকের বিবাহ! শিরোমণির কন্যার সহিত!” আবার কিছুকাল নীরব রহিলেন। শেষে শিরোমণিকে বলিলেন “ভায়া! তাহাতে আমার কিঞ্চিন্মাত্র আপত্তি নাই। তোমার কন্যা, তাহাতে সর্ব্ব সুলক্ষণা, ইহাতে আমার আপত্তি হইলে আমার ন্যায়রত্ন নাম আর থাকে না। তবে তারকের এখন বিবাহের বয়স হয় নাই। তা নাইবা হইল ;—বেশ দেখাবে। যাহা হউক, আমি সত্যবতীর অভিমত না জানিয়া আমার সম্যক মত দিতে পারিতেছি না। চল, বাড়ীর ভিতর যাই। সত্যবতীর মত হইলেই হইবে ;—আমার তিল প্রমাণ আপত্তি নাই। আপত্তি কেন—আমার ইহাতে ক্রমে আগ্রহ জন্মিতেছে। আমি মনে করি, প্রস্তাব শুনিয়া সত্যবতীও আমার মত আগ্রহান্বিতা হইবে। চল, বাড়ীর ভিতর যাই।” এই বলিয়া ন্যায়রত্ন শিরোমণির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসন হইতে তুলিয়া অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন।

এদিকে সত্যবতী দেবী শিরোমণির আগমন এবং শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তা বাড়ীর ভিতর আসিতেছেন, এই সংবাদ তারকের মুখে শুনিয়া, ন্যায়রত্নের শয়ন কক্ষে একটি উজ্জ্বল আলোক জ্বালিয়া, পাশাপাশি দুখানা ছোট চৌকিতে দুখানা কম্বলাসন পাতিয়া রাখিয়া, তারক ও স্মৃতিধরকে সঙ্গে করিয়া

ঠাকুরের আরতির জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়াছেন। সুরুচী ও বিজয়া যে মালতি ফুল তুলিয়া আনিয়াছিল, আরতির সময় ঠাকুরের গলায় দেওয়ার জন্য, পশ্চিমের ঘরের দাওয়ায় বসিয়া, তাহা দ্বারা মালা গাঁথিতেছে; বৃদ্ধা দাসী, অন্যান্য গৃহে আলো দিয়া সুরুচী ও বিজয়ার নিকট আসিয়া বসিয়াছে। সুরুচী-বিজয়া গাঢ় মনোনিবেশ সহ মালা গাঁথিতেছে; অন্ধকার হইয়াছে তবুও একমনে মালা গাঁথিতেছে—গৃহে আলোকের নিকট উঠিয়া যাইবারও অবসর নাই। আরতির সময় ঠাকুরের গলায় মালা দিতে হইবে।

সত্যবতী দেবী তারক ও স্মৃতিধরকে সঙ্গে করিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া স্মৃতিধরকে বলিলেন "তুমি ঠাকুরকে আরতি দাও;" তারককে বলিলেন "তুমি শঙ্খটি বাজাও;" স্মৃতিধর শুনিয়া বলিল—"না মা, আমি শাঁখ বাজাইব; তারক আরতি দিবে; তারক শাঁখ বাজাইতে জানে না। তারক শাঁখ বাজাইলে চুঁ ফুঁ কেমনতর যেন শব্দ হয়, শাঁখের শব্দ হইবে ভুঁ-ভুঁ-ভুঁ—যেন চারিদিক্ কেঁপে উঠে।" তারক একটু বিরক্ত হইয়া বলিল "তোর সকল বিষয়েই চালাকী! ভুঁ ভুঁ করিয়া উচ্চ ধ্বনি করিতে হইলে গাল মুখ ফুলাইয়া ফুঁ দিতে হয়, তাহাতে ভারি অসভ্যের মত দেখায়! তা তোর কি আর সভ্য অসভ্য জ্ঞান আছে? তুই শাঁখ মুখে দিয়াই গাল ফুলাইয়া, গলার শির ফুলাইয়া ভুঁ ভুঁ করিতে থাকিস্! ঠাকুরের আরতি করা—সভ্যতার সহিত একটু মৃদু ধ্বনি করিলেই হইল।

স্মৃতিধর। যাহাই হউক আমি শাঁখ বাজাইব।

তারক। বেশ,—আমিই আরতি দেই।

সত্যবতী দেবী একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"বেশ বাবা

তারক! তুমিই আরতি দেও; আমার স্মৃতিই শাঁখ বাজাক্।
(সত্যবতী অতি আদরের সময় স্মৃতিধরকে স্মৃতি বলিতেন।)
সত্যবতী তারকের হস্তে প্রজ্বলিত পঞ্চপ্রদীপটি প্রদান করিয়া
ধূপ দানটি হস্তে নিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তারক দক্ষিণ
হস্তে মায়ের হস্ত হইতে পঞ্চপ্রদীপ এবং বাম হস্তে পার্শ্ব-
স্থিত ঘণ্টাটি গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের সম্মুখবর্ত্তী হইল। স্মৃতিধর
দুইহস্তে শঙ্খ ধরিয়া যথা সামর্থ্যে উচ্চ দীর্ঘ ধ্বনি করিতে লাগিল;
বাস্তবিকই সে ধ্বনিতে চারিদিক্ কাঁপিয়া উঠিল।

এদিকে সুরুচী শঙ্খধ্বনি শুনিয়াই লাফাইয়া উঠিল,—বলিল
"বিজয়া, সর্ব্বনাশ! আরতি যে হইয়া গেল! আমাদের মালা
দেওয়া হয় কই!" বিজয়া শঙ্খধ্বনি শুনিয়া এবং তৎসঙ্গে সুরু-
চীর লম্ফ দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। সুতার যে দিক্‌টা ধরিয়া
বিজয়া মালা গাঁথিতেছিল সে দিক্‌টা হঠাৎ বিজয়ার হাত হইতে
ছুটিয়া গেল—গ্রথিত ফুলের অনেকগুলি ফুল খুলিয়া পড়িল।
মালা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, ফুলগুলি খুলিয়া যাওয়ায়
অর্দ্ধখানি মালা মাত্র গাথা রহিল। দেখিয়া সুরুচী আরো চঞ্চলা
হইয়া উঠিল। ত্রস্তভাবে বলিতে লাগিল "হায় কি করিলি! কাজ
আরো বাড়াইয়া দিলি! যা—শীঘ্র ঘর হইতে আলোটা নিয়ে আয়!"
বিজয়া "হায় কি হইল" বলিতে বলিতে ঘরে আলো আনিতে গেল—
নিয়া আসিল একখানা চৌকি! সুরুচী দেখিয়া আরো বিরক্ত হইল;
বলিতে লাগিল "এখন আর উপায় নাই, শীগ্‌গির মায়ের নিকটে
যা। মাকে বল্ যে আমাদের মালা গাঁথা হয় নাই—আর একটু
পরে আরতি না দিলে ঠাকুরকে আমাদের মালা দেওয়া হয় না।"
বিজয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুরুচী দেখিয়া নিজেই

দৌড়িয়া মায়ের নিকট গেল। বৃদ্ধা দাসী, মেয়ে দুটির লাফালাফি দেখিয়া একবারে স্তম্ভিতা হইয়া গিয়াছে। সে হাতে একটি ফুলের বোঁটা নিয়া মেয়েদের পার্শ্বে বসিয়া তাহা খুঁটিতেছিল; এখন ইহাদের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সেই বোঁটাটি ডান হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

ন্যায়রত্ন শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া নিজের শয়ন কক্ষে গেলেন। সেখানে সজ্জিত দুখানা আসনের এক খানাতে শিরোমণিকে বসাইয়া বলিলেন "ভাই তুমি ব'স; আমি গৃহিণীকে নিয়ে আসি।" এই বলিয়া তিনি পশ্চিমের ঘরের দিকে গেলেন। পশ্চিমের ঘরের দাওয়াতে বিজয়া হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহার পার্শ্বে ইতস্ততঃ কতকগুলি মালতি ফুল বিকীর্ণ। বৃদ্ধাদাসী ফুলের বোঁটাটি হাতে করিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিয়াছে। ন্যায়রত্ন তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য না করিয়া বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা বিজয়া! —তিনি কোথা?" বিজয়া একটু চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, —বাবা,—মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বিজয়া থতমত খাইয়া বলিল—"মা ঠাকুর ঘরে ঠাকুরের আরতি দিতেছেন।" ন্যায়রত্ন ঠাকুর ঘরের দিকে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন এখনও আরতি শেষ হয় নাই। আর আর দিন যে প্রণালীতে আরতি দেওয়া হয় অদ্য তাহার একটু ব্যতিক্রম দেখা যাইতেছে। অদ্য একটু ধীরে ধীরে আরতি হইতেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় ঠাকুর ঘরের দ্বারে গিয়া সত্যবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আরতি শেষ হইয়াছে?" সত্যবতী বলিলেন "না,—সুরুচী বিজয়ার মালা গাঁথা হয় নাই সে জন্য একটু ধীরে ধীরে আরতি হইতেছে।

মেয়ে দুটা আরতির সময় ঠাকুরের গলায় মালা দিতে বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।"

ন্যায়রত্ন। বেশ, তারককে ধীরে ধীরে আরতি দিতে বল। তুমি বাহিরে আসিয়া আমার একটি কথা শুনে যাও।

সত্যবতীদেবী জ্বলিত ধূপদানটি তারকের হস্তে দিয়া বাহিরে আসিলেন এবং স্বামীকে উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন বল দেখি! এমন কি কথা যে এখন না বলিলেই নয়।"

ন্যায়রত্ন। আমার চিরবন্ধু শিরোমণি এক শুভ প্রস্তাব নিয়া আসিয়াছে। তাহাতে তোমার অভিপ্রায় কি তাহাই জানিতে আসিয়াছি। শিরোমণি আমার শয়ন ঘরে আছে। তাহাকে অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠায় বসাইয়া রাখিতে আমি প্রস্তুত নহি।

সত্যবতী। বিষয় কি বল দেখি!

ন্যায়রত্ন। আমাদের তারকনাথের সহিত শিরোমণির অতি-স্নেহের তনয়া সর্ব্বসুলক্ষণা যোগমায়ার বিবাহ দিতে শিরো-মণির একান্ত বাসনা। আমার অভিমতের জন্য এতই কাতরতা প্রকাশ করিতেছে যে তাহাতে আমি লজ্জিত হইতেছি।

সত্যবতী। তোমার তাহাতে অভিমত কি?

ন্যায়রত্ন। এ প্রস্তাবে বাস্তবিকই আমার আনন্দ হইতেছে। যদিও তারকের বিবাহের বয়স হয় নাই তবু বেশ্ দেখাবে। তাহাতে কন্যাটি শিরোমণির;—রূপবতী ও সর্ব্বসুলক্ষণা।

সত্যবতী। তবে এ প্রস্তাবে তোমার অভিমত আছে?

ন্যায়রত্ন। তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে তবে আমার অভিমত আছে। অভিমত কেন—ইহাতে আমার আগ্রহ হইতেছে।

সত্যবতী। আমার অনেক দিনের পোষিতা আশা আজ ফলবতী হইতে চলিল। বলি—শোন। শিরোমণির কন্যার জাত-কর্ম্মের পর উহাকে দেখিতে গিয়া যখন একটিবার দেখিলাম, তখনই আমার হৃদয়ে এ আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয়। ভাগ্যবতী শিরোমণি গৃহিণী স্বর্গে গিয়াছেন। এতদিন আমি সে আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষিয়া আসিতেছি। ক্রমে যোগমায়া বৃদ্ধি পাইয়া আট বৎসরে পড়িয়াছে। এই আটবৎসর যোগমায়াকে দেখিয়া, যোগমায়ার হাসিমাখা মুখের স্নিগ্ধ কথা শুনিয়া, যোগমায়ার কোমল হৃদয়ের স্নেহ সরলতা দেখিয়া, আমার সে আকাঙ্ক্ষা ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে; তাহা ফলবতী না হইলে কিম্বা আমার হৃদয় হইতে উৎপাটিতা হইলে বোধহয় আমার জীবন সংশয় হয়। দয়াময় ঠাকুর নিজগুণে আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অদ্য আরতির সময় যখন আমি ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করি, তখন আমার বাম চক্ষু নৃত্য করিতেছিল। তখনই আমার মনে হইয়াছিল অদ্য আমার কোন শুভ সংঘটিত হইবে। চারি পাঁচ দিন হইল শান্তা একবার যোগমায়াকে কোলে করিয়া আমার নিকট আসিয়াছিল। আমি শান্তার কোল হইতে যোগমায়াকে কোলে করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিলাম। এই কয়দিন আমি নিজেই তোমার নিকট এ প্রস্তাব করিব মনে করিতেছি এবং তাহাতে তোমার অভিমত না হইলে তোমার পায়ে ধরিয়া অভিমত করিয়া নিব এইরূপ স্থির করিয়া আসিতেছি। কয়দিনের মধ্যে আমার ভাগ্যে একটু সুযোগ ঘটে নাই; আমি উৎকণ্ঠায় অস্থির আছি। দয়াময় ভগবান্ নিজগুণে হতভাগিনীর উৎকণ্ঠা দূর করিলেন। আমাকে

প্রস্তাব করিতে হইল না। যাঁহার ধন তিনিই উপযাচক হইয়া প্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন। আমাকে স্বামীর অভি-মতের জন্য কাতর হইতে হয় নাই; স্বামী আগ্রহান্বিত হইয়া আমার অভিমত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আমার কতজন্মের কত পূণ্যের ফল! স্বামিন্! প্রভো! দেবতা! তোমার অভিমত হইয়াছে তবে আর আমার অভিমতের প্রয়োজন কি? যাও,—তুমি শিরোমণি মহাশয়ের নিকট গিয়া যথাবিধি সকল বিষয় স্থির কর; আমি ঠাকুরের আরতি শেষ করিয়া তোমাদের নিকট যাইতেছি।

ন্যায়রত্ন মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এমন তর! তবে শীঘ্র ঠাকুরের আরতি যথাবিধি সমাপন করিয়া আমার শয়নঘরে এস।" এই বলিয়া তিনি শিরোমণির নিকট গেলেন। ইত্যবসরে সুরুচী ও বিজয়া মালা গাথা শেষ করিয়া, দুজনে মালা হস্তে ঠাকু-রের সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। সত্যবতী দেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া সুরুচী ও বিজয়াকে বলিলেন "মা! তোমরা ভক্তিভরে ঠাকুরের গলায় মালা দেও।" তাহারা প্রথমে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া একে একে ঠাকুরের গলায় মালা দিল। ঠাকুরের বড়ই শোভা হইল; ঠাকুর যেন আনন্দে হাসিতেছেন। দেখিয়া সত্যবতীর হৃদয়ে প্রীতি আর ধরে না। যথাবিধি আরতি সমাপনের পর, ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, সত্যবতী পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে গৃহের বাহিরে আসিলেন। পূর্ণিমা রজনী—তখন জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। সত্যবতীর প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয় ও হাস্যময় মুখ দেখিয়া, আকাশে চাঁদ ও ভূতলে প্রকৃতি যেন প্রীতির হাসিতে চারিদিক্ হাস্যময় করিয়া তুলিয়াছে।

সত্যবতী দেবী পুত্র কন্যাগণকে পশ্চিমের ঘরে ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিয়া দাসীকে নিকটে থাকিতে বলিয়া, কর্ত্তার ঘরের দিকে গেলেন। সত্যবতী দেবী অন্য ঠাকুরের সান্ধ্য ভোগের জন্য অতি যত্ন করিয়া খিরের লাড়ু প্রস্তুত করিয়াছিলেন; যাইবার সময় ঠাকুরের প্রসাদ কয়টি লাড়ু একটি বাটীতে তুলিয়া রাখিয়া গেলেন। তিনি যথাবিহিত অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া, কর্ত্তার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্বামী ও শিরোমণিতে মৃদুস্বরে কথোপকথন হইতেছে। ন্যায়রত্নের মুখ হাসিমাখা—শিরোমণি স্থির, গম্ভীর; তাঁহার মুখে হাসিও নাই, বিষাদও নাই। সত্যবতী দেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে অবগুণ্ঠিতাবস্থায় দণ্ডায়মানা হইয়া, শিরোমণিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "আপনি এমন বিমর্ষ কেন? যে শুভপ্রস্তাব করিতে আসিয়াছেন, তাহাতে আপনাকে হর্ষোৎফুল্ল না দেখিয়া আমি কষ্টানুভব করিতেছি।" শিরোমণি বলিলেন "আমি ন্যায়রত্ন ভায়ার মুখে আপনার সম্যক অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অতীব প্রীত হইয়াছি। এই দুষ্প্রাপ্য অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া, আমি ইহ-পর-জীবনের জন্য আপনাদের নিকট ঋণবদ্ধ হইলাম।"

সত্যবতী। আপনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, ভক্তশ্রেষ্ঠ; এরূপ কথা বলিয়া আমাদিগকে পাপগ্রস্ত করিবেন না। এখন আমার অনেকদিনের বাঞ্ছিত শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠানের জন্য গৃহকর্ত্তার সহিত পরামর্শ করিয়া, শুভদিন শুভলগ্ন স্থির করুন। যতদিন না আমার আশা ফলবতী হয় ততদিন আমি সুখী হইয়াও সুখী নহি।

ন্যায়রত্ন। হাঁ ভায়া, যত শীঘ্র হয়—আমারও ততই আনন্দ।

তিথি লগ্নাদি সম্বন্ধে আমি ভাই তত বিশেষ অবগত নহি। তা ন্যায়শাস্ত্রে এ গুলির বিশেষ প্রয়োজন নাই। তুমি স্মৃতির সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত; তুমি থাকিতে আমাদের নিজ প্রয়োজনে কিম্বা পর প্রয়োজনে, তিথি লগ্ন নির্দ্ধারণের ভাবনা কি? ভায়া, আমাদের তারক যোগমায়ার বিবাহের জন্য একটি অতি সুতিথি সুলগ্ন নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

শিরোমণি। তজ্জন্য বিশেষ ভাবনা নাই। কল্য প্রাতে আসিয়া তাহা নির্দ্ধারণ করিব।

ন্যায়রত্ন। কেন? তুমি এখন পার না? যত শীঘ্র উৎকণ্ঠা যায় ততই ভাল।

শিরোমণি। সকল সময়েই হইতে পারে। তবে প্রভাতে আত্মা একটু স্থির, প্রকৃতিস্থ থাকে; তখন একবার ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া, মন স্থির করতঃ তোমার নিকট আসিতে বাসনা করি। তোমাদের অনুগ্রহের জন্য ভগবানের নিকট হৃদয়ের একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত নয় কি?

সত্যবতী। এমন মহাত্মার কন্যা আমার বধূ হইবে! আমার কতজন্মের কত পুণ্যের ফল!

শিরোমণি। তবে আপনারা কথোপকথন করুন আমি এখন আসি।

সত্যবতী। একটু অপেক্ষা করুন্। আমি আজ সাধ করিয়া ঠাকুরের সান্ধ্য ভোগের জন্য খিরের লাড়ু প্রস্তুত করিয়াছিলাম, আমার যোগমায়ার জন্য প্রসাদ পাঠাইব। দাসীকে আপনার সঙ্গে দিতেছি,—কেবলরামকে সঙ্গে দিয়া দাসীটিকে পাঠাইয়া দিবেন।

এই কথা বলিয়া সত্যবতীদেবী পশ্চিমের ঘর হইতে লাড়ুর

বাটীটি আনিয়া, বৃদ্ধা দাসীর হস্তে দিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। শিরোমণি ও ন্যায়রত্ন গাত্রোত্থান করিয়া দুজনে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলেন। শেষে সত্যবতী দেবীকে "আসি" বলিয়া, শিরোমণি নিজের গৃহাভিমুখে চলিলেন। বৃদ্ধাদাসী লাড়ুর বাটীটি হাতে করিয়া শিরোমণির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ন্যায়রত্ন ও সত্যবতী, যতক্ষণ না শিরোমণি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন ততক্ষণ প্রাঙ্গনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে দুজনে হাসিতে হাসিতে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং প্রীতিমাখা কথোপকথন করিয়া হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ।

শিরোমণি ও ন্যায়রত্নের বাটীর কোথায় কি অবস্থিত তাহা কিঞ্চিৎ জানিয়া না রাখিলে গল্পাংশের কোন কোন স্থান সহজে বোধগম্য না হইতে পারে, সুতরাং এই অধ্যায়ে তাহার নাতি দীর্ঘ একটি বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

শিরোমণি ও ন্যায়রত্নের বাড়ী উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ। পশ্চিমের বাড়ী ন্যায়রত্নের, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শিরোমণির বাড়ী। তাহার অর্দ্ধমাইল পূর্ব্বে গঙ্গা। ন্যায়রত্ন ও শিরোমণির বাড়ীর দক্ষিণ দিয়া একটি প্রশস্ত পথ সরলভাবে গঙ্গা পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই পথের দক্ষিণে প্রায় চারবিঘা জমি শিরোমণির শাক সবজির বাগান; তাহার দক্ষিণে আর চারবিঘা জমি আম বাগান। কেবলরাম শক্ত কঞ্চির বেড়া দিয়া দুটা বাগান এক সঙ্গে ঘেরাও

করিয়া রাখিয়াছে। রাস্তার উত্তরে, বাড়ীর সমস্ত প্রস্থ ব্যাপিয়া অতি দীর্ঘ একখানা খড়ের ঘর। তাহার উত্তরে কতকটা জমি খালি, বোধহয় শিরোমণি তাহা বহির্বাটী নির্ম্মাণের জন্য রাখিয়াছিলেন কিন্তু প্রয়োজন হয় নাই বলিয়া অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তাহাতে কোন গৃহাদি নির্ম্মিত হয় নাই। তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই পার্শ্বে, ষড়ঋতুতে পর্য্যায়ক্রমে প্রস্ফুটিত হয় এমন কতক গুলি ফুলের গাছ, তিনসার করিয়া ছয় সারে রোপিত আছে। পূর্ব্বের তিন সার ফুলের গাছের পূর্ব্বে এবং পশ্চিমের তিন সার ফুলের গাছের পশ্চিমে কঞ্চির বেড়া। মধ্যের জায়গা খালি, তাহাতে দূর্ব্বাঘাস জন্মিয়াছে। বাড়ীর এই অংশকে শাস্তা "ফুল বাড়ী" বলে। এই ফুল বাড়ীর মধ্যস্থিত খালি জমির মধ্য দিয়া, শিরোমণির অন্তঃপুর বাটীতে প্রবেশের পথ। অন্তঃপুর বাটীর পূর্ব্ব, দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিক্ প্রাচীরে বেষ্টিত। দক্ষিণদিকের প্রাচীরের ঠিক মধ্যভাগে বাড়ীর প্রবেশদ্বার। এই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া একখানা পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ, ইষ্টকের প্রাচীরবিশিষ্ট তৃণাচ্ছাদিত গৃহ দৃষ্ট হয়। এই গৃহের পূর্ব্ব পার্শ্বে একটি ছোট দালান, তাহা ঠাকুর মন্দির; পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াই উত্তরের ঘরের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এখানা দুই প্রকোষ্ঠের একটি দালান;—তাহার এক প্রকোষ্ঠে ভাণ্ডার, অপর প্রকোষ্ঠে একখানা পালঙ্ক রহিয়াছে,—তাহাতে শিরোমণির মাতৃদেবী যোগমায়াকে ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করেন। মাতার শয্যা পার্শ্বে মেজেতে কম্বল-শয্যায় শিরোমণির শয়নস্থান। দক্ষিণের ঘরের ন্যায় পূর্ব্ব এবং পশ্চিমেও দুখানা ইষ্টকের প্রাচীরবিশিষ্ট

তৃণাচ্ছাদিত গৃহ। এই তিন খানা ঘরের মধ্যে পশ্চিমের ঘরে কেবলরামের আহার নিদ্রার স্থান, পূর্ব্বের ঘরে মাতৃদেবী ও শিরোমণির আহারের স্থান। দক্ষিণের ঘরে বিশ্বরূপ শয়ন করিত, বর্ত্তমান সময়ে এক খানা শূন্য পালঙ্ক তাহার এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বের ঘরের উত্তরে এবং উত্তরের ঘরের পূর্ব্বে একখানা ছোট পাকা ঘর, সেখানা শিরোমণির পাকশালা। ইহা ভিন্ন শিরোমণির বাড়ীতে আর গৃহাদি নাই। অতিথি অভ্যাগত আসিলে ফুলবাড়ীর দক্ষিণের লম্বা ঘরে আহার নিদ্রার স্থান দেওয়া হয়। অন্তঃপুর বাড়ীর উত্তরদিকে প্রাচীর নাই। দশ বার হাত পরিমিত খালি জমি, তারপর পুষ্করিণী। বাড়ী ও পুষ্করিণীর মধ্যে যে জমিটুকু আছে তাহার পূর্ব্ব প্রান্তে একটি বেলের গাছ, বেলগাছের পশ্চিমে একটী আমলকি গাছ, তাহার পশ্চিমে একটি হরিতকী গাছ, তাহার পশ্চিমে একটি নিম গাছ, তাহার পশ্চিমে, পশ্চিম প্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছ। তাহাদের মাঝে মাঝে ছোট ছোট অনেকগুলি তুলসী ও ফুলের গাছ। পুষ্করণীর পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব পাড় প্রশস্ত; তাহাতে তিন চারি সার আম কাঁটালের গাছ আছে। কেবলরাম অন্তঃপুর বাড়ীর পশ্চিমের প্রাচীর হইতে আরম্ভ করিয়া পুষ্করিণীর পশ্চিম. উত্তর ও পূর্ব্ব পাড়ের জমি বেষ্টন করিয়া অন্তঃপূর বাড়ীর পূর্ব্ব প্রাচীর পর্য্যন্ত নাঁটার গাছের বেড়া দিয়া দিয়াছে সুতরাং উত্তর দিক্ দিয়া শিরোমণির বাটীতে প্রবেশের পথ নাই।

ন্যায়রত্নের বাড়ীও এই প্রণালীতেই নির্ম্মিত। ন্যায়রত্নের বাড়ীর নির্ম্মাণ প্রণালী দেখিয়া শিরোমণি বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন সুতরাং দুখানা বাড়ীই গঠনপ্রণালীতে একরূপ;—

উত্তরে পুষ্করিণী; পুষ্করিণীর দক্ষিণে অন্তঃপুর; তাহার দক্ষিণে বহির্বাটী, তাহার দক্ষিণে পথ, পথের দক্ষিণে সব্‌জী বাগান, তাহার দক্ষিণে আমবাগান। অন্তঃপুরের গৃহ নির্ম্মাণপ্রণালীও প্রায় একরূপ। সুতরাং ন্যায়রত্নের বাড়ীর বিশেষ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। তবে শিরোমণির বাড়ী ও ন্যায়রত্নের বাড়ীতে যে বিশেষ কতকগুলি সাদৃশ্য ও পার্থক্য আছে তাহার উল্লেখ নিতান্ত প্রয়োজন; এস্থলে তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। শিরোমণির পুষ্করিণীর পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম পাড়ের ন্যায়, ন্যায়রত্নের পুষ্ককরিণীর এই তিন পাড়েও শ্রেণী ক্রমে অনেক-গুলি আম কাঁটালের গাছ আছে। শিরোমণির পুষ্করিণীর এই তিন পাড়ের বাহির দিয়া অন্তঃপুরের প্রাচীর পর্য্যন্ত নাঁটার গাছের বেড়া; ন্যায় রত্নের পুষ্করিণীর এই তিন পাড়ের বাহিরে, অন্তঃপুরের একদিকের প্রাচীর হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যদিকের প্রাচীর পর্য্যন্ত ইটের প্রাচীর।

২। শিরোমণির পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে যেমন বেল, আমলকি, হরিতকি, নিম ও অশ্বত্থের গাছ আছে, ন্যায়রত্নের পুষ্করিণীর এপাড়ের পঞ্চবটীও তদ্রূপ। তবে ন্যায়রত্নের পঞ্চ-বটীর গাছগুলি প্রাচীন, শিরোমণির পঞ্চবটীর গাছগুলি নূতন। শিরোমণির পঞ্চবটীর মাঝে মাঝে যেমন তুলসীবনও ফুলবন, ন্যায়রত্নের পঞ্চবটীতে ও তাহা রহিয়াছে কিন্তু দুই পঞ্চ বটীর এই তুলসী ও ফুলবনে যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিরো-মণির পঞ্চবটীর তুলসী ও ফুলগাছগুলির মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই; ফুল গাছ ও তুলসী গাছে মিশিয়া রহিয়াছে। এক-স্থানে কতকগুলি তুলসীগাছ, তাহার মাঝে মাঝেই আবার কতক

গুলি ফুলগাছ; অন্য স্থানে কতকগুলি ফুলগাছ তাহার মাঝে মাঝে অনেক তুলসী গাছ। গাছগুলি যেন নিজের ইচ্ছামত নিজের স্থান করিয়া নিয়াছে। কেহ কোন বাধা দেয় নাই, গাছগুলি যেখানে সুবিধা পাইয়াছে সেখানেই জন্মিয়াছে। কেবলরাম তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য করে নাই। তুলসীগাছ কি ফুল গাছের প্রতি তাহার তত অনুরাগ নাই। তাহার যত অনুরাগ পটলগাছ, বেগুন গাছ, আম গাছ, কাঁঠাল গাছের প্রতি। শান্তাও ইহাদের স্থান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবিয়া দেখে নাই। শান্তা দুবেলা ইহাদের মূলে জল দেয় এবং প্রত্যহ ইহাদিগকে জীবন্ত, প্রস্ফুটিত দেখিয়াই প্রীতা হয়। শিরোমণির নিশ্চয়ই এবিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার ন্যায় স্বভাবজ্ঞ বহুদর্শী প্রাচীন পণ্ডিতের দৃষ্টিতে এমনতর একটা বিমিশ্রণভাব প্রত্যক্ষীভূত হইবে না তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তবে তিনি স্বভাবতঃ বিমিশ্রণপ্রিয়;—তাঁহার ধর্ম্মভাবে বিমিশ্রণ,—তাঁহার শৈবধর্ম্মে বৈষ্ণবত্ব বিজড়িত রহিয়াছে, তাঁহার হৃদয়ে পণ্ডিতজনের শাস্ত্র জ্ঞানের সহিত ভক্তজনের লোকসেবা একত্র স্থান পাইয়াছে। এই তুলসী ও ফুলবনের বিমিশ্রণ দেখিয়াও বোধ হয় তিনি প্রীত হইয়া থাকিবেন। তুলসী ও ফুলবনের এই বিশৃঙ্খলার আরো একটি কারণ হইতে পারে। শিরোমণি বিপত্নীক,—তাঁহার গৃহিণী থাকিলে এই তুলসী ও ফুলবনে বোধহয় এমন বিশৃঙ্খলা ঘটিতনা। গৃহিণীরা একটু সাজান গুছান ভাল বাসেন। শিরোমণির গৃহিণী থাকিলে বোধ হয় তিনি গাছগুলিকে শ্রেণীক্রমে রোপন করিয়া এ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে দিতেননা। যাহা হউক, মোটের উপর শিরোমণির পঞ্চবটীর তুলসী ও ফুলবন আরণ্যক প্রকৃতির।

ন্যায়রত্নের পঞ্চবটীর ফুলবন ও তুলসীবন বিপরীত ভাবের। তাহার তুলসী গাছগুলি এক স্থানে, ফুলগাছগুলি অন্য স্থানে! তুলসী গাছগুলির মধ্যে প্রথমে প্রাচীন, তৎপরে মুঞ্জরিত, তৎপরে তরুণ, এইরূপে শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে রোপিত রহিয়াছে। ফুলগাছ গুলির মধ্যে এক শ্রেণীতে বেলি, এক শ্রেণীতে মালতি, একশ্রেণীতে রজনীগন্ধা, শেষে প্রাচীরের গায়ে অপরাজিতা। তুলসীবন ও ফুলনের এ শৃঙ্খলা সত্যবতী দেবীর সৃষ্টি ;—ভাবুকের নিকট সত্যবতীর মানসোদ্যানের পাতিব্রত্য, কর্ত্তব্যনিষ্ঠাদি তুলসীতরু ও দয়া দাক্ষিণ্য, স্নেহাদি কুসুমকুঞ্জের ক্রমবিন্যাসের মাধুরিই প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যহ অপরাহ্নে অবসর কালে সত্যবতী দেবী তারক, স্মৃতিধর, সুরুচী, বিজয়া ও বৃদ্ধা দাসীকে সঙ্গে করিয়া, পঞ্চবটীর তুলসী ও ফুলবন সাজাইতে গিয়া উপস্থিত হন। তখন হয়ত তারককে বলেন "এ গাছটি তুমি একটু স্থানান্তরিত করিয়া সমশীর্ষ, সমবয়স্কদিগের শ্রেণীতে রোপণ কর।" স্মৃতিধরকে বলেন "তুমি এই গাছটির মূলের মাটীগুলি একটু উর্ব্বর করিয়া দেও।" সুরুচীকে বলেন "তুমি জল আনিয়া তুলসী ও ফুলগাছের মূলে সেচন কর।" বিজয়াকে বলেন "তুমি ঐ ফুটন্তফুলগুলি তুলিয়া আনিয়া আইয়ের আঁচলে রাখ। (সত্যবতী দেবী বৃদ্ধাদাসীকে আই বলিয়া থাকেন। ছেলেরাও মায়ের মুখে শুনিয়া আই বলিয়াই ডাকিয়া থাকে) সত্যবতী ফুলবনে আইকে বলেন "তুমি আঁচল পাতিয়া একস্থানে বসিয়া থাক, সুরুচী ও বিজয়া যে ফুল তুলিয়া আনিয়া তোমার আঁচলে দিবে তুমি তাহা যত্নে রক্ষা কর।" তিনি নিজে সকল দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। গাছগুলি প্রত্যহ

প্রবেশ করেন। প্রহরাধিক রাত্রি না হইলে আর বহির্বাটীতে আসেন না। এই অবসরে ছাত্রগণ টোলগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সব্জী বাগান অধিকার করিয়া বসে। কপাটী, হেড়েডুডু, ডন্‌ফেলা প্রভৃতি ক্রীড়ার হৈ চৈ রবে তখন এস্থান কোলাহলময় হয়। যেদিন নির্ম্মল জ্যোৎস্নানায় এই শ্যামল দূর্ব্বাদল পরিশোভিত ভূমি স্বর্ণজড়িত হইয়া উঠে, সেদিন গভীররাত্রিতে ছাত্রগণের অনেকে মিলিয়া এখানে বসিয়া বেহাগাদি গাহিয়া ন্যায় শিক্ষার উৎকট ক্লান্তি দূর করিয়া থাকে।

৭। সকলের দক্ষিণে আম বাগান। শিরোমণি ও ন্যায়রত্নের আমবাগানে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। একটু পার্থক্য কেবল গাছগুলির বয়সে।

চতুর্থ তরঙ্গ।

ছ'মাস পরের কথা বলিতেছি। যোগমায়ার বিবাহ প্রস্তাবের পর এই ছয়মাস মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। শিরোমণি ও ন্যায়রত্ন ফাল্গুন মাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে রেবতী নক্ষত্রে তারক যোগমায়ার বিবাহলগ্ন স্থির করিয়াছিলেন। সেই মাসের সেই তিথিতে, সেই শুভলগ্নে, অতি সমারোহে তারক যোগমায়ার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের আপামর অধিবাসী সেই উৎসবে পক্ষাধিক কাল উৎসবযুক্ত ছিল। কৃষ্ণনগরের বৃদ্ধ রাজা, ন্যায়রত্নের পুত্র ও শিরোমণির কন্যার শুভ পরিণয় সমাহিত হইতেছে শুনিয়া বহুবিধ যৌতুক ও বিবাহব্যয়ের

সাহায্যার্থ সহস্রাধিক টাকা দিয়া রাজকুমারকে নবদ্বীপে পাঠাইয়াছিলেন। যুবরাজ বিবাহে আসিয়া আত্মপদ ভুলিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন, কাঙ্গালী-বিদায় ইত্যাদি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। যুবরাজ তারক-স্মৃতিধরেরই সমবয়স্ক। বিবাহের দিনে তিনি আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিতে লাগিলেন। শিরোমণি মহাশয় আমোদ প্রমোদের পক্ষপাতী নহেন; তিনি অভাবীর অভাব দূরীকরণই অর্থের সদ্ব্যবহার মনে করেন কিন্তু ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন "দোষ কি ভায়া! যুবরাজ যখন আপনা হইতে একটু আমোদ প্রমোদ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তখন আমাদের কোন কথা বলাই উচিত নয়। বিশেষতঃ গ্রামের ছেলেরাও তারক যোগমায়ার বিবাহে আমোদ প্রমোদ করিবে, বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়া হইতেই এরূপ বলিয়া আসিতেছে। আমাদের কোনরূপ বাধা দেওয়া উচিত নয়।" শিরোমণিও কোন বাধা দেন নাই। তারক যোগমায়ার বিবাহ অতি সমারোহে ও আমোদ প্রমোদে নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে।

বিবাহের পরে ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আলোক এবং শিরোমণির বাড়ীতে অন্ধকার ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এখন শিরোমণির বাড়ীতে আষাঢ়ের ঘন মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যা বলিলেও বলা যাইতে পারে। বিবাহের পর হইতে শান্তার আহার ও বসবাস ন্যায়রত্নের বড়ীতে হইতেছে। শান্তা যোগমায়াকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সুতরাং যোগমায়ার সহিত শান্তাও ন্যায়রত্নের

গিয়াছে। দিবসের যে যে সময়, বৃদ্ধা মাতার পরিচর্য্যার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল, সুধু সেই সেই সময়েই শান্তা শিরোমণির বাড়ীতে আসিয়া থাকে কিন্তু তখনও মায়ের পরিচর্য্যা ভিন্ন অন্ত

কোন বিষয়ে সে লক্ষ্য করিবার অবসর পায় না। মায়ের সাময়িক পরিচর্য্যা সমাধা করিয়াই, শান্তা দ্রুতপদে যোগমায়ার নিকট চলিয়া যায় এবং তাহার হাসিমাথা মুখখানি দেখিয়া স্থির হয় সুতরাং শিরোমণির তুলসীবন ও ফুলবনে যে জল দেওয়া হইত তাহা আর তাহার দেওয়া হয় না। কেবলরামের দৃষ্টি সেদিকে আদবেই ছিলনা; বিশেষতঃ যোগমায়ার বিবাহের পর হইতে কেবলরামেরও আহারাদির ব্যবস্থা ন্যায়রত্নের বাড়ীতে হইয়াছে। কেবলরাম পরিশ্রান্ত হইলেই ন্যায়রত্নের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হয়। কেবলরামের দিনের প্রায় সমস্ত সময়টাই সব্জী বাগান, আমবাগান এবং ন্যায়রত্নের বাড়ীতে অতিবাহিত হইয়া থাকে। বাসনমাজা ইত্যাদি যে সকল কার্য্য শান্তা সমাধা করিত, এখন শান্তা তাহা পারে না বলিয়া শুধু সেই সকল কার্য্যের জন্য দিনের বেলায় শিরোমণির গৃহে কেবলরামের আগমন হইয়া থাকে। কেবলরাম রাত্রে আসিয়া প্রথমে কিছুক্ষণ শিরোমণির পরিচর্য্যা করিয়া, পরে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়ে। সুতরাং শান্তা ও কেবলরামের অস্তিত্ব শিরোমণির বাড়ী হইতে উঠিয়া ন্যায়রত্নের বাড়ীতে গিয়াছে বলিলেও চলে। শিরোমণি নিজেও যোগমায়ার বিবাহের পর হইতে একটু বিমর্ষ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন; তাহাতে আবার রাত্রি দিবার প্রায় সমস্ত সময়টাই মায়ের সেবাতে তাঁহাকে ব্যস্ত থাকিতে হইত সুতরাং তুলসীবন, ফুলবন, তরু, লতা, গৃহাদির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িত না। শিরোমণির বাড়ীতে ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল। অবশেষে শিরোমণির মাতৃবিয়োগ সে অন্ধকারকে গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অমাবস্যায় পরিণত করিয়াছে।

শিরোমণির মাতৃদেবীর মৃত্যুর কারণ সহজে বুঝা যাইতেছেনা। যোগমায়ার বিবাহোৎসবের কয়দিন তিনি অতি উৎফুল্লা ছিলেন। যেদিন যোগমায়াকে সমারোহ করিয়া ন্যায়রত্নের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হয়, সেই দিন হইতে তিনি হঠাৎ বিমর্ষ-ভাবাপন্না হইয়া পড়িলেন। এ বিমর্ষের কারণ অনেক হইতে পারে। যোগমায়া সর্ব্বদা নিকটে থাকিত, এখন হইতে আর সর্ব্বক্ষণ যোগমায়াকে চোকের সম্মুখে দেখিতে পাইবেন না—ইহা এক কারণ হইতে পারে। যোগমায়ার মাতা জীবিতা থাকিলে, যোগমায়ার বিবাহে কত আনন্দপ্রকাশ করিতেন; আজ যোগমায়ার মা নাই বলিয়া গৃহশূন্য—এই দুঃখও এক কারণ হইতে পারে। বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী হইয়া বর্ষাধিক কাল নিরুদ্দেশ—এই দুঃসহ যাতনা আর এক কারণ হইতে পারে। যোগমায়ার বিবাহের পর হইতে শিরোমণি একটু বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহার সদা মলিন মুখও বৃদ্ধা মাতার এই আকস্মিক বিমর্ষ ভাবের অন্যতম কারণ হইতে পারে। যাহাই হউক, এই বিমর্ষভাব ক্রমে গাঢ়তর হইতে লাগিল। শিরোমণি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া মাকে উৎফুল্ল করিতে চেষ্টা করিতেন। প্রথম কয়েকদিন শিরোমণির কাতরতা দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে ধীরে ধীরে স্নেহমাখা উপদেশ দিতেন এবং শিরোমণি কোন প্রশ্ন করিলে তাহার যথাযথ উত্তর দিতেন কিন্তু ক্রমেই তাঁহাতে পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি পরের কয়দিন আর বিশেষ কোন কথা বলিতেন না; প্রায়ই চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন এবং একাগ্রচিত্তে যেন কাহার চিন্তা করিতেন। শিরোমণি সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া মায়ের শুশ্রূষা করিতেন। গঙ্গা স্নান, শিবার্চ্চনাদি অপরিহার্য্য দৈনিক

ক্রিয়ার জন্য যখন উঠিয়া যাইতেন, তখন কেবলরাম নিকটে থাকিত। কেবলরাম নিকটে থাকিয়া মাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না,—মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিত। মা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তন্ময় ভাবে কি যেন ভাবিতেন, তাঁহার তরঙ্গায়িত ললাটদেশ এবং "মুদ্রাবদ্ধ" দক্ষিণ হস্ত তাহা প্রমাণ করিত। শিরোমণি আরাধ্য দেবের অর্চ্চনাদি সমাপন করিয়া মায়ের নিকট আসিয়া, কাতরভাবে একবার "মা" বলিয়া ডাকিলে, মা তখন ধীরে ধীরে চোক দুটি খুলিয়া, একটিবার পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, আবার ধীরে ধীরে চোকদুটি মুদিয়া ফেলিতেন। একদিন,—রজনী প্রায় শেষ হইয়াছে; আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথি ছিল—পশ্চিমে পূর্ণচন্দ্র ঢলিয়া পড়িতেছে; শিরোমণি কেবলরামকে সঙ্গে করিয়া মায়ের নিকট বসিয়াছিলেন; মা ধীরে ধীরে শিরোমণিকে বলিলেন—"আমার যোগমায়া—তারক—সত্যবতী—শান্তা—কল্যাণ—কণক—আর আর যাহারা আছে—ডাকিয়া আন। বিশ্বরূপ—বিশ্বরূপকে আর আমার দেখা হইল না!" শিরোমণি শুনিয়া কাতর ভাবে কেবলরামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কেবলরাম উঠিয়া দ্রুতপদে ন্যায়রত্নের ও কল্যাণেশ্বর বাগীশের বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিয়া আসিল। প্রভাত হইতে না হইতে ন্যায়রত্নের বাড়ীর সকল লোক এবং কল্যাণেশ্বর বাগীশ, কণক ও কয়জন ভৃত্য ইত্যাদি বাগীশের বাড়ীরও সাত আট জন লোক শিরোমণির বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তখন বৃদ্ধার চরম কাল উপস্থিত। তিনি সকলকে দেখিয়া একটিবার অস্পষ্ট মৃদুস্বরে বলিলেন "আমাকে বাহিরে লইয়া চল।" শিরোমণি, বাগীশ, ন্যায়রত্ন, তারক, স্মৃতিধর প্রভৃতি কয়জনে ধরাধরি

করিয়া তাঁহাকে পঞ্চবটীতে লইয়া চলিল। কেবলরাম দ্রুতহস্তে পঞ্চবটীতে তুলসীমূলে শয্যা করিয়া দিল। সকলে বৃদ্ধাকে সে শয্যায় শয়ান করাইলেন। তখন পূর্ব্বাকাশে ঊষা দেখা দিয়াছে; মৃদু প্রাভাতি সমীর প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। চারিদিকে ফুলগুলি ফুটিয়াছে,—ফুটিতেছে। প্রস্ফুটিতকুসুমসৌরভ মৃদুপ্রাভাতি সমীরে মিশিয়া চারিদিক্ আমোদিত করিয়া তুলিতেছে। সকলে বিরস বদনে বৃদ্ধার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া ছিল। কিঞ্চিৎ পরে ন্যায়রত্ন বলিলেন "আর বৃথা সময় ক্ষেপ কেন? সত্বর গঙ্গাতীরে লইয়া চল। এই শেষ সময়,—নাভি গঙ্গা করিবার সময় অতিবাহিত হইয়া যায়।" রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই, শিরোমণির মাতৃদেবীর চরমকাল উপস্থিত, এ সংবাদ নবদ্বীপময় রাষ্ট্র হইয়াছিল; অত্যল্পকাল মধ্যে চারিদিক্ হইতে নবদ্বীপবাসী শিরোমণির বাড়ীতে সমাগত হইতে লাগিল। অবশেষে সকলে মিলিয়া হরি-গুণ-গান করিতে করিতে শিরোমণির মাতৃদেবীকে সমারোহে গঙ্গাতীরে লইয়া চলিল। যোগমায়া এতক্ষণ সত্যবতী-দেবীর কোলে থাকিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতে ছিলনা। কিন্তু যখন দেখিল সকলে মিলিয়া ঠাকুরমাকে গঙ্গাতীরে লইয়া গেল, তখন ধীরে ধীরে শাশুড়ীর কোল হইতে নামিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। সত্যবতীদেবী, বৃদ্ধাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইতে দেখিয়া হতচেতনার ন্যায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন, যখন যোগমায়া কোল হইতে নামিয়া যায় তখন তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই। যোগমায়ার উচ্চ ক্রন্দন শুনিয়া যখন শান্তা গিয়া "ওমা! আমার মায়া কেন এমন করিতেছে গো!" বলিয়া উচ্চরোলে কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি যোগমায়ার

প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন এবং অতিযত্নে পুনরায় যোগ-মায়াকে কোলে করিয়া স্নেহে ও উপদেশে ভুলাইতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন।

এদিকে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ মিলিয়া শিরোমণির মাতৃদেবীকে চরমকালে পূতসলিলা জাহ্নবীর সলিলে নাভি পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া যথারীতি 'নাভিগঙ্গা' করিলেন এবং তাঁহার পূত দেহ তদবস্থায় ধরিয়া রাখিয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন তীর হইতে একজন বলিয়া উঠিল "ঐ সূর্য্য দেখা যাইতেছে।" সকলে পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এমন সময় জাহ্নবী-সলিল-সংপৃক্ত সৌরভময় একটি বায়ু প্রবাহ একবার বেগে বহিয়া গেল। তখন সকলে বৃদ্ধার দিকে পুনরায় মুখ ফিরাইলেন। সৌরভময় সমীরে মিশিয়া তাঁহার জীবনবায়ু স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। সকলে "হরি হরি" বলিয়া উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল। কিঞ্চিৎ পরে ন্যায়রত্ন কেবলরামকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "কেবলরাম,আর কেন? শীঘ্র অন্ত্যেষ্টির আয়োজন কর।" ন্যায়রত্নের কথা শুনিয়া নবদ্বীপবাসী অনেকে অনেক দিকে ছুটিল। ইহাদের, বিশেষতঃ কেবলরামের কার্য্যতৎপরতায়, অনতিবিলম্বে চন্দনাদি কাষ্ঠ এবং সৎকারের অন্যান্য আয়োজন গঙ্গাতীরে সংগৃহিত হইল। অতঃপর নবদ্বীপবাসী সমারোহে শিরোমণির মাতার পবিত্র দেহ চিতায় আরোহণ করাইয়াদিল; অল্পকাল মধ্যে পবিত্র দেহ ভস্মসাৎ হইয়া জাহ্নবী সলিলে মিশিয়া গেল। এইরূপে শিরোমণির মাতার ইহজগতের জীবনাবসান হয়।

যথা সময়ে শিরোমণির মাতৃবিয়োগ সংবাদ কৃষ্ণনগরের বৃদ্ধ মহারাজার নিকট পৌঁছিল। তিনি স্বয়ং আসিয়া শিরোমণির

মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপন করাইয়া গিয়াছেন সুতরাং তাহাতে সমারোহের ক্রটি হয় নাই এ কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

মাতার শ্রাদ্ধাদি সমাপনের পর আরো প্রায় চার মাস গত হইয়াছে। এখন শিরোমণির বাড়ী শূন্য। শিরোমণির বিমর্ষ ভাব বিমর্ষতর হইয়া উঠিতেছে! তাঁহার গঙ্গাস্নান, তাঁহার শিবার্চ্চনা, তাঁহার লোকসেবা, তাঁহার পরদুঃখমোচন সকলই আছে; বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যেন সে স্ফূর্ত্তি নাই, আত্মা যেন ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া কেবলরাম অতিশয় ব্যাকুল। কেবলরাম ঘন ঘন ন্যায়রত্নের বাড়ীতে যাওয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন তাহার সব্জী বাগান, আমবাগান, শিরোমণিই একমাত্র অবলম্বন। শিরোমণির মলিনতা দেখিয়া, সব্জী বাগান এবং আমবাগানের প্রতিও তাহার অনুরাগ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। এখন কেবলরাম প্রায়ই শিরোমণির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। শিরোমণি বিমর্ষভাবে কোথাও বসিয়া চিন্তা করিতেছেন এমন সময় হয়ত কেবলরাম হঠাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া, কাতর ভাবে বলিতে থাকে "ঠাকুর আমাকে একটিবার বল, তুমি কেন দুঃখীরমত এত ভাব।" শিরোমণি তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন "বলিব বইকি! তোকে আমার অবক্তব্য কি আছে? আমি মায়ের স্বর্গারোহণের পর হইতে ভাবিয়া ভাবিয়া যাহা স্থির করিয়া আসিতেছি তাহাও তোকে বলিব এবং তাহাতে তোর পরামর্শ গ্রহণ করিব। তবে তোকে কয়েকদিন অপেক্ষা করিতে হইবে,—কয়েকদিন পরে বলিব।" এইরূপে আরো চারিমাস কাটিয়া গিয়াছে।

একদিন অপর পাড়ার একটি অনাথা বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের ধনুষ্টংকার হইয়াছে এই সংবাদ শিরোমণির নিকট আসিল। তিনি তখন দিবা স্বার্দ্ধদ্বিপ্রহর শেষে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি কোন আজ্ঞা করেন কিনা তদপেক্ষায় প্রস্তুত হইয়া, কেবলরাম একটু দূরে বসিয়াছিল। অর্দ্ধ ভোজন হইয়াছে এমন সময় অনাথার পুত্রের রোগ সংবাদ শিরোমনির নিকট আসিল। তিনি হস্তস্থিত উত্তোলিত গ্রাস রাখিয়া, অবশিষ্ট অন্ন কেবলরামকে খাইতে বলিয়া, আচমন করিয়া উঠিলেন এবং সত্বর হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, ঔষধের পুটলীটি ও রোগীর পথ্যোপযোগী গৃহে সংগৃহিত সামগ্রীর তৎকালপ্রয়োজনীয় কতক সঙ্গে করিয়া, অনাথার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। কেবলরাম শিরোমণির ভূক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া বাসনাদি ধুইয়া, মাজিয়া,পরিষ্কার করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল; তৎপরে দাওয়ায় বসিয়া অনেকক্ষণ তামাক খাইল,—অনেকক্ষণ শিরোমণির অপেক্ষায় বসিয়া রহিল; শেষে একা অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকা বড়ই কষ্টকর দেখিয়া কুদালটা লইয়া একবার সব্‌জীবাগানে গেল। তিন চার দিন কেবলরামের বাগানে আসা হয় নাই। কেবলরাম বর্ত্তমান সময়ে শিরোমণির মলিন ভাব দেখিয়া তাঁহার চিন্তাতেই আকুল; আজ বাগানে আসিয়াও তাহার বড় দুঃখ হইল। এই তিন চার দিন বাগানে না আসাতে কোন স্থানে পটল গাছ গুলি জল না পাইয়া নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে; কোন স্থানে বেগুন গাছের মূলের মাটী গুলি উর্ব্বর করিয়া না দেওয়াতে গাছ গুলি অর্দ্ধ শুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে; কোন স্থানে আলুগাছ গুলি একবারেই শুকাইয়া গিয়াছে। কেবলরাম বাগানে প্রবেশ করিয়া

এ সকল দেখিয়া একটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল "হায়! তোমরাও শিরোমণির মত হইতে চলিলে! তোমরাও শুকাইতে লাগিলে! একা আমি আর কতদিক্ রাখি।" এই বলিয়া কেবলরাম বাগানের এক কোনে স্থাপিত একটি মৃত্তিকার কলসী লইয়া জল আনিতে চলিল। পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া শুষ্কপ্রায় গাছ গুলির মূলে সেচন করিতে লাগিল। সকল গাছের মূলে জল দেওয়া হইলে কুদাল খানা লইয়া গাছের মূলের মাটিগুলি উর্ব্বর করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ একক্রমে কুদাল চালাইয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া একটু বিশ্রাম করিবে মনে করিয়া পার্শ্বের একটা আমগাছের ছায়ায় গিয়া বসিল। তখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়। এতক্ষণ মাঠভরা রোদ ছিল, এখন রোদ সরিয়া কতক দূরে মাঠের এক প্রান্তে গিয়াছে এবং তথা হইতেও ক্রমে সরিয়া যাইতেছে; তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান আমগাছের ছায়া অধিকার করিতেছে। কতক রোদ ঐ গোয়ালা পাড়ার কুঁড়েঘর গুলির মট্‌কায় গিয়া বসিয়াছে, কতকবা ঐ দূরে অশ্বথগ ছের উচ্চ শাখায় উঠিতেছে, ক্ষণেক পরে তথা হইতে সরিয়া গিয়া আকাশের গায় মিশিয়া গেলেই আঁধার হইবে। কেবলরাম আমগাছের ছায়ায় বসিয়া মাথায় বাঁধা গাম্‌ছা খুলিয়া গায়ের ঘাম মুছিল; একটু ঠাণ্ডা হইয়া, একবার আমগাছগুলির দিকে চাহিয়া দেখিল। অনেকদিন বৃষ্টি হয় নাই, ফাল্গুন মাসের রৌদ্রে অর্দ্ধ শুষ্ক আমের পত্রাবলিতে ধূলিরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া রহিয়াছে, শাখা প্রশাখা গুলিও নিরস—নিস্তেজ; যেন শোক-কাতর প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা আত্মীয়-বিয়োগে কাতর হইয়া রুক্ষদেহে বিরস বদনে

দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছে। কেবলরাম কবিও নহে পণ্ডিতও নহে, তবু আম গাছ গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বভাবতই হৃদয়ে একটু কষ্টানুভব করিল। কেবলরাম সর্ব্বত্রই শোকের চিহ্ন দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়া ভাবিতেছিল "একি হইল!" এমন সময় শিরোমণি ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি অনাথার বাড়ীতে গিয়া অনাথার পুত্রের অবস্থা দেখিয়া কোনও ভয়ের কারণ নাই বলিয়া অনাথাকে আশ্বাস দিয়া যথাবিধি ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন, এব ঔষধের অনুপানাদি সংগ্রহ পুর্ব্বক নিজহস্তে তাহা প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলেন। যথাবিহিত পথ্য প্রয়োগাদির বন্দোবস্তেরও ক্রটী হইল না। শিরোমণির অভয় মুর্ত্তি দর্শনে অনেক রোগীর অর্দ্ধরোগ সারিয়া যায়; তাঁহার চরক ও নিদানের অভিজ্ঞতায় অনেক রোগই স্বল্প সময়ে স্বল্পায়াসে বিদূরিত হয়। অনাথার পুত্রের প্রকৃত ধনুষ্টংকার হয় নাই, অপরিমিত পরিশ্রমে তল্লক্ষনাক্রান্ত মূর্চ্ছা রোগের সঞ্চার হইয়াছিল। শিরোমণির ঔষধ প্রয়োগ এবং বিধি ব্যবস্থায় অতি অল্প সময় মধ্যেই তাহা সারিয়া গেল। অনাথার পুত্র উঠিয়া বসিল, সুস্থ হইয়া দুচারিটি কথা বলিল। শিরোমণি অনাথাকে বলিলেন "কেমন? তোর ছেলে ভাল হইয়াছে?" অনাথা শিরোমণির চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া প্রাণের কৃতজ্ঞতা জানাইল। শিরোমণি অনাথাকে বহুবিধ আশ্বাস ও তাহার পুত্রকে যথাবিহিত উপদেশ দিয়া হাসিমুখে বাড়ীতে গেলেন। এখন যেন তাঁহার মন একটু প্রফুল্ল। তিনি প্রফুল্লমনে বাড়ীতে গিয়া কেবলরামকে দেখিতে না পাইয়া, বেড়াইতে বেড়াইতে বাগানে গেলেন এবং আম গাছের

ছায়ায় কেবলরাম বিমর্যভাবে বসিয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। শিরোমণি কেবলরামের নিকট গিয়া তাহাকে বলিলেন "কেবল-রাম, আমি তোকে খুঁজিতেছিলাম। তুই আজ এমন বিমর্ষ কেন?"

কেবলরাম। আমি যেদিকে চোক ফিরাই সকল দিকেই যেন তোমার মত শুক্‌নো শুক্‌নো দেখি। এই আমগাছ গুলি এমন দুঃখীর মত হইয়া পড়িয়াছে কেন, আমাকে একবার বুঝাইয়া দেও ঠাকুর!

শিরোমণি কেবলরামের কথা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "পাগল! তুই আমগাছ দেখিয়া এই ভাব্‌ছিস! অনেকদিন বৃষ্টি হয় নাই কিনা, তাই গাছগুলি শুষ্ক রূক্ষ দেখাইতেছে।

কেবলরাম। বৃষ্টি না হইলে মানুষও কি শুক্‌নো শুক্‌নো হয়?

শিরোমণি। হয় বই কি! বৃষ্টি না হইলে মানুষও রূক্ষ হয়। তবে মানুষ জলের বৃষ্টির জন্য তত কাতর নয়। মানুষের উপর ভগবানের কৃপাবৃষ্টির অভাব হইলে রূক্ষ,—রূক্ষ কেন,—শুষ্ক বিশুষ্ক হইয়া যায়।

কেবলরাম। সকল কথা বুঝিতে পারিলাম না। যাউক-আমি তা বুঝিতেও চাই না। আজ কিন্তু আমাকে সেই কথা বলিতে হইবে। তুমি অনেকদিন বলিবে বলিবে বলিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছ। আজ না বলিলে ছাড়িব না।

শিরোমণি। আজ বলিব মনে করিয়াই তোর অনুসন্ধান করিতে [illegible] এখানে আসিয়াছি। স্থানটি নীরব, সময়টি শান্তিপ্রদ [illegible] আর একটু দূরের আম গাছের মূলে গিয়া বসি।

শিরোমণি কেবলরামকে সঙ্গে করিয়া আম বাগানের মধ্য-

স্থিত একটা আম গাছের মূলে গিয়া বসিলেন। কেবলরাম বসিয়া বলিল, "বল; কথা ঘুরাইয়া বলিও না। সোজা কথায় বলিও। ঘুরাইয়া বলিলে আমি বুঝিতে পারি না।" শিরোমণি শুনিয়া একটু হাসিলেন। কেবলরামের কথার কোন উত্তর না দিয়া চারিদিক্ একবার চাহিয়া দেখিলেন। সেদিন শুক্লা দ্বাদশী কি ত্রয়োদশী তিথি ছিল। সন্ধ্যার প্রারম্ভে, কৈশোর ছাড়িয়া যৌবনে পদার্পণ করিতেছে এমনতর প্রফুল্ল মুখ যুবকের ন্যায়, ত্রয়োদশীর চাঁদ মধ্যাকাশে উঠিয়া আপন মনে, আপন আমোদে হাসিতেছিল। সুতরাং শিরোমণি যখন কেবলরামকে সঙ্গে করিয়া আম বাগানে গিয়া বসিলেন তখন বাগানে অল্প অল্প জ্যোৎস্না খেলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দণ্ড দুই মধ্যে জ্যোৎস্নার সেই মৃদু আলোক ফুটিয়া উঠিল। বাগানের গাছগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট,—উপরে তাহাদের শাখায় শাখায় মিশিয়া এক গাছের মত হইয়াছে। শাখাগুলি ঘন-পত্র নহে সুতরাং নিম্নে, ভূমিতলে মাঝে মাঝে ছায়া, মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না। মৃদু সান্ধ্য সমীরে উপরে পত্রাবলী সর্ সর্ শব্দে দুলিতেছে সুতরাং নীচে জ্যোৎস্না ও ছায়া মিশামিশি করিয়া খেলা করিতে লাগিল। এই জ্যোৎস্না—এই ছায়া। এই ছায়া—এই জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না-জ্যোৎস্না—ছায়া-ছায়া। শেষে ছায়ায় জ্যোৎস্নায় মিলিয়া বাগানে আমগাছের তলদেশকে কেমন এক স্নিগ্ধ মৃদু আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। শিরোমণি দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু প্রফুল্ল হইলেন; কেবলরামকে বলিলেন "কেবল! দেখিতেছিস্ ছায়ায় জ্যোৎস্নায় মিলিয়া কেমন পবিত্র, সুন্দর দেখাইতেছে।" কেবলরামের মন সেদিকে ছিল না। সে শিরোমণির গুপ্ত অভিপ্রায় জানিবার জন্য ব্যগ্র-

চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল সুতরাং শিরোমণির কথা শুনিয়া বলিল, "যাও ঠাকুর! ছায়ায় জ্যোৎস্নায়ও আবার মিশে! থাক্, তোমার এ সকল কথা থাক্। আমি যা শুনিতে চাই তাহা শুনাইয়া আমার ভাব্‌না দূর কর।"

শিরোমণি। সে কি কথা বলিস্! ছায়ায় জ্যোৎস্নায় মিশে না এ বিশ্বাস তোর কিসে জন্মিল? যেখানে পুঞ্জীকৃত ছায়া এবং তাহার পার্শ্বেই গাঢ়, স্থির জ্যোৎস্না সেখানে ছায়ায় জ্যোৎস্নায় না মিশিতে পারে। সেখানে যাহারা ছায়ায়, তাহারা একটু জ্যোৎস্নার ভিখারী এবং যাহারা জ্যোৎস্নায় তাহারা একটিবারও ছায়া না পাওয়াতে জ্যোৎস্নার স্বাদ পূর্ণমাত্রায় অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু যেখানে এই জ্যোৎস্না—এই ছায়া, এই ছায়া—এই জ্যোৎস্না, গায়ে গায়ে ছায়া জ্যোৎস্না,—সেখানে ছায়ায় জ্যোৎস্নায় মিশিয়া এক অতি প্রীতিময় পবিত্রতার উদ্ভব করিয়া থাকে। শুধু ছায়াও বাঞ্ছনীয়া নয়, শুধু জ্যোৎস্নাও বাঞ্ছনীয়া নয়। ছায়া ও জ্যোৎস্নার বিমিশ্রণে যে প্রীতিময় পবিত্রতার উদ্ভব তাহা-রই আকাঙ্ক্ষা করা উচিত।

কেবলরাম। ঠাকুর, তোমার এই সকল উচিত টুচিত আমার ভাল লাগিতেছে না। আমাকে তোমার মনের কথাটা একটি বার বলিয়া স্থির কর।

শিরোমণি। ভাল, তাহাই বলিতেছি।—কেবলরাম! আমি বুড়ীর ছেলেকে দেখিয়া আসিলাম, তাহার কথা তুই যে কিছুই জিজ্ঞাসা করিলি না?

কেবলরাম। ভাল কথা! সুবল মালাকার একটু ভাল হইয়াছে ত? (বুড়ীর ছেলের নাম সুবল মালাকার)।

শিরোমণি। ভাল হইয়াছে বই কি? দরিদ্রের উপর ভগবান্ অপ্রসন্ন নহেন। লোকে নিজের কর্ম্মদোষেই কষ্ট পায়। যাহা হউক, বুড়ীর ছেলে এখন বেশ একটু সুস্থ হইয়াছে।

কেবলরাম। সুস্থ হবে না কেন? তোমাকে দেখ্‌লেই যে লোকের আদ্ধেক ব্যারাম সারিয়া যায়। তোমার গুণে পাড়ার কারো ব্যারামের ভয় বা "অনাটনের" ভাব্‌না নাই।

শিরোমণি। ভাল, কেবল! আমি যদি কোথাও যাই, তবে আমার বাড়ীতে যাহারা চাল, ডাল, ফল, ফসল, শস্য, তরকারী, কাপড়, পয়সা পাইয়া থাকে তুই তাহাদিগকে তাহা সময় মত যোগাইতে পারিবি?

কেবলরাম। তুমি কোথায় যাবে?

শিরোমণি। কোথায় যাব! যদি কোথাও যাই, তবে পারিবি কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি।

কেবলরাম। তা—চাল, ডাল, পটল, বেগুন, থোড়, মোচা, আম, কাঁঠাল, এগুলি সহজেই পারি। এগুলিত আর তুমি জন্মাও না। কাপড় ও পয়সা দিতে পারিব কিনা বলিতে পারি না। আমি যে একটা কাজ আদবেই পারিব না! তোমার কবিরাজী যে আমি মোটেই জানি না! কারো ব্যারাম হইলে আমি তাহার কিছুই করিতে পারিব না।

শিরোমণি। সে জন্য তোর ভাবনা কি? যেখানে শিরোমণি নাই সেখানে কি আর ব্যায়রাম ভাল হয় না? ব্যায়রাম আমিও ভাল করি না—তুইও ভাল করিতে পারিবি না। ব্যায়রাম যিনি দেন তিনিই ভাল করিয়া থাকেন। তবে যাহারা ভগবানের চরণ স্মরণ করিয়া চিকিৎসার জন্য অগ্রসর হয়, রোগারোগ্যে

তাহারা নিমিত্ত মাত্র। আমি গেলে ভগবান্ যাহাদিগকে রোগ দিবেন তাহাদিগের চিকিৎসার জন্য তিনিই চিকিৎসক যোগাইবেন।

কেবলরাম। তুমি কোথাও যাবে মনে করিতেছ কি?

শিরোমণি। কেন বল্ দেখি?

কেবলরাম। তোমার কথার ভাবে যেন আমার এমন্‌টা মনে হইতেছে।

শিরোমণি। মনে কর্—যদি কোথাও যাই।

কেবলরাম। তবে আমি তোমার সঙ্গে যাব।

শিরোমণি। তবে চাল, ডাল, পটল বেগুন বিলান হয় কই?

কেবলরাম। রেখে দেও তোমার চাল ডাল, রেখে দেও তোমার বিলান। তুমি এতদিন ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝি এই ঠিক করিয়াছ! আমি এতদিন বুঝিতে পারি নাই। যাও, তুমি যেথানে যাবে আমিও সেথানে যাব।

শিরোমণি। কেবলরাম! একটু স্থির হইয়া শোন্। আমাদের দুই দিক্ রক্ষা করিতে হইবে। আমি বাস্তবিকই এতদিন ভাবিয়া ভাবিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছি। একবার আমার দেশ পর্য্যটন নিতান্তই কর্ত্তব্য ও প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে, অথচ তুই বাড়ীতে না থাকিলে এদিক্ রক্ষা হয় না।

কেবলরাম। আমাকে তুমি পাগল করিলে দেখ্ছি। কথাটা কি আমাকে বুঝাইয়া বল। আমি আর স্থির থাকিতে পারি না।

শিরোমণি। শোন্! একটু স্থির হইয়া বো'স। আমি আস্তে আস্তে সকল কথা তোকে খুলিয়া বলি। তুই মনোযোগ দিয়া শুনিয়া যাহা বলিবি তাহাই করিব।

কেবলরাম। বল, বাজে কথা বলিয়া আমার মাথাটা ঘুরাইয়া দিও না।

শিরোমণি। বিশ্বরূপের সন্ধান করা একবার উচিত নয় কি?

কেবলরাম। বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ! ঠাকুর, আমি ভুলিয়া রহিয়াছি! বিশ্বরূপের কথা আমার মনে পড়ে নাই। চল, চল, দুজনে এই রাত্রেই বাহির হইয়া পড়ি; যেখানে বিশ্বরূপের দেখা পাই সেখানে গিয়া বিশ্বরূপকে ঘরে আনি।

শিরোমণি। না; তুই গেলে এদিক্ রক্ষা হয় না। আমরা দুজনেই চলিয়া গেলে যোগমায়া শাস্তা বাঁচিবে না।

কেবলরাম। হারে ধর্ম্ম! যোগমায়া যে আছে! ঠাকুর, তুমি বাড়ীতে থাক, আমি বিশ্বরূপের সন্ধানে যাই।

শিরোমণি। আমার বাড়ীতে থাকিতে কিছুই আপত্তি ছিল না কিন্তু আমি বাড়ীতে থাকিয়া যোগমায়াকে দেখা ভিন্ন আর কোন কিছুই যে করিতে পারিব না। তোর পটল, বেগুণ, আম গাছ যে শুকাইয়া যাইবে।

কেবলরাম। আমাকেই বাড়ীতে থাক্‌তে হ'ল দেখছি! ঠাকুর, তুমিই বিশ্বরূপের সন্ধানে যাও কিন্তু বেশী বিলম্ব করিও না। শীগ্‌গির শীগ্‌গির বিশ্বরূপের সন্ধান করিয়া, বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া বাড়ী আসিও।

শিরোমণি। শীঘ্র শীঘ্র সন্ধান পাইলে ত? বিশ্বরূপের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় কিনা তাহাই সন্দেহের বিষয়! হয়ত বিশ্বরূপ যে দেশে আছে আমি সে দেশে না গিয়া বিপরীত দিকে গিয়া পড়িব। তবে সাক্ষাৎ হয় ভাল, না হয় ক্ষতি নাই। অনেক পবিত্র স্থান দেখিয়াও চিত্তের গ্লানি বিদূরীত করিতে পারিব।

আর দেখা হইলেই বিশ্বরূপ যে আমার সঙ্গে আসিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ?

কেবলরাম। বাজে কথা রাখ। বিশ্বরূপকে খুঁজিয়া বাহির করিবে, তাহাকে সঙ্গে আনিবে, এ কথা যদি বলিয়া যাইতে পার, তবে যাও,—তা না পার, আমি যাই।

শিরোমণি। এরূপ আশা করিয়া যাইতে চাহিতেছি।

কেবলরাম। বল, বিশ্বরূপকে না লইয়া আর বাড়ীতে আসিবে না।

শিরোমণি। যদি না পাই !

কেবলরাম। না পাইলে আর আসিবে না।

শিরোমণি। আমি না আসিলে তুই এদিক্ রক্ষা করিতে পারিবি ?

কেবলরাম। হাঁ, পারিব।

শিরোমণি। তবে বিশ্বরূপকে না পাইলে আমি আর বাড়ীতে আসিব না।

কেবলরাম। কিন্তু ঠাকুর, আর একটা কথা—

শিরোমণি। কি কথা ?

কেবলরাম। তুমি ত যাবে—

শিরোমণি। হাঁ, আমি যাব।

কেবলরাম। তবে আমি তোমাকে না দেখে বেঁচে থাক্‌ব কিরূপে ? আমি বেঁচে থাক্‌বত ?

শিরোমণি। হাঁরে, যতদিন আমার দেহে প্রাণ থাকিবে, আমি বিদেশেই থাকি আর স্বদেশেই থাকি ততদিন তোর মৃত্যু নাই। অনেক দেখিয়া ও ভাবিয়া আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হইয়াছি।

কেবলরাম। ঠিক? তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আমি মরিব না?

শিরোমণি। বোধ হয়, না।

কেবলরাম। তবে তুমি যদি অনেক দিন না এস, আর কোন ব্যারামে আমি মর্‌তে পড়ি, তবে আমার মরার আগে তোমাকে আমি একবার দেখ্‌তে পাব?

শিরোমণি। বোধ হয়, পাবে।

কেবলরাম। তবে তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আমি মর্‌ব না, আর আমি মর্‌বার সময় তোমাকে দেখ্‌তে পাব?

শিরোমণি। এইরূপ আমার বিশ্বাস।

কেবলরাম। তবে যাও। তুমি এখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার, আমার আর কোন ভাব্‌না নাই। বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া আনিও।

শিরোমণি। চেষ্টা করিব। আমার আরও কতকগুলি কথা আছে।

কেবলরাম। আবার কি কথা?

শিরোমণি। যোগমায়া, শান্তার কথা।

কেবলরাম। হাঁ;—যোগমায়া, শান্তার কথা কি বল্‌বে বলে যাও।

শিরোমণি। যোগমায়া ও শান্তার নিকট এখন ইহা প্রকাশ করিও না। জানিতে পারিলে যোগমায়া ও শান্তা অস্থির হইয়া উঠিবে।

কেবলরাম। তুমি চলিয়া গেলে যে জান্‌তে পার্‌বে!

শিরোমণি। আমার যাওয়ার আরো বিলম্ব আছে। সকলকে বুঝাইয়া বলিয়া যাইতে হইবে। বিষয়াদির বন্দোবস্ত

করিয়া যাইতে হইবে। ইত্যবসরে ধীরে ধীরে প্রথমে সত্যবতী-দেবীকে, ন্যায়রত্নকে,—শেষে যোগমায়া ও শান্তাকে বুঝাইয়া বলিয়া, সুস্থির করিয়া তবে যাইব।

কেবলরাম। শান্তাকে এখনই না বলিলে যে আমার বড় কষ্ট হবে!

শিরোমণি। এইটুকু ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিবি না?

কেবলরাম। তোমার কথায় না হয় চুপ করেই থাক্‌ব। বড় কষ্ট হবে কিন্তু!

শিরোমণি। ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্য এখন তোর এই কষ্টটা স্বীকার করিতে হইবে। এখনই সংকল্প প্রকাশ পাইলে অনেক বিঘ্ন ঘটিতে পারে। এখনও আমার বন্দোবস্তের অনেক বাকী আছে। ব্রহ্মোত্তর বিষয়াদির ভার কাহার হস্তে দিয়া যাই বল্‌ দেখি?

কেবলরাম। তা, আমি আর কি বল্‌ব!

শিরোমণি। আমি মনে করিয়াছি বিষয়াদির বন্দোবস্তের ভার কল্যাণের হস্তে দিয়া যাইব। ন্যায়রত্ন ন্যায় লইয়া ব্যস্ত, নিজের বিষয়াদিই ভালরূপ দেখিতেছে না, তাহাতে অপরের বিষয় সম্পত্তির নির্ব্বাহভার তাহার হস্তে পড়িলে, তাহার নিজের ও অপরের উভয় সম্পত্তিই একবারে গোলেমালে পড়িয়া যাইবে।

কেবলরাম। বাগীশ মহাশয়কে আমার বিশ্বাস হয় না! তিনি গিন্নির 'পরামিশ্শে' চলেন!

শিরোমণি। কেন? গিন্নির পরামর্শে চলিলে অবিশ্বাসের কারণ কি আছে? ন্যায়রত্ন যে গিন্নির পরামর্শ ভিন্ন তৃণটীও স্থানান্তরিত করে না! তবে কি তুই ন্যায়রত্নকেও অবিশ্বাস করিস্‌?

কেবলরাম। ন্যায়রত্ন মশায়কে অবিশ্বাস কর্‌ব! তার গিন্নি কি তেমন গিন্নি? তিনি কি কথন কুপরামিশ্চি দেন? বাগীশের গিন্নির যত সব কুপরামিশ্চি।

শিরোমণি। তাহাতে তোর কি আমার বিশেষ অনিষ্ট হইবে না। আমি কল্যাণকে বিশেষরূপে বলিয়া যাইব যেন প্রজার নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া তোকে দেয়, বাড়ীর গৃহাদির সংস্কার করে।

কেবলরাম। আমার টাকার দরকার নাই। তোমার কাঙ্গালীর দল যথন পয়সা চাইতে আস্‌বে তথন যেন খালি হাতে ফিরে না যায়; তা হলেই হ'ল।

শিরোমণি। আমি এ বিষয়ে কল্যাণকে যথাযথরূপে বুঝাইয়া বলিয়া যাইব।

কেবলরাম। বিষয়ের যা করিতে হয় তা তুমি নিজের বুদ্ধি মতে কর; আমি এ সকল কথা বুঝি না।

শিরোমণি। তাহাই হইবে। তবে চল, এখন বাড়ী যাই।

এই কথা বলিয়া শিরোমণি গাছতলা হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। কেবলরাম একটি অতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া "তবে তুমি যাবে, বিশ্বরূপকে ঘরে আনিও!" বলিতে বলিতে উঠিয়া শিরোমণির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল।

পঞ্চম তরঙ্গ।

"কি বলিলে ?"

"দাদা ডাকিয়াছেন—যাব কিনা ভাব্‌ছি।"

শিরোমণি মহাশয় কেবলরামকে দিয়া কল্যাণেশ্বর বাগীশকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কেবলরামের মুখে দাদা ডাকিয়াছেন শুনিয়া, বাগীশ মহাশয় একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। কেবলরামকে বারম্বার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেরলরাম কারণ বলিতে না পারায়, তাহাকে বহির্ব্বাটীতে বসাইয়া, তিনি একবার বাড়ীর ভিতর গেলেন। তখন বেলা বেশী হয় নাই; সূর্য্যোদয়ের পর দণ্ড পাঁচ ছয় বেলা হইয়াছে। এখনও বাগীশের গৃহিণী শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করেন নাই। ঘুম ভাঙ্গিয়াছে,—শয্যা হইতে উঠেন নাই, উঠি উঠি করিতেছেন; এপাশ ওপাশ করিয়া আলস্য ভাঙ্গিবার চেষ্টায় আছেন। গা-টা একটু পাতলা হইলেই বিছানা হইতে উঠিবেন মনে করিতেছেন, এমন সময় বাগীশ মহাশয় মলিন মুখে শয্যা পার্শ্বে গৃহিণীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আপন মনে বলিতে লাগিলেন "দাদা একবার ডাকিয়াছেন—যাব কিনা ভাবছি।"

গৃহিণী একটি ছোটখাট হাঁই ফেলিয়া স্বামীর দিকে মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে ?" বাগীশ মহাশয় বলিলেন "দাদা ডাকিয়াছেন—যাব কিনা ভাব্‌ছি।"

গৃহিণী। কেন ডাকিয়াছেন ?

বাগীশ। কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

গৃহিণী। কে ডাকৃতে এসেছে ?

বাগীশ। কেবলরাম।

গৃহিণী। কেব্‌লাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ,—কেন ডাকিয়াছেন?

বাগীশ। হাঁ, করিয়াছি। কেবলরাম কারণ বলিতে পারিতেছে না।

গৃহিণী। কেব্‌লা চলে গিয়েছে?

বাগীশ। না, বৈঠকখানায় আছে।

গৃহিণী। কেব্‌লাকে ভালরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছ?

বাগীশ। তা আমি বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি। তোমার নিকট একথা বলিলেই তুমি কারণ জানিতে চাহিবে, আমি তাহা জানি; সেজন্য পূর্ব্বেই কেবলকে আমি তাহা বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। কেবল কিছুই বলিতে পারে নাই।

গৃহিণী। তুমি যে কেব্‌লাকে স্বর্গে তুলিয়া দিলে? কেব্‌লা চাকর;—তাকে কিনা "কেবল" "কেবল"। আঃ! যেন ননীর পুতুলটি!

বাগীশ। তাহাতে আর আসে যায় কি? না হয় কেব্‌লাই বলিব। এখন যাইব কি না ভাব্‌ছি।

গৃহিণী কোন কথার উত্তর না দিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া ধীরে ধীরে "উপুড়" হইয়া শুইলেন। মুখটি একটু ভার করিয়া, বালিশে বাম হস্ত খানা রাখিয়া, তদুপরি চিবুকটি স্থাপন করিয়া, দক্ষিণের দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। বাগীশ মহাশয় কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে বলিলেন "বুঝতে পাচ্ছিনা কি করি।" গৃহিণী একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন "এখানে দাঁড়াইয়া বুঝ্‌তে পাচ্ছি না—বুঝ্‌তে

পাচ্ছি না—কচ্ছ কেন? তুমি কি আর আমার পরামর্শ চেয়ে থাক?"

বাগীশ সেকি! তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেই যে আসিয়াছি! তোমার পরামর্শ ভিন্ন আমি কোন্ কার্য্য করিয়া থাকি?

গৃহিণী। তা পরিষ্কার রূপে বল্‌লেই হয়! তা না ব'লে 'যাব কিনা ভাব্‌ছি' 'বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা' এ সকল আবল্‌তাবল বকিবার দরকার?

গৃহিণীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া বাগীশের হৃদয় শূন্য হইয়া গেল। যখন তিনি শুনিয়াছিলেন, দাদা ডাকিয়াছেন, তখন তন্মুহূর্ত্তে দাদার নিকট উপস্থিত হইতে তাঁহার হৃদয়ে ব্যাকুলতার সঞ্চার হয়। স্বভাবতঃ দুই সহোদরে অতি সম্প্রীতি ছিল। স্বধু গৃহিণীর ভয়ে বাগীশের হৃদয়েব স্বভাবসঞ্চিত অনুরাগ প্রকাশ পাইতে পারিতেছিল না। মাতৃবিয়োগের পর বাগীশের হৃদয় দাদার প্রতি বিশেষতর আকৃষ্ট হইয়াছিল; প্রাণটা প্রায়ই দাদার নিকট যাই যাই করিত। প্রবলা প্রখরা গৃহিণীর ভয়ে তিনি যাইতে পারিতেন না,—কখনও এরূপ ইচ্ছা প্রকাশও করিতেন না। এখন কেবলরামের মুখে দাদা ডাকিয়াছেন শুনিয়া, দাদার নিকট তৎক্ষণাৎ গিয়া উপস্থিত হইতে ইচ্ছা জন্মিয়াছিল কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই গৃহিণীর কথা মনে পড়িল। তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন চলিয়া গেলে গৃহে আসিয়া বাসকরা দুঃসহ হইবে তাহা তিনি অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন। আবার দাদার নিকট যাইবেন তাহাতেও গৃহিণীর পরামর্শ লইতে হইবে, ইহাও অতি কষ্টকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল তজ্জন্যই গৃহিণীর নিকট গিয়াও

তাঁহার স্পষ্ট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে ছিলেন না। "যাব কিনা ভাব্‌ছি" "বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা" ইত্যাদি বাক্যে পক্ষান্তরে গৃহিণীর পরামর্শই যাচ্ঞা করিতে ছিলেন। কিন্তু গৃহিণী এরূপ পক্ষান্তর প্রশ্নে পরামর্শ প্রদান করিতে প্রস্তুত নহেন। বাগীশ বাস্তবিকই তাঁহার পরামর্শ প্রার্থী কিনা তাহা তিনি স্পষ্টতঃ জানিতে চাহেন সুতরাং বাগীশ মহাশয়ের কথা শুনিয়া বলিলেন "স্পষ্টরূপে বল্‌লেই হয়, আবল্‌তাবল বকবার দরকার?" উত্তর শুনিয়া বাগীশের হৃদয় শূন্য হইয়া গেল! হৃদয়ে ভ্রাতৃপ্রেম, গৃহিণীভীতি, ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, মমতা, দয়া, দাক্ষিণ্য, দ্বেষ, হিংসা কিছুই রহিল না। তিনি শূন্য হৃদয়ে গৃহিণীর মুখের দিকে তাকাইলেন এবং পরমুহূর্ত্তেই মুক্ত বাতায়ন পথে শূন্য নয়নে উচ্চ শূন্যের প্রতি চাহিলেন;—একবার ভাবিলেন—ঐ যে উচ্চ নীল শূন্য তাহা কি বাস্তবিকই শূন্য! গৃহিণী বাগীশের মুখ হইতে এতক্ষণ একটা না একটা উত্তরের প্রত্যাশা করিতে ছিলেন কিন্তু অনেকক্ষণ কোন উত্তর না পাইয়া একবার তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেন। তাঁহাকে তদবস্থ দর্শনে তাঁহার মত গৃহিণীর হৃদয়ও একটু দ্রবীভূত হইল। তিনি উঠিয়া বসিলেন;—বলিলেন "যাওনা, একবার কারণটা জানিয়া আসিতে বাধা কি?" বাগীশ তখনও শূন্যমনে—শূন্য নয়নে—শূন্য পানে চাহিয়া রহিয়াছেন! গৃহিণী বলিলেন "শুনিলে? এমন হইয়া রহিলে কেন? একবার জানিয়া আসিতে বাধা কি?" বাগীশ মহাশয় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "শুনিলাম" বলিয়া ধীরে ধীরে অজ্ঞাত পদবিক্ষেপে বহির্ব্বাটীতে চলিলেন।

বাগীশ মহাশয়ের বিলম্ব দেখিয়া কেবলরাম "একবার বাড়ীর

ভিতর যাই” “একবার ডাকি” ইত্যাদি নানা রূপ সংকল্প করিতেছিল। এমন সময় বাগীশ মহাশয় মলিনমুখে বহির্বাটীতে আসিয়া কেবলরামকে বলিলেন, “কেবল, চল্!” এই বলিয়া অন্যমনস্কের মত কিছুই লক্ষ্য না করিয়া দ্রুতপদে দাদার নিকট চলিলেন, কেবলরাম সঙ্গে আসিল কিনা জানিতেও পারিলেন না। বাগীশ মহাশয় দাদার নিকট উপস্থিত হইয়া একটু সুস্থ হইলেন। শিরোমণির স্থির গম্ভীর মূর্ত্তি দর্শনে স্বভাবতঃ মনশ্চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। শিরোমণি মহাশয় কেবলরামের নিকট যে সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাগীশকেও তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন। বাগীশ দাদার মধুর বাক্যে ও দাদার যুক্তিতে, দাদার প্রস্তাবে আপাততঃ কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। দাদার দেশান্তর গমনে সম্মতি প্রদান করিতে তাঁহার আত্মা প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু অন্যমনস্কতাহেতু দাদার যুক্তির বিরুদ্ধে উপস্থিত বুদ্ধিতে তখন যুক্তিপূর্ণ কোন আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিলেন না। নানা কারণে বাগীশ তখন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া “আমি আপনার অর্পিত ভার গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিব কিনা, কাল আসিয়া বলিব” বলিয়া সে দিনের মত অব্যাহতি পাইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে কত কথা তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল। যতদিন মা ছিলেন ততদিন মা ও দাদা পৃথক্ বাড়ীতে থাকিলেও বাগীশের মনে ভরসা ছিল—বিপদের সম্বল মা ও দাদা আছেন। গৃহিণী আদর করেন, ভালবাসা দেখান; বাগীশও সংসার ভুলিয়া গৃহিণীকে ভাল বাসিয়া থাকেন, কিন্তু মাঝে মাঝে গৃহিণীর এমন আচরণ প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে যে তাঁহাকে ‘আপনার’

বলিতে এ পর্য্যন্ত বাগীশের প্রবৃত্তি জন্মে নাই। বাড়ীতে অপর যে সকল লোক আছে, সকলেই গৃহিণীর সম্পর্কের, সুতরাং নিজ বাড়ীতে বাগীশ কখনও কাহাকে "আপনার" বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। তিনি থাকিতেন নিজের বাড়ীতে—তাঁহার আত্মার আশ্রয় স্থান ছিল দাদার বাড়ীতে। মাতার স্বর্গারোহণের পর দাদা তাঁহার মনের একমাত্র ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এখন তিনিও দেশান্তরে যাইতেছেন সুতরাং বাগীশ একেবারে চারিদিক আশ্রয়শূন্য দেখিতে লাগিলেন; অথচ দাদার দেশান্তর-গমন-প্রস্তাবে বাধা দিতেও পারিতেছেন না;—দাদা বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইতেছেন,—বিশ্বরূপের অনুসন্ধান করা অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য। তবে অন্য কাহাকেও বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে পাঠাইলে হইত। অন্য আর কে যাইবে? বাগীশ একবার মনে মনে ভাবিলেন "আমি কেন যাইনা।" তৎক্ষণাৎ মনে হইল "আমি আবার বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইব? একবার দাদার নিকট আসিতে আমার গৃহিণীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়!" ইত্যাকার অনেক কথা মনে উদিত হওয়ায়, তিনি একটু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি বাল্যে একটু বাচাল ছিলেন, বর্ত্তমান বয়সে সে স্বভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছিল। সংসারের নানারূপ ঘাত প্রতিঘাতে পরিণত বয়সে বাল্য ও যৌবনের অনেক 'সু' ও 'কু' উভয়বিধ স্বভাবেরই প্রখরতা কমিয়া আইসে। বাগীশেরও বয়সগুণে বাল্যের বাক্‌প্রাচুর্য্য স্বভাব অনেক কমিয়া আসিয়াছিল কিন্তু বড় বিরক্তির সময় কিম্বা ক্রোধের সময় তাঁহার সে বাক্‌প্রাচুর্য্য ভাব পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত। তখন তাঁহার মনে যাহা আসিত তাহাই তিনি অবাধে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া যাইতেন;

তাহা কেহ শুনিল কিনা, শুনিলে ভবিষ্যতে তাহা হইতে কি ফল ফলিতে পারে ইত্যাদি কোন বিষয় তখন তাঁহার মনে উদয় হইত না। আজও দাদার নিকট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় প্রথমতঃ দাদার দেশ পর্য্যটন গমনে নিজের আশ্রয়হীনতা, তৎপর গৃহিণীর কৌশলময় ফাঁদপাতার মত ভালবাসা, সর্ব্বশেষে গৃহিণীর অদ্যকার প্রাতঃকালের আচরণ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বাগীশকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিল। বাগীশ পথে যাইতে যাইতে প্রথমে আপনাকে, তৎপর গৃহিণীকে, তৎপর গৃহিণীর বংশশুদ্ধ স্বজনগণকে ধিক্কার দিতে দিতে চলিলেন।

এদিকে গৃহিনী, বাগীশ মহাশয় চলিয়া গেলে, একটু চিন্তিতা হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিলেন—আজ 'প্রয়োগ মাত্রাটা' একটু বেশী হইয়া পড়িয়াছে, বাগীশ উত্তেজিত হইয়া উঠিতে পারেন। যাইবার সময় বাগীশকে শূন্যমনাঃ ও বিমর্ষ দেখিয়া তিনি বাস্তবিকই একটু চিন্তিতা হইলেন। তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া একটা দাসীকে ডাকিলেন,—তিনটা দাসী আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন মুখধোয়ার জল, একজন মাজন, একজন কয়টি সাজা পান হস্তে করিয়া গৃহিণীর সমীপে দণ্ডায়মানা। গৃহিণী প্রভাতে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের পরই একবার পান খাইয়া থাকেন। আজ মনের অবস্থা তত ভাল ছিলনা,—আজ তিনি দাসীদিগের সকলের কার্য্যেই দোষ দেখিতে পাইলেন ও তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। দাসীরা ভৎর্সনার কারণ সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে দাসীদিগকে ভৎর্সনা করিতে করিতেই তিনি চক্ষু মুখ ধুইলেন, দন্ত মার্জ্জন করিলেন কিন্তু সে দিন আর পান খাইলেন না।

অতি বিরক্তির সহিত জলের ঘটীটা ও মাজনের কৌটাটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তিনি পুনরায় শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসীরা দাঁড়াইয়া একে অন্যের প্রতি সত্রাস দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং অবশেষে ভয়ে ভয়ে জলের ঘটি ও মাজনের কৌটাটি তুলিয়া লইয়া অতি চিন্তাকুলচিত্তে নিজ নিজ প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন করিতে গেল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে সেকালেই হউক, আর একালেই হউক, গৃহিণীর পরিচর্য্যার জন্য এত দাসীর বন্দোবস্ত বিস্ময়ের বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু যে গৃহে গৃহিণী প্রধানা, একটু বিলাস-প্রিয়া, সংসারের অবস্থা ভাল,—গৃহস্বামী গৃহিণীর অনুগত,—সে গৃহে কোন কালে কোন দেশেই এরূপ বন্দোবস্ত অসম্ভব নহে। বাগীশের গৃহিণীর বিলাস ছিল, তাঁহার সর্ব্ববিধ সুবিধাও ছিল। যে কয়টি অসুবিধা ছিল তাহাও তিনি প্রখরাবুদ্ধিপ্রভাবে বিদূরিত করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার গৃহে এত দাসদাসী থাকা বিস্ময়ের বিষয় নয়। সে যাহাই হউক, পান না খাওয়াতে তাঁহার মুখ খানা একটু শ্বেতাভ দেখাইতে লাগিল। তিনি শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিরস ভাবে বসিয়া, স্বামী ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে কি উপায়ে উৎফুল্ল করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবনার পর উপায় স্থিরীকৃত হইলে আর এক কথা তাঁহার মনে পড়িল। শিরোমণি বাগীশকে কেন ডাকিয়াছেন তাহা তিনি বুঝিতে পারিতে ছিলেন না। তিনি অনেক ভাবিলেন, অনেক অনুমান করিলেন কিন্তু কোনটাই প্রকৃত কারণ বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। তিনি কারণ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন,

এমন সময় বাগীশ মহাশয় মলিন মুখে, উত্তেজিতচিত্তে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী বাগীশকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ডে'কে ছিলেন?" বাগীশ উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিলেন "বল্‌ছি, একটু ঠাণ্ডা হতে দাও।"

পথে আসিবার সময় নানা চিন্তায় বাগীশের হৃদয় উত্তেজিত হইয়াছিল বলিয়াই তিনি গৃহিণীর প্রশ্নের এমন তীব্র উত্তর দিলেন; অন্য সময় হইলে সাহসী হইতেন না। বাগীশের উত্তর শুনিয়া গৃহিণীও তেমনি একটা উত্তর দিতে যাইতে ছিলেন কিন্তু এক কারণে তাহা দিলেন না। বাগীশ পূর্ব্ব হইতেই একটু উত্তেজিত হইয়া আছেন, এখন আবার শক্ত কথা শুনিলে আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিবেন, তাহা হইলে গৃহিণী যাহা জানিবার জন্য এত উৎকণ্ঠিতা হইয়া আছেন তাহা আর সহজে জানা হয় না, গৃহিণী তাহা বুঝিতে পারিলেন সুতরাং তিনি সুর পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া থাকিয়া "আজ আমার বড়ই অসুখ কচ্ছে" বলিতে বলিতে একখানা গাম্‌ছা আনিয়া তাহা দ্বারা বাগীশের মুখের এবং বুকের ঘাম মুছিয়া দিতে লাগিলেন। "বড্ড ঘেমেছ! পথে বুঝি রোদে রোদে আসিয়া ছিলে! মাগো! মাথাটাও যে গরম ঠেকৃছে। আমি বুঝিতে পারি নাই, তাই তোমাকে দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া ছিলাম। এখন একটু ঠাণ্ডা হইয়াছ?" ইত্যাদি নানা আদর সোহাগে গৃহিণী বাগীশের উত্তেজনাটুকুকে জল করিয়া দিলেন। বাগীশের ভাবনা, বিরক্তি, ক্রোধ, কোথায় চলিয়া গেল। একটু পরে গৃহিণী একখানা পাখা লইয়া বাগীশকে বাতাস করিতে যাইতেছিলেন, বাগীশ বলিলেন "থাক্, আর

বাতাস করিতে হইবে না। তোমাকে আজ এমন 'ফেকাশে' দেখাচ্ছে কেন? কি অসুখ কচ্ছে বল দেখি!" গৃহিণী একটু নাঁকি স্বরে বলিলেন "বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা! আমার গা-টা যেন কেমন কেমন কচ্ছে! ইচ্ছা হচ্চে কেবল শুয়ে থাকি, স্বধু তোমায় দেখেই উঠে বসেছি।" বাগীশ বড়ই চিন্তিত হইয়া বলিলেন "তবে তুমি এখন একটু শোও।"

গৃহিণী। তুমি একটু সুস্থ হইয়াছ?

বাগীশ। হাঁ,—এখন আমার কোন অসুখ নাই; একটু গরম হইয়াছিল বইত নয়! তুমি এখন একটু শোও।

গৃহিণী। তবে তুমি আমার পাশে ব'স।

বাগীশ। বস্‌ছি, তুমি একটু চুপ করে শোও।

গৃহিণী অতি কাতরের মত ধীরে ধীরে শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া চুপকরিয়া রহিলেন। বাগীশ পার্শ্বে বসিয়া মুখে, চিবুকে, বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। মাথার দু একটি চুল এলোমেলো হইয়াছিল তাহা তিনি যত্নে গুছাইয়া দিতে লাগিলেন। মুখের উপর এক গুচ্ছ চুল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা যত্নে সরাইয়া দিয়া, মুখখানি একবার একটু উচু করিয়া ধরিলেন। বাগীশ মহাশয় গৃহিণীকে বেশ আদর সোহাগ করিতে লাগিলেন! বাগীশ মহাশয়ের একটু বয়স হইয়াছে,—তাহাতে আর ক্ষতি কি? বয়স বেশী হইলে কি আর গৃহিণীকে আদর সোহাগ করিতে নাই? সত্যকথা বলিতে গেলে পাঠকদিগের মধ্যে যাঁহারা একটু বয়স্ক, তাঁহারা হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন। কিন্তু কি করি, ন্যায্য কথা না বলিলে নয়! বৃদ্ধেরাও গৃহিণীর নিকট অনেক আদর সোহাগ দেখাইয়া থাকেন,

তবে কিনা তাহা অতি সংগোপনে। বৃদ্ধ বয়সে গৃহিণী সোহাগটা তত ভাল দেখায় না; তাহাতে ছেলে মেয়ের দৃষ্টির ভয়, নাতি নাতিনীর হাসির ভয়, পাড়ার দশ জনের "কানাকানির" ভয় আছে। তবে যাঁহাদের তৃষ্ণা অধিক (এ তৃষ্ণা বোধ হয় অনেকেরই অধিক) তাঁহারা এ সকল ভয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একটু লুকাইয়া আদর সোহাগ করিয়া থাকেন সুতরাং তাঁহাদের এই আদর সোহাগের তত রটনা নাই। দুর্ণাম যত যুবক বেচারীদের! যুবকেরা উদ্দাম প্রকৃতির;—তাহাদের আদর, সোহাগ, ভালবাসা, সকলই উদ্দাম; কাজেই এ ক্ষেত্রে যুবক বেচারীদের এত নিন্দা সহজেই রটিয়া উঠে! এ ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের নামেরও উল্লেখ হয় না। যাহা হউক, বাগীশ মহাশয় গৃহিণীর অসুখ দেখিয়া বেশ একটু আদর সোহাগ করিলেন। গৃহিণী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, ধীরে ধীরে একবার পাশ ফিরিয়া স্বামীর মুখের দিকে মিট্ মিট্ করিয়া চাহিলেন; অতি ধীরে ধীরে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বড়ঠাকুর তোমাকে কেন ডাকিয়াছিলেন?" বাগীশের মুখখানি একটু মলিন হইয়া গেল; তিনি একটি অনতি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "দাদার কথা শুনিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে?"

গৃহিণী। কেন? তিনি তোমাকে কোনরূপ মন্দ বলিলেন?

বাগীশ। মন্দ বলিবেন কি? মন্দ বলিলে যে ছিল ভাল!

গৃহিণী। তবে তিনি কি বলিলেন?

বাগীশ। দাদা একবার দেশ পর্য্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন।

গৃহিণী। তাহাতে তোমাকে ডাকিয়াছিলেন কেন?

বাগীশ। আমার হস্তে বিষয়াদির ভার দিয়া যাইতে ইচ্ছা করেন।

গৃহিণী। তাহাতে তুমি কি বলিয়া আসিয়াছ ?

বাগীশ। আমি আর কি বলিব! দাদার কথা শুনিয়া এবং তাঁহার মানসিক অবস্থা ও মুখের ভাব দেখিয়া, আমার মনে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। আমি কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাহাতে তোমার পরামর্শ জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনরূপ স্থির উত্তর দিতে আমার সাহস হইল না।

গৃহিণী। উঃ! আমার পীঠ্‌টায় কি বেদনা বোধ হচ্ছে!

বাগীশ। দেখি! আমি হাত বুলাইয়া দেই!

গৃহিণী। না, তা আর দিতে হবে না। তুমি তবে কি বলিয়া আসিয়াছ ?

বাগীশ। কাল আবার যাইব বলিয়া আসিয়াছি।

গৃহিণী। কাল গিয়া কি বলিবে!

বাগীশ। কি বলিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না। দাদা বিদেশে যাইবেন শুনিয়া আমার আত্মা যেন জড় হইয়া আসিতেছে।

গৃহিণী। কেন ?

বাগীশ। তাহা হইলে আমার আপন বলিতে আর কে রহিল! মা গিয়েছেন,—বিশ্বরূপ নিরুদ্দেশ,—দাদাও দেশত্যাগী হইতেছেন; আমার যে সকল দিক্ শূন্য হইয়া গেল!

গৃহিণী। বুঝেছি! তুমি বুঝি আমাকে ও কণককে আপন বলিয়া মনে কর না!

বাগীশ। না-না—তা কেন? তবে কিনা, বংশে যে কয়জন

ছিল সকলই কোথায় চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইতেছে।

গৃহিণী। বড়ঠাকুর কোথায় যাবেন ?

বাগীশ। স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই।

গৃহিণী। কখন আস্‌বেন ?

বাগীশ। তাহাও নির্দ্দিষ্ট নাই।

গৃহিণী। কেন যাইতেছেন ?

বাগীশ। বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইতেছেন।

গৃহিণী। বিশ্বরূপকে পাইলে কি তিনি দেশে আসিবেন না ?

বাগীশ। বিশ্বরূপকে পাইলে আসিবেন বই কি ?

গৃহিণী। তবে আর তোমার এত ভাবনা কেন ? মাগো ! পীঠের বেদ্‌নায় গেলুম।

বাগীশ,পীঠে হাত বুলাইতে যাইতেছিলেন ; গৃহিণী বলিলেন— "থাক্! বড়ঠাকুর তোমাকে এখন কি করিতে বলিতেছেন ?

বাগীশ। বিষয়াদির ভার বুঝিয়া লইতে বলিতেছেন।

গৃহিণী। তাহাতে তোমার ইচ্ছা কি ?

বাগীশ। কি করি ভাব্‌ছি।

গৃহিণী। তাহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে ?

বাগীশ। আপত্তি কিছুই নাই ; তবে দাদার নিকট এক কথা বলিয়া কার্য্যে তাহা না করিতে পারি এই ভয়।

গৃহিণী। তিনি কি করিতে বলেন ?

বগীশ। দাদা বলেন প্রজাদের নিকট হইতে আদায় পত্র করিয়া গৃহাদির সাময়িক সংস্কার করিতে হইবে ; তাঁহার প্রতি-পালিত দরিদ্রদিগকে অভাবানুযায়ী সাহায্য করিতে হইবে,

কেবলরাম যখন যে টাকা পয়সা চায় তাহা তাহাকে দিতে হইবে।

গৃহিণী। তা বেশ! তা আর পারিবে না কেন? তাঁহার পয়সা দিবে,—তোমার ঘর হইতে ত আর দিতে হইবে না?

বাগীশ। তাঁহার পয়সাই দিব বটে কিন্তু তবু পারিব কিনা ভাব্‌ছি।

গৃহণী। সাধে কি আর তোমাকে বোকা বল্‌তে ইচ্ছা হয়। তুমি—

গৃহিণী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কি ভাবিয়া চেপে গেলেন। বাগীশের তেজটুকুও তখন গৃহিণীর সোহাগ-সলিলে শীতল হইয়া গিয়াছিল। গৃহিণীর যে তাঁহাকে বোকা বলিতে ইচ্ছা হয় তাহাতে তখন তাঁহার কোন আপত্তিই হইল না। তিনি বলিলেন "তবে কি তাহাতে তোমার মত আছে?"

গৃহিণী। আছে বই কি? জ্যেষ্ঠ ভাই—সন্তানের সন্ধানে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তুমি তাঁর বিষয়টা বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে পারিবে না? একটু বুঝিয়া চলিলেই পারিবে।

বাগীশ। তবে কাল গিয়া দাদার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আসিব?

গৃহিণী। তা বই কি!

বাগীশ। তবে তাহাই হইবে।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

বৈশাখের সায়াহ্ন। আতপ-তাপ প্রশমিত হইয়াছে ;—গ্রীষ্মের পূর্ণ প্রশমন এখনও হয় নাই। স্রোত-প্রয়াসী-মীনকুলের ন্যায় মানবকুল সমীরপ্রবাহের জন্য উৎগ্রীব হইয়া, অনাবৃতস্থানে দলে দলে, সমীর-স্রোত-মুখ হইয়া বসিয়া ক্লান্তি দূর করিতেছে। যাহাদের মন্ত্রণার বিষয় আছে তাহারা ক্লান্তি দূর করিতে করিতে, মন্ত্রীসহ মন্ত্রণাও করিতেছে। তারকনাথের প্রধান মন্ত্রী স্মৃতিধর ; তাহার মন্ত্রণার বিষয় ছিল গুরুতর। তারকনাথ ক্লান্তি দূর করিতে করিতে স্মৃতিধরের মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। পঞ্চবটীর আম্‌লকি ও হরিতকী তরু পরস্পর বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। আমলকীর দুটি শাখা, তাহাদের প্রশাখা, হরিতকীর শাখাপ্রশাখার সহিত জড়িত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে। হরিতকীও তাহার দীর্ঘ শাখা-বাহু বিস্তার করিয়া বন্ধুকে প্রত্যালিঙ্গন করিতেছে। আমলকী ও হরিতকী—দুই বন্ধুর আলিঙ্গনে নিম্নে বহমান্‌সমীর তোরণস্থানের ন্যায় একটি স্নিগ্ধ স্থানের উদ্ভব হইয়াছে। তারক-স্মৃতিধর, এই স্নিগ্ধ তোরণ স্থানে, পার্শ্বস্থ আমলকী হরিতকীর ন্যায়, বিজড়িতাবস্থায়, একে অন্যের কণ্ঠে বাহু রাখিয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রণা করিতেছিল। সম্মুখে স্ফটিক-নির্ম্মল-উরসা সরসী। তাহার তরল নির্ম্মল বক্ষঃ মৃদু সমীরে মৃদু বিকম্পিত হইতেছে। সত্যবতী দেবী তারক-স্মৃতির স্নেহালিঙ্গন দেখিতে পাইতেছেন না। সরসীর বক্ষঃ নির্ম্মলতায়, কোমলতায়, স্নিগ্ধতায়, পবিত্রতায় সত্যবতীর বক্ষঃ হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। সত্যবতীর অবর্ত্তমানে সরসীর বক্ষঃ তারক-স্মৃতির আলিঙ্গন

দর্শনে প্রীতিস্নেহে উদ্বেলিত হইতেছে; তাহার কোমলস্নিগ্ধ হৃদয়ে প্রীতির মৃদু তরঙ্গ উঠিয়াছে। মন্ত্রণা স্থির হইলে তারক বলিল— "স্মৃতি! মার তাহাতে অভিমত হইবে কি?" স্মৃতি বলিল "তার জন্য আর ভয় কি? আমি মার অভিমত করিয়া লইব। চল্ একবার মায়ের নিকট যাই।"

তারক। মায়ের নিকট গিয়া মাকে কি বলিবি?

স্মৃতিধর। যাহাতে মায়ের অভিমত হয় তাহাই বলিব।

তারক। তবু একটিবার বল্না কি বলিবি।

স্মৃতিধর। আঃ! ভাই, তোর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম স্থির না হইলেই নয়! মায়ের নিকট গিয়া যাহা মনে আসে তাহাই বলিব। মায়ের মত হইলেই ত হইল।

তারক। তবু ভাই, একটিবার বল্না কি বলিয়া মায়ের অভিমত করিবি।

স্মৃতিধর। তুই ভারি বিরক্ত করিতে পারিস্! আমি গিয়া বলিব "তারক বুড়ীর শ্রাদ্ধ করিতে চাহিতেছে।"

তারক। তবেই হয়েছে!

স্মৃতিধর। কেন? তাহাতে তারকনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হবে?

তারক। যা! তোর সঙ্গে কথায় এঁটে আসা কঠিন। চল্ তবে যাই। যাহাতেই হউক মায়ের অভিমত করিয়া লইতেই হইবে।

সত্যবতীদেবী তখন তাঁহার আনন্দবাজার বসাইয়াছিলেন। বাজারের পসরা ছিল—স্বর্গের স্বর্গের নন্দন কাননের তিনটি পারিজাত-মুকুল—যোগমায়া-সুরুচী-বিজয়া। স্বর্গের শোভা তাহাদের

হাসিরাশি, সত্যবতীদেবী স্নেহ-সোহাগ-প্রীতিজলে বিধৌত করিয়া বিক্রয় করিতেছিলেন। ক্রেত্রী ছিল শান্তা। শান্তা তাহার স্বর্গসঞ্চিত সরলতা বিনিময়ে তাহা ক্রয় করিতেছিল। স্বর্গের পসরা কি আর পৃথিবীর মূল্যে মিলে?

সত্যবতীদেবী তখন যোগমায়া, সুরুচী ও বিজয়াকে মহাভারতের নলদময়ন্তীর উপাখ্যান বুঝাইতেছিলেন। উপাখ্যানের স্থানে স্থানে কেহ একটি প্রশ্ন করিতেছিল, কেহ একটু মৃদু হাসিতেছিল, সুরুচী বা মাঝে মাঝে উচ্চ হাস্য করিয়াই উঠিতেছিল। সেই সোহাগমাখা মৃদু প্রশ্ন, সেই লাজমাখা মৃদু হাসি, সেই উৎফুল্ল প্রাণের উৎফুল্ল হাসিরাশি দেখিয়া শান্তার সরল হৃদয়খানি বিমোহিত হইয়া গিয়াছিল। শান্তা উপাখ্যান বুঝিতে ছিল না; সেদিকে তাহার লক্ষ্যও ছিল না। তাহার লক্ষ্য ছিল সেই আধ আধ কথাগুলির দিকে, সেই মৃদু মধুর হাসি রাশির দিকে, সেই প্রাণমুগ্ধকরা উচ্চহাসির দিকে। শান্তা কথায়, কার্য্যে সত্যবতীদেবীর নিকট সরলতা ঢালিয়া দিতে লাগিল। সত্যবতী দেবী তাঁহার স্নেহ-সোহাগ-জলে ধৌত করিয়া, শান্তার অভিপ্সিত স্বর্গের পসরা প্রতিদান করিতে লাগিলেন।

সত্যবতীদেবী বলিতেছিলেন "বনে, পথে যাইতে যাইতে রাণী বড়ই কাতরা হইয়া পড়িলেন। না হইবেন কেন? রাজার মেয়ে, রাজার গৃহিণী,—জন্মাবচ্ছিন্নে যিনি দুঃখ কেমন জানিতেন না, তিনি কিনা কণ্টকময় বনের পথে রৌদ্রের তাপ তুচ্ছ ভাবিয়া শূন্যপদে স্বামীর সঙ্গে বেড়াইতেছিলেন! তাঁহার কোমল পদে স্থানে স্থানে কণ্টকের আঘাতে রক্ত পড়িতেছিল! কোমল কমনীয় মুখকান্তি মলিন হইয়া গিয়াছিল! মলিন গণ্ডস্থল বহিয়া ঘর্ম্মস্রোত বহিতে-

ছিল! রাজা দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইতেছিলেন। রাণী নিতান্ত কাতরা হইয়া রাজাকে বলিলেন "নাথ! আমি আর চলিতে পারি না। আমাকে একটু বিশ্রাম করাও।" রাজা শুনিয়া চোকের জল ফেলিতে লাগিলেন। রাণী দেখিয়া আরো কাতরা হইলেন, বলিলেন "নাথ! পথ ভ্রমণে আমার কিছুমাত্র কষ্ট নাই। পরমাশ্রয় স্বামীর সহচরী হইয়া এই তুচ্ছ কষ্টকে কষ্ট মনে করিলে নারীজন্ম বৃথা! দেহটা ক্লান্ত হইয়াছে; আমার প্রাণ ক্লান্ত নহে। অশক্তা হইয়াই একটু বিশ্রামের প্রার্থনা করিতেছিলাম কিন্তু এখন তোমার মলিন মুখ, এই দর-বিগলিত অশ্রুপ্রবাহ দেখিয়া, আমার প্রাণও যে অবশ হইয়া আসিতেছে।" পার্শ্বে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল। রাজা ও রাণী অশ্বত্থের ছায়ায় গিয়া বসিলেন। বৃক্ষের ছায়ায় রাণী স্বামীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া, ধরাশয্যায় একটু শয়ন করিলেন। তাঁহার বড়ই সুখানুভব হইতে লাগিল। দেহ পথের শ্রান্তিতে অতি শ্রান্ত;—উপরে অশ্বত্থের ছায়া, তাহাতে একটু একটু মৃদু বায়ু বহিতেছিল; রাণী ধীরে ধীরে নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। নিদ্রিতা না হইবেন কেন? অশ্বত্থের ছায়া তুচ্ছ!—তিনি তখন যে মহাবৃক্ষের পদে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সে মহাবৃক্ষের ছায়ায় এ জগতের সকল জ্বালা যন্ত্রণা দূরে যায়। রাণী স্বামীবৃক্ষের পদমূলে মস্তক রাখিয়া সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।"

যোগমায়া সোহাগমাখা আধস্বরে বলিল "মা! নলরাজা বনে গেলেন,—দময়ন্তী রাণী সঙ্গে গেলেন কেন?" সুরুচী শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল; মুখ গম্ভীর করিয়া বলিতে লাগিল

"বউ, তা তুমি জান না! যত রাজারা বনে যাবেন, তাদের রাণীরাও সঙ্গে যাবে! সে দিন মা 'শ্রীবচ্ছ' রাজার গল্প বলিয়াছিলেন; রাজা বনে গেলেন, চিন্তা রাণীও সঙ্গে গেল। বউ, তুমি সীতার গল্প জান না? সীতার গল্প যে সকলেই জানে! না বিজয়া?"

বিজয়া শুনিয়া একটু লাজমাখা মৃদু হাসি হাসিল; কোন উত্তর দিল না। মায়ের সম্মুখে বিজয়া সকল কথার উত্তর দিত না।

যোগমায়া। মা! সুধু রাজারা বনে গেলে রাণীরা সঙ্গে যাবেন, আর কারো স্বামী বনে গেলে তারা সঙ্গে যাবেনা?

সুরুচী। তা কেন? যার স্বামী বনে যাবে, সেই স্বামীর সঙ্গে যাবে।

যোগমায়া। মা! ঐ যে আস্‌ছেন—

তারকনাথ ও স্মৃতিধর মায়ের অভিমত প্রার্থনার জন্য তখন মায়ের নিকট আসিতেছিল। যখন সুরুচী বলিল "যার স্বামী বনে যাবে, সেই স্বামীর সঙ্গে যাবে" তখন যোগমায়া কি বলিবে খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অনন্যোপায়ার মত চারিদিক্ চাহিয়া দেখিতেছিল; এমন সময় হঠাৎ তারকনাথের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল; তারককে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—"মা! ঐ আস্‌ছেন—" তারক কথা শুনিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিল। দেখিল যোগমায়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কি বলিতেছে। তারক পৃষ্ঠ-ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। স্মৃতিধর কারণ বুঝিতে না পারিয়া কারণ জানিবার জন্য তারক নাথের পশ্চাদ্‌গামী হইল। সত্যবতী-দেবী যোগমায়ার মুখে "মা! ঐ যে আস্‌ছেন" শুনিয়া যোগমায়ার

অঙ্গুলি নির্দ্দেশিত স্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তারক নাথ দ্রুতপদে পলায়ন করিয়া যাইতেছে। দেখিয়া তিনি একটু হাসিলেন এবং হাসিমুখে যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আস্‌ছে মা ?"

যোগমায়া। মা! ঐ যে এসেছিলেন,—তিনি যদি বনে যান, তবে আমাকেও বনে যেতে হবে ?

সত্যবতী দেবীর শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি যোগমায়ার মুখে হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন—"না—না, ওমা, তা কেন ? আমার তারক বনে যাবে কেন ? তুই বা যাবি কোথা ?"

যোগমায়া। যদি কোথাও যান ?

সত্যবতী। ওকথা মুখে আনিওনা !

সুরুচীর মুখ মলিন হইয়া গেল। সুরুচী বলিয়াছে—"যার স্বামী বনে যাবে, সেই স্বামীর সঙ্গে যাবে।" এখন যোগমায়া বলিতেছে যদি সুরুচীর দাদা বনে যায়, তবে যোগমায়া সঙ্গে যাবে কিনা। যোগমায়ার কথা শুনিয়াই সুরুচীর প্রাণ শুকাইয়া গিয়াছে। দাদা বনে যাবে কেন ? সুরুচী, যোগমায়ার কথার উত্তর খুঁজিয়া পাইলনা। তাহাতে মায়ের কাতরতা দেখিয়া, সুরুচীর প্রাণ আরো কাতর, আরো অস্থির হইয়া উঠিল। সুরুচী মা ও বউএর মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিজয়ার প্রাণেও আঘাত লাগিয়াছে। বিজয়া মলিন মুখ অবনত করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। যোগ-মায়া, তাহার প্রশ্নে সকলেরই এমন ভাব পরিবর্ত্তন কেন হইল সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়া, ছল ছল দৃষ্টিতে মায়ের মুখের

দিকে চাহিয়া রহিল। শান্তা গল্পও বুঝিতেছিল না,' তাহাদের প্রশ্ন এবং উত্তরের ভাবও বুঝিতেছিল না। শান্তা কর্ণে শুনিতে-ছিল—সোহাগমাখা আধফুটা কথাগুলি, নয়নে দেখিতেছিল—স্বর্গের হাসির তরঙ্গগুলি। যখন সেই আধফুটা কথাগুলি নীর-বতায় মিশিয়া গেল, যখন হাসির তরঙ্গগুলি মিলাইয়া গেল, তখন শান্তার প্রাণে যে বিষম ক্লেশ হইল, তাহা সত্যবতীদেবী, সুরুচী, যোগমায়া, বিজয়া, কেহই বুঝিতে পারিল না। শান্তা মলিন মুখে ধীরে ধীরে সত্যবতী ঠাকুরাণীর পার্শ্বে গিয়া "ঠাকৃরুণ! একি হইল!" বলিয়া বসিয়া পড়িল। সত্যবতীদেবী তখন শান্তার কাতরতার কারণ বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বিশেষ কিছু নয়! তুমি একটু স্থির হইয়া ব'স। মা যোগমায়া! সুরুচী-বিজয়া! হঠাৎ তোদের মুখ এমন মলিন হইল কেন? আমি যাহা বলিতেছিলাম তাহা বলিতেছি শোন্। স্বামী বনে গিয়া-ছিলেন বলিয়া স্ত্রীও স্বামীসহ বনে গিয়াছিলেন; ইহাতে সতীসাধ্বী রমণীগণের স্বামীভক্তির প্রমাণ দেখান হইতেছে। সতীসাধ্বী রমণী, স্বামীর প্রেমে কতদূর করিতে পারেন, সীতা-চিন্তা-দময়ন্তীর সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীসহ বনগমনে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। মূল কথা—পতিই নারীর আশ্রয়, পতিই নারীর সুখ, পতিই নারীর পুণ্য, পতিই নারীর ব্রত, পতিই নারীর স্বর্গ, পতিই নারীর দেবতা! জগৎসংসার পরিত্যাগ করুক্, একমাত্র পতিপদ-ছায়ায় স্থান পাইলে নারী নিরাশ্রয়া নহে। জগতে অন্য কোন সুখ না থাকুক, পতীর নিত্য সহচরিণী হইলে নারীর সুখের অভাব থাকে না। যিনি পতির প্রসন্নতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার অন্য পুণ্যের প্রয়োজন নাই। যাঁহার দেহ-

মন স্বামীসেবায় নিযুক্ত, তাঁহার অন্য ব্রতের কি প্রয়োজন? পতির পদ-ছায়ায় যাঁহার বাস, তাঁহার অন্য স্বর্গ সুখের আকাঙ্ক্ষা হইবে কেন? যাঁহার হৃদয় স্বামীর রূপে পরিব্যাপ্ত, তাঁহার হৃদয়ে অন্য দেবতার স্থানই বা থাকে কোথায়? তবে যাঁহার করুণায় এই স্বামীধনের অধিকারিনী দিনান্তে তাঁহার চরণে একবার——" সত্যবতীদেবী প্রাণের আবেগে, প্রাণের ভাষায় বলিয়া যাইতেছিলেন; যোগমায়া, সুরুচী, বিজয়া, সকল কথার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। মা বলিতেছিলেন দিনান্তে তাঁহার চরণে একবার—" যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল "মা!—" যোগমায়ার প্রশ্ন করা শেষ হইতে না হইতে, স্মৃতিধর হাসিতে হাসিতে মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল;—আসিয়া বলিতে লাগিল "মা! তারক বুড়ীর শ্রাদ্ধ করিতে চাহিতেছে।" সত্যবতী দেবী শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তারক কোথায়?"

স্মৃতিধর। পঞ্চবটীতে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে?

সত্যবতী। তারক বুড়ীর শ্রাদ্ধ করিতে চাহিতেছে, তুমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে কেন? তারক আসিল না কেন?

স্মৃতিধর। তারকের এখন এখানে আসিতে লজ্জাবোধ হইতেছে!

সত্যবতী দেবী শুনিয়া আরও একটু হাসিলেন। স্মৃতিধরকে বলিলেন "তুমি তারককে সঙ্গে করিয়া এখানে নিয়ে এস। আমি তারকের মুখে সকল কথা শুনিয়া উত্তর দিব।" স্মৃতিধর "বেশ হয়েছে! এখন ত আস্‌তে হবে!" বলিতে বলিতে হাসিতে হাসিতে তারককে আনিতে গেল। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল "কার শ্রাদ্ধ মা?" সত্যবতী দেবী বলিলেন "মা, একটু অপেক্ষা

কর, তোমার দেবতার মুখে সকল কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।” যোগমায়া এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না। মাকে পূর্ব্বে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিল। সত্যবতী দেবী সরল, সোহাগমাখা কথায় যোগমায়া, স্বরুচী, বিজয়াকে নারীর ধর্ম্ম, নারীর কর্ম্ম, বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। যোগমায়া, স্বরুচী, বিজয়ার মুখ পুনঃ প্রফুল্ল হইল। পুনঃ হাসির তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। শান্তা বিভোর প্রাণে তাহা উপভোগ করিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া যাইতে লাগিল।

এখন শ্রাদ্ধের কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা যাইতেছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাটীতে একটি বৃদ্ধা দাসী ছিল, তাহা বোধহয় পাঠকের স্মরণ আছে। কয়েকদিন হইল তাহার কাল প্রাপ্তি হইয়াছে। শিরোমণির মাতৃশ্রাদ্ধে অতি সমারোহ হইয়াছিল। কৃষ্ণনগরের মহারাজা আসিয়া, সমারোহে তাহা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। দান, দক্ষিণা, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীভোজন ইত্যাদিতে পক্ষাধিক কাল অতি সমারোহে অতিবাহিত হইয়াছিল। সেই সময়, তারক ও স্মৃতিধরের আনন্দের সীমা ছিল না। ব্রাহ্মণদিগকে আদর অভ্যর্থনা,—ব্রাহ্মণভোজনে পরিবেশন, দরিদ্রদিগকে আদর যত্ন ইত্যাদি কার্য্যে তারক ও স্মৃতিধরের বেশ একরূপ আমোদ হইয়াছিল। সে আমোদের কথা এখনও তাহাদের মনে আছে। যখন তাহাদের নিজবাড়ীর বৃদ্ধাদাসীর মৃত্যু হয়, তখন সে আমোদস্পৃহা তাহাদের হৃদয়ে সবিশেষ প্রবলা হইয়া উঠে। দুজনে পরামর্শ করিতে লাগিল “বুড়ীর শ্রাদ্ধ করিলে হয় না? ব্রাহ্মণভোজনে, কাঙ্গালীভোজনে বেশ আমোদ হইবে!” পঞ্চবটীতে আমলকী ও হরিতকীর ছায়ায় দুজনে তাহারই

পরামর্শ হইতেছিল। পরামর্শ স্থির হইলে, দুজনে মায়ের অ।৮- মত প্রার্থনা করিতে আসিয়াছিল। অন্তঃপুরে মায়ের নিকট উপস্থিত হয় হয়, এমন সময় যোগমায়া তারকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "মা ঐযে আস্‌ছেন—।" তারকনাথ "ঐযে আস্‌ছেন" শুনিয়াই পলায়ন করিল। স্মৃতিধর কারণ জানিবার জন্য তারকনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুনরায় পঞ্চবটীতে গিয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল "পলায়ন করিয়া আসিলে কেন?"

তারক বলিল "যে কারণেই আসিনা কেন, আমি এখন মায়ের নিকট যাবনা। তুই মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, আমি এখানে দাঁড়াই।"

স্মৃতিধর। তা হবে না, আমি একা যেতে পারিব না।

তারক। ভাই, লক্ষ্মীটি! একটিবার মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এস। আমি এখন যাব না।

স্মৃতিধর। তবে আমি গিয়া বলিব 'তারক বুড়ীর শ্রাদ্ধ করিতে চাহিতেছে।'

তারক। তোর যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিস্, মায়ের অভিমত হইলেই হইল।

স্মৃতিধর মায়ের নিকট যাইতে তারকের এত অনিচ্ছা কেন তাহা স্পষ্টতঃ বুঝিতে না পারিয়া, একাই মায়ের নিকট গিয়াছিল। স্মৃতিধরের কথা শুনিয়া সত্যবতী দেবী তারককে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছেন। স্মৃতিধর "বেশ হয়েছে! এখনত যেতে হবে" বলিতে বলিতে তারকের নিকট আসিয়া তাহাকে মায়ের আদেশ জানাইল। তারক তখন বিষম সমস্যায় পড়িল। মায়ের নিকট যোগমায়া বসিয়া রহিয়াছে, কিরূপে সেখানে যাওয়া হয়! বড়ই লজ্জা

বোধ হইতেছে। তাহাতে যোগমায়া তারককে সম্মুখে দেখিলেই, তারকের সম্বন্ধে নানা কথা মাকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে। তখন তারক আর মাথা রাখে কোথা; অতি লজ্জায় তাহার মাথা হেট হইয়া আসে। কাজেই, মায়ের নিকট যোগমায়া থাকিতে, সেখানে যাইতে তাহার এত আপত্তি ছিল। এখন মা ডাকিয়াছেন শুনিয়াই তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। মায়ের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তারক জীবনে মুহূর্ত্তের জন্য মায়ের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে নাই,—লঙ্ঘন করিতে তাহার সাহস ছিল না; তাহার সে অভ্যাস জন্মে নাই। এখন স্মৃতিধরের মুখে, মা ডাকিয়াছেন শুনিয়া গত্যন্তর অভাবে, বিরস বদনে স্মৃতিধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মায়ের নিকট যাইতে লাগিল। সত্যবতী দেবী দূর হইতে তারককে স্মৃতিধরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অবনত মস্তকে আসিতে দেখিয়া একটু হাসিলেন; যোগমায়াকে কোলে তুলিয়া বসাইলেন ও হাসিমুখে তারক-স্মৃতিধরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। নিকটে আসিয়া স্মৃতিধর বলিল "মা, এই এসেছে।" তারক কোন কথা না বলিয়া মাথা হেট করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তারকের অবস্থা দেখিয়া সত্যবতী দেবী মনে মনে বড়ই হাসিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তারক!"

তারক মাথা না তুলিয়াই বলিল "কেন মা?"

সত্যবতী। স্মৃতি কি বলিতেছিল?

তারক। বুড়ির শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

সত্যবতী। বেশ! তাহাতে স্মৃতিকে দিয়া জিজ্ঞাসা কেন?

তারক চুপ করিয়া তদবস্থই মাটীর দিকে চাহিয়া রহিল;

কোনও উত্তর দিল না। সত্যবতী দেবী তারককে নীরব দেখিয়া, মনে মনে আরো হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন "এখন এখানে আসিয়াই বা মাথা হেট করিয়া মাটীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছিস্ কেন?" তারক একথারও কোন উত্তর দিল না। সত্যবতী দেবী তখন বলিলেন "মাথা তোল্।" তারক অতি কষ্টে মাথা তুলিল কিন্তু নয়ন দুটি মায়ের প্রতি ফিরাইতে পারিল না;—পার্শ্বস্থ দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন "আমার দিকে মুখ ফিরা।" তারক মুখ ফিরাইল কিন্তু তাহার দৃষ্টি রহিল মায়ের পায়ের প্রতি। মা বলিলেন "আমার মুখের দিকে চোক তোল্।" তারক কাতর ভাবে মায়ের মুখের দিকে চোক তুলিল, সম্মুখেই যোগমায়ার মুখখানি তাহার নয়নপথে পতিত হইল। তারকনাথ পুনরায় দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া ফেলিল। সত্যবতী দেবী অন্তরে অন্তরে হাসিতে লাগিলেন। একটু কপট বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন "কি! তোর এতবড় সাহস! আমার কথা অগ্রাহ্য! ভাল চাস্ ত পুনরায় আমার দিকে মুখ ফিরা।" যোগমায়া এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল। তারকনাথের ব্যাপার দেখিয়া যোগমায়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"মা! তুমি না বলিয়াছিলে, ইনি আমার দেবতা? আমার দেবতা এত লাজুক কেন, মা?" শুনিয়া সুরুচী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিজয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারক অতি বিরক্তির সহিত পুনরায় দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইল। সত্যবতী দেবী দেখিয়া অন্তরে অন্তরে বড়ই হাসিতে লাগিলেন। তিনি একবার শান্তার দিকে মুখ ফিরাইয়া, বাহিরেও মৃদু মৃদু হাসিলেন। শান্তা আনন্দে ঢল ঢল। শান্তা তারকের নিকট গিয়া, তারকের মুখখানি

তুলিয়া, একটি চুম খাইয়া বলিতে লাগিল "বাবা! লাজ কেন? আমার মায়ার দিকে চোক তুলিবে তাহাতে তোমার আবার লাজ কি?" স্মৃতিধর বলিল "হাঁ, আমিও বল্‌ছি এত লজ্জা কেন?" তারক, স্মৃতিধরকে বলিল "তুই চুপ কর্।" স্মৃতিধর বলিল "বেশ ভাই! আমি চুপ করিলাম। এমনতর দেবতা কিন্তু আমি দেখি নাই।" তারক, স্মৃতিধরকে তখন কি বলিবে ক্রোধে তাহা খুঁজিয়া পাইতে ছিল না। সত্যবতী দেবী অন্তরে বাহিরে হাসিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ হাসিয়া শেষে তারককে জিজ্ঞাসা করিলেন "বেশ! এখন বল, কি বলিতে চাও।

তারক। বুড়ীর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

সত্যবতী। আমাকে কি করিতে হইবে।

তারক। আপনার অভিমত হইলেই হয়।

সত্যবতী। আমার তাহাতে কোন আপত্তি হইবে বলিয়া কি তোমরা মনে কর?

তারক। আপনার কোন আপত্তি হইবে বলিয়া আমার মনে হয় নাই। স্মৃতি বলিয়াছে আপনার কোন আপত্তি হইলে স্মৃতি তাহার জন্য দায়ী হইবে।

সত্যবতী। ভাল, যদি কর্ত্তার অভিমত না হয়?

তারক। আপনার অভিমত হইলে বাবার কোন আপত্তি হইবে না।

এমন সময় যোগমায়া বলিল "মা, বুড়ীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী হইবে কে?" যোগমায়া ঠাকুর মার শ্রাদ্ধে অগ্রদানী দেখিয়াছিল। অগ্রদানীর প্রতি সকলেরই হেয় ভাব দেখিয়া, তাহার মনে হইতেছিল অগ্রদানী বুঝি সহজে মিলে না। যোগমায়া

বুড়ীর শ্রাদ্ধের কথা শুনিয়াই আপন মনে সে কথাটা ভাবিতে ছিল। অনেক ভাবনার পর, মাকে বলিল "মা বুড়ীর শ্রাদ্ধে অগ্রদানী হইবে কে?"

মা হাসিয়া বলিলেন "কেন? তোমার বাবা অগ্রদানী হইবেন।"

যোগমায়া। না—তা কেন?

সত্যবতী। তবে তোমার শ্বশুর হইবেন।

যোগমায়া। তাই বা কেন! আমার শ্বশুর কেন অগ্রদানী হইবেন?

স্মৃতিধর। তবে আমি হইব।

যোগমায়া। ছি! তা কি হইতে আছে?

স্মৃতিধর। তবে তারকনাথ হইবে।

যোগমায়া তাহার কোমল বুদ্ধিতে উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া অতি ব্যগ্রভাবে মায়ের মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, যেন অগ্রদানী কিছুতেই মিলিবে না। তাহাকে শূন্য দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, স্মৃতিধর শ্লোক উচ্চারণ করিতে লাগিল "মৌনং সম্মতি লক্ষণং। তারক নাথ ভায়ার অগ্রদানী হইতে যোগমায়া দেবীর কিছুই আপত্তি নাই। দেখ ভায়া! যদি এটুকু পার তবেই শ্রাদ্ধটা হয়। এখন একবার ভেবে চিন্তে দেখ।" সত্যবতীদেবী শুনিয়া হাসি সম্বরণ করিতে পারিতে ছিলেন না। শেষে সকলকেই প্রবোধ দিয়া বলিলেন "কোন বিষয়ের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না, যথা সময়ে বুড়ীর শ্রাদ্ধ যথারীতি সম্পাদিত হইবে।" তখন সকলেই নিশ্চিন্ত হইল। যোগমায়ার চিন্তা গেল, তারক-নাথেরও চিন্তা গেল। স্মৃতিধর পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চিন্ত ছিল। অন্য

কাহারও কোন চিন্তা ছিলও না গেলও না। যথাসময়ে নিশ্চয়ই বুড়ার শ্রাদ্ধ হইবে, সত্যবতীদেবী তাহা সকলকে বলিয়া দিলেন।

শিরোমণি মহাশয় সায়াহ্নক্রিয়াদি সমাপন করিয়া পদচারণ করিতে করিতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, তখন সত্যবতী দেবীর নিকট তাঁহার দেশপরিত্যাগ বাসনা প্রকাশ করিবেন কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া সত্যবতীদেবীর আনন্দ বাজার দেখিয়া, সে ইচ্ছা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইল। যেখানে সত্যবতী দেবী পুত্র কন্যাগণে বেষ্টিতা হইয়া সুখপারাবারে ভাসিতে ছিলেন, তিনি ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সত্যবতী দেবী দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন "এই যে অগ্রদানী মহাশয় এসে উপস্থিত।"

শিরোমণি। সে কিরূপ?

সত্যবতী। ছেলে বলিতেছে—বুড়ার শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। মেয়ে—অগ্রদানী কোথা পাওয়া যায় তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। আমি শেষে অগত্যা আপনাকেই অগ্রদানী ঠিক করিয়াছি।

যোগমায়া। না বাবা! তা হতে নাই।

শিরোমণি। বেশ!—রহস্য মন্দনয়! বিষয় কি আমাকে বুঝাইয়া বলুন্ দেখি!

সত্যবতীদেবী তখন হাসিতে হাসিতে সকল কথা শিরোমণি মহাশয়কে বুঝাইয়া বলিলেন এবং শ্রাদ্ধের একটি ভাল তিথি ঠিক করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। শিরোমণি মহাশয় শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন "সে আবার কিরূপ! আমিত জানি

ব্রাহ্মণের একাদশ দিনে, শূদ্রের মাসান্তে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে; তাহাতে তিথি নির্দ্ধারণের প্রয়োজন?" সত্যবতীদেবী বলিলেন "একমাস কি আর বাকী আছে? বুড়ী মরেছে মাসের বেশী হইল। মাসান্তে একটা শৌচক্রিয়া কোনরূপে হইয়াছে, তাহা আপনিও অবগত আছেন। তখন শ্রাদ্ধের কথা ইহাদের মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িয়াছে কাজেই একটা তিথি চাই। আপনি তিথির পণ্ডিত; তিথির জন্য আপনার নিকট ভিন্ন আর যাই কোথা?"

শিরোমণি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "বেশ! আমি তিথি ঠিক করিয়া দিতেছি—মাঘে অমাবস্যায়াস্তিথৌ।

সত্যবতী। অনেক দূরে গিয়া পড়িল, ছেলে মেয়ে সয়ে থাকিলেই হয়।

শিরোমণি। তবে—পৌষে কৃষ্ণৈকাদশ্যাম্।

সত্যবতী। আরো একটু নিকটে।

শিরোমণি। পরশ্বসি দিবসে শুভঃ।

সত্যবতী। বেশ! তাহাই ভাল, পরশ্বঃ অমাবস্যা বটে! (সত্যবতীদেবী একটু মৃদু হাসিলেন) পরশ্ব এ বাড়ীতে শ্রাদ্ধে আপনার নিমন্ত্রণ রহিল।

শিরোমণি। ব্রাহ্মণেরা এই চায়, আমি শ্রাদ্ধের আগের দিনই আসিয়া উপস্থিত হইব।

সত্যবতী। সে আপনার অনুগ্রহ!

ইত্যাদি নানা কথায় আমোদ রহস্য হইতে লাগিল। বুড়ীর শ্রাদ্ধ হইবে শুনিয়া শান্তার আমোদ আর ধরে না। শান্তা শিরোমণিকে বলিল "ঠাকুর! বুড়ীর কপালটা ছিল ভাল।"

সত্যবতীদেবী বলিলেন "তা বই কি? শিরোমণি মহাশয়ের মত অগ্রদানী কি সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে?"

সন্ধ্যা সমাগতা প্রায়। শিরোমণি মহাশয় হাসিতে হাসিতে তখন সত্যবতীদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সত্যবতী দেবী "আসুন" বলিয়া শিরোমণিকে বিদায় দিলেন এবং বলিয়া দিলেন শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণটা যেন ভুলিয়া না যান। শিরোমণি মহাশয়—"ব্রাহ্মণ কি কখনও তাহা ভুলে?" বলিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহাভিমুখে চলিলেন। সত্যবতী দেবীও সান্ধ্য ক্রিয়াদি সমাপনের জন্য সে দিনের মত তাঁহার আনন্দবাজার ভাঙ্গিয়া গৃহে গেলেন।

সপ্তম তরঙ্গ।

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"
অত্র কা প্রতিজ্ঞা?
পর্ব্বতো বহ্নিমান্।
হেতুঃ কঃ?
ধূমাৎ।
কঃ উপনয়ঃ?
যোযো ধূমবান্ স স বহ্নিমান্।
দৃষ্টান্তঃ?
যথা মহানসম্।
নিগমনং—তস্মাৎ অয়ং পর্ব্বতো বহ্নিমান্।

টোলে বিচারের ঘটা লাগিয়াছে। ছাত্রদের একদলে "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" প্রমাণ করিতে ছিল, একদলে "অয়মাত্মা জ্ঞানাৎ" বিচার করিতে ছিল, একদলে "রূপবান্ পৃথিবীত্বাৎ" স্বীকার করিয়া লইতেছিল। কোমলমতি কয়টিবালক "ঘ্রাণজাদি প্রভে-দেন প্রত্যক্ষং ষড়্‌বিধং মতং" কণ্ঠস্থ করিতেছিল। একটি বালক "সাদৃশজ্ঞানকরণকং জ্ঞানমুপমিতি,—ইতি" বলিয়া মস্তক দোলা-ইয়া গ্রন্থখানা বন্ধ করিল।

ন্যায়রত্নমহাশয় স্বয়ং তখন কয়টি বালককে ন্যায়ের অনুমিতি খণ্ডের প্রথম 'প্রামাণ্য' প্রমাণ করিয়া বুঝাইতেছিলেন—"ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ"। এই কয়টি বালকের অনুমিতি খণ্ডে এই প্রথম পাঠ। তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায়ের প্রথম এবং প্রধান প্রামাণ্য বিষয় প্রমাণ করিয়া তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন সুতরাং তাঁহাকে অনুমিতির সংজ্ঞা হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চাবয়বাদি সমস্ত বুঝাইয়া যাইতে হইতেছিল। তিনি বলিতে ছিলেন—

"ব্যাপ্তিজ্ঞানকরণকং জ্ঞানমনুমিতিঃ।
তৎফলং পক্ষে সদ্ধেতুনা সাধ্য নির্ণয়ঃ।
সচ পঞ্চাবয়বত্বক-ন্যায় সাপেক্ষঃ।
তদ্ যথা—প্রতিজ্ঞা, হেতুঃ, উপনয়ঃ, দৃষ্টান্তঃ, নিগমনং।
"ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ" অস্মিন্‌বিচার্য্যে—
প্রতিজ্ঞা—ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা।
হেতুঃ—কার্য্যত্বাৎ।
উপনয়ঃ—যোযঃ ক্রিয়াবান্ স স সকর্ত্তৃকঃ।
দৃষ্টান্তঃ—যথা শকটাদি—
প্রবৃত্ত্যাত্মনুমেয়োয়ং

রথগত্যেব সারথিঃ।

নিগমনং—তস্মাৎ ইয়ং ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা।"

বালকদিগের মধ্যে অনেকেই স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না; কিন্তু "পাছে অল্পবুদ্ধি বলিয়া প্রমাণিত হই" আত্মত্রুটি স্বীকারে এই-রূপ স্বাভাবিকা অনিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেহই কোন প্রশ্ন করিল না। তাহাদের মধ্যে শ্রীহট্ট অঞ্চলের একটি বালক ছিল। শ্রীহট্ট অঞ্চলের বালক দিগের মধ্যে, আত্মত্রুটি স্বীকার করিলে হেয় হইতে হয়, এ বিশ্বাস নাই। তাহারা প্রায়ই সরল, অকপট,—অন্তরে বাহিরে এক। শ্রীহট্টের বালকটি ন্যায়রত্ন মহা-শয়ের "ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ" সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে নাই। সে তাহা স্বীকার করিল এবং ন্যায়রত্ন মহাশয়কে বলিল"মোশয়, থিতা থৈলাইন,সথল থথা ভূঝ্তাম ফার্লাম না।" অন্য সকল বালকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন অপর সকলকে প্রশমিত করিয়া বালকটিকে বলিলেন "আমি যাহা বলি-লাম সকল কথা বুঝিতে পার নাই? বেশ বাবা! আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।"

বালক। ভঙ্গ ভাষায় থইবেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয়। বেশ বাবা, বঙ্গভাষাতেই বলিতেছি। ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা—ক্ষিতি কর্ত্তাবিশিষ্টা। অর্থাৎ এই পৃথিবীর এক জন কর্ত্তা আছেন। ইহা আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে। ন্যায়ের প্রথম প্রামাণ্য বিষয় এই। এই মহতী প্রতিজ্ঞা প্রমাণের জন্য অখণ্ড প্রকাণ্ড ন্যায় শাস্ত্রের উদ্ভব। এই পৃথিবীর একজন কর্ত্তা আছেন; তাহা কিসে প্রমাণিত হয়? আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা, তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পাইনা, বাহ্যেন্দ্রিয়ের

কোনটি দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে আমরা পারগ নহি। বাহ্যেন্দ্রিয়ের অপারগতা সত্ত্বেও তাঁহার অস্থিত্ব উপলব্ধি করিতে আমাদের যথেষ্ট উপায় আছে। আমাদের অনুমানশক্তি আছে। এই অনুমান শক্তির সহায়ে আমরা কিরূপে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারি, অনুমিতি ন্যায়ে তাহারই বিশদ বিবৃতি করা হইয়াছে। "ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা" তাহার প্রমাণ অহরহঃ আমাদের সম্মুখে সংঘটিত হইতেছে। যে স্থলে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই, সেস্থলে সদ্ধেতুর দ্বারা আমরা সাধ্য নির্ণয় করি। "ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা" তাহার জাজ্জ্বল্যমান হেতু অবিরত আমাদের পার্শ্বে ও সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যে দিকে তুমি নয়ন নিক্ষেপ করিবে সে দিকেই তুমি দেখিবে কার্য্য—অবিরত কার্য্য। চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ অবিরতকার্য্য চলিতেছে। কার্য্য কি কর্ত্তা ভিন্ন হয়? রথ কি সারথি ভিন্ন চলে?—অসম্ভব! যেথানে কার্য্য—সেথানে কর্ত্তা। যেথানে কার্য্য হইতেছে, সেথানেই এক জন কর্ত্তা আছেন। সামান্য কার্য্য—সামান্য মানব-সাধ্য কার্য্য - কর্ত্তা ভিন্ন হয় না; আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড একপ্রকাণ্ড কার্য্যচক্রে পরিচালিত হইতেছে, তাহার কর্ত্তা নাই একথা কে বলিবে? কে বলিতে সাহসী হইবে? সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহনক্ষত্র নিয়ত ভ্রাম্যমান; পৃথিবী অনন্তের পথে অগ্রসর;—তাহার বক্ষময় কার্য্য। স্থলে—তরু লতা তৃণের জন্ম, তাহাদের বৃদ্ধি, তাহাদের বিকাশ, তাহাদের লয়; ফল পুষ্পের পরিণতি; জীব-জীবনের উদয়, উন্নতি, অস্ত; জলে—কথনও উত্তাল তরঙ্গ, কথনও নৃত্যপরায়ণা বিচিমালা কথনও বা স্থির সুদূর বিস্তৃত সু-নীল দৃশ্য; আকাশে—কথনও আলো, কথনও অন্ধকার; কথনও সুখস্পর্শ সুমন্দ সমীর, কথনও

প্রলয়ঙ্কর প্রবল প্রভঞ্জন ;—এই সকল লীলা, এই সকল খেলা, একজন কর্ত্তাভিন্ন হইতেছে ? কে তাহা বলিতে পারে ? কে তাহা ভাবিতে পারে ? যেখানে আমরা কার্য্য দেখি, সেখানে একজন কর্ত্তা আছেন। এই পৃথিবী কার্য্যময়, পৃথিবীর একজন কর্ত্তা আছেন। ক্ষিতিঃ কার্য্যবতী, ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা। বাবা, বুঝিতে পারিলে ? এই পৃথিবীর একজন কর্ত্তা আছেন। আমরা তাঁহাকে চর্ম্মচক্ষে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাকে চর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিতে পাইনা। অথচ তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করি, তাঁহার বিশ্বব্যাপকতা বুঝিতে পারি, তাঁহার অতুলকীর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হই ;—বিস্ময়ে তাঁহার চরণে মস্তক অবনত করি ; কার্য্য চলিতেছে, কর্ত্তা আছেন, তাঁহার অস্তিত্ব উপলব্ধিকর, ভয়ে বিস্ময়ে কর্ত্তার সম্মুখে "অসৎ" পরিত্যাগ করিয়া "সৎ" সাধন কর, 'কু' হইতে মুখ ফিরাইয়া 'সু'র দিকে অগ্রসর হও—ন্যায় শাস্ত্রে এই শিক্ষা দিতেছে।

বালকটি সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া মস্তক অবনত করিল। অপর যাহারা তাহার কথায় হাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহারাও তখন 'ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ' যে কি, তাহা বুঝিতে পারিয়া মুগ্ধ-প্রায় একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং অব-শেষে ধীরে ধীরে সকলে মস্তক অবনত করিল।

শিরোমণি মহাশয়, ন্যায়রত্ন ও সত্যবতী দেবীর নিকট তাঁহার সংকল্প প্রকাশের জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন। তিনি সুযোগ পাইতেছিলেনা। সত্যবতীদেবীকে বলিবেন মনে করিয়া আসিয়া দেখিতে পান, সত্যবতী দেবী তাঁহার পুত্রকন্যাসহ আনন্দে বিভোরা। শিরোমণি মহাশয়ের মনের কথা বলা হয় না। আনন্দ-

সলিলে নিরানন্দের একটা লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া সত্যবতীদেবীর সুখ-তরাগ উদ্বেলিত করিতে কিছুতেই তিনি প্রস্তুত নহেন। ন্যায়রত্নকে বলিবেন মনে করিয়া আসিয়া দেখিতে পান, ন্যায়রত্ন ন্যায় বিবৃতিতে নিমগ্ন,—শিরোমণি আকস্মিক 'মেঘরব' করিয়া তাঁহার সেই ন্যায় অধ্যাপনায় বাধা দিতে পারেন না। আজ যখন ন্যায়রত্ন মহাশয় "ক্ষিতিঃ সকর্তৃকা" প্রমাণ করিতেছিলেন, তখন শিরোমণি মহাশয় 'একবার দেখে আসি' মনে করিয়া ন্যায়-রত্নের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যখন প্রাণের আবেগে "পৃথিবীর কর্ত্তা আছেন" ইহা বুঝাইতেছিলেন, ভগবানের অনন্ত অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতেছিলেন, তখন শিরোমণি মহাশয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি পার্শ্বে অবাক্ অচঞ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ন্যায়ব্যাখ্যা শুনিতেছিলেন। ব্যাখ্যা শেষ হইলে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন—"ন্যায়রত্ন! আজ আমার অনেক দিনের একটা সন্দেহের ভাব বিদূরিত হইল। অনেকে বলে নৈয়ায়িকেরা নাস্তিক; ন্যায় পড়িয়া নৈয়ায়িকেরা ভগ-বানের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। ভ্রান্ত! তাহারা বিষম ভ্রান্ত! তাহারা একবার দেখিয়া যাউক—নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক কতদূর আস্তিক, কতদূর ভগবন্নিবিষ্ট চিত্ত, কতদূর তদ্ভক্তিপরায়ন, তচ্চরণে তাঁহার কতমতি, কতপ্রীতি!"

ন্যায়রত্ন মহাশয় মস্তকোত্তোলন করিয়াই শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়া, আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া আলিঙ্গন করিলেন। শিরো-মণি মহাশয় ন্যায়রত্নের কণ্ঠে বাহু জড়াইয়া বলিলেন "ন্যায়রত্ন! আমি আজ আমাকে বড়ই কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি।" ন্যায়রত্ন বলিলেন "কেন ভায়া?"

শিরোমণি। তোমার কথা শুনিয়া।

ন্যায়রত্ন। এতদিন কি আমার কথা শুন নাই ?

শিরোমণি। এতদিন তোমার ন্যায় শুনিয়াছি ; ন্যায়ের অন্তরালে যে এত আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই।

ন্যায়রত্ন। এই কথা! বেশ্! এস, একাসনে উপবেশন করা যাউক।

শিরোমণি। না ভাই, আমি এখন এখানে বসিবনা। তুমি এখন আমার সঙ্গে একবার যাইতে পার ? আমি এখন তোমার পঞ্চবটীতে একবার যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

ন্যায়রত্ন। তা—না পারার কারণ কি আছে ? বালকগণ, এখন তোমাদের অবসর। চল ভায়া, চল যাই।

শিরোমণি। চল।

ন্যায়রত্ন। এমন সময় পঞ্চবটীতে কেন বল দেখি ?

শিরোমণি। আমি, সত্যবতীদেবী ও তোমাকে একটা বিষয় জানাইব মনে করিয়া অনেকদিন আসিয়াছি ; এ পর্য্যন্ত সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। এই আমার শুভ মুহূর্ত্ত। এখন বলিলে তুমি তাহা সম্যক বুঝিতে পারিবে।

ন্যায়রত্ন। বেশ, তবে চল।

তখন সত্যবতী দেবী তাঁহার কন্যাগণ সমভিব্যাহারে ঠাকুরের সান্ধ্য আরতির আয়োজন করিতেছিলেন ; শান্তা নিকটে বসিয়া তাহা দেখিতেছিল। এমন সময় শিরোমণি ও ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তিনি স্মিতমুখে শিরোমণি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি মনে করিয়া ?" শিরোমণি মহাশয় কোন উত্তর দিতে না দিতে ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন—"তুমি

একটু অন্তরালে আসিয়া আমার একটি কথা শুনিয়া যাও।” তিনি মেয়েদিগকে ও শাস্তাকে প্রদীপাদি যথাযথ আয়োজন করিয়া রাখিতে বলিয়া, স্বামীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটু অন্তরালে আসিলেন। নায়রত্ন মহাশয় তাঁহাকে শিরোমণির অভিপ্রায় জানাইলেন। তিনি অতি সত্বর দুখানা আসন আনিয়া পঞ্চবটীর বৃক্ষমূলে স্থাপন করিলেন। ন্যায়রত্ন ও শিরোমণি আসন গ্রহণ করিলেন। সত্যবতীদেবী স্বামীর বাম পার্শ্বে একটু দূরে, অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতাবস্থায় ধরাসনেই বসিলেন। তখন ন্যায়রত্ন বলিলেন—“বল ভায়া, তোমার আজ এমন বিমর্ষ ভাব কেন ?”

শিরোমণি। না, বিমর্ষ নয়। আমি যাহা প্রার্থনা করিব তাহাতে তোমাদের কোন আপত্তি হইবে না ?

ন্যায়রত্ন। অগ্রে শুনিতে দেও। না শুনিয়া আপত্তি হইবে কিনা কিরূপে বলিব।

শিরোমণি। না,—তোমরা অগ্রে বল যে তোমাদের কোন আপত্তি হইবে না। তোমাদের আশ্বাস না পাইয়া আমি আমার সংকল্প প্রকাশ করিব না।

ন্যায়রত্ন। তুমি যে ভায়া আজ ন্যায়বিরুদ্ধ কথা বলিতেছ!

সত্যবতী। আঃ! তোমার সকল বিষয়েই ন্যায়! বলনা, আমাদের কোন আপত্তি হইবে না। শিরোমণি মহাশয় কি আর আমাদিগকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া কোন অন্যায় বিষয়ে অভিমত করিয়া লইবেন ?

ন্যায়রত্ন। ভাল; ভায়া, যখন সত্যবতীর কোন আপত্তি নাই, তখন আমারও কোন আপত্তি নাই।

শিরোমণি। তোমরা সরলচিত্তে বলিতেছ তোমাদের কোন আপত্তি হইবে না ?

সত্যবতী। আজ্ঞা—হাঁ। আমরা যাহা বলিতেছি তাহা সরল চিত্তেই বলিতেছি।

শিরোমণি। তবে শুনুন্;—আমি কিছুদিনের জন্য একবার দেশপর্য্যটনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।

সত্যবতী। সেকি! আপনি তাহাতেই কি আমাদের অভি-মত চাহিতেছেন ?

শিরোমণি। হাঁ! আমি তদ্বিষয়েই আপনাদের অভিমত প্রার্থনা করিতেছি।

সত্যবতী। আপনার এ বাসনা কেন হইল ?

শিরোমণি। কেন? আমার কি কোন বাসনা হইতে নাই ?

ন্যায়রত্ন। ওহে ভায়া! বাসনা হইবে না কেন? বাসনা ন্যায় সঙ্গত হওয়া চাইত!

শিরোমণি। ভায়া! আমার বাসনা ন্যায় সঙ্গত কি অন্যায়, বুঝিতে পারিতেছি না। তজ্জন্যই তোমাদের পরামর্শ এবং অভিমত জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি। স্বতঃই এ বাসনা আমার হৃদয়ে প্রবলা হইয়া উঠিতেছে। ইচ্ছাময়, কোন ইচ্ছা সংসাধনের জন্য এই হতভাগ্যের হৃদয়ে এই বাসনার স্রোত প্রবাহিত করি-তেছেন, তাহা তিনিই জানেন! দেশে কি বিদেশে আমার কোন-রূপ বন্ধন কিম্বা আকর্ষণ নাই;—আমার সর্ব্বত্রই সমান। তবে দেশে একটি কন্যা আছে। তোমরা তাহার পিতা মাতা হইয়াছ,তাহার এখন অভাব কিসের? একটি ভৃত্য ও ভৃত্যপত্নী;—তাহারাও

তোমাদের আশ্রয়ে স্থান পাইয়াছে। ভাই, ভ্রাতৃবধু, ভ্রাতস্পুত্র;—তাহাদেরও অভাব কিছুই নাই। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি আছে,—তাহাতে কল্যাণ ও কনকের কোন অভাব কিম্বা ভাবনার কারণ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং দেশের জন্য আমার বিশেষ কোন ভাবনা নাই। তারপর বিদেশেও যে আমার কোন আকর্ষণ আছে এমন মনে হইতেছে না। তবে একটা কথা আছে। একটি মাত্র পুত্র ছিল;—অনেক দিন সে নিরুদ্দেশ। মাঝে মাঝে বিশ্বরূপের স্মৃতিটা হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বিশ্বরূপের গৃহত্যাগ অবশ্য ভগবানের কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী হইয়াছে বলিয়া আমার মনে কোন কষ্ট নাই। তবু স্বভাবতঃই, কেন জানি না, বিশ্বরূপের স্মৃতিটা মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠে; একটিবার বিশ্বরূপকে দেখিবার জন্য বাসনা হয়, বিশ্বরূপ ভগবানের অভিপ্রেত পথে পদচারণ করিতেছে কিনা জানিবার জন্য মাঝে মাঝে উৎকন্ঠিত হই। আমি এই ক্ষীণোদ্রিক্তা ইচ্ছা দ্বারা চালিত হইয়াই, একবার দেশপর্য্যটনে যাইতে বাসনা করিতেছি। তবে বিশ্বরূপের দেখা পাইব এমন নিশ্চয়তা কিছুই নাই। দেশ পর্য্যটনে, নানা স্থান, নানা পুণ্যভূমি ও অনেক সাধু মহাত্মার দর্শনে আত্মার গ্লানি অনেকটা বিদূরিত হইবে বলিয়া মনে হয়।

ন্যায়রত্ন। বুঝিতে পারিয়াছি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানের জন্য তোমার একবার ইচ্ছা হইতেছে।

সত্যবতী। তাহা সর্ব্বাংশে উচিত। আমি অনেকদিন তোমাকে এবং শিরোমণি মহাশয়কে তাহা বলিব বলিব মনে করিয়া আসিতেছি।

ন্যায়রত্ন। বিশ্বরূপের অনুসন্ধান অবশ্য সর্ব্বাংশে উচিত কিন্তু অন্য কাহাকেও দিয়া বিশ্বরূপের অনুসন্ধান হয়না কি ?

শিরোমণি। তুমি নাম কর, কাহা দ্বারা হইবে।

ন্যায়রত্ন। কেবলরামের দ্বারা ?

শিরোমণি। আমার মত কোন দিকে ক্ষতি স্বীকার না করিয়া হয় কি ? আমার বাগান, বাড়ী, ঘর কে দেখিবে ? শান্তার মনে কোন কষ্ট হইবে না কি ?

ন্যায়রত্ন। তা বটে ! বটে ! তবে—তবে—

ন্যায়রত্ন মহাশয় অন্য কাহারো নাম বলিতে মনে মনে অনুসন্ধান করিতে ছিলেন ; অন্য কাহারও নাম মনে হইল না। সত্যবতী দেবীও কথাগুলি শুনিয়া, মলিন মুখে কিয়ৎক্ষণ মাটীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন "বাস্তবিকই তবে শিরোমণি মহাশয় বিদেশে যাইতেছেন। ছেলেটির একটিবার অনুসন্ধান করা নিতান্ত উচিত। অনুসন্ধানের লোক কোথা ?" ইত্যাদি বিষয় ভাবিতে ভাবিতে সত্যবতী দেবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। শিরোমণি মহাশয় তখন ন্যায়রত্ন ও সত্যবতী দেবী, উভয়কেই একটু কাতর দেখিয়া বলিলেন "আপনাদের ভাবনার কোন কারন নাই। ভগবানের ইচ্ছা সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সম্পাদিত হইতেছে। তাহাতে মানবের ভাবনা কি মানবের অনিচ্ছা বাধা দিতে পারে না।"

সত্যবতী। আপনি বিশ্বরূপের অনুসন্ধানেই যাইতেছেন কি আপনার অন্তরে অন্য কোন বাসনা আছে ?

শিরোমণি। আমার দেশপর্য্যটন ভিন্ন অন্য কোন বাসনা নাই। বিশ্বরূপের অনুসন্ধান যে আমার মুখ্য উদ্দেশ্য এমন কিছু

নয়। আমার হৃদয়ে স্বতই, কেন জানি না, দেশ পর্য্যটনের জন্য একটা বাসনা হইতেছে। দেশ পর্য্যটনে যাইব, বিশ্বরূপের দেখা পাই মঙ্গল, না পাইলেও ক্ষতি নাই। অন্যবিধ কোন বাসনা আমার হৃদয়ে আদবেই উদিত হয় নাই।

ন্যায়রত্ন। তুমি কতদিন পরে দেশে আসিবে?

শিরোমণি। তাহা কিরূপে বলিব? তাহা ভগবানই জানেন। ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা মানবের ক্ষমতার অতীত।

সত্যবতী। তবু কতকাল পরে আসিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন?

শিরোমণি। সম্ভবতঃ শীঘ্রই।

ন্যায়রত্ন। ভাই! তোমার কথা শুনিয়া আমার হৃদয়ে কেমন একটা ভাব হইতেছে। আমার মনে হইতেছে যেন, তোমার সঙ্গে আমার আর ইহ জগতে দেখা হইবে না।

শিরোমণি। তা কি ভাই বলা যায়? তাহাও ভগবানের ইচ্ছা!

সত্যবতী। তুমি এসব কি ভাবিতেছ? শিরোমণি মহাশয়, আপনি কবে যাইবেন মনে করিতেছেন?

শিরোমণি। যাওয়ার পূর্ব্বে তাহা আপনাদিগকে জানাইব। এখন আপনাদের সম্মতির জন্য আসিয়াছি।

সত্যবতী দেবী স্বামীর মুখে "আমার মনে হইতেছে যেন তোমার সঙ্গে আমার আর ইহজগতে দেখা হইবে না" কথাগুলি শুনিয়া হঠাৎ একটু চঞ্চলা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার হৃদয়ে যেন অজ্ঞাত কারণে একটা ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয়ের প্রস্তাবে তাঁহার কোমল হৃদয় অতীব কাতর হইয়া

গঙ্গ।

ছিল, স্বামীর মুখে হঠাৎ এই কথা গুলি শুনিয়া তিনি আরো কাতরা হইলেন। তাঁহার মনপ্রাণ তখন ঠাকুরের দিকে প্রধাবিত হইল। তিনি স্বামী ও শিরোমণি মহাশয়কে "আপনারা তবে বসুন; ঠাকুরের আরতির সময় হইয়াছে, আমি এখন আসি" বলিয়া ধীরে ধীরে উঠিলেন। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন "হাঁ; আপনি এখন আসুন কিন্তু এখনই শান্তা কিম্বা ছেলে মেয়েদিগকে আমার সংকল্প জানিতে দিবেন না।" সত্যবতী দেবী "না তাহা দিব না" বলিয়া ধীরে ধীরে বিরস বদনে ঠাকুর ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ন্যায়রত্ন ও শিরোমণি সান্ধ্যসমীরে পঞ্চবটীতে বসিয়া, সুখ দুঃখের অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। শেষে অন্ধকার সমাগত দেখিয়া দুজনেই উঠিলেন। ন্যায়রত্ন বলিলেন "ভাই! সকলই ভগবানের ইচ্ছা!"

শিরোমণি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যগ করিয়া বলিলেন "ভগবানের ইচ্ছা!"

অষ্টম তরঙ্গ।

"কিং যেন সৃজসি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ।
অথ যস্তস্য সংহর্ত্তা ভাগঃ ক তম এষ তে।"

আরে! এই তোমার কোনরূপ? মানস-চক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত এই ভবিরাট মূর্ত্তি দেখিতেছি, প্রভো, এই কোন মূর্ত্তি? যাহাতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, এই কি সেই? যাহাতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের পালন, এই কি সেই? যাহাতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ডের সংহার সাধন,

সেই ? প্রভো ! বুঝিতে পারিতেছি না, এই কোন মূর্ত্তি ! কিরূপে বুঝিব ? অপার তোমার মহিমা ! অপার তোমার বিভূতি ! অপার তোমার অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িত্ব ! প্রভো ! এই ক্ষুদ্র আত্মা তাহা ধারণ করিবে কিরূপে ? সামান্য কথায় তাহা প্রকাশ করিবে কিরূপে ?"

"ঐ নিশা শেষ হয়,—ঐ অন্ধকার সরিয়া যাইতেছে,—ঐ আকাশে আলো দেখা দিতেছে। প্রভো ! এই জীবন নিশার কবে অবশান হইবে ? কবে মোহতমঃ অপসারিত হইবে ? তোমার প্রেম-কিরণে কবে চারিদিক আলোকিত দেখিব ? প্রভো ! আমার সেদিন কতদূরে ?"

নিশা শেষে শিরোমণি ভগবানের কৃপাভিক্ষা করিতেছিলেন। র্ব্বাহে যাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া তিনি কেবলরামকে সঙ্গে রিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। কেবলরাম শোকে, দুঃখে, ভাবনায় ায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়াছিল। রাত্রি প্রায় শেষ হয়, তখন তাহার দেহমন ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে তাহার একটু তন্দ্রা আসিল। শিরোমণি মহাশয় এতক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া আরাধ্য দেবের আরাধনা করিতেছিলেন। নিশা শেষ হয়, এখনই যাত্রা করিতে হইবে। শিরোমনি তখন প্রাণের আবেগে বলিতেছিলেন "ঐ নিশা শেষ হয়। প্রভো ! এই জীবননিশা কবে অবসান হইবে ?" কেবলরামের একটুমাত্র তন্দ্রা ছিল, শিরোমণির ভগবৎস্তুতিস্বরে সে তন্দ্রাটুকু গেল। কেবলরাম জাগরিত হইল, জাগরিত হইয়াও রহিল এবং শুইয়া শুইয়া শিরোমণির অন্তরের অ

শিরোমণি। বলিতেছি। কাল আমি পাড়ায় সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতে গিয়াছিলাম;—সকলকে একবার দেখিয়া আসিতে গিয়াছিলাম। আমার দেশত্যাগের কথা শুনিয়া সকলেই উচ্চরোলে কাঁদিতে লাগিল।

কেবলরাম। পুরুষ গুলিও কেঁদেছিল?

শিরোমণি। ছেলে মেয়ে, স্ত্রীপুরুষ সকলেই কাঁদিতে লাগিল।

কেবরাম। এগুলি তবে পুরুষ নয়। পুরুষে কি কখনও কাঁদে!

শিরোমণি। পুরুষে কখনই কাঁদে না কিন্তু ইহারা যে অশক্ত। ইহারা যে জীবিকার জন্য আমার উপর নির্ভর করিয়া আছে। আমার দেশত্যাগের কথা শুনিয়া ইহারা নিরুপায় ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কেবলরাম। তুমি তাদিগকে কি বলিয়া আসিয়াছ?

শিরোমণি। আমি অনেক প্রবোধ দিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছি আমি শীঘ্রই আসিব বলিয়া আসিয়াছি। আমি যতদিন দেশে না থাকিব, ততদিন তুমি তাহাদের সাহায্য করিবে বলিয়া আসিয়াছি

কেবলরাম। আমি কিরূপে সাহায্য করিব, বুঝাইয়া বলিয়া যাও।

শিরোমণি। কল্যাণকে বলিয়া যাইতেছি তুমি যখন যা চাহিবে, কল্যাণ তোমাকে তখনই তাহা দিবে।

কেবলরাম। যদি না দেয়?

শিরোমণি। না দিবে কেন?

কেবলরাম। যদি না দেয়?

শিরোমণি। না দেওয়ার কি কারণ আছে?

কেবলরাম। গিন্নীর পরামিশ্যি। গিন্নীর পরামিশ্যে যদি না দেয়?

শিরোমণি। এমনই যদি হয়, তবে তোর নিজের যাহা সাধ্য তাহাই করিস্।

কেবলরাম। আমার নিজের যাহা সাধ্য তাহা করিব? বেশ! শান্তাকে তোমার দেশ ত্যাগের কথা বলিব কি?

শিরোমণি। না, তুমি বলিও না। তুমি বুঝাইয়া বলিতে পারিবে না। শান্তাকে প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারিবে না। শান্তা শেষে কাঁদিয়া চারিদিক্ ভাসাইয়া দিবে। যোগমায়া শেষে শান্তার সঙ্গে যোগ দিয়া সকলকে কাতর করিয়া তুলিবে।

কেবলরাম। তোমার কথায় সকলই পারিব। আজ যদি কাঁদিয়া থাকিতে পারিলাম, তবে শান্তাকেও ইহা না বলিয়া থাকিতে পারিব।

শিরোমণি। কেবল! তোর বড় কষ্ট হচ্ছে? সামান্যের দুঃখ করিস্ না।

কেবলরাম। না—সামান্যের জন্য আমি দুঃখ কষ্ট ভাবি না; ঠাকুর! আমার সামান্য কোন্‌টা?

শিরোমণি। কেবল! রাত যে শেষ হয়ে এল!

কেবলরাম। কি করিতে হইবে বল।

শিরোমণি। সঙ্গে নেওয়ার জন্য যাহা যাহা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে তাহা নিয়ে আমার সঙ্গে চল্। আমাকে নদীর তীরে রাখিয়া আসিবি।

কেবলরাম। তোমাকে নদীর পাড়ে রাখিয়া আসিব! আমি তোমার সঙ্গে নদীর পারে যাব না? বেশ, চল নদীর পাড়ে রাখিয়া আসি।

কেবলরাম শিরোমণির পুট্‌লীটি স্কন্ধে লইল। শিরোমণি "জয় স্বয়ম্ভো-শিব-শঙ্কর" বলিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া নদীর দিকে চলিতে লাগিলেন। কেবলরাম পুট্‌লীটি স্কন্ধে করিয়া শিরোমণির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। শিরোমণির পুটলীতে বিশেষ কিছু ছিল না। ঠাকুর ঘরে, পূজার আয়োজনাদি যে কয়টি সামগ্রী ছিল, তাহা, শিবের স্বর্ণাসন খানি, দুখানা গেরুয়া বসন, কিঞ্চিৎ পাথেয়, এই শিরোমণির পুটলীর সমষ্টি। বাটীস্থ অন্য কোন দ্রব্য স্থানান্তরিত হয় নাই। শিরোমণি তাহা স্থানান্তরিত হইতে দেন নাই। তাহার কারণ কি, তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেহ স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারিল না। পথে যাইতে যাইতে কেবলরাম শিরোমণিকে জিজ্ঞাসা করিল "ঠাকুর! তোমার বাড়ীর অন্য সকলের কি বন্দোবস্ত করিতে হইবে?"

শিরোমণি। শ্রীপতি ও সত্যবতী দেবীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিও। তুমি নিজে বাড়ীতে আমার শয়ন ঘরে শুইও। পাড়ার কাহাকেও আনিয়া সঙ্গে রাখিও; একা একটা শূন্য বাড়ীতে থাকিতে পারিবে না।

কেবলরাম। একা একটা শূন্য বাড়ীতে থাকিতে পারিব না? কেন? আমার মরণের ভয় আছে? তুমি না বলিয়াছ, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আমি মরিব না।

শিরোমণি। হাঁ, আমি বাঁচিয়া থাকিতে তুই মরিবি না।

তখন দুজনেই নদীর কূলে গিয়া উপস্থিত। মাঝি খেয়া নৌকা লইয়া তখন পাড়ে আসিয়াছিল। শিরোমণি নৌকায় উঠিলেন। মাঝি জিজ্ঞাসা করিল "শিরোমণি মশায়, এত

সকালবেলা কোথায়?" শিরোমণি উত্তর দিলেন "এখনও কি সকাল রয়েছে? আমি ওপারে যাইতে আসিয়াছি।" মাঝি নৌকা অপর পারের দিকে ভাসাইয়া দিল। কেবলরাম তীর হইতে আর একবার বলিল "মনে রাখিও, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আমি মরিব না। আমি মরিবার আগে একবার দেখা দিও।" শিরোমণি আর একবার কেবলরামকে দেখিয়া লইলেন। তাঁহার পুরুষহৃদয় তখন বুঝি একবার একটু বিচলিত হইয়াছিল। তিনি একবার চোক দুটি মুছিয়া ফেলিলেন; বলিলেন—"কেবল! তবে আসি!" মাঝি তর তর বেগে নৌকা বাহিয়া চলিল। নৌকা ভাসিয়া অনেক দূরে গেলে কেবলরাম আবার ডাকিয়া বলিল "ঠাকুর! আমার শেষ কথাটা মনে রাখিও, আমি মরিবার আগে একবার দেখা দিও।"

নবম তরঙ্গ।

পরদিন নবদ্বীপের ঘাটে, মাঠে, ঘরে, বাহিরে শিরোমণির দেশত্যাগ সংবাদ প্রচারিত হইয়া পড়িল। চারিদিকে "সেকি কথা" "একি হইল" রব। নিত্য প্রভাতে, জাহ্নবীপুলিনে সৈকতময় বেলা ভূমিতে যেখানে বসিয়া শিরোমণি আরাধ্যদেবের অর্চ্চনা করিতেন, জাহ্নবী সলিলে সচন্দন বিলপত্র অর্পণ করিতেন, সেখানে আজ প্রভাতে শিরোমণি নাই। কত লোক গঙ্গাস্নানে আসিতেছে, যাইতেছে, কাহারও প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই কিন্তু সকলেরই সেই সৈকতময় বেলাভূমির দিকে একবার দৃষ্টি পড়িত,

আজও পড়িল কিন্তু আজ দেখিল, সে বেলাভূমিতে শিরোমণি নাই। এত বেলা হইয়াছে এখনও গঙ্গাস্নানে শিরোমণির আগমন হয় নাই, একি কথা! একটি বৃদ্ধা সেই শূন্য বেলাভূমিতে বসিয়া কাঁদিতেছিল; একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "বুড়ী তুমি কাঁদিতেছ কেন?" বুড়ী কাঁদিল—কোনও উত্তর দিলনা। আবার জিজ্ঞাসা করিল "বুড়ী, কাঁদ কেন বল না?" বুড়ী কাঁদিয়া বলিল—"কাঁদি—সে আমার ইচ্ছা।" লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "বুড়ী বলিতে পার, শিরোমণি মহাশয় এখনও কেন গঙ্গা স্নানে আসেন নাই?" বুড়ী কাঁদিল; কাঁদিয়া বলিল "শিরোমণি কেন আসেন নাই তাহা যদি জানিতে, তবে তোমরাও আমার মত এখানে বসিয়া একবার কাঁদিতে।" এমন সময় আর একটা লোক কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আসিয়া, শূন্য বেলাভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল "শিরোমণি! সত্য সত্যই আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলে! আমরা এখন দাঁড়াব কোথা?" চারিদিকে "ব্যাপার কি? কি হইয়ছে?" ইত্যাদি প্রশ্ন হইতে লাগিল। অবশেষে প্রকাশ পাইল যে, শিরোমণি দেশত্যাগী হইয়াছেন। চারিদিকে শোকের প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে প্রবাহ ক্রমে নবদ্বীপের ঘাটে, মাঠে, ঘরে, বাহিরে বহিতে লাগিল; কেবল শ্রীপতি ন্যায়রত্নের অন্তঃপুরে এই শোকপ্রবাহ প্রবেশ করিতে পারিল না। এ প্রবাহকে বাধা দিবার জন্য কেবলরাম বুক পাতিয়া অন্তঃপুরের প্রবেশ দ্বারে বসিয়াছিল। তাহার একপার্শ্বে তাহার কুদালটা ভূমিতে পড়িয়াছিল। অনেকে শোকসন্তপ্তঅন্তরে "একবার জেনে আসি" মনে করিয়া ন্যায়রত্নের বাড়ীতে আসিয়াছিল কিন্তু প্রবেশ

পথে কেবলরামের ভীষণ বিকটমূর্ত্তি, পার্শ্বে ভূপতিত কুদালটা দেখিয়া, কেহই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারিল না,—প্রবেশের বাসনা জানাইতে সাহসী হইল না। শোক প্রবাহ বহিয়া আসিয়াছিল; কেবলরামের শিলাময় বক্ষে প্রতিঘাত করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সে পথে ধীরগতিতে ফিরিয়া যাইতে লাগিল; ন্যায়রত্নের অন্তঃপুরে সে প্রবাহ প্রবেশ করিতে পারিল না। প্রভাতের ঘটনা সত্যবতী দেবী জানিতেন, ন্যায়রত্ন মহাশয়ও জানিতেন কিন্তু কেহই শোকচিহ্ন বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয় কেবলরামকে দ্বারে প্রহরী রাখিয়া অন্তঃপুরে রহিলেন; তথায় কি করিলেন তাহা তিনিই জানেন। একবার সত্যবতী দেবী শয়নকক্ষে গিয়া বলিয়াছিলেন "উঠনা—উঠ—একবার উঠ! আমি জল লইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি। উঠ—মুখ ধুইয়া দিয়া যাই! এমন করিলে যে ছেলেমেয়ে গুলি সহজেই বুঝিতে পারিবে; তখন আমি স্রোত রোধ করিব কিরূপে! তখন যে আমার ধীরতা, স্থিরতা সকলই ভাসিয়া যাইবে!" ন্যায়রত্ন উঠিয়াছিলেন কিনা, সত্যবতী দেবী মুখ ধুইয়া দিয়াছিলেন কিনা, জানিনা। অন্তঃপুরের অন্য কেহ তাহা জানিত না। শান্তা, যোগমায়া, সুরুচী, বিজয়া, অন্যদিনের ন্যায় আজও যাহার যাহা করণীয়, আপন মনে করিয়া যাইতেছিল। একবার শান্তা বাড়ীর বাহিরে যাইবে মনে করিয়া দ্বারে গিয়াছিল। দ্বারে গিয়া দেখিল, কেবলরাম দ্বার আগুলিয়া বিকট মূর্ত্তিতে বসিয়া রহিয়াছে। শান্তা বলিল "পথ ছাড়িয়া দেও—আমি একবার বাহিরে যাব।" কেবলরাম কোন উত্তর দিলনা;—কেবলরাম শান্তার কথা শুনিতে পাইলনা। শান্তা বলিল "শুনিতে পাওনা? একবার পথ ছেড়ে দেও, বাহিরে

যাই।" কেবলরাম মাথা তুলিল,—শান্তার দিকে বিকট দৃষ্টিতে একবার তাকাইল। শান্তা, "মিন্‌বে যে তাকাচ্ছে দেখ!" বলিতে বলিতে, ভয়ে পুনরায় বাড়ীর ভিতর ফিরিয়া গেল।

শান্তা ফিরিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল "আজ এমন-তর কটমট দৃষ্টিতে তাকাইল কেন? এমনতর ত আমি জীবনে কখনও দেখি নাই? যাক্‌—ছাই! কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা। মিন্‌বের মনটা বুঝি আজ খারাপ!" শান্তা সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল; কিন্তু তাহার মনে একটা অজ্ঞাত সন্দেহের ও অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার হইল। কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিতে তাহার সাহস হইলনা। সে আরও দুতিনবার দ্বারের নিকট গেল, সকলবারেই কেবলরামের সেই ভীষণ দৃষ্টি। শান্তা ভাবিতেছিল, "একবার নিকটে যাইতে পারিলে কারণটা জিজ্ঞাসা করিতাম" কিন্তু নিকটে যাইতে শান্তার সাহস হইতে ছিলনা। অবশেষে বিরস বদনে সত্যবতী দেবীর নিকটে গিয়া, নীরবে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। সত্যবতী দেবী শান্তাকে তাহার বিমর্ষতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তা কোন কথা কহিল না। সত্যবতী দেবী ভাবিলেন "এ আবার কি হইল!"

তারকনাথ ও স্মৃতিধর কিছুই জানিত না। তাহারা অন্যদিনের ন্যায় আজও প্রভাতে গঙ্গাপুলিনে গিয়াছিল। গঙ্গাপুলিনে সকলের "হায় হায়" রব, সকলের "হা শিরোমণি! তুমি কেন দেশ ছাড়িলে" ইত্যাদি খেদোক্তি শুনিয়া তারকনাথ ও স্মৃতিধর অতীব বিস্মিত হইল। তারকনা। স্মৃতিধরকে বলিল "স্মৃতি, কি হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।" স্মৃতিধর

বলিল "চল্, বাড়ী যাই। মাকে জিজ্ঞাসা করিলে সকল কথা জানিতে পারিব।" তারকনাথ ও স্মৃতিধর বিরস বদনে বাড়ী ফিরিল। অন্তঃপুরের দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিল, কেবলরাম ভীষণ মূর্ত্তিতে দ্বারে বসিয়া রহিয়াছে। ইহাও এক বিস্ময়ের কারণ হইল। তারক-স্মৃতিধর কথনও কেবলরামকে এমন সময়ে এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখে নাই! তাহারা ভয়ে, বিস্ময়ে, বিরস বদনে কেবলরামের নিকটে গেল। কেবলরাম তাহাদের মলিনমুখ দেখিয়াই মনে করিল যে, তাহারা শিরোমণির দেশ-ত্যাগ-সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছে। তারক স্মৃতিধর নিকটে গেলে কেবলরাম বলিল "সাবধান! কাহাকেও বলিও না।" তারক ও স্মৃতিধর বিস্মিত হইয়া বলিল "সাবধান?—কিসের সাবধান? কাহাকেও বলিবনা?—কি বলিব না?" কেবলরাম বলিল "শিরো-মণির দেশত্যাগের কথা বাড়ীর কাহাকেও বলিও না। তোমাদের মায়ের আদেশ।" তারক-স্মৃতিধর অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিল "তুমি তবে জান? তুমি স্থির হইয়া নীরবে বসিয়া আছ?" কেবলরাম বলিল "জানি,—বসিয়া আছি!" কেবলরাম একটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তারক-স্মৃতিধর ধীরে ধীরে বিরস বদনে মায়ের নিকট গিয়া, যাহা বাহিরে শুনিয়া আসিয়াছিল, যাহা পথে দেখিয়া আসিয়াছিল, চুপে চুপে সকল কথা বলিল। মা বলিলেন "বাবা! তোরা একটু স্থির থাক্। আমার যোগমায়া যেন এখন শুনিতে না পায়। আমার যোগমায়া শুনিতে পাইলে, শান্তা জানিতে পারিলে, আমি আর প্রবোধ দিয়া রাখিতে পারিব না। আমরা সমস্তই জানি। কর্ত্তা এখনও শয্যায় শুইয়া আছেন। কি করিব বাপ্! শিরোমণি বিশ্বরূপের

অনুসন্ধানে গিয়াছেন!" তারক-স্মৃতিধর আরো বিস্মিত হইল! মা এবং বাবাও জানেন! বাহিরে চারিদিকে হাহাকার কিন্তু তাহাদের অন্তঃপুর এখনও নীরব, এখনও শান্ত, এখনও স্থির! তারক-স্মৃতিধর বিরস বদনে পুনরায় বাড়ীর বাহিরে গেল। বহির্বাটীতে টোলগৃহে গিয়া দুজনে বিরস বদনে বসিয়া রহিল।

শিরোমণি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানের পর একবার যোগমায়াকে দেখিবার জন্য ও শান্তাকে দু একটি মিষ্ট উপদেশ দিবার জন্য ন্যায়রত্নের বাড়াতে আসিতেন। আজ অনেক বেলা হইয়াছে কিন্তু শিরোমণি এখনও আসিলেন না। যোগমায়ার মনে আপনা হইতে কেমন একট্য উদ্বেগের ভাব হইতে লাগিল। যোগমায়া ধীরে ধীরে শাশুড়ীর নিকট গিয়া বলিল "মা, আজ এত বেলা হইল এখনও বাবা আসিলেন না কেন?" সত্যবতীদেবী বলিলেন "হাঁ, আসিলেন না!—আসিলেন না!—আসিলেন না কেন? এত বেলা হইয়াছে আসিলেন না কেন!—" যোগমায়া দেখিল পার্শ্বে শান্তামা বিরস বদনে বসিয়া রহিয়াছে। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল "শান্তামা! তুমি আজ এমন হইয়া এখানে বসিয়া রহিয়াছ কেন?" যোগমায়ার প্রশ্নে শান্তার সরল মনের শিথিল বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। শান্তা বলিল "মিন্‌ষেটা আজ দুয়ারে বসিয়া রহিয়াছে; আমি বাহিরে যাইতে চাহিলাম, মিন্‌ষে আমার দিকে কটমট দিষ্টি করিতে লাগিল! আমি আরো দু তিনবার গিয়াছিলাম, সকলবারেই মিন্‌ষের সেই কটমট দিষ্টি। মিন্‌ষের আজ কি হইয়াছে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা।" সত্যবতী দেবী শান্তার বিমর্ষতার কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি আরো বুঝিতে পারিলেন যে, ঘটনা যেরূপ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সহজেই তাহা

প্রকাশ পাইতে পারে। তারকনাথ জানিতে পারিয়াছে, স্মৃতি-ধর জানিতে পারিয়াছে; শান্তার মনে এক অজ্ঞাত সন্দেহ ও অজ্ঞাত ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে; ঘটনা সত্বর প্রকাশ পাইবার সম্ভব। তিনি যোগমায়াকে বলিলেন "মা, তুমি শান্তার নিকট ব'স, আমি তোমার শ্বশুরকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসি।" যোগমায়া শান্তামার নিকটে বসিতে যাইতেছিল, শান্তা টানিয়া লইয়া কোলে তুলিয়া বসাইল। সত্যবতী দেবী ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকটে গেলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় তখন উঠিয়া, পঞ্চবটীর ঘাটে গিয়া বসিয়া ছিলেন। সত্যবতী দেবী নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এখন কি করি? ঘটনা যে প্রকাশ পাইয়া যায়!" ন্যায়রত্ন বলিলেন "কিরূপে?"

সত্যবতী। তারক জানিতে পারিয়াছে; স্মৃতি জানিতে পারিয়াছে। তারক-স্মৃতি গঙ্গার তীরে গিয়াছিল। দ্বারে কেবল-রামকে বিকট মুর্ত্তিতে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, শান্তার মনে এক অজ্ঞাত সন্দেহ ও ভয় জন্মিয়াছে। ঘটনা সহজেই প্রকাশ পাইবার সম্ভব। এখনই বুঝাইয়া যোগমায়া ও শান্তাকে বলিব কিনা ভাবিতেছি।

ন্যায়রত্ন। তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয়, কর। আমার এখন কোনরূপ বিচার শক্তি নাই।

সত্যবতী দেবী স্বামীকে শিরোমণি বিরহে বিচার শক্তি রহিত ও কাতর দেখিয়া, অতীব কাতরা হইলেন। তাঁহাকে এখন প্রবোধ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন, প্রবোধ দিতে গেলে ঘটনা অসাব-ধানে প্রকাশ পাইতে পারে ইত্যাদি ভাবিয়া তিনি মনদুঃখে পুনরায় শান্তা ও যোগমায়ার নিকট গেলেন। সেখানে গিয়া যোগমায়াকে

শান্তার কোল হইতে নিজের কোলে লইয়া, তাহার মুখখানি একবার মুছিয়া দিয়া, বলিলেন "মা! এত বেলা হইল এখনও তোমার বাবা আসিলেন না? বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে তাঁহার একবার যাওয়ার কথা ছিল। তিনি কি আজ বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গেলেন?"

শান্তা। বিশ্বরূপের সম্বাদ পাওয়া গিয়াছে? আমার বিশ্বরূপ এখন কোথায়?

সত্যবতী। কি-জানি! অনেকদিন হইতে শিরোমণি মহাশয় বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে যাইবেন যাইবেন করিতেছেন। বোধহয় আজ বিশ্বরূপের অনুসন্ধানে গিয়াছেন।

যোগমায়া। বাবা, দাদাকে আনিতে গিয়াছেন?

সত্যবতী। বোধ হয় গিয়াছেন।

যোগমায়া। মা! তবে বাবা আমাকে দেখা না দিয়া আমাকে না বলিয়া গেলেন কেন?

সত্যবতী। তোমার বাবা ত কাল বিকালে আসিয়াছিলেন পাছে তুমি কাঁদ, তাঁহাকে যাইতে বাধা দেও, এই মনে করিয় বোধহয় তোমাকে বলিয়া যান নাই।

যোগমায়া। কেন মা? আমি কাঁদিব কেন? বাবা, দাদাকে আনিতে গিয়াছেন তাহাতে আমি কাঁদিব?

শান্তা। ঠাকুর বিশ্বরূপকে আনিতে গেল, বলিয়া গেলনা! ঠাকুর কিছুই বুঝে না।

যোগমায়া। মা! বাবা দাদাকে লইয়া কখন আসিবেন?

সত্যবতী। বোধ হয় শীঘ্রই।

সত্যবতী দেবী আর বেশী কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না।

তিনি যোগমায়াকে একটি চুম খাইয়া "মা তুমি এখন শান্তার কোলে যাও, আমি গৃহ কার্য্যে যাই" বলিয়া, যোগমায়াকে শান্তার কোলে দিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তাও যোগমায়ার অজ্ঞাতে কেবলরামের নিকট গেলেন। সত্যবতী দেবীর শান্তিময়ী মুর্ত্তি দর্শনেই কেবলরামের মুর্ত্তির ও দৃষ্টির বিকটতা কমিয়া আসিল;—কেবলরাম মস্তক অবনত করিল। সত্যবতী দেবী ধীরে ধীরে কেবলরামের নিকট গিয়া বলিলেন "কেবল! আমি শান্তাকে ও যোগমায়াকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়া বলিয়াছি। এখন পর্য্যন্ত কোন ভাবনার কারণ হয় নাই। তুমি শান্তার প্রতি এত বিকট দৃষ্টি করিও না। রান্না হইলে আমি শান্তাকে পাঠাইয়া দিব। তুমি দ্বারবন্ধ করিয়া খাইতে যাইও। বাহিরের কেহ যেন দু চারদিন বাড়ীতে প্রবেশ করিতে না পারে।" কেবলরাম বলিল "আমি খাইতে যাব! আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে?"

"কেবলরাম! এত আধীর হইও না। অধীরতায় অশান্তি ভিন্ন অন্য কোন ফলের সম্ভাবনা নাই" বলিয়া সত্যবতী দেবী ধীর গমনে পুনরায় শান্তা ও যোগমায়ার নিকট চলিলেন।

দশম তরঙ্গ।

দিন, দুদিন, তিনদিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, দুমাস, তিন মাস গত হইয়া গেল, শিরোমণি আসিলেন না। সত্যবতী দেবী অতি স্নেহে, অতি সোহাগে, অতি যত্নে, অতি কৌশলে যোগমায়াকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন। যোগমায়াকে ভুলাইয়া

রাখিতে লাগিলেন সত্য কিন্তু কয়েকদিন পরেই যোগমায়া বুঝিতে পারিল "বাবা, দাদাকে আনিতে অনেক দূরে গিয়াছেন।" তখন যোগমায়াতে এক নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। বাবার অবর্ত্তমানে যোগমায়ার ক্ষুদ্র আত্মাটির এক অংশ খালি বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাহার আত্মাটির এক অংশ শাশুড়ীর স্নেহ সোহাগে, এক অংশ শান্তার মোহময়ী সরলতা ও ভালবাসায়, এক অংশ কেবলরামের সর্ব্বস্বত্যাগময় বাৎসল্যে, এক অংশ শ্বশুরের প্রীতিময়ী প্রসন্নতায়, এক অংশ সুরুচি-বিজয়ার হাসি রাশিতে এবং অপর প্রায় অর্দ্ধাংশ বাবার তাপস হৃদয়ের তাপস স্নেহে ঢাকা ছিল। বাবার অবর্ত্তমানে বাবার দিক্‌টা খালি হইয়া পড়িল। তখন যোগমায়ার ছোট আত্মাটির সেই খালি জায়গাটুকু পূর্ণ করিতে অন্য দিক হইতে উপাদান সংগৃহিত হইতে লাগিল। এতদিন তারকনাথ, যোগমায়ার দেবতা ছিল—দেবতা ছিল ছেলে খেলার। এখন সে দেবতা সরিয়া যাইতেছে—সে ছেলেখেলার দেবতা সরিয়া যাইতেছে—সে জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এখন তাহার আত্মার খালি দিক্ দিয়া অন্যরূপে দেবতার আবির্ভাব। দেবতা ক্রমে স্বর্গের রূপ ধারণ করিতেছে, দেবতা ক্রমে নিকটে আসিতেছে, দেবতা ক্রমে আত্মাখানি অধিকার করিয়া লইতেছে। যোগমায়ার আত্মার শূন্য স্থানটুকু বুঝি দেবতাররূপে ঢাকিয়া যায়।

ছেলেখেলার দেবতার কথাটা একবার পরিষ্কার রূপে বলিতে হইতেছে। তারক যোগমায়ার বিবাহ হইয়াছে আজ প্রায় তিন বৎসরের কথা। এই তিন বৎসরের ছেলেখেলার কথা বলা যাইতেছে।

বিবাহের পরে সত্যবতী দেবী তারককে দেখাইয়া যোগমায়াকে বলিয়াছিলেন "এই তোমার দেবতা" স্মৃতিধরকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন "এই তোমার দেবতার সখা। তোমার দেবতাকে ভয় করিও, ভক্তিকরিও। দেবতার সখাকে স্নেহ করিও।" যোগমায়া ভক্তি স্নেহ কাহাকে বলে তখন বুঝে নাই। ভয়টা বুঝিত কিন্তু দেবতাকে ভয় করিবে কি,- দেবতা যোগমায়ার ভয়ে পলায়ন করে। যোগমায়া, সুরুচী-বিজয়ার সঙ্গে পুতুল খেলিতেছে এমন সময় হয়ত তারক-স্মৃতিধর বাড়ীতে প্রবেশ করিতেছে, যোগমায়া তাহা দেখিতে পাইল। যোগমায়া বলিল"ঐ আমার দেবতা আসিতেছে।" সুরুচি বিজয়া একটু হাসিল, তারকনাথ তাহা শুনিতে পাইয়া মাথা হেট করিয়া চলিয়া গেল। কোনদিন হয়ত যোগমায়া মায়ের আদেশ মত ঠাকুর ঘর হইতে কোন দ্রব্য আনিতে গেল, পথে দেখিল তারকনাথ আসিতেছে;—দুটি কমলচক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া অনিমেষ দৃষ্টিতে তারকনাথের দিকে চাহিয়া রহিল, তারকনাথ তাহা দেখিতে পাইল,—দেখিয়া মাথাটি হেট করিয়া চলিয়া গেল। যোগমায়া অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া "আমার দেবতা ঐ চলিয়া গেল" বলিয়া মায়ের আদিষ্ট দ্রব্য লইয়া মায়ের নিকট গেল। কোন দিন হয়ত তারকনাথ পঞ্চবটীর ঘাটে দাঁড়াইয়া আছে, যোগমায়া নিকট গিয়া বলিল, 'দেবতা দাঁড়াইয়া আছ?' দেবতা ফিরিয়া দেখিয়া পলায়ন করিল। একদিন তারকনাথ ও স্মৃতিধর দুজনে ঘাটে ছিল, এমন সময় যোগমায়া গিয়া তারকনাথকে 'দেবতা' বলিয়া ডাকিয়াছিল। তারকনাথ এক কোষ জল তুলিয়া যোগমায়ার উপর নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিল। যোগমায়া কাঁদিয়া গিয়া

মাকে বলিল "মা, দেবতা আমাকে ভিজাইয়া দিয়াছে।" মা শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "হাঁ! এত বড় সাহস! এস, তুমি কাপড় খানা ছাড়িয়া আর একখানা কাপড় পর। আমি তোমার দেবতাকে বিশেষরূপ শাস্তি দিব।" যোগমায়া তখন বলিয়াছিল "না, মা! শাস্তি না! শাস্তি দিলে দেবতা শেষে কাঁদিবে।" মা একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন "বেশ মা, তুমি এখন কাপড় খানা ছাড়, তোমার দেবতার বিষয় পরে ভাবিয়া দেখিব।"

যোগমায়ার ছেলেখেলার দেবতা অনেকদিন এইরূপ ছিল। তারপর একটু পরিবর্ত্তন ;—তারপর দেবতাতে একটু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতে লাগিল। তারকনাথ এতকাল যোগমায়াকে ভয় করিত। ক্রমে অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে তারকের হৃদয়ে যোগমায়া-দর্শন-স্পৃহা জন্মিতে লাগিল। তারক একটু অবসর পাইলে, একটু সুযোগ দেখিলে, একবার যোগমায়াকে দেখিতে ইচ্ছা করিত। যখন সঙ্গে স্মৃতিধর না থাকিত, যখন নিকটে কাহাকেও দেখিতে না পাইত, তখন তারক অনিমেষনয়নে যোগমায়ার দিকে চাহিত, একদৃষ্টে যোগমায়ার প্রতি চাহিয়া থাকিত। তখন যদি একবার যোগমায়ার দৃষ্টি তারকের প্রতি পড়িত, তবে হয় ত তারকনাথ মস্তকটি একটু অবনত করিয়া চারিদিক চাহিয়া চলিয়া যাইত। যোগমায়ার দেবতার অবস্থা এইরূপ কতদিন গেল।

তারপর যোগমায়াতে ধীরে ধীরে একটু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে লাগিল। যোগমায়ার বয়স যখন একাদশ বর্ষে পড়িতে ছিল, তখন যোগমায়ার বাল্-স্বভাবটুকু ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

যোগমায়া তখন আর "ঐ দেবতা" "ওগো দেবতা" "কোথা যাও দেবতা" বলে না; দেবতার দিকে অনিমেষ নয়নে তাকাইয়া থাকে না। যোগমায়ার দেবতা-দর্শন স্পৃহা কমিয়া গিয়াছে কি? তাহা নহে। স্পৃহা কমে নাই,—বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্পৃহার বৃদ্ধির সহিত আর একটি জিনিসের যোগ হইয়াছে—স্পৃহাতে একটু লাজ মিশিয়া গিয়াছে। দেবতাকে দেখিতে স্পৃহা অধিক কিন্তু সে আর কমল চক্ষু পূর্ব্বের মত তেমনি প্রস্ফুটিত করিয়া চাহিয়া থাকিতে পারেনা। তারকনাথ আসিতেছে—একটু শব্দ হইল; যোগমায়া হয়ত চারিদিক একবার চাহিয়া দেখিল, কাহাকেও নিকটে না দেখিয়া হয়ত ধীরে ধীরে চোক দুটি তুলিল, দেখিল দেবতা যাইতেছে। দেবতাকে অনিমেষ নয়নে অনেকক্ষণ দেখিল, হঠাৎ হয়ত চোকে চোকে দেবতার দৃষ্টি পড়িল; যোগমায়া অমনি কমল চক্ষু দুটি একটু মুদিয়া, মস্তকটি অবনত করিয়া মাটীর দিকে চাহিল। এমন অবস্থায় যোগমায়ার অনেক দিন কাটিয়া গেল। এখন সে ছেলে খেলাও নাই, এখন সে জাগ্রত স্বপ্নও নাই। এখন এক নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাবার দেশ ত্যাগের পর তিন মাস গত হইয়াছে। এখন যোগমায়ার আত্মার শূন্য দিক দিয়া যোগমায়ার দেবতা নূতন বেশে, নূতন রূপে প্রবেশ লাভ করিতেছে।

একদিন যোগমায়ার আত্মাটি বাবার জন্য বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। যোগমায়া বিমর্ষভাবে একস্থানে বসিয়া বাবার কথা ভাবিতেছিল। সত্যবতী দেবী দেখিতে পাইয়া নিকটে গিয়া অনেক বুঝাইলেন, অনেক গল্প করিলেন, অনেক আদর সোহাগ

করিলেন। যতক্ষণ তিনি নিকটে ছিলেন ততক্ষণ যোগমায়ার হৃদয়ে ভাবনা স্থান পাইতে পারিল না। কিন্তু কার্য্যানুরোধে তিনি একবার উঠিয়া গেলেন, শান্তা উঠিয়া সুরুচী-বিজয়াকে ডাকিতে গেল, তখন যোগমায়ার আত্মাটি যেই শূন্য, সেই শূন্য! তাহাকে অজ্ঞাত আশ্রয়হীনতা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিল। যোগমায়া সেইরূপ নিরাশ্রয় হৃদয়ে পঞ্চবটীর ঘাটে গিয়া আমলকী গাছটিতে ঠেস দিয়া, সরসীর বক্ষের প্রতি শূন্য নয়নে চাহিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল। তারকনাথ তখন ছাদের উপর একা বসিয়া ন্যায় আবৃত্তি করিতেছিল। হঠাৎ তাহার দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। তারক, যোগমায়াকে বিরস বদনে, শূন্য নয়নে, সরসীর দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, গ্রন্থখানি হস্তে করিয়া নামিয়া আসিল এবং তাহা যথাস্থানে রাখিয়া একবার বাড়ীর চারিদিক দেখিয়া আসিল। মা ঠাকুরের ঘরে কি আয়োজন করিতেছেন, অন্য কেহই বাড়ীতে নাই। তারকনাথ ধীরে ধীরে যোগমায়ার নিকটে গেল। ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া, ধীরে ধীরে একবার ডাকিল "যোগমায়া!" সে স্বরে যোগমায়ার প্রাণের শূন্যতা ভাঙ্গিয়া গেল। হা কপাল! শূন্যতাও কি, আবার ভাঙ্গে! ভাঙ্গে বই কি! শূন্যতাও ভাঙ্গে। তারকের স্বর শুনিয়া আজ যোগমায়ার প্রাণের শূন্যতা ভাঙ্গিয়া গেল। তারক ডাকিল "যোগমায়া!" যোগমায়া মাথা তুলিয়া দেখিল "তারক"। যোগমায়ার অবশ দেহটি ঢলিয়া পড়িতেছিল, তারক বক্ষ পাতিয়া ধারণ করিল। স্পর্শে যোগমায়ার রোমাঞ্চ হইল;—যোগমায়ার মোহ জন্মিল,—যোগমায়ার মুহূর্তের জন্য তন্দ্রা আসিল। মুহূর্তপরে সে তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেলে যোগমায়া দেখিতে পাইল—তাহার অবসন্ন

দেহটি দেবতার বক্ষে। দেবতার আর সে রূপ নাই! দেবতার আর সে লাজ নাই! যোগমায়ার আর সে ছেলেখেলা নাই! যোগমায়ার আর সে স্বপ্ন নাই! যোগমায়ার আত্মার শূন্য স্থানটুকু আর শূন্য নাই! দেবতার নূতনরূপে শূন্য স্থানটুকু পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে নূতন পরিবর্ত্তনের আরম্ভ। এই নূতন পরিবর্ত্তনে আরো তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। যোগমায়ার বাবার কথা মনে পড়ে কিন্তু তত নিরাশ্রয় বোধ হয় না। যোগমায়া মায়ের স্নেহে, মায়ের সোহাগে অনেক ভুলিয়াছিল। কখনও একটু একা বসিলে যোগমায়া নিরাশ্রয় বোধ করিত, এখন আর সেরূপ আশ্রয়হীনতা মনে হয় না। একটু সুযোগ পাইলে তারকনাথ নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়; যোগমায়ার আশ্রয়হীনতা দূরে যায়; মনে হয় যেন কি এক আশ্রয় আসিয়াছে—কি এক রূপ আসিয়াছে। সে আশ্রয়ে, সে রূপে যোগমায়ার হৃদয় ভরিয়া উঠে।

সত্যবতী দেবী পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলেন। তিনি গোপনে পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইয়া, প্রাণে আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন এবং শান্তাকে ধীরবচনে পরিবর্ত্তন বুঝাইয়া দিলেন। শান্তার মায়ার বিমর্ষতা ঘুচিয়া যাইতেছে, শান্তার মায়ার আত্মাটি ফুটিয়া উঠিতেছে! শান্তার কত আনন্দ!

স্মৃতিধর সথাতে পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। স্মৃতিধর ছেলেটা বড় চালাক। স্মৃতিধর মনে করিল "দেবতার লাজ কমিয়া আসিয়াছে।" মা সকল দিক রক্ষা করিয়া দিতে লাগিলেন। যখন তিনি দেখিতেন যোগমায়ার চোক দুটি কি খুঁজিতেছে, যোগমায়ার কর্ণ দুটি কি শুনিতে চাহিতেছে, তখন তিনি পথ পরিষ্কার করিয়া

দিতেন। স্মৃতিধরকে বলিতেন "বাবা, আমার মাথা ধরিয়াছে,—গঙ্গার জল আনিয়া আমার মাথায় দিয়া ঠাণ্ডাকর।" স্মৃতিধর মায়ের জন্য গঙ্গা জল আনিতে যাইত। সুরুচী-বিজয়াকে বলিতেন "মা, তোমরা ফুলবন হইতে ফুল তুলিয়া আন গিয়ে; আজ আমি তোমাদের মালা গাঁথিয়া দিব।" শান্তাকে বলিতেন "বোন, তুমি সুরুচী-বিজয়ার সঙ্গে যাও। মেয়ে দুটা একা যাইবে!" তিনি নিজে তখন ঠাকুরের মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিতেন। যোগমায়া যাহা দেখিতে চহিত, তাহা দেখিতে পাইত; যাহা শুনিতে চাইত তাহা শুনিতে পাইত।

এইরূপে পরিবর্ত্তন চলিল, এইরূপ পরিবর্ত্তনে বন্ধন পড়িতে লাগিল। এইরূপে তরুর অঙ্গে লতা জড়াইয়া যাইতে ছিল। সত্যবতী দেবীর তখন কত আনন্দ!

একাদশ তরঙ্গ।

আরও তিনবৎসর গত হইয়াছে।

একদিন যোগমায়া, সুরুচী ও বিজয়া, তিনজনে পঞ্চবটীর ফুলবনে ফুল তুলিতে গিয়াছিল। স্মৃতিধর বাড়ীতে ছিলনা। তারকনাথ দক্ষিণের ঘরে বসিয়া পাঠ অভ্যস্ত করিতে ছিল যোগমায়া, সুরুচী ও বিজয়া, তিনজনে ফুলবনে গিয়া ফুল তুলিতে লাগিল।

যোগমায়ার মন তখন ফুলবনে ছিল না। সুরুচী-বিজয়ার

কোন ভাবনা চিন্তা নাই। সুরুচী-বিজয়া একমনে ফুল তুলিতে লাগিল, একবার মাথাও তুলিল না। যোগমায়া একটু পাশ কাটিয়া পশ্চিমের ঘরের পশ্চিম, দক্ষিণের ঘরের দক্ষিণ দিয়া, তাহার মন যেখানে ছিল সেখানে যাইতে লাগিল। সত্যবতী দেবী তখন শান্তাকে সঙ্গে করিয়া তরকারী কুটিতে ছিলেন। তিনি যোগমায়াকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন। যে ঘরে তারকনাথ, যোগমায়া সে ঘরে প্রবেশ করিবে এমন সময় তাহার দৃষ্টি হঠাৎ মায়ের দিকে পড়িল। যোগমায়া অপ্রতিভ হইয়া দ্বার হইতে নামিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ তাহার চোকের কোণে একটা দোলায়মান তৃণের আঘাত লাগিল। যোগমায়া চোকে হাত দিয়া মায়ের নিকট আসিয়া, অপ্রতিভ স্বরে বলিল "মা, আমার চোকে কি পড়িয়াছে!" মা বলিলেন "আঃ! যা! তোদের জ্বালায় আর পারিনা! তোদের কখনো কারো চোকে কি পড়ে;—কখনো কারো মাথা ধরে! আমি আর পারিনা!" সত্যবতী দেবী উঠিয়া যাইতে ছিলেন। শান্তা বিস্ময়ে বলিল "ওমা! মা! একি কথা! তোমার প্রাণ এত কঠিন! মেয়েটার চোকে কি পড়িয়াছে, তুমি কিনা উঠিয়া যাইতেছ!" সত্যবতী দেবী বলিলেন "হেঁ—! আমার প্রাণ কঠিনই, তুই উঠিয়া আয়।" শান্তা কি করে! শান্তার পা সরেনা, শান্তা সত্যবতী দেবীর চোকের ইঙ্গিত, মুখের লুকান হাসি, কথায় কপট বিরক্তি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। সত্যবতী দেবী অনবরতই বলিতেছেন "শান্তা! উঠে আয়! উঠে আয়!" শান্তা শেষে পাষাণে প্রাণ বাঁধিয়া সত্যবতী দেবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া গেল। সত্যবতী দেবী শান্তাকে একটু অন্তরালে লইয়া গিয়া বলিলেন

"শান্তা! তুই কি কিছুই বুঝিতে পারিস্ না? তামাসা দেখিবি? তবে আয়, এই আড়াল টুকুতে দাঁড়াইয়া দেখি!"

যোগমায়া অপ্রতিভ হইয়া মায়ের নিকট আসিয়াছিল, মা অধিকতর অপ্রতিভ করিয়া চলিয়া গেলেন। যোগমায়া চোকে হাত দিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল, "যাহাকে দেখিতে আসিলাম তাহাকে দেখা হইল না। লাভের মধ্যে হইল চোকে খড়ের ঘা! তাহাতে আবার মা বুঝিতে পারিয়াছেন; মা হাসিয়া উঠিয়া গেলেন।" যোগমায়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে দর্শন-স্পৃহা আর নিবারণ করিতে পারিল না। "একবার না হয় চোকটা দেখাইয়া যাই" বলিয়া যোগমায়া ধীরে ধীরে শঙ্কিত-চকিত-চিত্তে তারকনাথের গৃহে প্রবেশ করিল। সত্যবতী দেবী তখন শান্তাকে বলিলেন"দেখিলি? তুই হাবি কিছুই বুঝিতে পারিস্ না!" শান্তা হাসিয়া বলিল "এমনতর!" সত্যবতী দেবী বলিলেন "হা;—এমনতর! আমি যোগমায়াকে চুপি চুপি আসিতে দেখিয়াছিলাম। চল্, আমরা এখন পঞ্চবটীতে যাই। মেয়ে দুটাকে ভুলাইয়া রাখিতে হইবে।" সত্যবতী দেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চবটীতে চলিয়া গেলেন।

যোগমায়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বাম চক্ষুটিতে বামহস্ত খানি রাখিয়া, তারকনাথের পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। চক্ষুতে বোধ হয় তখন কোন জ্বালা যন্ত্রণা ছিল না। যে মহৌষধ প্রসিক্ত হইতেছিল, তাহাতে কি আর এই সামান্য তৃণের আঘাতের জ্বালা থাকে? তারকনাথ তখন তদ্গতচিত্তে পাঠে নিরত। যোগমায়া গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে, তারকনাথ তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

যোগমায়া এক চোকে হাত দিয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া দেবতার পাঠ দেখিল; দেবতা একবার মস্তকোত্তোলন করেন কিনা তাহার অপেক্ষা করিল। দেবতা তখন বাহ্যজ্ঞান রহিত, দেবতা চোক তুলিল না। যোগমায়া চোকে হাত দিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে ভাবিল "দূর্ ছাই! এক চোকে হাত দিয়া আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায়?" যোগমায়া চোক হইতে হাতখানি নামাইয়া, তারকনাথের পশ্চাৎ দিক্ দিয়া মৃদু পদ সঞ্চারে তারকনাথের নিকট গিয়া, দুখানি কোমল হস্ত দিয়া ধীরে—ধীরে—ধীরে, হটাৎ তারকনাথের চক্ষু দুটি চাপিয়া ধরিল। তারকনাথ চম্‌কিয়া উঠিল—যোগমায়া মুখ চাপিয়া হাসিতে লাগিল। তারকনাথ বলিল—"যো-গি-নী!" যোগমায়া হাত দুখানি দিয়া চোক দুটি আরো সাপটিয়া ধরিল। তারকনাথ বলিতে লাগিল "আরে—আরে—ম'লামরে—গেলাম্‌রে! এমন শক্ত হাত ত আমি কখনও দেখি নাই!" যোগমায়া হাসিয়া বলিল "কি! তুমি আমার হাত দেখিলে কিরূপে?" তারকনাথ অপ্রতিভ হইল। বাস্তবিকই তারকনাথ ত যোগমায়ার হাত এখন দেখিতে পায় নাই! ভারি ন্যায়বিরুদ্ধ কথা বলা হইয়াছে। তারকনাথ একটু অপ্রতিভ স্বরে বলিল "যোগিনি! আমার চোক ছেড়ে দে। আমি তোর হাত দেখি নাই। আমার চোক ছেড়েদে, তোর হাত দুখানি দেখি। আজ তোর হাত এত শক্ত বোধ হচ্ছে কেন, একবার দেখি।"

যোগমায়া। না; আমি চোক ছাড়িব না! আগে বল আমি কে? তবে চোক ছাড়িব!

তারকনাথ হাসিয়া বলিল, "চিন্তে পাচ্ছিনা।"

যোগমায়া। চিনে বল।

তারকনাথ। তুই—তুই—তুই—কেরে? তুই যোগিনী।

যোগমায়া। উঁহু! আমি সে নই।

তারকনাথ। তবে তুই কে? চিন্‌তে যে পাচ্ছিনা। তুই-তুই—মা—য়া, তারপর কি একটা ইন্‌ প্রত্যয় দিতে হয়, ছাই, মনেও পড়িতেছে না! তুই তবে মায়িনী।

যোগমায়া হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "মায়িনীও লোকের নাম থাকে?"

তারকনাথ। তবে বল্‌না—তুই কে?

যোগমায়া। চিন্‌তে পাচ্ছনা! আমি যে যোগমায়া! পড়ে পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে!

তারকনাথ। বটে! যোগমায়া! যোগ একটা, মায়া একটা; একটাতেই চিনা কঠিন, দুটার যোগ হইলে কি আর সহজে চিনা যায়? তবে এখন চোক ছাড়, একবার নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচি! তোমাকে একবার দেখিয়া চিনি!

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে, ধীরে ধীরে হাত দুখানি চোক দুটি হইতে তুলিয়া লইল। তারকনাথ "বাপ্‌রে, এমন হাত ত আমি কখনও দেখি নাই" বলিয়া যোগমায়ার হাত ধরিয়া, হাতের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তাহার চোক দুটির দিকে দৃষ্টিপাত করিল। যোগমায়ার মুখখানি হাসিতে উদ্ভাসিত হইতে ছিল, নয়ন দুটি ঢল ঢল করিতেছিল! সেই হাস্যোদ্ভাসিত বদন দর্শনে তারকের হৃদয়ে প্রীতির তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। তারকনাথ একবার যোগমায়ার হাত দুখানির প্রতি চাহিয়া দেখিল—হাসিল। বলিল "মায়া, তোর হাত দুখানি এত লাল হইয়াছে?"

মায়া হাসিয়া বলিল "তোমার চোকের রক্তে! আমার হাত যে শক্ত, তোমার চোক দিয়া রক্ত পড়িতেছে!"

তারকনাথ। তুই এত কথা শিখিলি কোথা?

যোগমায়া। ভট্‌চায্যী মহাশয়ের নিকটে। ন্যায় শাস্ত্রে এ সকল কথা অনেক আছে, তা বুঝি মহাশয়ের এখন মনে নাই। মহাশয় যে সেদিন অনেক পাঠ দিতে ছিলেন!

তারকনাথ। এতদিনে ভট্‌চায্যী মহাশয়কে পরাজিত করিলে দেখ্‌ছি। এমন সময় তোর এখানে আগমন কেন বল দেখি।

যোগমায়া। "তুই" "তোর" বলিলে আমি তোমার কথার উত্তর দিব না।

তারকনাথ। তবে "তুমি" না—না, 'আপনি' এমন সময় এখানে কেন আগমন করিয়াছেন?

যোগমায়া। সে আমার ইচ্ছা!

তারকনাথ। 'আপনার' এমন ইচ্ছা কেন হইল?

তারকনাথ একটু মুখভঙ্গি করিয়া কথা গুলি বলিল, যোগমায়া আর হাসি রাখিতে পারিল না। একবার মৃদু উচ্চে মিশাইয়া হাসিতে লাগিল; মৃদু হাসিল, উচ্চ হাসিল,—উচ্চকে মৃদু করিল, পাছে বাহিরে কেহ শুনে! যোগমায়া হাসিয়া বলিল "আমার এমন ইচ্ছা কেন হইল, সেও আমার ইচ্ছা।"

তারকনাথ। বটে! তবে আপনার ইচ্ছা ইচ্ছাই থাকুক। কিন্তু আপনার ইচ্ছার জ্বালায় যে আমার পাঠ মাঝে মাঝে মূর্চ্ছা যায়, সেই ভাবনা।

যোগমায়া। আজ তোমার পাঠের উপর আমার ভারি রাগ হইয়াছিল।

তারকনাথ। কেন মশায় ?

যোগমায়া। আবার 'মশায়' ?

তারকনাথ। তবে,—কেন আপনি ?

"হি—হি—হি"

যোগমায়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল ;—"লোকে কেন আপনিও বলে ?"

তারকনাথ মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল "কি করি—মশায়কে 'আপনি' না বলিলে যে নয় ! তবে এখন এখানে কেন আগমন, অনুগ্রহ করিয়া একবার বলিবেন কি ?"

যোগমায়া। হুঁ,—অনুগ্রহটা কত্তে হবে।

যোগমায়া প্রাণ ভরিয়া একবার হাসিল। শেষে হাসিয়া বলিল "দেখ, আজ ভারি অপ্রস্তুতটাই হয়েছি।"

তারকনাথ বলিল "সে কিরূপ ?"

যোগমায়া। দেখ, আজ আমি এই অল্পক্ষণ হইল সুরুচী ও বিজয়ার সঙ্গে পঞ্চবটীতে ফুল তুলিতে গিয়া ছিলাম। যাইবার সময় আমি দেখিয়া গেলাম, তুমি একা বসিয়া পড়িতেছ। আমি আরো দেখিলাম বাড়ীতে তখন অন্য কেহই নাই। পঞ্চবটীতে গিয়া আমার আর ফুল তোলা হয় না। আমার মনটা সঙ্গে যায় নাই, পথে তোমার নিকট থাকিয়া গিয়াছিল। কি করি !—যখন সুরুচী ও বিজয়া মাথা নোয়াইয়া ফুল তুলিতে লাগিল, আমি পাশ কাটিয়া চলিয়া আসিলাম। হায়রে লজ্জার কথা ! বল'ব কি,—আমি ঘরে প্রবেশ করি করি এমন সময় মায়ের দিকে আমার দৃষ্টি পড়িল। মা তখন শান্তা মাকে সঙ্গে করিয়া তরকারী কুটিতে ছিলেন। আমি অপ্রতিভ

হইয়া নামিয়া যাই এমন সময়,—ছাই, একটা খড়ের ঘা চোকের কোণে লাগিয়া গেল। আমি চোকে হাত দিয়া মায়ের নিকট গেলাম। মাকে বলিলাম 'মা, আমার চোকে কি পড়েছে।' মা হাসিতে হাসিতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অপ্রতিভ হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে—'না হয় একবার চোকটাই দেখাইয়া যাই' মনে করিয়া ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি।

তারক হাসিল। তারক [illegible] হাসিয়া বলিল "দেখি, তোমার চোক [illegible]।

যোগমায়া। আর 'দেখি তোমার চোক দেখি!' আমি এতক্ষণ চোকে হাত দিয়া তোমার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলাম তখন দেখিলে না, তখন একবার চোক তুলিলে না, এখন আমার চোকে কি আর কোন কিছু আছে?

তারকনাথ যোগমায়ার মুখখানি ধরিয়া একবার নিকটে টানিয়া আনিল। তখনও যোগমায়ার সে চোকটির কোণে একটু লাল দাগ ছিল। তারকনাথ দেখিয়া বিস্ময়ে, দুঃখে বলিল "পাগ্‌লি, এত তোর খেলা! এখন যে চোকটি গিয়াছিল!" বলিতে বলিতে তারকনাথ যোগমায়ার মুখখানি বক্ষে ধারণ করিল; মায়া ঢলিয়া তাহার অঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল।

যদি কেহ পাঠিকা মহোদয়া থাকেন, তবে একবার দয়া করিয়া যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করুন, এখন যোগমায়ার বাবার কথা মনে আছে কিনা, বাবার স্নেহের কথা মনে পড়ে কি না! আমরা পুরুষ মানুষ, আমাদের জিজ্ঞাসা করাটা ভাল

দেখায় না। নির্লজ্জ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেই বা মায়া পুরুষের প্রশ্নে, এ কথার উত্তর দিবে কেন? পাঠিকা মহোদয়া একবার দয়া করিয়া জিজ্ঞাসা করুন।

মোহে, স্বপ্নে তারক-যোগমার অনেকক্ষণ কাটিল। শেষে তারকনাথ বলিল "যোগ! মায়া! যোগমায়া! এখন একবার যাও, আমি পাঠাভ্যাস করি। পাঠাভ্যাস না করিলে বাবার নিকট বড়ই অপ্রতিভ হইতে হয়।"

যোগমায়া বলিল "না, আমি যাবনা। তোমার অপ্রতিভ হইবার ভয় আছে, আমার বুঝি নাই?

তারক। আছে বই কি!

যোগমায়া। তবে আমি আজ অপ্রতিভ হইয়া আসিলাম, তোমার হইতে নাই বুঝি! তুমি ভারি চালাক!

তারক। তবে আমি মাকে ডাকি!

যোগমায়া। ডাক।

তারক। শান্তা মাকে ডাকি।

যোগমায়া। ডাক।

তারক। সুরুচী বিজয়াকে ডাকি?

যোগমায়া। কিছুই ভয় নাই।

তারক। তবে স্মৃতিধরকে ডাকি। স্মৃতিধরকে ডাকিলে জব্দ হইবে।

যোগমায়া। ডাক দেখি, কেমন জব্দ হই!

তারক। স্মৃ——।

যোগমায়া তারকের মুখে হাত দিয়া সাপটিয়া ধরিল। তারক বলিল "এখন মুখে হাত দেও কেন?"

যোগমায়া। এখানে থাকিয়া কেন? ডাকিতে হয়, উঠিয়া গিয়া ডাক।

তারক উঠিতেছিল; যোগমায়া কণ্ঠে জড়াইয়া ধরিল।

তারক। ধরে রাখ কেন?

যোগমায়া। তুমি আমার হাত ছাড়াইয়া যাইতে পার না?

তারকনাথ যোগমায়ার হাত ছাড়াইয়া উঠিল। যোগমায়া গিয়া দুই হাত দিয়া দ্বার আগুলিয়া ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়াইল। নয়ন চকোর দুটি উড়িতে লাগিল! মুখ চন্দ্রিমা খানি দেহ গগনে জ্যোৎস্না ঢালিতে লাগিল। এলোকেশমেঘ গুলি দেহাকাশে ভাসিতে লাগিল। তারকনাথের মোহ জন্মিল। একি রূপ! তারকনাথ 'আকাশে' ঢলিয়া পড়িল। 'আকাশ' তারকনাথকে ধারণ করিল। সত্যবতী দেবি! একবার দেখিয়া যাও! এমন সময় পঞ্চবটীতে কেন? একটু অন্তরালে দাঁড়াইলে হইত না কি?

স্মৃতিধর তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। স্মৃতিধর প্রবেশ করিয়াই ডাকিল—"তারক।" আকাশ, তারকনাথকে বুক হইতে ভূতলে ফেলিয়া পলায়ন করিল। তারকনাথের মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। তারকনাথ ভাবিল "ছিঃ স্মৃতিধর! আমি ত তোমাকে ডাকি নাই! তোমাকে ডাকিব মনে করিয়াছিলাম মাত্র। তুমি অনাহুত আসিলে কেন?" স্মৃতিধরের এমন শ্রুতি ছিল না যে, লোকের মনের কথা শুনিতে পায়! তারকনাথ মনে মনে বলিল, স্মৃতিধর চর্ম্মশ্রুতিতে তাহা শুনিতে পাইল না। স্মৃতিধর তারকের ঘরের পার্শ্বে আসিয়া বলিল "তারক! কি কচ্ছিস্?"

তারক। 'অনুমিতির সপ্তদশ প্রতিজ্ঞাটা অভ্যস্ত করিতেছি।

স্মৃতিধর। "কোনটা? তাহার প্রথম পদগুলি বল্ দেখি?"

তারক। ঐযে—ঐ—ঐ—

স্মৃতিধর। বুঝিতে পারিয়াছি। ঐযে—ঐ—ঐ! এখন বাহিরে এস দেখি! মা কোথা?

তারকনাথ স্মৃতিধরের প্রশ্নের আর বিশেষ উত্তর দিতে পারিলনা। চোক মুখ মুছিয়া বাহিরে আসিল। উভয়ে, উভয়ের স্কন্ধে বাহু রাখিয়া, মায়ের অন্বেষণ করিতে করিতে পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল। সত্যবতী দেবী তারকনাথকে স্মৃতিধরের সঙ্গে দেখিয়া একটু চিন্তিতা হইলেন—"স্মৃতিধর ছেলেটা চঞ্চল; না জানি কিসে কি হইয়া পড়িল?" স্মৃতিধর মাকে বলিল—"মা, দেখা পাইলাম না।" মা স্মৃতিধরকে বলিলেন "না পেয়েছ নেই। মাগো! আমার মানিক কেমন ঘেমেছে!" সত্যবতীদেবী অঞ্চল খুলিয়া স্মৃতিধরের মুখ ও বুক মুছিয়া দিলেন। তারক ভাবিল—"মায়ের বুঝি আমার প্রতি কোন কারণে একটু বিরক্তি হয়েছে।"

তারকনাথ! তুমি বুঝিতে পার নাই। এই কি হইল তোমার প্রতি বিরক্তি? এই যদি বিরক্তি হয়, তবে এমন বিরক্তি বাঞ্ছনীয়া বটে। এ বিরক্তির অন্তরালে যে প্রীতি স্রোত প্রবাহিত হইতেছে,—ফল্গুর যে পবিত্র স্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তারক! সে পবিত্র, স্নিগ্ধ, শীতল স্রোতে তুমি পবিত্র, শীতল। সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে না।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

কেবলরাম যাহা সন্দেহ করিয়াছিল তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। কেবলরাম সন্দেহ করিয়াছিল, বাগীশ মহাশয় গৃহিণীর পরামর্শে কেবলরামকে শিরোমণির অভিপ্রায়ানুযায়ী সাহায্য করিবেন না। কার্য্যেও তাহা ফলিতে আরম্ভ করিল।

শিরোমণি মহাশয় যাইবার সময় যৎসামান্য পাথেয় ভিন্ন সঙ্গে অর্থাদি কিছুই লইয়া যান নাই। তাঁহার হস্তে অর্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকিত না। তিনি সঞ্চয় করাকে অর্থের সদ্ব্যবহার মনে করিতেন না। আপনার অভাব, অপরের অভাব অর্থাৎ অভাবীর অভাব বিদূরণকেই তিনি অর্থের সদ্ব্যবহার মনে করিতেন। তাঁহার গৃহে অর্থ আসিত যথেষ্ট; সেইরূপ বাহির হইয়াও যাইত যথেষ্ট। তিনি নবদ্বীপের সুতরাং সমস্তবঙ্গভূমির প্রধান স্মার্ত্ত পণ্ডিত। দক্ষিণাদি নানারূপে দেশের চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার গৃহে অর্থ আসিত, আবার তেমনি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা এবং অন্যান্য রাজারা যে ব্রহ্মোত্তর ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার আয়ে নিজের ও পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ ব্যয় সম্পাদিত হইত। তবে যে তিনি একেবারে রিক্ত হস্ত থাকিতেন এমনও নহে। আকস্মিক অভাবেরমুখে বাধা দিতে তাঁহার হস্তে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চিতও থাকিত। তিনি গৃহ পরিত্যাগের সময় সেই যৎকিঞ্চিতের কিঞ্চিৎ নিজের পাথেয় স্বরূপ গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট কেবলরামের হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। বলিয়া গিয়াছিলেন "অতি অভাবের সময় ইহা দ্বারা অভাব

পূরণ করিও।" একমাস যাইতে না যাইতে কেবলরামের 'অতি অভাব' উপস্থিত হইল।

শিরোমণির নবদ্বীপ পরিত্যাগের পর নবদ্বীপের ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী সকলেই কয়েকদিন অতি শোকাভিভূত ছিল কিন্তু দুঃখী, দরিদ্র ও অভাবীর দলে শিরোমণির অবর্ত্তমানে শোকাপেক্ষা 'অভাব' বিশেষতর যন্ত্রণা দিতে লাগিল। প্রথম কয়েকদিন কেহই শিরোমণির বাড়ীতে কেবলরামের নিকট কোন কিছু চাহিতে যাইতে পারিল না। যখন অভাবের তাড়না অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন ক্রমে ক্রমে তাহারা কেবলরামের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবলরাম শিরোমণির গৃহত্যাগের পর প্রায় সমস্ত সময়টাই বাগানে থাকিত, তাহার প্রধান সহচর সেই কাষ্ঠদেহ লৌহমুখ কুদালখানা সঙ্গে থাকিত। একদিন কেবলরাম বাগানে গিয়াছে, এমন সময় পাড়ার একজন আসিয়া বলিল "কেবলদাদা, একটা লাউ দেও,—হাঁড়ি যে আর চড়ে না।" কেবলরাম সত্বর হস্তে একটি লাউ পাড়িয়া তাহার হস্তে দিল এবং জিজ্ঞাসা করিল "চাউল আছে?" উত্তর হইল "হাঁ, আছে।" সেদিন কেবলরামের নিকট অন্য কেহ কোন দ্রব্যের জন্য আইসে নাই।

আর একদিন এক অনাথা আসিয়া বলিল "কেবল কাকা, আজ ঘরে যে কিছুই নাই।" কেবলরাম বাগান হইতে কতকগুলি শাক, মূলা, বেগুন, পটল, অনাথার অঞ্চলে দিয়া, লাফাইয়া বাগানের বেড়া ডিঙ্গাইয়া বাড়ীতে গেল। বাড়ী হইতে চা'ল, দাল, তেল, নুন্, কাঠ আনিয়া অনাথাকে দিয়া, তাহার সেদিনের অভাব দূর করিল। এইরূপে শিরোমণির বিরহজ শোকপ্রবাহ যেমন কমিয়া আসিতেছিল, অভাবপ্রবাহ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া কেবল-

রামের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। কেবলরাম এই বিবৃদ্ধ-মান অভাবপ্রবাহে একদিন ভাসিয়া যায় দেখিয়া, পরিত্রাণাশায় বাগীশ মহাশয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাগীশ মহাশয় তখন ভিতর বাড়ীতে শয়ন গৃহের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গৃহিণী পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া কি বলিতেছিলেন। কেবলরাম বাড়ীর ভিতর বাগীশ মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিল "ভট্‌চাষ্যী মশায়, আমাকে আজ কিছু পয়সা দিতে হইবে।" বাগীশ মহাশয় কোন উত্তর দিতে না দিতে গৃহিণী বাগীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বড়ঠাকুর তোমাকে পয়সা দিয়ে গিয়েছেন?" বাগীশ উত্তর করিলেন—"না"। গৃহিণী বলিলেন "তবে তুমি পয়সা দিবে কোথা হইতে?" কেবলরাম জিজ্ঞাসা করিল "ভট্‌চাষ্যী মশায়, প্রজাদের নিকট হইতে কি কিছু আদায় হয় নাই?" বাগীশের প্রকৃতি অন্য বিষয়ে যেরূপই হউক, মিথ্যা কথার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিকা ঘৃণা ছিল। তিনি মিথ্যা কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি কেবলরামের প্রশ্নে উত্তর দিলেন "হাঁ, হয়েছে বই কি; কিছু হয়েছে।" কেবলরাম আর কোন কথা বলিতে না বলিতে গৃহিণী কেবলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেবল, তুই পয়সা চাস্ কেন? এখন তুই পয়সা দিয়া কি করিবি?" কেবলরাম বলিল "ঘরে চা'ল নাই, কিনিতে হইবে।"

গৃহিণী। তুই চা'ল দিয়া কি করিস্? তুই খাস্ কোথা?

কেবলরাম। আমি খাই ন্যায়রত্ন মশায়ের বাড়ীতে।

গৃহিণী। তবে তুই এখন চা'ল দিয়া কি করিবি?

কেবলরাম। পাড়ার গরিব গুলা খায় কি?

গৃহিণী। বটে! পাড়ার গরীবের জন্য তোমার মাথা ব্যথা?

কেবলরাম কি বলিতে যাইতেছিল; বাগীশ দেখিলেন কথা বার্ত্তার 'রকম' ভাল চলিতেছে না। পাছে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠে এই ভয়ে বাগীশ মহাশয় কেবলরামকে বলিলেন "ভাই কেবল! বৈটকখানায় গিয়া তামাক খাও, আমি শীঘ্রই তোমার নিকট যাইতেছি।" কেবলরাম আরক্তনয়নে ক্ষিপ্রপদবিক্ষেপে বৈঠকখানায় চলিয়া গেল। কেবলরাম চলিয়া গেলে গৃহিণী বাগীশকে বলিলেন "বটেই ত! 'ভাই কেবল!' সহোদর ভাই কিনা! তুমিই যত নষ্টের মূল।"

বাগীশ। কেন? আমি কি করিলাম?

গৃহিণী। তুমি বলিলে কেন যে আদায় হয়েছে?

বাগীশ। মিছে কথা বল্‌ব?

গৃহিণী। আঃ! ইনি যে সত্যবাদী! যদি সত্যই বলিলে, তবে বলিয়া দিলে না কেন যে, এখন কেব্‌লার চা'লের দরকার নাই। পাড়ার গরিবেরা খাইতে না পায় তাহাতে কেব্‌লার কি? তুমি আমিই বা তার জন্য পয়সা দিতে যাই কেন?

বাগীশ একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিলেন। তারপর কি হইল বলিতে পারা যায় না। হয়ত গৃহিণী 'জলসেক' করিয়া সে গরমটা শীতল করিয়া থাকিবেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বাগীশ মহাশয় কেবলরামের নিকট গিয়া বলিলেন "ভাই কেবল, কাল আসিস্, আজ একটু অসুবিধা হচ্ছে; কাল আসিস্, কাল দিব।"

কেবলরাম চলিয়া গেল। সেদিন কেবলরামের 'অতি অভাব'। কেবলরাম সেদিন শিরোমণি যাহা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ দিয়া সে দিনের সে অতি অভাব পূরণ করিল।

বাগীশ মহাশয় একটা ভুল করিয়া ছিলেন। তিনি কেবলরামকে বলিয়া দিয়াছিলেন "কাল আসিস্, আজ একটু অসুবিধা হচ্ছে।" বোধ হয় গৃহিণীর একান্তই অমত হইয়াছিল সুতরাং যাহাতে এই অসুবিধায় পুনরায় পড়িতে না হয় তজ্জন্যই হয়ত বাগীশ মনে করিয়া থাকিবেন যে,যাহা দিতে হয় গৃহিণীর অসাক্ষাতে দিতে হইবে। তজ্জন্যই বোধ হয় বলিয়া দিয়াছিলেন "কাল আসিস্।" কিন্তু বাগীশ মহাশয় এই 'কাল আসা'তেও একটা ভুল করিলেন। তিনি কেবলরামকে বলিয়া দেন নাই যে, "কাল আসিস্ কিন্তু গৃহিণীর সম্মুখে আসিস্ না।" এইরূপ ভুল হয়ত তাঁহার ভ্রমবশতই হইয়া থাকিবে কিম্বা চক্ষুলজ্জার ভয়েও বা কেবলরামকে তিনি এ কথা না বলিয়া থাকিবেন। কেবলরাম বাগীশ মহাশয়ের আজ্ঞানুসারে পরদিন আসিয়া,বাড়ীর ভিতর বাগীশ মহাশয়ের নিকটে গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেদিন সে সময়েও গৃহিণী বাগীশ মহাশয়ের নিকটে ছিলেন। তিনি কেবলরামকে দেখিয়াই বলিলেন "আবার আজ কেন?" কেবলরাম বলিল "ভট্‌চায্যি মশায় বলিয়া দিয়াছিলেন।" গৃহিণী শুনিয়া বলিলেন "বটে—!" বাগীশ মহাশয় তাড়াতাড়ি কেবলরামকে বলিলেন "কেবল, তুই গিয়া বৈঠকখানায় ব'স্, আমি যাচ্ছি।" কেবলরাম বৈঠকখানায় চলিয়া গেল। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাপার কি বল দেখি?"

বাগীশ। ব্যাপার আবার কি?

গৃহিণী। তুমি আজ আবার কেব্‌লাকে আসিতে বলিয়া দিয়া ছিলে কেন?

গৃহিণীর রাগ তখন সীমার বাহিরে। গৃহিণী রাগে গর্‌গর্‌

করিতে লাগিলেন। বাগীশের বাড়ীতে গৃহিণীর দুই তিনটি ভাই থাকিতেন; গৃহিণী তাঁহাদিগের একজনকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ্, তুই কেব্লাকে বলিয়া আয়, কেব্লা যেন যখন তখন আর বাড়ীর ভিতর না আসে।" ভাই, দিদির আদেশ পালন করিতে চলিলেন কিন্তু গৃহিণীর ভাইদের সাহসের পরিমানটুকু একটু কম ছিল। কেবলরাম যেরূপ প্রকাণ্ডদেহ ও মহাবলশালী, তাহাকে উগ্রভাবে কোন কথা বলিতে গৃহিণীর ভাইদের সাহস ছিল না। গৃহিণী ভাইকে যেরূপ কর্কশ বাক্যে বলিতে বলিয়াছিলেন, ভাই সেরূপ পারিল না। ভাই ধীরে ধীরে কেবলরামের নিকট গিয়া বলিলেন "দেখ কেবলরাম, দিদি বলিয়াদিয়াছেন যে, তুমি যেন যখন তখন বাড়ীর ভিতর না যাও।" শুনিয়া কেবলরামের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; বলিল "বটে!" গৃহিণীর ভাই রক্তচক্ষু দেখিয়াই যে পথে আসিয়া ছিলেন সেই পথে পুনরায় ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কেবলরাম আপন মনে বলিতে লাগিল "আমি তোমার বাড়ীর ভিতর যাইব না! এতদিন বাড়ীর ভিতর যাইতে কোন আপত্তি ছিল না; আজ আপত্তি হইয়াছে! ভাল, আর এই বাড়ীতে আসিব না; আর এই বাড়ীর দিকে মুখ ফিরাইব না।"

সেই দিন হইতে কেবলরাম বাগীশের বাড়ীতে আর গেলনা, বাগীশের নিকটে আর গেল না। পথে ঘাটে বাগীশের সহিত দেখা হইলে বাগীশকে আর কোন কথাও জিজ্ঞাসা করিল না। সেই হইতে কেবলরামের 'অতি অভাব'। শিরোমণি যাহা কিছু দিয়া গিয়াছিলেন, কেবলরাম তাহা দ্বারা সেই অতি অভাব দূর করিতে লাগিল; শিরোমণির 'কিছুর' সহিত কেবলরামের নিজের

'পরিশ্রম' যোগ করিয়া, অভাব পূরণ করিতে লাগিল। কিন্তু এই-রূপ অতি অভাবে শিরোমণি যাহা দিয়া গিয়াছিলেন তাহা মাস পার হইতে না হইতে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। কেবলরামের এখন ভাবনার কারণ হইল।

একদিন কেবলরাম "এত নিরুপায় হইলাম! কি উপায় করি!" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে বাগানে কুদাল চালাইতে ছিল। বাগীশের গৃহিণীর স্বভাব, গৃহিণীর নিকট বাগীশের জুজু হইয়া থাকিবার স্বভাব, গৃহিণীর ভয়ে বাগীশের আচরণ ইত্যাদি নানা কথা মনে পড়িয়া কেবলরামকে বাগীশের গৃহিণীর প্রতি জাতক্রোধ এবং বাগীশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। এমন সময় বাগীশ মহাশয় পুত্র কণককে সঙ্গে করিয়া সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ বাগীশের দিকে কেবলরামের দৃষ্টি পড়িল। কেবলরামের অঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। কেবলরাম মস্তক অবনত করিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্রহস্তে কুদাল চালাইতে লাগিল। কণক কেবলরামের মূর্ত্তি দেখিয়াই ভয়ে বাবার পার্শ্বে গেল এবং অন্তরালে থাকিয়া চলিতে লাগিল। বাগীশ মহাশয় নিকট দিয়া যাইবার সময় কেবলরামকে একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেবল, কায কচ্ছিস্?" কেবলরাম মাথা তুলিল না—একবার একটা দীর্ঘ "হুঁ" ভিন্ন অন্য কোন উত্তর দিল না। বাগীশ মহাশয় পূর্ব্ব হইতে জানিতেন যে, কেবলরাম তাঁহার আচরণে বড়ই বিরক্ত হইয়াছে। এখন তাহার এই রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া এবং ভয়ঙ্কর "হুঁ" শুনিয়া আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না। বাগীশ মহাশয় চলিয়া গেলে কেবলরাম একবার মাত্র মাথা তুলিয়া সেদিকে চাহিয়াছিল।

যাহা হউক কিয়দ্দূর গিয়া কণক বলিল "বাবা কেবলা বেটাকে দেখে আমার বড্ড ভয় হয়!" কথাটা কেবলরাম শুনিতে পাইল। কেবলরামের অন্তর একেই উত্তেজিত হইয়াছিল, কণকের কথা তাহাকে আরো উত্তেজিত করিল; কেবলরাম লাফ দিয়া বেড়াটা টপ্‌কাইয়া একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল "দাঁড়াও! দাঁড়াও!" কেবলরামের স্বর শুনিয়াই কণক আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বাগীশ মহাশয়ও আর একপদ অগ্রসর হইতে পারিতেছিলেননা। কেবলরাম ক্রোধে অস্থির হইয়া দৌড়িয়া নিকটে গিয়া কণককে বলিল "ভয় হয়? হয়ত হয়!" এই বলিয়া আবার ক্ষিপ্রপদ বিক্ষেপে বাগানের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। কেবলরামকে দৌড়য়া আসিতে দেখিয়া কণক ভয়ে মাটীতে বসিয়া পড়িয়াছিল; এখন তাহাকে পুনরায় বাগানে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বাবাকে বলিল "বাবা, বেটার মূর্ত্তিটা কি ভয়ঙ্কর!" শেষে কেবলরামের কথাগুলি মনে করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "বাবা, বেটা কিনা 'ভয় হয়? হয়ত হয়!' এই কথা কয়টা বলিবার জন্য এমন ভাবে এতদূর দৌড়িয়া আসিল!" বাগীশ মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কণককে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর দিকে চলিলেন। কেবলরাম ততক্ষণ বাগানে গিয়াছিল। কেবলরাম বাগানে গিয়া আপন মনে অস্পষ্ট স্বরে কি বলিতে বলিতে কুদাল চালাইতে লাগিল।

যত দিন শিরোমণির প্রদত্ত অর্থ কেবলরামের হস্তে ছিল, ততদিন কেবলরাম ন্যায়রত্ন মহাশয়কে কিছুই বলিল না, কিছুই জানাইল না। কেবলরাম নিজের পরিশ্রমে এবং এই যৎকিঞ্চিৎ

অর্থের সাহায্যে অতি কষ্টে একমাস, তারপর আরও পনর দিন কাটাইল। কেবলরাম অতিশয় তামাক খাইত। শিরোমণি মহাশয় কেবলরামের এই তামাক খাওয়ার মূল্য বুঝিতেন। তিনি নিজে তামাক,—তামাক কেন,—সর্ব্ববিধ মাদক বিদ্বেষীছিলেন কিন্তু কেবলরামের এই তামাক খাওয়াতে বাধা দিতেননা। তিনি বিদেশে যাইবার সময় কেবলরামের তামাক খাওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ অর্থ পৃথক করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়া ছিলেন "অন্যান্য খরচের ন্যায় কল্যাণেশ্বরের প্রদত্ত সাহায্য হইতে তোমার তামাকের খরচ করিও।" বাগীশ মহাশয়ের সাহায্য দূরের কথা, শিরোমণি মহাশয় কেবলরামকে তামাকের জন্য যাহা দিয়া গিয়াছিলেন কেবলরাম তাহাও তামাকে খরচ করিল না; তাহা দ্বারা তাহার সেই 'অতি অভাব' পূরণ করিতে লাগিল। কেবলরাম মনে [illegible] দিনের অভ্যাস, অতি গাঢ় অভ্যাস। দুদিন তামাক না খাওয়াতে কেবলরামের বড় কষ্ট হইতে লাগিল, দেহ যেন অবসাদগ্রস্ত হইয়া আসিতেছিল। কেবলরাম পয়সা দিয়া তামাক কিনিল না; যখন অতি কষ্ট হইতে লাগিল তখন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের বহির্বাটীতে যেখানে ভৃত্যেরা তামাক খাইত সেখানে গিয়া, এক একবার অতি কষ্টের সময় তামাক খাইয়া আসিতে লাগিল। এইরূপে কেবলরাম আরো কয়েকদিন কাটাইল কিন্তু অবশেষে ন্যায়রত্ন মহাশয়কে আর না জানাইয়া পারিল না।

একদিন অবসরকালে কেবলরাম ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট গিয়া বসিয়া, শিরোমণির গৃহত্যাগের সময় কেবলরামের প্রতি তাঁহার আদেশের কথা, বাগীশ মহাশয়ের নিকট তাহার

গমনের কথা, বাগীশ মহাশয়ের গৃহিণীর ও বাগীশ মহাশয়ের নিজের আচরণের কথা, গৃহিণীর ভাইয়ের কথা, তৎপর তাহার হস্তস্থিত শিরোমণি প্রদত্ত অর্থ নিঃশেষের কথা, সকল কথা সরল প্রাণে সরল কথায় খুলিয়া বলিল। ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথমত বিস্মিত হইয়াছিলেন। শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কেবলরামকে বলিলেন "কেবল! তোর কোন ভাবনার কারণ নাই। প্রত্যহ তুই আমার নিকট হইতে পয়সা লইয়া যাস্।" কেবলরাম প্রথম রিক্ত হস্ত হইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট হইতে দুই দিন পয়সা লইয়াছিল, তৃতীয় দিন আর পয়সা লইতে আসিল না। বেলা তৃতীয় প্রহর, সেদিন তখনও কেবলরামের দেখা নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় দু তিনবার ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেবল কোথারে, তোরা বলিতে পারিস্?" কেহই বলিতে পারিল না।

কেবলরাম প্রথমদিন পয়সা লইয়া অম্লানবদনে তাহা খরচ করিয়াছিল, দ্বিতীয় দিন তাহা পারিল না। দ্বিতীয়দিন পয়সা লইয়া যাইতে যাইতে ভাবিল "আমি ন্যায়রত্ন মশায়ের নিকট হইতে পয়সা নিতে আরম্ভ করিয়াছি! শিরোমণি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছেন বাগীশ পয়সা না দিলে আমি নিজে যাহা পারি তাহাই যেন করি। তবে আমি ন্যায়রত্ন মশায়ের নিকট হইতে পয়সা নিতেছি কেন? আমি নিজে কি কিছুই পারি না? ন্যায়রত্ন মশায়ের নিজের যে পয়সার কত দরকার! আমি আর ন্যায়রত্নের নিকট হইতে পয়সা নিব না; আমি নিজে যাহা পারি তাহা করি।" কেবলরাম দ্বিতীয়দিন যে পয়সা লইয়াছিল সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহাও সেদিনের মত খরচ করিল

কিন্তু স্থির করিল "নিজে যাহা পারি তাহা করিব, আর পয়সা নিব না।"

কেবলরাম নিজে কি করিতে পারিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। সে দ্বিতীয় দিন রাত্রে সত্যবতী দেবীর রান্না ঘরের দাওয়ায় বসিয়া খাইয়া আসিয়া, শিরোমণির শূন্যবাড়ীতে একা শুইয়া ভাবিতে লাগিল "আমি নিজে কি কিছুই পারি না?" অনেক ভাবনা চিন্তার পর এক উপায় স্থির করিল।

কেবলরামের পরিশ্রমে শিরোমণির সব্‌জী বাগানে ফলমূল ও তরকারীর অভাব ছিল না। কেবলরাম দুবেলা সত্যবতী দেবীর পাক্‌শালাতে যথাকালে তাহা যোগাইত; পাড়ার যাহাদিগকে দৈনিক যোগাইতে হইত তাহাদিগকে অভাবমত যোগাইত কিন্তু তবু অনেক পটল, অনেক বেগুন, অনেক আলু ব্যবহারে না লাগিয়া পাকিয়া থাকিত ও পচিয়া যাইত। কেবলরাম মনে করিল "এই গুলিকে পাকিতে না দিয়া—পচিতে না দিয়া. বিক্রয় করিলে হয় না? বিক্রয় করিতে কি বাধা আছে?" কেবলরাম অনেক ভাবিয়া দেখিল কোন বাধা নাই। কেবলরাম ভাবিয়া স্থির করিল "এই গুলি আমি বিক্রয় করিব;—বাগানে বেশীরভাগ যাহা জন্মে তাহা আমি বিক্রয় করিব।" কেবলরাম অনেক ভাবনার পর এইরূপ স্থির করিল।

অনেকক্ষণ পরে আর এক কথা কেবলরামের মনে পড়িল। বিক্রয় করিবে স্থির কিন্তু বিক্রয় করিবে কোথায়? নবদ্বীপের হাটে কেবলরাম কিছুতেই তাহা পারিবে না। কেবলরাম শিরোমণির ভৃত্য;—শিরোমণির বাগানের ফল মূল, শিরোমণির

ভৃত্য হাটে বিক্রয় করিতেছে, এ নিন্দা,—শিরোমণির এ নিন্দার কথা কেবলরাম কিছুতেই হইতে দিবে না। কেবলরাম শুইয়া শুইয়া অনেক ভাবিল। নবদ্বীপের চতুষ্পার্শ্বে, নিকটে যে সকল হাট আছে তাহাতেও বিক্রয় করিবার উপায় নাই। কেবলরাম শিরোমণির ভৃত্য, নবদ্বীপের চারিদিকে তাহাকে প্রায় সকলেই জানে। কেবলরাম ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইয়া উঠিল। সে আর শুইয়া থাকিতে পারিল না, উঠিয়া বাগানে গিয়া, ঝুড়ি ঝুড়ি বেগুন, পটল, আলু, থোড়, মোচা সংগ্রহ করিল; দুই প্রহর রাত্রে তাহা একটা প্রকাণ্ড ঝাঁকায় করিয়া মাথায় তুলিয়া, রাত্রির অন্ধকারে নবদ্বীপ ছাড়িয়া, প্রভাতে অতি দূরে, একটা হাটে গিয়া উপস্থিত হইল। ক্রয় বিক্রয় কেবলরামের ব্যবসায় নহে। কেবলরাম হাটে গিয়া কি করিল, কেবলরামই জানে। যাহা হউক, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সে একবস্তা চাউল মাথায় করিয়া বাড়ীতে উপস্থিত হইল। যাহারা "কেবলকাকা, কেবলদাদা, কেবলমামা কোথা গেল" বলিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদিগকে চা'ল, দাল আদি বিলাইয়া একটু সুস্থির হইল। একটু সুস্থির হইয়া শিরোমণির পুষ্করিণীতে স্নান করিল। কেবলরামের গঙ্গাস্নানের দিকে তত আগ্রহ ছিল না। সে শিরোমণির পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া ন্যায়রত্নের বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে তাহার মনে বড়ই আনন্দ হইল। শিরোমণি যাইবার কালে বলিয়া গিয়াছিলেন "কেবল, তুই নিজে যাহা পারিস তাহাই করিস্।" কেবলরাম নিজে যাহা পারে, আজ তাহা কিছু করিতে পারায় তাহার আত্মা আজ বড়ই তৃপ্ত। কেবলরাম হাসিতে হাসিতে ন্যায়

রত্নের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। ন্যায়রত্ন মহাশয় "এতবেলা কেবলরাম এল না, গেল কোথায় ?" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে অস্থির ভাবে টোলগৃহে বসিয়া ছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে নস্য গ্রহণ করিতে ছিলেন। বেলা প্রায় তৃতীয়প্রহরের সময় কেবলরাম হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই ন্যায়রত্ন মহাশয় উঠিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে কেবল! তুই এত বেলা ছিলি কোথায় ?"

কেবলরাম। আমি এক জায়গায় গিয়েছিলুম।

ন্যায়রত্ন। না বলিয়া গেলি ;—আমি তোর জন্য ভাবিয়া অস্থির!

কেবলরাম। বলিয়া যাইতে পারি নাই, এখন হইতে রোজ বলিয়া যাইব।—রোজ আর বলিব কি ?—রোজ আমার বাড়ী আসিতে এতবেলা হইবে।

ন্যায়রত্ন। কেন ? কি হয়েছে ? তুই গিয়াছিলি কোথায় ? রোজই বা যাবি কোথায় ?

কেবলরাম। কোথা গিয়েছিলুম, আর রোজ কোথা যাব, এখন বল্‌ব না। ভট্‌চাযী মশায়! এখন বড় ক্ষিধে পেয়েছে! এক সময় তোমাকে বল্‌ব।

ন্যায়রত্ন। চল্, বাড়ীর ভিতর চল্। ক্ষিধে পাবে না ? তুই এত পরিশ্রম করিস্, এতবেলা না খাইলে ক্ষিধে পাবে না ?

কেবলরাম। ভট্‌চাযী মশায়, এতক্ষণ আমার ক্ষিধে ছিলনা। এখন বড় ক্ষিধে বোধ হচ্ছে।

ন্যায়রত্ন। হাঁরে কেবল! তুই আজ পয়সা নিলি না ?

কেবলরাম। না,—নিলুম না। আজ বড় দরকার হয় নাই, যখন দরকার হবে তখন নেব।

ন্যায়রত্ন। তবে চল্, বাড়ীর ভিতর চল্; সত্যবতী হয়ত তোকে এতবেলা দেখিতে না পাইয়া চিন্তিতা হইয়া থাকিবে।

কেবলরাম ন্যায়রত্নের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর ভিতর গেল।

এইরূপে এবং অন্য অনেকরূপে কেবলরাম নিজে যাহা পারে তাহা করিয়া তিনমাস চালাইয়া আসিয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে কেবলরামকে সাহায্য করিতেন কিন্তু কেবলরাম নিজে ইচ্ছা করিয়া আর সাহায্য চাহিত না। সে কি করিতেছে, ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা জানিতেন না। কেবলরাম আপন মনে, আপন আনন্দে তাহার দিন কাটাইতে-লাগিল। যদি কোনদিন অতি পরিশ্রম বোধ হইত, অতি তৃষ্ণা পাইত, দেহ্ অতি ক্লান্ত হইত, তখন মাঝে মাঝে একটি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিত "শিরোমণি! তুমি কবে আসিবে?" আবার যখন বাগীশের গৃহিণীর কথা মনে হইত, তখন সকল ভুলিয়া, কেবলরাম অবিরাম পরিশ্রম করিতে থাকিত। মনের কষ্ট, মনের জ্বালা, মনের রাগ, মনের চিন্তা, মনের সকলরকম উপদ্রব দূর করিবার উপায় এক পরিশ্রম; কেবলরাম মনে করিত—উপায় এক পরিশ্রম। সে মনের কষ্টের সময়, জ্বালার সময় অবিরত পরিশ্রম করিয়া তাহা ভুলিয়া থাকিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

সময় একরূপ যায় না—দুঃখের সময়ও না, সুখের সময়ও না। দেখিতে পাওয়া যায়—দুঃখের সময়েরও অবসান হয়, সুখের সময়ও স্থায়ী হইয়া থাকে না। কেহ কেহ বলে দুঃখটা জীবনের পরীক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখ চায় কে? এমন পরীক্ষায় পড়িতে সাধ করে কে? সকলেই চায় সুখ, সকলেই চায় সুখের স্থায়িত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সকলের ভাগ্যে ইচ্ছানুরূপ সুখ মিলে না, আর সুখীর সুখও স্থায়ী হইয়া থাকে না। সুখ ফুরাইয়া যাইতেছে, দুঃখ আসিতেছে; জ্যোৎস্না ফুরাইয়া যাইতেছে, অন্ধকার আসিতেছে। প্রকৃতির নিয়ম এই। ইহা দেখিয়া মনে হয়, ভগবানের ইচ্ছাও এই। এনিয়ম না থাকিলে বোধ হয় লোকে জ্যোৎস্নাকে জ্যোৎস্না জ্ঞান করিত না; সুখ যে কি, তাহা বুঝিতে পারিত না।

দুঃখ কেহ চায় না বটে, পরীক্ষা কেহ সাধ করে না বটে কিন্তু যখন দুঃখ আসিয়া পড়ে, বিশ্বনিয়ন্তার অপক্ষপাৎ নিয়মে একবার পরীক্ষা দিতেই হয়, তখন যাহারা অধীর হয় না, তখন যাহারা ধীরভাবে, অম্লানবদনে সে পরীক্ষা শিরোধার্য্য করে, তাহাদের দুঃখেও একরূপ সুখ আছে।

সত্যবতী দেবীর আজন্ম সুখের পর আজ হঠাৎ অজ্ঞাতে দুঃখ,—লোকে যে দুঃখকে অসহ্য বলে,—সেই অসহ্য দুঃখ আসিল। সত্যবতী দেবী এই অসহ্য দুঃখকে, এই বিষম পরীক্ষাকে শিরোধার্য্য করিলেন। তাঁহার দুঃখে সুখ মিলিল কিনা কিরূপে বলিব?

সত্যবতী দেবীর এতকাল নির্ম্মল সুখে গিয়াছে। তাঁহার সুখে এতকাল আবিলতা ছিল না; সুখে দুঃখের সংযোগ ছিল না।

শৈশব স্নেহময়ী মাতার অঙ্কে, বাল্য পিতার পবিত্র স্নেহে, কৈশোর,—বাল্য যৌবনের মধ্যভাগ, স্বামীর স্নেহে, স্বামীর ভালবাসায়, এবং যৌবন স্বামীর সোহাগে কাটিয়াছে। এখন যাইতেছে প্রৌঢ়। প্রৌঢ় যাইতেছে স্বামীর সহকারিত্বে;—যে সহকারিত্বে অনন্ত—অপরিমেয়—অনির্ব্বচনীয় সুখ; যে সুখের অন্ত নাই, পরিমান নাই,—যে সুখ বচনে প্রকাশ করা যায় না। সত্যবতী দেবী শৈশব হইতে প্রৌঢ় পর্য্যন্ত এইরূপ নির্ম্মল সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

একদিন সত্যবতী দেবী ন্যায়রত্নের পার্শ্বে বসিয়া বলিয়াছিলেন "দেখ, আমার অতীত কাল কি সুখেই গিয়াছে! আমার এই কালও কি সুখেই যাইতেছে! আমার মনে হয়, ঠাকুর আমার বাকী সময়টাও এরূপ সুখেই কাটাইবেন।

ন্যায়রত্ন। কিরূপ সুখে তোমার কাল গিয়াছে? কিরূপ সুখে যাইতেছে? কিরূপ সুখে যাইবে বলিয়া মনে কর?

সত্যবতী। আমি বলিতে পারিতেছি না, তুমি বল।

সত্যবতী দেবী স্বামীর স্কন্ধে মাথাটি হেলাইয়া স্থাপন করিলেন।

ন্যায়রত্ন। তুমি ঢলিয়া পড়িতেছ? তোমার সুখ তুমি প্রকাশ করিতে পারিতেছ না?

সত্যবতী দেবীর দুটি গণ্ডস্থল বহিয়া সুখ স্রোত বহিতে লাগিল। মুখে বাক্য নাই।

ন্যায়রত্ন। সত্যবতি! যদি তোমার এ সুখের অবসান হয়?

সত্যবতী দেবী চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চোকের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন—"যদি আমার এই সুখের অবসান হয়! আমার এই সুখের অবসান আছে?"

ন্যায়রত্ন। সত্যবতি! চমকিয়া উঠিলে কেন? সকলেরই কি চির সুখে দিন যায়?

সত্যবতী। চির সুখে দিন যায় না?

ন্যায়রত্ন। না।

সত্যবতী। আমার যাইবে।

ন্যায়রত্ন। কিরূপে যাইবে, আমাকে বুঝাইয়া বল।

সত্যবতী। আমার সুখের অবসান কিসে হইবে, আগে তুমি তাহা আমাকে বুঝাইয়া বল।

ন্যায়রত্ন। তোমার শৈশব যে সুখে গিয়াছে তাহা আমি জানি। তোমার বাল্য যে সুখে গিয়াছে তাহা আমি জানি। তোমার কৈশোর-যৌবন যে সুখে গিয়াছে তাহা আমাকে বুঝাইতে হইবে না। এখন তোমার প্রৌঢ় যে সুখে যাইতেছে আমিও তাহার অংশী। তুমি ভাবিতেছ, তোমার এ সুখের ব্যত্যয় হইবে না। আমি কিন্তু তাহা মনে করি না। বিশ্বশক্তির বিচিত্র বিধানে এসুখেরও অবসান হইতে পারে।

সত্যবতী। কিরূপে হইতে পারে, আমাকে বুঝাইয়া বল।

ন্যায়রত্ন। তোমার বর্ত্তমান সুখের উপাদান কি? তোমার শরতের ত্রয়োদশীর চন্দ্র—পুত্র; তোমার শরতের ত্রয়োদশীর জ্যোৎস্নাময়ীরজনী—পুত্রবধু; তোমার স্ফুটন্মুখ কুমুদমুকুল—তোমার গর্ভজাতা, তোমার পালিতা কন্যা; তোমার ভবিষ্যৎ কল্পনার কুমুদবন্ধু; আর তোমার এই অনন্ত দেব। এই

যাহাকে তুমি অনন্তদেব বল, তাহার কি অন্ত হইতে পারে না? এ দেহ যে নশ্বর! নশ্বরকে তুমি অনন্ত ভাবিতেছ, এই স্থলেই তোমার ভুল হইতেছে। তজ্জন্যই তোমার সুখের যে অবসান হইতে পারে, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। কিন্তু সকল সুখেরই অবসান হইতে পারে। নশ্বর জগতে অবসান বিচিত্র নহে। এই সকল ভাবিয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকা উচিত; নতুবা অকস্মাৎ সুখের অবসান হইলে, অলক্ষিতে দুঃখ আসিয়া পড়িলে, ধৃতি হারাইতে হয়।

সত্যবতী দেবীর মুখে বাক্য নাই।

ন্যায়রত্ন বলিলেন—"তুমি কথা কহিতেছ না যে?"

সত্যবতী। কি বলিব?

ন্যায়রত্ন। তোমার অনন্তের কি অন্ত নাই?

সত্যবতী। না।

ন্যায়রত্ন। তোমার অনন্ত যে নশ্বর!

সত্যবত। কখনই নহে।

ন্যায়রত্ন। তুমি পাগল! তোমার মতিভ্রম ঘটিয়াছে। মনুষ্য দেহ নশ্বর নয়, নশ্বর কি?

সত্যবতী। তুমি বুঝিতে পারিতেছ না।

ন্যায়রত্ন। আমি বুঝিতে পারিতেছিনা, আর তুমি বুঝিতে পারিলে? তুমি নশ্বরকে অনন্তভাব, তুমি বুঝিতে পারিলে?

সত্যবতী। আমি তাহা ভাবিনা।

ন্যায়রত্ন। তবে তুমি কি ভাব?

সত্যবতী। আমি নশ্বরকে অনন্ত ভাবিনা। আমি অনন্তকে অনন্ত ভাবি।

ন্যায়রত্ন। সে কিরূপ?

সত্যবতী। আমার অনন্ত,—অনন্ত। যাহার অন্ত আছে আমি তাহাকে অনন্ত ভাবিনা। অন্তই যদি থাকিবে, তবে অনন্ত ভাবিব কেন? আমার অনন্ত—অনন্ত, নিত্যকাল স্থায়ী; আমার সুখ অনন্ত—নিত্যকাল স্থায়ী।

ন্যায়রত্ন। তুমি কি বল, বুঝিতে পারিলাম না।

সত্যবতী। বুঝিতে পারিবে না। ন্যায়শাস্ত্রে এই "কি বলার" ব্যাখ্যা নাই।

ন্যায়রত্ন হাসিয়া সত্যবতী দেবীর মুখখানি টানিয়া আনিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। সত্যবতী দেবী স্বামীবক্ষে মস্তকটি রাখিয়া, চোক দুটি ধীরে ধীরে মুদিয়া ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার চোক দুটি আপনা হইতে মুদিয়া আসিতে লাগিল।

সে দিন এই পর্য্যন্ত। সে দিন আর বিশেষ কোন কথোপ-কথন কিম্বা তর্কবিতর্ক হইল না। সত্যবতীদেবী সেদিন হইতে স্বামীর কথায় পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন কি? প্রস্তুত আবার কি? স্বামী যাহাকে প্রস্তুত বলিলেন, সে প্রস্তুতের জন্য সত্যবতী দেবীর আশঙ্কা হইবে কেন? এ অকুশল কামনা হৃদয়ে স্থান পাইবে কেন? এমন প্রস্তুতের যদিই বা প্রয়োজন হয়, তবে, তাহা কি আর একদিনে হওয়া যায়? এরূপ প্রস্তুত হওয়াটা অনেক সময় সাধ্য; একদিনের এক কথায় তাহা হয় না। এরূপ প্রস্তুত হইতে হইলে অনেক দিন হইতে আয়োজন করিতে হয়। সত্যবতীদেবীর মাতৃস্তন্যে, তাঁহার পিতৃস্নেহে, তাঁহার স্বামীসোহাগে, স্বামীর উপদেশে, তাঁহার আত্মায়, প্রস্তুতের উপাদান কতছিল কে বলিবে? সত্যবতী দেবীর প্রস্তুতের জন্য সেদিন, সে সময়

কোন ভাবনা হইল না। সত্যবতী দেবী সেদিন স্বামীর বক্ষে মস্তকটি রাখিয়া, অনেকক্ষণ সেই অনন্তের স্পর্শে, অনন্ত সুখ অনুভব করিলেন।

আর একদিন ন্যায়রত্ন মহাশয় ন্যায় পড়াইতে পড়াইতে কি মনে করিয়া উঠিয়া আসিলেন। উঠিয়া আসিয়া একেবারে সত্যবতী দেবীর নিকট গেলেন। সত্যবতী দেবী তখন সুরুচী ও বিজয়াকে কি বলিতেছিলেন ;—বোধ হয় কি বুঝাইতেছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সত্যবতীদেবীর নিকটে গেলে, মেয়ে দুটি উঠিয়া বাবার নিকট গিয়া, বাবার দিকে চাহিয়া রহিল ;—সুরুচী বাবার মুখের দিকে, বিজয়া বাবার পায়ের দিকে চাহিয়া রহিল। ন্যায়রত্ন প্রথমতঃ বিজয়ার নিকটে গিয়া,তাহার অবনত মুখটি তুলিয়া একটি চুম খাইলেন ; বিজয়াটি,—লজ্জাটি—লজ্জাবতী লতাটি মিলাইয়া গেল। ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিতে হাসিতে লতাটিকে সত্যবতী দেবীর কোলে অর্পণ করিলেন। তারপর ন্যায়রত্ন সুরুচীর নিকট গেলেন। ন্যায়রত্ন ধরিতে না ধরিতে মুখখানি ন্যায়রত্নের মুখের কাছে গিয়া উঠিল ; ন্যায়রত্ন একটি চুম খাইলেন ; সুরুচীটি,—হাসিটি,—স্বর্ণলতাটি,—বাবার কণ্ঠ বাহুলতাতে জড়াইয়া ধরিল। সত্যবতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "এমন সময় কেন ?"

ন্যায়রত্ন। একটা কথা মনে পড়িল। তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

সুরুচী বাবার কোল হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া পড়িল। বিজয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সুরুচী, বিজয়ার হাত ধরিয়া বলিল "চল্ বিজয়া, ফুল তুলি গিয়ে ; বেলা নাই, মালা গাঁথ্‌বে কখন ?" বিজয়া কোন কথা বলিল না, মায়ের কোল

হইতে উঠিয়া সুরুচীর সহিত চলিল। সুরুচীফুল, বিজয়াফুল, দুইকুলে ফুল তুলিতে চলিয়া গেল।

সত্যবতী। কি কথা বলিবে?

ন্যায়রত্ন। দেখ সত্যবতি, একটা কথা আমরা মোটেই ভাবিতেছি না।

সত্যবতী। কি কথা?

ন্যায়রত্ন। দেখ, কন্যাদুটির বয়স হইতেছে; আমরা বিবাহের কথা মোটেই ভাবিতেছিনা। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের কন্যা বয়স্কা হইতে নাই।

সত্যবতী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের কন্যা! তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহিণী নই কি? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অংশ একটু আমাতেও আছে।

ন্যায়রত্ন। তা-বেশ! আমি কি আর তাহা অস্বীকার করি! কিন্তু এমন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে।

সত্যবতী। আমি নিশ্চিন্ত নহি,—আমার চিন্তা আছে। তোমার অন্তরে তোমার ন্যায়ের তাড়নায় এপর্য্যন্ত এচিন্তা স্থান না পাইতে পারে কিন্তু আমার অন্তরটা সুধু এই সকল চিন্তারই জন্য। আমি অনেকদিন চিন্তা করিয়া আসিতেছি। অনেক চিন্তার পর আমি এখন একরূপ নিশ্চিন্ত বলিলে হয়। আমি এই স্থির করিয়াছি।

ন্যায়রত্ন। কি বল দেখি!

সত্যবতী দেবী যাহা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা স্বামীকে খুলিয়া বলিলেন। স্বামী শুনিয়া হাসিলেন। স্বামীর তখন অতি আনন্দ। অতি আনন্দে তিনি

আত্মহারা হইয়া বলিলেন—"শুভস্য শীঘ্রম্। শুভ যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।" সত্যবতী দেবী ধীর চিত্তে, ধীরভাবে, ধীরবচনে সত্বরতায় যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা বুঝাইয়া বলিলেন। ন্যায়-রত্ন আনন্দে আত্মাহারা ছিলেন, আনন্দের সময় তিনি সকল দিক্ দেখিতে পাইতেন না। সত্যবতী দেবী প্রতিবন্ধকটা বুঝাইয়া বলিলে, ন্যায়রত্ন বলিলেন—"তা বটে! এখন কি করা যায়? বয়স যে বৃদ্ধি পাইতেছে!

সত্যবতী। বয়স বৃদ্ধির জন্য এত ভাবনা কেন? তোমরাই না বল বয়সের চিন্তা বর্ত্তমান সময়ে লোকাচারে জন্মিয়াছে। মহাভারতের কালে তাহা ছিলনা। বয়স বৃদ্ধি, শাস্ত্রেরও প্রতি-বন্ধক নহে। যত দিন না সুপাত্র পাওয়া যায়, ততদিন বয়সের ভাবনা করিতে নাই। যদি বয়স বৃদ্ধি শাস্ত্রের প্রতিবন্ধক হয়, তবে চল আমরা মনে মনে সমর্পণ করি। এখন প্রকাশ্যে এত তাড়াতাড়ি করিলে,আমার ফুলহুটি সম্যক্ ফুটিতে পাইবেনা,সম্যক্ সৌরভ বিস্তার করিবে না, তার পর একটি—

ন্যায়রত্ন। ঠিক! একটি যে এখন দেশে নাই! তবে এখন তোমার যাহা অভিমত তাহাই কর। তোমার রুচীর বিরুদ্ধে, তোমার অভিমতের বিরুদ্ধে আমার শাস্ত্র নাই, লোকাচার নাই, ভাবনার কোন কারণ নাই।

সত্যবতী দেবী ধীরে ধীরে স্বামীর অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন।

আজ অনন্ত চতুর্দ্দশী—চান্দ্র ভাদ্রে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন যে চতুর্দ্দশী হয় সেই চতুর্দ্দশী। সত্যবতী দেবী আজ অনন্ত চতু-র্দ্দশীর ব্রত করিতেছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সত্যবতি! আমি আজ তোমার সহিত অনন্ত চতুর্দ্দশীর

উপবাস করিব।” সত্যবতী দেবী শুনিয়া একটু হাসিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় মাঝে মাঝে সত্যবতী দেবীর সহিত চতুর্দ্দশ্যাদি তিথিতে উপবাস করিতেন।

সন্ধ্যার সময় আরতি হইয়া গেল। আরতির পর ন্যায়রত্ন মহাশয় ঠাকুর ঘরে বসিয়া সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিলেন। সত্যবতী দেবী তখন একটি চৌকীতে একখানা আসনে শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের অমর কীর্ত্তি—একখানি মহাভারত রাখিয়া, পার্শ্বে এক খানা কমলাসন স্থাপন করিতে ছিলেন। এমন সময় ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু বিরস বদনে গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন “সত্য-বতি, আজ আমি মহাভারত পাঠ করিতে পারিব না; আমার একটু অসুখ বোধ হইতেছে।” “অসুখ? সেকি! অসুখ? কি অসুখ বল দেখি!” বলিতে বলিতে সত্যবতী দেবী আসন রাখিয়া, ত্রস্তভাবে স্বামীর নিকট গেলেন। ন্যায়রত্ন বলিলেন “না, বিশেষ কিছু নয়। আমার মাথাটা যেন কেমন করিতেছে।” সত্যবতী দেবী কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া পালঙ্কে বিছানা পাতিয়া দিতে যাইতেছিলেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিলেন “মেজেতে দেও।” সত্যবতী দেবী মেজেতে বিছানা করিয়া স্বামীকে ধরিয়া শোয়াইলেন এবং তিনি নিজে নিকটে বসিয়া ললাট প্রান্তে পেষিত চন্দন প্রলেপ দিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে সত্যবতী দেবী একবার জিজ্ঞাসা করিলেন “বড় অসুখ বোধ হইতেছে?” ন্যায়রত্ন মহাশয় নীরব রহিলেন; কয়েক মুহূর্ত্ত পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন “তোমাকে একটা কথা বলিব।”

সত্যবতী। বল।

ন্যায়রত্ন। সত্যবতী, তু-মি—প্র—

সত্যবতী। কি বলিতেছ ?

ন্যায়রত্ন। তুমি প্রস্তুত হইয়াছ ?

সত্যবতী। কি বলিতেছ ? তোমার শরীর কেমন করিতেছে ? শীঘ্র বল ;—আমার দেহ কাঁপিতেছে—শীঘ্র বল।

ন্যায়রত্ন। সত্যবতি, প্রস্তুত হও। তোমার অনন্তের বুঝি আজ—অন্ত হয়।

সত্যবতী দেবী কোন উত্তর না দিয়া, অন্য কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে গেলেন। বাহিরে গিয়া একবার তারককে ডাকিলেন, একবার স্মৃতিধরকে ডাকিলেন। তারক-স্মৃতিধর মায়ের কাতর স্বর শুনিয়াই মায়ের নিকট উপস্থিত হইল। মা তখন বলিলেন "বাপ্! তোরা একবার কবিরাজকে সত্বর ডাকিয়া আন।" তিনি কথাগুলি বলিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন ; এবং স্বামীর নিকটে গিয়া পুনরায় তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন। ন্যায়রত্ন বলিলেন "সত্যবতি, এত চঞ্চলা হইতেছ কেন ? একটু স্থির হইয়া আমি যাহা বলিতেছি শোন !"

সত্যবতী। না, আমি এখন কোন কথা শুনিব না। তুমি একটু নীরব হইয়া শোও ; আমি বাতাস করি।

ন্যায়রত্ন। নীরব হইয়া শুইব ? নীরবতা যদি আর না ভাঙ্গে ? তাহা হইলে যে আমার বলা হইবে না, তুমি যে আর শুনিতে পাইবেনা।

সত্যবতী দেবী আর তখন বসিয়া নাই ! তিনি স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়াছিলেন ; তাঁহার অবশ দেহখানি তখন স্বামীর পদপ্রান্তে, ধরায় ঢলিয়া পড়িয়াছিল। তারক স্মৃতিধর "মা, কি হয়েছে—কি হয়েছে" বলিতে বলিতে মায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে-

ছিল; তাহারা গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহাদের "কি হয়েছে" প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য মায়ের মুখে আর বাক্য নাই। ন্যায়রত্ন মহাশয় তারক স্মৃতিধরকে দেখিয়া জড়িতস্বরে বলিলেন "বাপ্, শী-ঘ্র তো-ম-রা উহার শু-শ্রূ-ষা কর। কি হ-য়ে-ছে—পরে শু-নি-বে।" স্মৃতিধর তাড়াতাড়ি জল আনিয়া মায়ের চোকে মুখে দিতে লাগিল। তারক দুবার "মা মা" বলিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না, কিছু করিতে পারিল না, সংজ্ঞাহীন প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়, যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। স্মৃতিধর দুবার "তারক! ও তারক!" বলিয়া, শেষে সুরুচী-বিজয়াকে ডাকিল। তাহার কাতর স্বর শুনিয়া সুরুচী, বিজয়া, যোগমায়া, শান্তা দৌড়িয়া আসিল। কেবলরামও স্মৃতিধরের সে কাতর স্বর শুনিতে পাইয়া দ্রুত পদবিক্ষেপে ন্যায়-রত্নের শয়ন কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হইল। কেবলরামকে দেখিয়া স্মৃতিধর বলিল "কবিরাজকে—" আর বলিতে হইল না। ব্যাপার কি কেবলরাম তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না কিন্তু কোন গুরুতর বিপদ উপস্থিত, কেবলরাম তাহা অনুমান করিল। কেবলরাম দাঁড়াইল না, কোন কথা কহিল না; কবিরাজকে আনিতে দৌড়িয়া চলিল। শান্তা গৃহে প্রবেশ করিয়া কর্ত্তাকে কাতরভাবে শায়িত, সত্যবতী দেবীকে কর্ত্তার পদ-প্রান্তে ধরা বিলুণ্ঠিতা, পার্শ্বে তারককে প্রস্তরমূর্ত্তিপ্রায় দণ্ডায়মান, এবং স্মৃতিধরকে ব্যতিব্যস্ত দেখিয়া, অবশ অঙ্গে বসিয়া পড়িল। সুরুচী মাকে ধরাশায়িতা দেখিয়া মায়ের নিকটে গিয়া "মা—মা" বলিয়া ডাকিল কিন্তু কোনও উত্তর পাইল না। সুরুচী মায়ের অঙ্গে পড়িয়া 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিজয়া 'মা'

বলিয়া মায়ের পায়ের নিকট গিয়া বসিয়াছিল,—বিজয়ার মাথাটি ক্রমে মায়ের অঙ্গে পড়িয়া গেল। যোগমায়া, সুরুচী ও বিজয়াকে ধরিয়া সরাইয়া দিল এবং পার্শ্বে বসিয়া মায়ের মস্তক খানি অঙ্কে তুলিয়া লইল। স্মৃতিধর জল আনিয়াছিল ; যোগমায়া ধীরে ধীরে সেই শীতল জলে, তাহার শীতল হাতখানি দিয়া, মায়ের মুখ এবং চোক দুটি ধুইল ; একবার ডাকিল—"মা!" কোনও উত্তর হইল না। যোগমায়া আবার ডাকিল—"মা!" তখন উত্তর হইল—"মা,—তোরা এসেছিস্?" যোগমায়া বলিল—"মা, আমরা এসেছি।"

সত্যবতী। কবিরাজ এসেছেন?

স্মৃতিধর। মা! কবিরাজের জন্য কেবলরাম গিয়াছে।

সত্যবতী। এখনও কবিরাজ আসেন নাই?

স্মৃতিধর। এখনই আসিবেন। আপনি একটু উঠিয়া বসুন। কি হইয়াছে, আমরা যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সত্যবতী। বুঝিতে পারিতেছ না?

স্মৃতিধর। না। আপনি এত অধীরা হইলে আমরা যে স্থির থাকিতে পারি না।

সত্যবতী। আমি অধীরা হইয়াছি?

সত্যবতী দেবী আর কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। যোগমায়া মায়ের অঙ্গ অঞ্চল দিয়া মুছিয়া দিতে ছিল। তিনি নয়ন দুটি মুছিতে মুছিতে উঠিয়া গিয়া পুনরায় স্বামীর পার্শ্বে বসিলেন। ইত্যবসরে কবিরাজও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কবিরাজ প্রাচীন,—ন্যায়রত্নের অনেকদিনের বন্ধু। তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীপতি, কি হইয়াছে?" ন্যায়রত্ন

মহাশয় কোন উত্তর না দিয়া, দক্ষিণ হস্ত খানা উত্তোলন করিয়া ধরিলেন। কবিরাজ মহাশয় ন্যায়রত্নের হস্ত ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন ; সত্যবতী দেবী একটু সরিয়া বসিলেন। কবিরাজ মহাশয় বিচক্ষণ, তিনি অনেকক্ষণ হস্ত ধারণ করিয়া, নিদানের অনেকগুলি শ্লোক মনে মনে আবৃত্তি করিলেন ; রোগের লক্ষণ নিদানে পাওয়া গেল না। অবশেষে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন "বিশেষ কিছু নয়! আমি এই বড়ীটি দিতেছি, এই এই অনুপান দিয়া খাওয়াও, সারিয়া যাইবে।" বহির্বাটীতেও ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অসুস্থতার সংবাদ গিয়াছিল। ছাত্র দলের সকলে তখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিল। কবিরাজ মহাশয়ের আদিষ্ট অনুপান সংগ্রহের জন্য ছাত্রদলের সকলে চারিদিকে ছুটিল। কবিরাজ মহাশয় অনেক অনুপানের নাম করিয়াছিলেন,—অনুপান সংগ্রহ করিতে একটু সময় লাগিল। সত্যবতী দেবী ততক্ষণ পুনরায় স্বামীর শয্যা পার্শ্বে গিয়া, স্বামী-দেহ আগুলিয়া বসিয়াছিলেন। অনুপান সংগৃহিত হইলে ঔষধ সেবন করান হইল। ঔষধ সেবনান্তর ন্যায়রত্ন মহাশয় একটু নিদ্রিতের মত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় অনেক উপদেশ, অনেক সাহস দিয়া, শেষে "কোন ভয় নাই" বলিয়া উঠিয়া বাড়ীতে গেলেন।

অনন্ত চতুর্দ্দশীর রজনী। চতুর্দ্দশীর চন্দ্র আকাশের প্রায় সমস্ত পথ ভ্রমণ করিয়া বিশ্রাম স্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। ছেলে মেয়ে গুলি কর্ত্তার ঘরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্মৃতিধর ঘুমাইয়া-ছিল কিন্তু তাহা 'জাগ্রত ঘুম'। তারক ঘুমায় নাই,—দেওয়ালের গায়ে ঠেস্ দিয়া বসিয়া, জাগিয়াছিল কিন্তু তাহা 'ঘুমন্ত জাগরণ'।

সুরুচা-বিজয়া বাস্তবিকই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল ;—অত্যধিক অশ্রু বর্ষণে লতাছুটি ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িয়াছিল। যোগমায়া এক স্থানে বসিয়া নিদ্রাবেশে ঢলিয়া পড়িতেছিল, শান্তা গিয়া যোগমায়ার মাথাটি কোলে রাখিয়া, বসিয়া ঘুমাইতেছিল। কেবলরাম দাওয়াতে বসিয়া একবার তামাক খাইতেছিল, একবার শুইতে ছিল, একবার পার্শ্বস্থ ভূমিশায়িত বালকগণের অঙ্গে বাতাস করিতেছিল। ন্যায়রত্নের প্রিয়শিষ্যেরা ন্যায়রত্নকে অসুস্থ দেখিয়া শয্যায় গিয়া শুইতে পারে নাই, আঙ্গিনায় ধরাশয়নে শুইয়া পড়িয়াছিল। সত্যবতী দেবী স্বামীর পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে নিদ্রা তন্দ্রা ছিল না। তখন তিনি নিদ্রিত স্বামীর মুখের প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন—“সুখের অবসান হয় ? না—হয় না। অনন্তের অন্ত আছে ? – অন্ত আছে ?—না—কখনই না।” সত্যবতী দেবীর অনন্ত চতুর্দ্দশী ব্রতের উপবাস। তৃষ্ণা !—তৃষ্ণা নাই। সত্যবতী দেবীর তৃষ্ণা নাই। ক্ষুধা !—ক্ষুধা রক্ত মাংসের দেহে ক্ষমতা প্রকাশ করে। সত্যবতী দেবীর দেহ তখন রক্ত মাংসের ছিল না।

সত্যবতী দেবী স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া ভাবিতে ছিলেন। ন্যায়রত্ন ঘুমাইতেছিলেন। ঘুম! সে কেমন ঘুম ? তাহা কে বলিবে ? ন্যায়রত্ন ঘুমাইতে ছিলেন কি জাগিয়া ছিলেন কে বলিবে ?

সত্যবতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন “একটু ঘুম পেয়েছে ? উত্তর হইল “তুমি এখনও ব’সে আছ ?”

সত্যবতী। ব’সে আছি—ব’সে আছি !

ন্যায়রত্ন। সত্যবতি !

সত্যবতী। কেন ?

ন্যায়রত্ন। অ-ধী-রা—হইও না।

সত্যবতী। অ—ধী—রা ? না—অধীরা নহি।

ন্যায়রত্ন। তোমার—অ-ন-ন্তে-র—আজ অ-ন্ত হইবে।

সত্যবতী। কখনই না।

ন্যায়রত্ন। ন-শ্ব-র—দেহের—অ-ব-সা-ন—হইবে।

সত্যবতী। হইতে পারে।

ন্যায়রত্ন। সত্য—বতি! তোমার স্ব-রে এখন এত দৃঢ়-তা কেন ?

সত্যবতী। নশ্বর দেহের অবসান হইবে শুনিয়া।

ন্যায়রত্ন মহাশয় একবার চক্ষু দুটি খুলিয়া সত্যবতী দেবীর মুখখানি দেখিলেন। সত্যবতী দেবীর চক্ষে তখন জল ছিল না।

ন্যায়রত্ন। সত্যবতি, তু-মি—কি ভা-বি-তে-ছ ?

সত্যবতী। কিছুই না।

ন্যায়রত্ন। এই—ন-শ্ব-র—দেহের অ-ব-সা-নে—কি করিবে—ম-নে করিতেছ।

সত্যবতী। আর একটি নশ্বর দেহ তাহার সহিত ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

ন্যায়রত্ন মহাশয় আবার চক্ষু দুটি খুলিয়া সত্যবতী দেবীর মুখখানি দেখিলেন এবং একবার একটু ইঙ্গিত করিলেন। সত্যবতী দেবী তাঁহার মস্তকটি স্বামীর বক্ষে স্থাপন করিলেন।

ন্যায়রত্ন। স-ত্য! আর-এ-ক-টু—নি ক-টে! যাহা—ভা-বি-তে-ছ,—তাহা ভা-বি-ও না।

সত্যবতী। কেন ?

ন্যায়রত্ন। তো-মা-র আরো—অ-নে-ক কার্য্য—আ-ছে।

সত্যবতী। আমার কার্য্য আছে ?

ন্যায়রত্ন। আমি—তো-মা-র স্বামী—তো-মা-র দেব-তা। তুমি যাহাকে অ-নন্ত বল।

সত্যবতী। তুমি আমার অনন্ত দেবতা।

ন্যায়রত্ন। আমার ক-থা রাখিও।

সত্যবতী। কি কথা ?

ন্যায়রত্ন। আমি, এ-খ-ন—যাই। তু-মি, প-রে—যা-ইও। তোমার আ-রো, অ-নে-ক—কার্য্য আ-ছে।

সত্যবতী দেবীর গণ্ডস্থল বহিয়া তিন চারিটি উষ্ণ অশ্রুবিন্দু পতিত হইল।

সত্যবতী। আমি পরে যাইব ?

ন্যায়রত্ন। পরে——! আ-মি-এ-খ-ন—আ-সি——!

সত্যবতী দেবী ডাকিলেন "তারক! স্মৃতিধর! যোগমায়া! শান্তা! কেবলরাম! আমার সন্তানগণ! ন্যায়রত্নের শিষ্যগণ! আমার সুরুচী-বিজয়া!"

সকলে জাগিল, সকলে আসিল। সত্যবতী দেবী বলিলেন, "আর বিলম্ব কেন ? তোমরা আমার সন্তান—তারকনাথ গর্ব্বের, স্মৃতিধর স্নেহের, তোমরা সকলে অতি যত্নের। এখন সন্তানের কার্য্য কর। সময়ে গঙ্গাতীরে লইয়া সন্তানের কার্য্য কর।"

মায়ের আজ্ঞা পালনে সন্তানগণের বিলম্ব হইল। মায়ের চেতনা সম্পাদনের জন্য, তাঁহার আজ্ঞা পালনে বিলম্ব হইয়া পড়িল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন "সত্যবতি, পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। অকস্মাৎ সুখের অবসান হইতে পারে। অলক্ষিতে

দুঃখ আসিয়া পড়িলে ধৃতি হারাইতে হয়।” আজ সত্যবতী দেবীর অনন্ত চতুর্দ্দশীর ব্রত ছিল। তিনি ধৃতি হারাইলেন কিনা, এখন কিরূপে বলিব? অনন্ত চতুর্দ্দশীর অবসান হইল। নিশি শেষে উষা আইসে—আলো জ্বলে। সত্যবতী দেবীর অনন্ত চতুর্দ্দশীর নিশি শেষ হইয়াছে, উষাও দেখা দিয়া বিষাদে চলিয়া যাইতেছে; এখন আলোর অপেক্ষা!

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

ন্যায়রত্নের ইহজগতের নশ্বর দেহ ভস্মে পরিণত হইয়া জাহ্নবীর সলিলে মিশিয়া গেল; সত্যবতী দেবী ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিলেন; আলোর সঞ্চার আরম্ভ হইল।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

এক বৎসর পরের কথা বলিতেছি।

একদিন অনেক রাত্রি থাকিতে শান্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সর্ব্বদাই শান্তা অতি প্রত্যূষে জাগিত। অতি প্রত্যূষে সত্যবতী দেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন। অতি প্রত্যূষে, প্রভাতের পূর্ব্বে, সত্যবতী দেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া, গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিতেন। আজ গঙ্গাস্নানে যাওয়ার সময় হওয়ার পূর্ব্বেই শান্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

ন্যায়রত্ন মহাশয় কাষ্ঠ পাদুকা ব্যবহার করিতেন। যেস্থানে পালঙ্কে ন্যায়রত্ন মহাশয় শয়ন করিতেন, সত্যবতী দেবী সেই শূন্য-

স্থানে একখানা আসনে সেই পাদুকা দুখানি স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। পালঙ্ক, ন্যায়রত্নের দেহের সহিত ভস্মে পরিণত হইয়াছে। তাহার শূন্যস্থানে একখানা আসনে সেই দুখানা পাদুকা বিরাজ করিতেছে। সত্যবতী দেবী প্রভাতে ঠাকুরের অর্চ্চনা সমাপন করিয়া, এই কাষ্ঠ পাদুকাতে পুষ্প চন্দন অর্পণ করিয়া থাকেন; সন্ধ্যায় আরতির পর এই কাষ্ঠপাদুকার নিকট ধূপ ধূনা জ্বালিয়া থাকেন; সত্যবতী দেবীর দুএক বিন্দু চক্ষের জল তাহার উপর পতিত হইয়া থাকে কিনা, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। শান্তা মনে করিত "ইহা মনিসইয়ের অভ্যাস"। (শান্তা যোগমায়ার বিবাহের পর হইতে সত্যবতী দেবীকে মনিসই বলিয়া ডাকিয়া আসিতেছে, সত্যবতী দেবী শান্তাকে শান্তা বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন) শান্তা মনে করিত "ফুলচন্দন দেওয়াটা, ধূপ ধূনা মনিসইয়ের অভ্যাস। মনিসই কি জানি, কি মনে করিয়া, খড়ম দুখানা রাখিয়া দিয়াছে; মনিসই আপন অভ্যাসে তাহাতে ফুল চন্দন দেয়, তাহার নিকট ধূপ ধূনা জ্বালিয়া থাকে।" শান্তার এই সরল বিশ্বাস। ইহা ভিন্ন পাদুকা সম্বন্ধে শান্তার মনে অন্য কোন রূপ সন্দেহ জন্মে নাই। সে সত্যবতী দেবীকে পাদুকা সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই। ঘরের পশ্চিম ভাগে আসনে পাদুকা স্থাপিত ছিল। পূর্ব্বভাগে দুখানা শয্যা সজ্জিত হইত। তাহার পূর্ব্বটির পূর্ব্বভাগে শান্তা শুইত, পশ্চিমভাগে সুরুচী-বিজয়া শুইত। ইহাদের একটু দূরে, কম্বল শয্যায় সত্যবতীদেবী পৃথক্ শয়ন করিতেন। সত্যবতী দেবীর শয্যা, সুরুচী-বিজয়া হইতে বেশী দূরে সজ্জিত হইত না। শান্তা সুরুচী-বিজয়াকে আগুলিয়া শুইয়া থাকে; সত্যবতী দেবী

তাঁহার কম্বলশয়ন হইতে মাঝে মাঝে সুরুচী-বিজয়ার অঙ্গে হস্তা বর্ত্তন করিয়া থাকেন; তাহাদের আলোলায়িত কেশ গুলি মুখের ও চোকের উপর হইতে সরাইয়া দিয়া থাকেন। এইরূপ শয়নের ব্যবস্থা।

আজ অনেক রাত্রি থাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে শান্তার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শান্তা পূর্ব্বপার্শ্বে শুইয়াছিল; ধীরে ধীরে উঠিয়া, ধীরে ধীরে সুরুচী-বিজয়া দুটিকে একটু একটু সরাইয়া, তাহাদের মাঝে একটু স্থান করিয়া, দুজনের মাঝে শুইল। এরূপ করার একটা তাৎপর্য্য ছিল। একপার্শ্বে শুইয়া একটিকে ক্রোড়ে রাখিয়া শান্তার তৃপ্তি হইতেছিল না। শান্তার ইচ্ছা—দুটিকে একসঙ্গে বুকে রাখে। শান্তা ধীরে ধীরে আলোর ধীরে ধীরে দুটিকে সরাইয়া, তাহাদের মাঝে একটু স্থান ...য়া সেখানে শুইল; সুরুচীর দিকে ফিরিয়া সুরুচীকে ক্রোড়ে লইয়া বিস্মিত হইয়া বলিল "ওমা! দুটিকে বুকে নেওয়া হয় কই?" শান্তা তাহার সরল বুদ্ধিতে বুঝিতে পারিল না যে, দুটিকে এক সঙ্গে বুকে ধারণ করা যায়না। সুরুচীর দিকে ফিরিয়া দেখিল—বুকে একটি। বিজয়ার দিকে ফিরিয়া, বিজয়াকে ক্রোড়ে লইল,—তখনও বুকে একটি! শান্তা একবার সুরুচীর দিকে —একবার বিজয়ার দিকে ফিরিতে লাগিল; এপাশ ওপাশ করিয়া দেখিল, কিছুতেই দুটিকে একসঙ্গে বুকে করা হয় না! সে তখন চিৎ হইয়া শুইয়া, দুটির উপর দুটি হাত রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া ভাবিতে লাগিল—"এখন বুঝি আমার বুকে দুটি।— ওমা! কই? আমার বুক যে একেবারে খালি! আমার মায়া! আমার মায়া যদি এখন বুকে শুইত তবে বেশ হইত। আমার

একপাশে সুরু, এক পাশে বিজু, আমার বুকে যদি মায়া শুইত তবে এখন আবার আমার ঘুম পাইত। আ-পোড়ার মুখি! এখন মায়া তোর বুকে শুইতে আসিবে কেন লা? মায়া, আমার তারাকে একা ফেলিয়া আসিবে? আমার তারা একা থাকিবে কিরূপে লো পোড়ার মুখি! তোর ঘুম না পায় বয়ে গেল। না হয় তুই গিয়ে পুঁকুরের জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মর।" শান্তা, সুরুচী ও বিজয়ার গাত্রে দুখানি হাত রাখিয়া, চিৎ হইয়া শুইয়া চক্ষু মুদিয়া আপন মনে কতক্ষণ এইরূপ বকিল। শেষে ভাবিল "একবার মনিসইকে ডাকি; দুজনে দুটিকে বুকে করিয়া শুইব। তাহাহইলে আর কোন ভাবনা থাকিবে না, আমার ঘুম পাইবে। আমি সুরুকে বুকে করিব, মনিসই বিজুকে বুকে করিবে।"

শান্তা ডাকিল "মনিসই! মনিসই!" কোন উত্তর হইল না। শান্তা আবার ডাকিল "মনিসই! তোমার ঘুম ভেঙ্গেছে? মনিসই! ও মনিসই!" তখনও উত্তর নাই। তখন শান্তার মনে একটু সন্দেহ হইল, একটু ভয় হইল। "এ কি! এত চীৎকারে মনিসইয়ের ঘুম ভাঙ্গিতেছেনা!" শান্তা ধীরে ধীরে উঠিয়া সত্যবতী দেবীর শয্যার নিকটে যাইতে লাগিল। অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া সত্যবতী দেবীর শয্যার নিকটে গিয়া, অন্ধকারে শয্যায় হাত দিয়া দেখিল—শয্যাতে সত্যবতী দেবী নাই। শান্তা চমকিয়া উঠিল। "মনি সই! মনিসই! ও মনিসই! তুমি কোথায়? ওমা, তুমি কোথায়?" কোন উত্তর নাই। শান্তা চকিতা, বিস্মিতা হইয়া বলিতে লাগিল—"ওমা! কি হইল! মনিসই বিছানায় নাই!"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি শান্তার বুদ্ধিটা প্রখরা ছিল না। শান্তা কি

করিবে অনেক ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। অবশেষে হঠাৎ মনে হইল "একবার আলোটা জ্বেলে দেখি।" ঘরে একটি আগুণের পাত্র ছিল; তাহার নিকটে আগুণ জ্বালার আয়োজন—কতগুলি নেকৃড়া ছিল। শান্তা সেই ছেঁড়া নেকৃড়া গুলি আগুণের পাত্রে রাখিয়া, ফুঁ দিতে লাগিল। তাড়াতাড়িতে ফুঁ কোথায় দিতেছিল তাহা বুঝিতে পারিতে ছিল না। কতক ফুঁ আগুনে পড়িতে ছিল, কতক চারি দিকে বৃথা উড়িয়া যাইতেছিল! "পোড়া আগুণও জ্বলে না!" শান্তা কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িল। শেষে আগুন যেন শান্তার কাঁদ কাঁদ স্বরে একটু কাতর, একটু আমোদিত হইয়া হাসিয়া ফেলিল। শান্তা তাড়াতাড়ি প্রদীপটা আনিয়া আলোটি জ্বালিয়া লইল। আলো জ্বালিয়া শান্তা ঘরের পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখিল। "ওমা! একি! মণিসই বিছানা ফেলিয়া মেজেতে শুইয়া রহিয়াছে!" শান্তা ধীরে ধীরে ধরা শায়িতা মণিসইএর নিকটে গেল। নিকটে গিয়া শান্তা আর শান্তাতে রহিল না। শান্তার মোহ জন্মিল,—ধরা শায়িতা মণি সইকে দেখিয়া শান্তার মোহ জন্মিল। শান্তা মণিসইএর নিকটে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, শান্তা আর অগ্রসর হইতে পারিল না; শান্তার পা আর সরিল না; শান্তা বসিতে পারিল না; শান্তা দাঁড়াইয়া আছে কি বসিয়া আছে শান্তার সে জ্ঞান রহিল না! শান্তা প্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এক দৃষ্টিতে মণিসইএর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

শান্তার ঘুম ভাঙ্গা হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে সকল গুলিই শান্তার বিস্ময়োৎপাদক ঘটনাই ঘটিয়াছে। এত রাত্রি থাকিতে শান্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল,—যাহা কখনও হয়

নাই তাহা আজ হইয়া গেল, ইহা এক বিস্ময়ের বিষয়! তারপর শান্তা সুরুচী ও বিজয়া দুটিকে বুকে লইতে চেষ্টা করিয়াছিল,— দুটিকে কিছুতেই বুকে লওয়া যায় না, একটিকে বুকে নেওয়া হয়ত অপরটি পশ্চাতে পড়ে, সরলা শান্তার পক্ষে ইহাও একটা বিস্ময়ের বিষয়! তারপর মণিসইকে ডাকিল, অনেক চীৎকারেও মণিসইএর উত্তর পাওয়া গেলনা, ইহা একটা অতি বিস্ময়ের বিষয়! অবশেষে শান্তা অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া যখন মণিসইএর বিছানায় আসিয়া মণিসইকে বিছানায় পাইল না, তখন কি আর শান্তার সুধু বিস্ময় জন্মিয়াছিল? বিস্ময়ে—ভয়ে, শান্তা স্তম্ভিতা হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর প্রদীপ জ্বালিয়া শান্তা সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহাতে শান্তার আর সংজ্ঞা রহিল না। শান্তা বাগ্‌বিহীনা প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায়, প্রদীপ হস্তে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। শান্তা সম্মুখে যাহা দেখিতে ছিল, তাহা এ জগতে কোথাও কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারিতেছিল না।

সত্যবতী দেবী (শ্রীপতি ঠাকুরের অন্নপূর্ণা) রূপে অন্নপূর্ণা ছিলেন তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আজকাল তাঁহার [illegible] সে রূপ ছিল না,—রূপের পরিবর্ত্তন, দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছিল। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিতেছি না। যে রূপে সত্যবতী দেবী আজকাল রূপবতী, সে রূপ এ রাজ্যের সর্ব্বত্র বিরাজ করে না; আজকাল যে রূপরাশি সত্যবতী দেবীর দেহ লতায় জড়িত হইয়াছে, সে রূপ নশ্বর মানবদেহে সচরাচর দেখা যায় না; সুতরাং মনে হয়, রূপের ও দেহের পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারিণী ন্যায়রত্নগৃহিণীকে দেখিয়া আর এক ভ্রমে পতিত হইতে হয়। মনে হয়, যেন স্বর্গের কেহ

স্বর্গের রূপে পরিশোভিতা হইয়া, ভারতের বিধবা, ব্রহ্মচর্য্যব্রত-চারিণীদিগের নিকট আদর্শরূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এক-বৎসর পূর্ব্বে সত্যবতী দেবীকে দেখিয়া, এই পৃথিবীর লোক, এই রাজ্যের জীব বলিয়া মনে হইত; ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারিণী সেই সত্যবতী দেবীকে দেখিয়া আর সেরূপ মনে হয় না; তিনি এজগতের কেহ, এ রাজ্যের কেহ বলিয়া মনে বিশ্বাস জন্মে না।

সত্যবতী দেবীর দেহখানি ছিল সুগোল, সুঠাম, সুন্দর। এখন তাহা শুষ্ক, ক্ষীণ,—ক্ষীণতর কিন্তু এ ক্ষীণতায় যে কি এক মোহকরী মাধুরী মিশিয়া গিয়াছে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যাইতেছে না।

সত্যবতী দেবীর অঙ্গের বর্ণটুকু ছিল—গাঢ় দুগ্ধে গাঢ় অলক্তক মিশাইলে যেরূপ হয়। এখন বর্ণটুকু—দুগ্ধ হইতে অলক্তকটুকু তুলিয়া লইলে, অলক্তকমুক্ত লোহিতাভ দুগ্ধকে সলিল সংযোগে তরলতর করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ। তাঁহার অঙ্গের বর্ণ এখন শ্বেত, কিন্তু সংসারে সচরাচর যে শ্বেতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ নহে। তাহা শ্বেত কিন্তু কিরূপ শ্বেত দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন।

সত্যবতীদেবীর আকর্ণ বিস্তৃত আয়ত লোচনে প্রীতি-স্নেহ-দয়ার তরঙ্গ খেলিত, তরঙ্গের উপরে ভাসিত—হাসি। এখন সে আয়ত লোচন একটু নিমিলিত; এখন তরঙ্গ লহরীতে আর হাসি ভাসেনা। এখন সে দৃষ্টিতে প্রীতি, সে দৃষ্টিতে স্নেহ, সে দৃষ্টিতে দয়া, সে দৃষ্টিতে অধিকতর কাতরতাই প্রকাশ পাইতেছে; হাসি রাশি ক্ষীণদেহের শ্বেতরূপের সঙ্গে মিশিয়া মিলাইয়া গিয়াছে।

ক্ষীণ শ্বেত অঙ্গে পরিহিত শ্বেতবসনের শ্বেতাভা মিশিয়া যে অপরূপ রূপের সৃষ্টি করিতেছে, তাহা যদি সংসারের সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিরাজ করিত, তবে সংসারটা বোধ হয় এত পাপ তাপে দগ্ধ হইত না; সংসারটা বোধ হয় অধিকতর পবিত্র, অধিকতর শীতল থাকিত।

শান্তার চক্ষে সত্যবতী দেবীর রূপের পবির্ত্তন, দেহের পরিবর্ত্তন বিস্ময় কর ছিলনা; শান্তা একবৎসরের ক্রমিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজ ধরাশয়নে সত্যবতী দেবীর অঙ্গে যে রূপরাশি ভাসিতেছিল, তাহা শান্তার চক্ষে মোহ জন্মাইল। শান্তা এই সংসার, এই জগৎ, এই বাড়ী, এই ঘর, এই তারা, এই স্মৃতি, এই যোগমায়া, এই সুরুচী, এই বিজয়া, এই আর একজন, সকল ভুলিয়া গেল। শান্তা অন্ধকার ঘরে আলো জ্বালিয়া, যেন কোন্ রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; কোন্ এক অজ্ঞাত অপরিচিত দেশে কোথায় দাঁড়াইয়া, কি এক অপরূপ রূপ দেখিতেছে!

ধরাশায়িতা সত্যবতী দেবীর নয়ন প্রান্ত হইতে মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অশ্রুধারা বহিয়াছিল,—শুষ্ক কপোল দেশে তাহার অর্দ্ধ শুষ্ক রেখা রহিয়াছে। শান্তা যখন প্রদীপটা হস্তে করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন তাঁহার অশ্রুবিশুষ্ক মুখে হাসি খেলিতেছিল—যেন এক দিব্য জ্যোতি ভাসিতেছিল; তিনি যেন তখন কাহারও সহিত কথা কহিতেছিলেন। বিমোহিতা শান্তা, বিমুগ্ধ হৃদয়ে অনেকক্ষণ মনিসইকে তদবস্থা দেখিয়া, "একবার ডাকি" মনে করিল;—শান্তার মুখে কথা ফুটিল না। শান্তা তখন একবার কি মনে করিয়া চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। যে

আসনে সত্যবতী দেবীর অতিযত্নে রক্ষিত পাদুকা বিরাজ করিত, সেই অসনের দিকে হঠাৎ শান্তার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল আসনে পাদুকা নাই। "ওমা! সে কি! কোথা গেল?" শান্তা আবার চাহিয়া দেখিল। সত্যবতী দেবী ধরাশয়নে দক্ষিণ হস্তখানি ঘুরাইয়া মাথার নীচে রাখিয়া, একটু পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন। শান্তা অনেকক্ষণ চারিদিক্ চাহিয়া দেখিল। দেখিল, সেই পাদুকাদ্বয় সত্যবতীদেবীর বুকের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। শান্তা কিছুই বুঝিতে পারিল না। শান্তার তখন বিস্ময়ও নাই, ভয়ও নাই। শান্তার হৃদয় তখন উদাস—শূন্য! কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, শান্তা উদাস হৃদয়ে দাঁড়াইয়া আবার মনিসইএর মুখের দিকে দৃষ্টিপাৎ করিল। তখন সত্যবতীদেবী মুখ ফুটিয়া বলিয়া উঠিলেন "আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারিব কি?" শান্তার হস্ত হইতে প্রদীপটা ভূতলে পড়িয়া গেল। অন্ধকারে শান্তা সত্যবতীদেবীর পদপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। সত্যবতী দেবীর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

সত্যবতীদেবী জাগিয়া বুঝিতে পারিলেন—তাঁহার পায়ের নিকটে যেন কে শুইয়া আছে। তিনি পূর্ব্বরূপ শায়িতাবস্থায় থাকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার পায়ের নিকট শুইয়া কেরে?" সত্যবতী দেবীর কণ্ঠে তখন এই পৃথিবীর স্বর নির্গত হইয়াছিল। শান্তা মনিসইএর কণ্ঠে মনিসইএর স্বর শুনিয়া চেতনা পাইল। শান্তা উত্তর দিল "আমি"।

সত্যবতী। শান্তা? তুই এখানে কেন?

শান্তা। পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছি।

'কোন্ দেশে আসিয়া কোন্ রাজ্যের এ কি রূপ দেখিতেছি'

এরূপ যে একটা ভাব শান্তার হৃদয়ে জন্মিয়াছিল, সে মোহটা তাহার হৃদয় হইতে তখনও সম্পূর্ণ অপসৃত হয় নাই। শান্তা সেই মোহের ঘোরে সত্যবতী দেবীর প্রশ্নের উত্তর দিল "পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছি।"

সত্যবতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "শান্তা কি বলিতেছিস্?"

শান্তা। মণিসই! তুমি বিছানা ছাড়িয়া রোজ এখানে শোও?

সত্যবতী। কেন শান্তা? তুই আজ একথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছিস্!

শান্তা। আমি মনে করিতাম তুমি আমাদের পাশে কম্বলের বিছানায় শুইয়া থাক।

সত্যবতী। এখন কি তা মনে করিস্ না?

শান্তা। মণিসই! তুমি এখানে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে?

সত্যবতী। তুই তাহা জানিলি কিরূপে?

শান্তা। আমি এতক্ষণ প্রদীপ জ্বালিয়া তোমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলাম।

সত্যবতী। প্রদীপ জ্বালিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া ছিলি?

সত্যবতীদেবী একটি ক্ষীণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, শান্তা তাহা অনুভব করিতে পারিল না। শান্তা সত্যবতী দেবীর পায়ের নিকট হইতে উঠিয়া অন্ধকারেই সত্যবতীদেবীর নিকট গিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মণিসই! কর্ত্তার খড়ম দুখানা বুকে করিয়া রাখিয়াছ কেন?"

সত্যবতী। অনেকক্ষণ ঘুম পাইতেছিল না।

শান্তা। ঘুম না পেলে খড়ম বুকে রাখ্‌লে ঘুম পায়?

সত্যবতী। পায় বইকি? বুকটা একটু ঠাণ্ডা হইলেই ঘুম পায়।

শান্তা। তাই বুঝি তুমি এই খড়ম দুখানা এত যত্ন করিয়া রাখিয়াছ!

সত্যবতী। হাঁ বোন্! যখন বুক্‌টা জ্বলিতে থাকে, এই পাদুকা দুখানা বুকে রাখিলে তখন অনেকটা শীতল হয়।

শান্তা। তা মিন্‌ষের যে খড়ম নাই! মিন্‌ষে মরে গেলে আমি কি রাখিব? আমার ঘুম না পেলে যে কি কষ্ট হয়, তা আর ব'লব কি? মণিসই! আজ অনেকক্ষণ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। আমার ঘুম না আসাতে তোমাকে ডাকিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া তোমার নিকট আসিয়াছিলাম।

সত্যবতী। শান্তা! শান্তা! এমন কথা বলিস্‌না—বলিস্‌না তুই চির 'আয়স্তা' থাকিয়া মরিস্। স্বামীর পদপ্রান্তে মস্তক রাখিয়া, যে ভাগ্যবতী মরিতে পারে, সেই পুণ্যবতী। তুই যেন কেবলের আগে মরিস্।

শান্তা। আগে মরিলে সুখ হয়? তাইত, তুমি যদি কর্ত্তার আগে মরিতে, তবে কি আর তোমাকে ক্ষিধায় তৃষ্ণায় শুকাইয়া এমন কষ্ট পেতে হত?

সত্যবতী। শান্তা, এই দেহের ক্ষুধা দেহের তৃষ্ণাকে তুই কষ্টের মনে করিস্? অন্তরটা যে তৃষ্ণায় শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা তুই বুঝিতে পারিবি না।

শান্তা। মণিসই! তবে আমি আগে মরব! আমি তোমার

মত সহ্য কর্ত্তে পার্‌ব না। মণিসই, তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে ?

সত্যবতী। তিনি স্বর্গে যাইবার সময় আমি তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিয়া ছিলাম।

শান্তা। সঙ্গে যাওয়া যায় ? তবে আর ভাবনা কি ? আমি মিন্‌ষের সঙ্গে যাব। না—না ; আমি সঙ্গে যাব না। আমি তোমাকে ফেলিয়া, আমার তারাকে, মায়াকে, স্মৃতিকে, সুরুকে, বিজুকে ফেলিয়া যাব কিরূপে ? ওমা ! তাকি পারি ? আমি যাব না। আমি আগেও মর্‌ব না ! মণিসই, আমি মর্‌বই না।

সত্যবতী। বেশ, তুমি তোমার তারাকে, মায়াকে, স্মৃতিকে, সুরুকে, বিজুকে, লইয়া চিরজীবিনী হইয়া থাক।

শান্তা। মণিসই ! আমি ভুলে গেছি। তুমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কার সঙ্গে কথা কচ্ছিলে ?

সত্যবতী। তিনি যাইবার সময় আমাকে সঙ্গে যাইতে দিলেন না। আমাকে পরে যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, আমার অনেক কার্য্য আছে।

শান্তা। কি কায মণিসই ?

সত্যবতী। শান্তা, তাহাই আমি এত দিন ভাবিতে ছিলাম। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমার ছয়মাস কিরূপে গিয়াছিল, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। চেতনায় গিয়াছিল, কি অচেতনে গিয়াছিল, তাহা আমি অনুভব করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি—আমার দিন সচেতনে যাইতেছে। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি—তুই আমার শান্তিপ্রদায়িনী সহচরী ; আমার যোগমায়া, সুরুচী, বিজয়া আমার প্রীতির স্থল ;

তারা-স্তুতি আমার ইহ জীবনের লক্ষ্য। এখন বুঝিতে পারিতেছি—কেবলরাম আমার সন্তানগণের প্রতিপালনের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন আমি চারিদিকে যাহা দেখিতেছি সকলই বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু আজ ছয়মাস কাল ভাবিয়া ভাবিয়া আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না যে, আমার অনেক কার্য্য কি কি। আজ তিনি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া আমার কার্য্য দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন।

শান্তা। আজ তুমি স্বপ্নে কর্ত্তাকে দেখিতে পাইয়া ছিলে?

সত্যবতী। দেখিতে পাইয়া ছিলাম। আমার অনেক কার্য্য যে কি, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আজ আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া ভাবিতে ছিলাম, কিছুতেই ঠিক বুঝিতে পারিতে ছিলাম না। অবশেষে তাঁহার পাদস্পর্শে পবিত্র পাদুকা দুখানা বুকে রাখিয়া একটু শুইয়া ছিলাম। তখন অল্পে অল্পে আমার একটু তন্দ্রা আসিল। তখন তিনি আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। জীবিত থাকিতে যেমন মধ্যে মধ্যে ছাত্রগণকে উপদেশ দিতে দিতে হঠাৎ কি মনে করিয়া উঠিয়া, হাসিমুখে আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন, সেইরূপ হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমার মনে হইতেছিল, তিনি যেন ছাত্রগণকে পড়াইতে পড়াইতে উঠিয়া আসিলেন। আমার মনে হইতেছিল, যেন তিনি কাল আমাকে বলিয়াছেন যে, আমার অনেক কার্য্য আছে। তিনি আসিয়া আমার নিকটে বসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি না বলিয়াছ যে আমার অনেক কার্য্য আছে? আমার কি কার্য্য তাহা আমাকে দেখাইয়া দেও। আমি তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।" তিনি বলিলেন "তা

বুঝিতে পারিলে না? তোমার মায়াকে, সুরুচী-বিজয়াকে মানুষ করা, তোমার তারা-স্মৃতিকে মানুষ করা, তোমার কার্য্য। তোমার তারকনাথ যাহাতে তোমার অনন্ত দেবতার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, তোমার স্মৃতিধর যাহাতে তোমার স্নেহের অনুরূপ জগতের প্রীতি-ভক্তির পাত্র হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা তোমার কার্য্য। আর এই সংসারটা মরুভূমি, প্রায় চারিটা দিকই দুঃখতাপে উত্তপ্ত; তোমার হৃদয়ে যে স্নেহ-স্রোতস্বিণী বহিতেছে, তাহাকে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া মরুভূমির চারিদিকে ছড়াইয়া দিও। তোমার অনেক কার্য্য এই।" আমি বলিলাম "আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিব কি?" তখন হঠাৎ আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল! ঘরে যেন কি একটা শব্দ হইয়াছিল।

শান্তা। মণিসই! আমার হাত হইতে প্রদীপটা পড়িয়া গিয়াছিল, তাতেই তোমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মণিসই! আমি একবার কর্ত্তাকে দেখিতে পাব না?

সত্যবতী দেবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার চক্ষে তখন দুএকবিন্দু জল দেখা দিয়াছিল কিনা অন্ধকারে শান্তা তাহা দেখিতে পাইল না। তখন পঞ্চবটীতে পাখীকুল কল কল রবে প্রাভাতি সঙ্গীত গাহিয়া উঠিয়াছিল। সত্যবতী দেবী আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তাকে বলিলেন "শান্তা, গঙ্গায় যাওয়ার সময় হইয়াছে। রাত্রি আর নাই।" শান্তা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল "ঠাকুরকে আমি যদি একটিবার দেখিতে পাইতাম, তবে, ঠাকুর এত নিষ্ঠুর কেন জিজ্ঞাসা করিতাম। ঠাকুর কেমন করিয়া মায়াকে ভুলিয়া, সুরুকে ভুলিয়া,

বিজুকে ভুলিয়া, তারা-স্মৃতিকে ভুলিয়া, মণিসইকে ভুলিয়া, আমাকে ভুলিয়া, মিনুষেকে ভুলিয়া নিষ্ঠুর হইয়া কোন্ দেশে গিয়া রহিয়াছে। মণিসই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কি সকল কথা জিজ্ঞাসা করিল।" শান্তা বসিয়া এইরূপ ভাবিতে ছিল। সত্যবতী দেবী উঠিয়া বলিলেন "শান্তা আর বসিয়া কেন? চল্ গঙ্গায় যাই। শান্তা বসিয়া থাকিয়াই বলিল "চল।"

ষোড়শ তরঙ্গ।

গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শান্তা ছেলে মেয়ে গুলির জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে যাইত; সত্যবতীদেবী কতকগুলি যব ও তণ্ডুল অঞ্চলে করিয়া, ঠাকুরের পূজার জন্য পঞ্চবটীতে ফুল তুলিতে যাইতেন। যব ও তণ্ডুল অঞ্চলে করিয়া যাইতেন তাহার এক কারণ ছিল। পঞ্চবটীতে কতকগুলি পাখী বাস করিত। সত্যবতীদেবী প্রত্যহ প্রভাতে তাহাদিগকে যব, তণ্ডুল খাইতে দিতেন। যতক্ষণ না সত্যবতী দেবীর স্নেহ-মণ্ডিত যবতণ্ডুল খাইতে পাইত, ততক্ষণ পাখীদিগের কেহ পঞ্চবটী পরিত্যাগ করিয়া বিহারার্থ উড়িয়া যাইত না। সত্যবতী দেবীকে পাখীগুলি তাহাদের আপনার কেহ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল। প্রভাতে পঞ্চবটীতে সত্যবতী দেবীকে দেখিবামাত্র পাখীকুল কল কল রবে কোলাহল করিয়া উঠিত। কেহ উড়িয়া আসিয়া সত্যবতীদেবীর স্কন্ধে বসিত, কেহ হস্তে বসিত, কেহ পৃষ্ঠে বসিত, অপর সকলে চারিদিকে উড়িয়া উড়িয়া কল কল রব

করিত। সত্যবতী দেবী পঞ্চবটীতে গিয়াই যব ও তণ্ডুলগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেন; পাখীগুলি উড়িয়া আসিয়া কেহ যব, কেহ তণ্ডুল খাইতে থাকিত; কেহ উড়িয়া আসিয়া তাঁহার কোলে বসিত। মানুষের নিকট পাখী কখনই এমন উড়িয়া আসে না। সত্যবতী দেবী তখন মানুষ ছিলেন কি?

আজ গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় শান্তাকে একটু বিমর্ষা বোধ হইতেছিল। সত্যবতীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"শান্তা! মলিনমুখে কি ভাব্‌ছিস্?"

শান্তা। না, কিছুই ভাব্‌তেছিনা। তুমি কর্ত্তাকে দেখিলে, আমাকে দেখাইলেনা!

সত্যবতী। শান্তা, সে কথা রাখ্। তোর ছেলে মেয়েকে আজ কি খাওয়াইবি?

শান্তা। কেন? কাল মিন্‌ষে একটা ঝুনো নারিকেল আনিয়াছিল। আমি তাহা তুলিয়া রাখিয়াছি। নারিকেল ও মুড়ি দিয়া, আমার মায়া, সুরু, বিজু, তারা ও স্মৃতিকে জল খাবার দিব। মণিসই। কি আর বলিব—

শান্তা আরো কি বলিতে যাইতেছিল, "কি আর বলিব—" বলিয়া আর কিছুই বলিতে পারিল না। শান্তা একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। সত্যবতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন শান্তা, এমন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলি কেন?

শান্তা। মণিসই! আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। কর্ত্তা থাকিতে কি আমার মায়া, সুরু, বিজু, তারা-স্মৃতি মুড়ি ও নারিকেল্ জল খাবার খাইত? আমি যে রোজ ভোরে উঠিয়া মাখন তুলিতাম! সে দিন কোথায় গেল? তুমি কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিলে না, কর্ত্তা এত

নিষ্ঠুর কেন? কেন কর্ত্তা সকলকে ভুলিয়া, কোথায় গিয়া নিষ্ঠুর হইয়া রহিয়াছে?

সত্যবতী দেবী তখন মুখখানি শান্তার দিক হইতে ফিরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার নয়ন প্রান্ত দিয়া অশ্রুধারা দরবেগে বহিতেছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে চক্ষু মুখ মুছিয়া শান্তার দিকে পুনঃ মুখ ফিরাইয়া বলিলেন "শান্তা, এ সকল কথা এখন আর ভাবিস্ না। ভগবান যখন যে অবস্থায় রাখেন, সে অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। যা,—এখন গিয়া, ঘরে যাহা আছে তোর ছেলে মেয়ে গুলিকে খাইতে দে।"

শান্তা বলিল "আমি আজ খাওয়াইতে পারিব না; তুমি চল। তুমি আজ খাবার তৈয়ার করিয়া খাওয়াইবে।"

সত্যবতী। বেশ্ চল্, তাহাই হইবে।

এইজন্যই সত্যবতী দেবীর আজ পঞ্চবটীতে যাইতে একটু বেলা হইয়াছিল। তখন সূর্য্যের কোমল লোহিত কিরণ, পঞ্চবটীর গাছের পাতায় পাতায়, শাখায় শাখায়, সোণার সাপের মত প্রবেশ করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছিল; শেষে গাছের মাথাগুলি কিরণময় হইয়া গিয়াছিল। পাখীগুলি অনেকক্ষণ ডাকিল। এখন ডাকা বন্ধ করিয়া কেহ মুখভার করিয়া রাগ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; কেহ মুখ ফিরাইয়া অভিমান করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; কেহ মাথাটি হেলাইয়া দুঃখ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে; কেহ লেজটী দোলাইয়া বিরস মুখে বসিয়া রহিয়াছে, কেহ কেহবা পাতার আড়াল হইতে একবার একবার মুখ ফিরাইয়া, মা আসিতেছে কিনা দেখিতেছে।

সত্যবতী দেবী জল খাবার প্রস্তুত করিয়া শান্তাকে বলিলেন

"শান্তা, তুই এখন ছেলেগুলিকে খাইতে দে। আমি ফুল তুলিতে যাই, বেলা হইয়া যাইতেছে। তুই ছেলে গুলিকে খাওয়াইয়া যোগমায়ার রান্নার আয়োজন করিয়া দে; আমি ফুলগুলি তুলিয়া ঠাকুর ঘরে রাখিয়া আসিয়া, কি কি রাঁধিতে হইবে মায়াকে বলিয়া দিব।" সত্যবতী দেবী খাবার প্রস্তত করিতে করিতে শান্তাকে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। তখন শান্তার ওত-প্রোত মনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছিল। শান্তা সত্যবতী দেবীর কথা শুনিয়া বলিল—"এইগুলি আমার মায়াকে দিব,—এই গুলি আমার সুরুকে দিব,—এইগুলি আমার বিজুকে দিব,—এই গুলি আমার তারাকে দিব,—এইগুলি আমার স্নতিকে দিব,—এই গুলি—মণিসই! ও মণিসই! এইগুলি কি হইবে?"

সত্যবতী। এইগুলি তুলিয়া রাখ, কেবলরাম বাগান হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে দিও।

শান্তা। মিন্‌ষে এত গুলি খাবে?

সত্যবতী। কেবলরাম খাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তুমি তাহা প্রসাদ গ্রহণ করিও।

শান্তা। তোমার এই 'প্রসাদ মসাদ' আমি বুঝিতে পারিনা।

সত্যবতীদেবীর বিশুষ্ক বদনেও তখন একটু হাসি দেখা দিয়াছিল। তিনি একটু হাসিমুখে, যব, তণ্ডুল অঞ্চলে করিয়া পঞ্চবটীতে চলিয়া গেলেন। পাখী গুলি সত্যবতী দেবীকে হাসিমুখে আসিতে দেখিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। "বটে! মা হইয়া সন্তানের কষ্ট দেখিয়া তুমি হাস!" কয়েকটি পাখী উড়িয়া আসিয়া সত্যবতী দেবীর নাকে ও মুখে পাখার আঘাত করিতে লাগিল।

সত্যবতী দেবী "নে বাবা, নে,—তারা স্মৃতি ছেলেবেলা যেমন দুষ্ট ছিল তোরাও দেখ্‌ছি তেমনি দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিস্" এই বলিতে বলিতে অঞ্চলের যব ও তণ্ডুলগুলি চারিদিকে বিকীর্ণ করিয়া দিলেন। পাখীদিগের মধ্যে অনেকে নাচিয়া নাচিয়া তাহা খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইতে লাগিল। কয়টি পাখী খাইতে গেলনা; ঘাড় বাঁকাইয়া সত্যবতী দেবীর স্কন্ধে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, —যেন রাগে ও অভিমানে কিছুই বলিতে পারিতেছে না। সত্যবতী দেবী অভিমানী ছেলে গুলিকে হাতে লইয়া কিয়ৎক্ষণ আদর করিয়া, যব-তণ্ডুলের নিকট বসাইয়া দিলেন। তখন তাহারাও নাচিয়া নাচিয়া যব-তণ্ডুল খাইতে লাগিল। কয়েকটি পাখী তখনও শাখায় বসিয়াছিল। তাহারা অতি অভিমানী। সত্যবতী দেবী একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন "ওমা, সে কি! তোমরা এখনও শাখায় বসিয়া রহিয়াছ!" তিনি তখন অতি আদর করিয়া হাত তুলিয়া ডাকিতে লাগিলেন "বাপেরা—যাদুরা—মানিকেরা— নেমে এস। আমি কি সাধ করিয়া বেলা করিয়াছি!" পাখীগুলি মায়ের হাত দেখিয়া রাগ, দুঃখ, অভিমান ভুলিয়া গেল; উড়িয়া উড়িয়া মায়ের হাতে আসিয়া বসিতে লাগিল। মা একে একে তাহাদিগকে যব-তণ্ডুলের নিকট বসাইয়া দিতে লাগিলেন।

এই দৃশ্যটা সম্ভবতঃ অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইতে পারে। আমরা মানুষ;—মানুষের নিকট ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সত্যবতী দেবী তখন মানুষ ছিলেন না। মানুষের অঙ্গে, মানুষের চক্ষে, মানুষের গতিবিধিতে যাহা দেখিয়া পক্ষীকুল বা অন্যজীবকুল মানুষকে মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে, সত্যবতী দেবীর অঙ্গে, চক্ষুতে,

গতিবিধিতে তাহারা তাহা দেখিতে পাইত না। স্বর্গের এক নূতন আভা তখন সত্যবতী দেবীকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। পাখীরা তাঁহাকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিতনা। তাহারা মনে করিত তিনি স্বর্গের কেহ, তাহাদের কেহ,—তিনি স্বর্গ হইতে তাহাদের জন্য আসিয়াছেন।

পাখীগণকে বিদায় দিয়া, ঠাকুরের পূজার জন্য ফুল তুলিয়া, ঠাকুরের ঘরে তাহা যথাস্থানে রাখিয়া, সত্যবতী দেবী পুনরায় শান্তার নিকটে গেলেন।

তখন সবজীবাগানে আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। যদিও বিধাতা ন্যায়রত্নের পরিবার প্রতিপালনের ভার বর্ত্তমান সময়ে কেবলরামের মস্তকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তথাপি শিরোমণির প্রতিপালিত নিরাশ্রয়গণকে সে যেরূপ সাহায্য করিয়া আসিতেছিল, এখনও তাহাতে সে ত্রুটি করিতেছিলনা। ন্যায়রত্নের পরিবারবর্গের আর্থিক সাহায্যের জন্য এপর্য্যন্ত কেবলরামকে ভাবিতে হয় নাই। সত্যবতী দেবী পারিবারিক আর্থিক অভাব পূর্ণ করিতেন; কখন কখনও বা নিরাশ্রয়গণের সাহায্যার্থ কেবলরামের হস্তেও কিছু কিছু অর্থ সমর্পণ করিতেন। কোথা হইতে এই অর্থ আসিত, কেবলরাম তাহা বুঝিতে পারিত না। আজ কেবলরাম বাগানে কাজ করিতে ছিল; তখন অন্যান্য দিনের ন্যায় শিরোমণির প্রতিপালিতেরা একে একে তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছিল; সে একে একে সকলকে যাহার যাহা প্রয়োজন তাহা দিয়া বিদায় করিয়া দিতেছিল। দুটি নিরাশ্রয়া বৃদ্ধাপ্রতিবেশিনী সকলের শেষে আসিয়াছিল। বৃদ্ধারা আসিয়া বলিল "বাবা, আমাদের ঘরে আজ চাউল নাই।" কেবল-

রামের নিকটে তখন একজনকে দিবার মত চাউল ছিল। সে বৃদ্ধাদ্বয়ের কাহাকে তাহা দিবে ভাবিয়া পাইতে ছিল না। সেদিন তাহার পয়সাও ছিল না। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল; কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তখন সে তাড়াতাড়ি কুদালটা লইয়া মাটি কাটিতে লাগিল। কোন কারণে তাহার অন্তঃকরণ অস্থির হইবার উপক্রম হইলে,সে সত্বর হস্তে কুদাল লইয়া মাটী কাটিতে থাকিত। তাহার বুদ্ধিতে যখন কোন বিষয়ের মিমাংসা করিয়া উঠিতে না পারিত, তখনও সেরূপ করিত। এখন সে কিয়ৎক্ষণ মাটী কাটিল; পরে এক-বার বৃদ্ধাদ্বয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া দেখিল তাহারা বিরস-বদনে দাঁড়াইয়া আছে। তখন সে ভাবিল, "কতকগুলি আলু পটল লইয়া বাজারে যাই; আলু পটল বেচিয়া, চাউল কিনিয়া আনি।" আবার ভাবিল "এতদিন নবদ্বীপের হাটে আলু পটল বেচিতে যাই নাই,—আজ যাইব? লোকে শিরামণিকে বলিবে কি?" আবার কেবলরামের মাথা ঘুরিতে লাগিল, আবার সে মাটী কাটিতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধারা দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল "বাবা, আমরা দাঁড়াইয়া থাকিব?" কেবলরাম শুনিয়া বলিল "তোমরা দাড়াইয়া থাকিবে?" কেবলরাম কুদালটা রাখিয়া চাউল গুলির নিকটে আসিয়া, চাউল গুলি দুইভাগ করিল, আবার একত্র করিল,—আবার দুইভাগ করিল, আবার একত্র করিল; শেষে একটা উচ্চ গাছের উচ্চ শাখার দিকে তাকাইয়া, একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিল "এক জনেরই ভালরূপ হইবেনা—তা, দুজনকে দেই কিরূপে?" কেবল-রাম চাউল গুলি সম্মুখে রাখিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। বৃদ্ধারা

দাঁড়াইয়াছিল; তাহারা জানিত, যেরূপেই হউক কেবলরাম তাহাদিগের উদর পূর্ত্তির উপায় করিবে। বৃদ্ধারা সে আশায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবলরামের কার্য্যকলাপ দেখিতেছিল। তখন বেলা প্রায় দ্বিতীয় প্রহর।

সত্যবতী দেবী পূজার জন্য ঠাকুর ঘরে যাইবার পূর্ব্বে শান্তার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "ছেলে মেয়েরা খেয়েছে?" শান্তা বলিয়াছিল "হাঁ; খেয়েছে।" তারপর সত্যবতীদেবী জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলেন "কেবলরাম খেয়ে গেছে?" শান্তা বলিয়াছিল "না, এখনও আসে নাই।" সত্যবতীদেবী ভাবিয়াছিলেন কেবলরাম-কোথাও গিয়াছে—এখনই আসিবে। এই ভাবিয়া তিনি শান্তাকে কেবলরাম আসিলে নিকটে বসিয়া খাওয়াইতে বলিয়া, ঠাকুরের পূজার জন্য ঠাকুর ঘরে গিয়াছিলেন। প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় সত্যবতী দেবীর দেবার্চ্চনা শেষ হইলে তিনি আবার শান্তার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শান্তা, কেবলরাম খেয়ে গেছে?"

শান্তা বলিল—"না"

সত্যবতী। সেকি? এখনও কেবল আইসে নাই? শান্তা, এক কর্ম্ম কর দেখি।

শান্তা। কি কর্ম্ম?

সত্যবতী। তুই একবার বাগানটা দেখে আয় দেখি, কেবলরাম বাগানে আছে কিনা।—একবার দেখা উচিত।

শান্তা। বাগানেই আছে, হয়ত মাটী কাটছে। আমি এখন যেতে পারব না। মাটী কেটে কেটে হয়ত গরম হয়ে রয়েছে। আমি এখন নিকটে গেলে, কটমট দিষ্টি করবে। আমি গিয়া কিছুই বলতে পারিব না।

সত্যবতী দেবী শান্তার ভয়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি নিজেই ধীরে ধীরে একবার বাগানে গেলেন। তিনি বাগানে গিয়া দেখিলেন, কেবলরাম সম্মুখে কতকগুলি চাউল লইয়া বসিয়া রহিয়াছে, নিকটে পাড়ার ছুটি বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া আছে। সত্যবতী দেবী নিকটে গিয়া বলিলেন—"একি কেবলরাম! এত বেলা হইয়াছে, 'নাওয়া খাওয়া' নাই কি?"

কেলরাম। ঠাকুরুণ, আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি। আমার নিকট একজনের মতও চাউল নাই,—ছুজনকে দেই কিরূপে? আমার হাতে পয়সাও নাই।

সত্যবতী। তার জন্য এখানে বসিয়া ভাবিতেছ? বাড়ীতে গিয়া ছুজনকে দিয়া দিলে হইত না কি?

কেবলরাম। ছেলে মেয়ের জন্য যে চাউল আনা হয় আমি কিছুতেই তাহা বিলাইতে পারিব না।

সত্যবতী। তা বেশ, এখন বাড়ীতে চল। আমি বুড়ী ছুজনকে যাহা দিতে হয়, তাহা দিব। তুমি সময় মত না খাইলে যে পরিশ্রম করিতে পারিবে না।

কেবলরাম উঠিয়া চাউল গুলি সত্যবতী দেবীর অঞ্চলে দিল। সত্যবতীদেবী চাউল গুলি অঞ্চলে করিয়া, বৃদ্ধা ছুটিকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলেন। কেবলরামও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সত্যবতীদেবী বাড়ীতে গিয়া কেবলরামকে বলিলেন "তুমি এখানে ব'স।" যোগমায়াকে বলিলেন "মা, কেবলরামের খাবার আনিয়া দেও।" সুরুচী বিজয়াকে বলিলেন "তোমরা জল আনিয়া দেও।" শান্তাকে বলিলেন "তুমি কেবলকে একটু বাতাস কর।" যোগমায়া সত্বরপদে খাবার আনিয়া দিল। সুরুচী-বিজয়া

দুজনে দুটি ছোট ঘটীতে জল আনিয়া দিল। শান্তা ভয়ে ভয়ে নিকটে গিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কেবলরাম অতি পরিতোষের সহিত যোগমায়ার সোহাগমাখা খাবার খাইল। তৎপরে একবার স্বরুচীর ঘটীর, একবার বিজয়ার ঘটীর জলে আকণ্ঠশুষিকা তৃষ্ণা নিবারণ করিল। কেবলরাম একটু সুস্থ হইয়া মস্তকোত্তলন করিলে, শান্তা ভয়ে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল। কেবলরাম হাতমুখ ধুইয়া একটা গোটা সুপারি মুখে দিয়া মুখ শুদ্ধ করিয়া, তাহার চির সহচর কুদালটাকে পুনরায় স্কন্ধে করিল এবং সত্যবতী দেবীর চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া বাগানে যাইবে মনে করিয়া, সত্যবতী দেবীর নিকটে গেল। সত্যবতীদেবী ততক্ষণ বৃদ্ধা দুটিকে পরিতোষিতা করিয়া বিদায় করিয়াছেন।

কেবলরাম নিকটে গেলে "কেবল! একটু দাঁড়াও" বলিয়া সত্যবতীদেবী একবার গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনতিবিলম্বে একখানি স্বর্ণের অলঙ্কার হস্তে করিয়া কেবলরামের নিকটে আসিয়া বলিলেন "কেবল! তুমি এইটি নেও।" কেবলরাম সত্যবতীদেবীকে এরূপ ভাবে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল; গৃহ হইতে স্বর্ণালঙ্কার হস্তে করিয়া বাহিরে আসিতে দেখিয়াও বিস্মিত হইয়াছিল; তৎপর সত্যবতী দেবী অলঙ্কার কেবলরামকে দিতেছেন দেখিয়া, কেবলরামের বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল না। কেবলরাম বলিল "সেকি? আমি আলঙ্কার লইব কেন? আমি অলঙ্কার দিয়া কি করিব?"

সত্যবতী। তুমি যে বলিলে তোমার হাতে পয়সা নাই!

কেবলরাম। পয়সা নাই বা রহিল! আমি আপনার অলঙ্কার দিয়া কি করিব?

সত্যবতী। আমার অলঙ্কারটা নিয়ে রাম পোদ্দারের নিকটে বিক্রয় করিয়া টাকা আনিও। এই টাকা দ্বারা তোমার যখন যে অভাব হয়, তাহা পূর্ণ করিও।

রাম পোদ্দারের নাম শুনিয়া কেবলরাম অধিকতর বিস্মিত হইল। কেবলরাম বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি রাম পোদ্দা-রের নাম জানিলেন কিরূপে?"

সত্যবতী। আমি শান্তাকে দিয়া মধ্যে মধ্যে রাম পোদ্দা-রের নিকট অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া টাকা আনি।

কেবলরাম। বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি অভাবের সময় যে মাঝে মাঝে কোথা হইতে পয়সা বাহির করিয়া দেন, তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। দুঃখীর দলকে সাহায্য করিতে যে আমার হাতে মাঝে মাঝে পয়সা দিয়া থাকেন, তাহা কোথা হইতে আসে বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার অলঙ্কার থাকুক, আমাকে দুটি চরণধুলী দিন্। আপনার চরণধূলি মাথায় লইয়া গিয়া দেখি, অলঙ্কার বিক্রয় না করিয়া পয়সা হয় কি না।

কেবলরাম সত্যবতীদেবীর চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিয়া কুদাল স্কন্ধে—"এমন তোমার হৃদয়—এমন—এমন—" বলিতে বলিতে বাগানের দিকে চলিয়া গেল।

সত্যবতীদেবী নবদ্বীপের নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠের গৃহিণী; বঙ্গের চারিদিক হইতে রাজা-প্রজা সত্যবতীদেবীর অঙ্গাভরণের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিরত্নের অলঙ্কার উপহার প্রেরণ করিয়া আত্মাকে পুণ্যবান্ জ্ঞান করিত। সত্যবতী দেবী সে সকল অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন না। তাঁহার অলঙ্কার ছিল—দুগাছা শঙ্খবলয় ও একটি সিন্দুর বিন্দু। এখন বলয় দুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সিন্দুর বিন্দুটি

মুছিয়া গিয়াছে। তাঁহার অব্যবহৃত অলঙ্কারের ব্যবহার বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ হইতেছে।

সে দিন আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্নে তারকনাথ ও স্মৃতিধর পঞ্চবটীর ঘাটে গিয়া বসিয়াছিল। তারক নাথ অতি বিমর্ষভাবে বসিয়া কি ভাবিতেছিল। স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল "তারা, তুই কি ভাব্‌ছিস বল্ দেখি?" তারকনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "স্মৃতি, দেখেছিস এই একবৎসরে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! কি ছিল—কি হইয়াছে!" তারকনাথের কপোল বহিয়া দুটি জলবিন্দু ভূতলে পড়িয়া গেল। স্মৃতিধর দেখিয়া তারক নাথের মুখ খানি ধরিয়া কপোলের জলরেখা দুটি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল "তারা, তুই এত সহজে কাতর হ'স?"

তারকনাথ। স্মৃতি! আমি সহজে কাতরনহি। একবার ভেবে দেখ্ দেখি, এই একবৎসর পূর্ব্বে কি ছিল—আর এখন কি হইয়াছে! কোথায় সেই টোল—কোথায় সেই ছাত্রগণ—কোথায় সেই পরিচারক—কোথায় তাহাদের কলরব! যে বহির্বাটী দিবা যামিনী কলরবময় থাকিত, আজ তাহা নীরব—নিস্তব্ধ। যেখানে দিবসের অষ্ট প্রহর নানা দেশ হইতে নানা জাতীয় লোকের সমাগম হইত, সেস্থান আজ জনপ্রাণী শূন্য। স্মৃতি! একবার ফুল বনের দিকে চেয়েদেখ্; যেস্থান ষড়ঋতুতে প্রস্ফুটিত কুসুম শোভায় শোভিত থাকিত, তাহার দশা একবার চেয়েদেখ্! যেস্থানে দুভাই শৈশব হইতে সেদিন পর্য্যন্ত ধুলা খেলায় ভুলিয়া থাকিতাম, তাহার দশা একবার চেয়েদেখ্!

স্মৃতিধর তারকনাথের কণ্ঠে বাহু জড়াইয়া বলিল "তারা,

তুই বাহিরের পরিবর্ত্তন দেখিয়া কাতর হইতেছিস, একবার পরিবারের পরিবর্ত্তন ভাবিয়া দেখিতেছিস্‌না। মা কি ছিলেন—কি হইয়াছেন! যোগমায়াদেবী কি ছিলেন—কি হইয়াছেন; সুরুচী-বিজয়া কি ছিল—কি হইয়াছে! শান্তামা কি হইয়াছে! এসকল একবার ভাবিয়া দেখিস্‌ কি? পরিবর্ত্তন হয়নাই—কেবলরামের দেহের। কেবলরামের অন্তরের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু ভাই! যোগমায়াদেবীকে ধন্যবাদ দেই। যোগমায়া দেবী গৃহের একমাত্র সান্ত্বনা। সান্ত্বনারূপিণী যোগমায়াদেবী যখন যেখানে আভির্ভূ্তা হইতেছেন, সেখানে "হা হুতাশ" অন্তর্হিত হইতেছে। যোগমায়াদেবীকে প্রণাম করিতেছি।"

তারকনাথ তখন বাক্‌শূন্য। তারকনাথ নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া, শূন্যনয়নে সরসীর দিকে চাহিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল; স্মৃতিধর তাহা দেখিতে পাইল। স্মৃতিধর তারকের কণ্ঠ ছাড়িয়া দিল। তারকের কাতরতায় স্মৃতিধরের হৃদয় একটু কাতর হইয়া আসিতেছিল, স্মৃতিধরের চোক দুটি ছল ছল হইয়া উঠিয়াছিল। স্মৃতিধর তারকের কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া, চোক দুটি মুছিয়া ফেলিল; স্মৃতিধরের মুহূর্ত্তের কাতরতা মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদূরিত হইল। শৈশবে স্মৃতিধরের মাথার উপর দিয়া অনেক বিপদ গিয়াছে। এখনও পিতৃ মাতৃ বিয়োগের কথা অল্প অল্প স্মৃতিধরের মনে পড়ে। সত্যবতী দেবীর স্নেহে, ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যত্নে, সে শোকস্মৃতি জাগরিত ছিলনা; সে স্মৃতি ঘুমঘোরের মত ছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাহার সে স্মৃতি ক্রমে জাগিয়া উঠিতেছিল। স্মৃতিধর অনেক ভাবিয়া দেখিল "জগতের নিয়মই কি

এই ?" তাহার কৈশোর হৃদয়ে কিছুই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইল না। স্মৃতিধর অবশেষে স্থির করিল "জগতের নিয়মই এই। পিতা, মাতা, গুরু ;—ইহাদের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে জাগরিত রাখিব কিন্তু দুঃখ করিব না। ইহাদের পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া, যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হইবে তাহা করিব, দুঃখ করিয়া জীবনটা বৃথা কাটাইব না।" স্মৃতিধর অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া শেষে মনকে প্রবোধিত করিয়াছিল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুর পর স্মৃতিধর অতি কাতর হইয়াছিল ;—তারকনাথ অপেক্ষাও কাতর হইয়াছিল। ক্রমে সে কাতরতাকে বিদূরিত করিয়াছে,—তারকনাথ তাহা পারে নাই। তারকনাথের হৃদয়ে এই প্রথম আঘাত। তারকনাথের অক্ষত হৃদয়ে প্রথমেই বিষম আঘাত লাগিয়াছে। সে আঘাত-যন্ত্রণা প্রবল হইলে, তারকনাথের হৃদয় মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। স্মৃতিধর তখন তারককে বুঝাইতে থাকে ;—কৈশোর হৃদয়ে যে সকল কৈশোর ভাবের উদয় হওয়া সম্ভব, সেই সকল কৈশোর যুক্তিতে তারকনাথকে বুঝাইতে থাকে। তারক, স্মৃতির সান্ত্বনায় অনেক সুস্থ হয়, অনেক ভুলিয়া যায়। স্মৃতিধর আজ তারকের কাতরতা দেখিয়া, তারকের কণ্ঠ ধরিয়া আদর করিয়া বুঝাইতে গিয়াছিল ; তারকের কাতরতায়, তারকের কথায় তাহার বাল্য স্মৃতি জাগিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। স্মৃতিধর তারকের কণ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া, ছল ছল চোক দুটি মুছিয়া বলিল—"তারক, সুধু দুঃখ করিলে চলিবে না, সুধু চোকের জল ফেলিলে চলিবে না। আমাদের কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। যাহাতে পিতার নাম রাখিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখিতে হইবে।"

তারক। স্মৃতি! কি করিব, আমি যে ভাবিয়া পাইতেছি

না। চারিদিকে পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমার আত্মা কাতর হইয়া পড়িতেছে। আমি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

স্মৃতিধর। পরিবর্ত্তন দেখিয়া তুই কাতর হইতেছিস্? সংসারে চারিদিকে পরিবর্ত্তন হইতেছে, কেহ ভাবিয়া চিন্তিয়া কি তাহাতে বাধা দিতে পারিয়াছে? পরিবর্ত্তন যখন অনিবার্য্য, তখন তাহার জন্য দুঃখ করিয়া বৃথা সময় কাটাইতে যাই কেন? পরিবর্ত্তন ভাল মন্দ দুদিকেই হইতেছে। ভাগ্যদোষে আমাদের পরিবর্ত্তন মন্দের দিকে চলিয়াছে। মন্দ হইতে ভাল সংগ্রহ করা যতদূর সম্ভব, চল্, আমরা তাহার উপায় ভাবিয়া দেখি।

তারক। স্মৃতি, বাবা বলিতেন "আমার তারকনাথকে টোলের অধ্যাপনার এবং আমার স্মৃতিধরকে আমার বিষয় সংরক্ষণের ভার দিয়া, আমি অন্তিমে নিশ্চিন্ত হইয়া শেষ কয়দিন কাটাইব।" বাবা নিশ্চিন্ত রাজ্যে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন; আমরা বাবার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিলাম কই?

স্মৃতিধর। কেন? আমি কি বাবার বিষয় সংরক্ষণ করিতেছি না? বাবার সঙ্গে তাঁহার ঐহিক বিষয়ের অনেক লয় পাইয়াছে; যাহা আছে তাহা কি আমি বিশেষরূপ দেখিতেছিনা? ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির ও গৃহাদির সংরক্ষণ কি আমা দ্বারা হইতেছে না? আমি আমার যথাসাধ্য করিতে ত্রুটি করিতেছি না। এখন তোর কথা। তোর টোলের অধ্যাপনা হইতেছে না, সে বিষয়েও কি আমি নিশ্চিন্ত বলিয়া মনে করিস?

তারক। স্মৃতি, তুই পিতার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতেছিস, তোর সাহসে, তোর উদ্যমে, অদ্যাপি অন্নবস্ত্রের জন্য চিন্তা করিতে

হইতেছে না। কিন্তু পিতার ইচ্ছানুরূপ আমার কার্য্য হইতেছে কই? আমি ভাবিয়া চারিদিক শূন্য দেখিতেছি। তাহাতে মন কষ্টও যে কম হইতেছে এমন ভাবিস্‌না। আমি অন্তরে অনেক কষ্ট ঢাকিয়া রাখিতেছি।

স্মৃতিধর। আমাকেও তোর কোন কষ্টের বিষয় অবক্তব্য আছে?

তারক। না। তোকে জানাইতে পারি না এমন কোন কথা, এমন কোন কষ্ট আমার নাই; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তোকে একটা কথা বলিব বলিব করিয়াও বলি নাই; একটা বিষম কষ্ট জানাইব জানাইব করিয়াও জানাই নাই।

স্মৃতিধর। শীঘ্র বল্‌,—এখনই বল্‌।

তারক। বলি শোন্‌। অস্থির হইস্‌ না।

স্মৃতিধর। আমি অস্থির হইলাম? তুই কিরূপে এতদিন তোর মনের কষ্ট আমাকে না জানাইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছিস্‌?

তারক। স্মৃতি, সেদিন আমি বাগীশ মহাশয়ের বাড়ীর নিকট দিয়া আসিতেছিলাম। অসহ্য যন্ত্রণাদায়িকা চিন্তা তখন আমার আত্মাকে দগ্ধ করিতেছিল। কণক এবং বাগীশ মহাশয়ের ছোট শ্যালক তখন রাস্তার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। আমি একটু দূরে আসিলে, বাগীশ মহাশয়ের শ্যালক কণককে বলিল "কণক, ঐ ভট্টাচার্য্য মশায়কে জিজ্ঞাসা করিয়া আয়, এখন তাঁহার টোলে কয়জন ছাত্র?" কথাটা আমি শুনিতে পাইলাম,—তাহা আমার হৃদয়ে স্পর্শ করিল। আমি হঠাৎ অজ্ঞাতে একবার দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কণক তখন বলিতেছিল "আমি পারিব না, তারকনাথ যোগমায়া দিদির স্বামী, আমাকে অতি ভালবাসে।"

বাগীশ মহাশয়ের শ্যালক তখন বলিল "বটে! রাখ তোমার ভালবাসা! তোমার মাকে বলিয়া দিতে হইবে।" আমি তখন একবার সেদিকে মুখ ফিরাইয়াছিলাম, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া দুজনেই চলিয়া গেল। আমার হৃদয়ের কষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিস্? তখন আমার হৃদয়ে যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিস্? যে যাতনাগ্নি এই কয়দিন আত্মাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিস্?

স্মৃতিধর। বুঝিয়াছি। তুই অবশ্য কোন উত্তর দিস্ নাই?

তারক। না।

স্মৃতিধর। এখন এই যাতনাগ্নিতে জল সেচন করিতে হইবে। এই যাতনাগ্নি এখন নিভে যাউক। বাগীশের শ্যালকের কথার একটা উত্তর দিতে হইবে। সে উত্তরটার জন্য এখন প্রস্তুত হইতে চেষ্টা করিতে হইবে। একদিন গিয়া তাহাকে বলিতে হইবে "মশায়, অনুগ্রহ করিয়া দেখে যান, আমার টোলে কয়জন ছাত্র।" বুঝিতে পারিলি? উত্তর দিতে হইবে, কথায় নহে;— কার্য্যে।

তারক। স্মৃতি, আমি তাহার উপায় দেখিতেছি না।

স্মৃতিধর। আমি তাহার উপায় দেখাইয়া দিতেছি।

স্মৃতিধর পঞ্চবটীর নিমগাছের পাদদেশে বসিয়া তারকনাথকে তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিল।

এতক্ষণ সত্যবতী দেবী যোগমায়া, সুরুচী, বিজয়া ও শান্তাকে মহাভারতের গল্প শুনাইতেছিলেন। কেন জানি না, হঠাৎ তারক-স্মৃতির কথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি গল্প স্থগিত রাখিয়া তারক-স্মৃতির নিকট চলিলেন। তারক-স্মৃতি সচরাচর এমন সময়

যে স্থানে বসিয়া সাংসারিক কার্য্যাদি করিত,—পরামর্শ করিত—আজ তাহারা এখন সেখানে নাই। সত্যবতী দেবী একবার ডাকিলেন "তারা! স্মৃতি!" কোন উত্তর পাইলেন না। সত্যবতী দেবী ধীর গমনে একবার পঞ্চবটীতে গেলেন। পঞ্চবটীতে গিয়া দেখিতে পাইলেন, তারক ও স্মৃতিধর মলিনমুখে বসিয়া কি ভাবিতেছে, কি পরামর্শ করিতেছে। তিনি নিকটে গেলেন। তারক-স্মৃতিধর মাকে দেখিয়া নীরব হইয়া রহিল। মা বলিলেন "তারা-স্মৃতি! আমি আর তোদিগকে বুঝাব কত? আমি আর পারি না! সর্ব্বদা এত কি ভাবিস্? আমাকে একবার বল দেখি। তোদের ভাবনার এমন কি গুরুতর কারণ আছে?

স্মৃতিধর। মা! আমরা আজ এক পরামর্শ করিয়াছি।

সত্যবতী। কি পরামর্শ?

স্মৃতিধর। তারাকে আরো কিছুদিন ন্যায় পড়িতে হইবে।

সত্যবতী। তারক কি বলিতেছে?

স্মৃতিধর। মা! এই কয়দিন যে তারাকে এত বিমর্ষ দেখিয়াছেন,এই চিন্তাই তাহার কারণ। কিরূপে তারার ন্যায় অধ্যয়নের সমাপ্তি হয়, তারা দিবারাত্রি তাহাই ভাবিতেছিল। তারা ভাবিয়া উপায় পাইতেছিল না, আমাকে আজ খুলিয়া বলাতে আমি তাহার উপায় বাহির করিয়াছি।

সত্যবতী। কি উপায় বাপ্?

স্মৃতিধর। এখানে বাবার অবর্ত্তমানে ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপক আর তেমন নাই। যাঁহারা আছেন, তারকনাথ তাঁহাদের প্রায় সমকক্ষ সুতরাং নবদ্বীপে আর তাহার ন্যায় শাস্ত্র পড়া হয় না। ন্যায় অধ্যয়ন সমাপ্তির জন্য তাহাকে কাশী যাইতে হইবে

সত্যবতী। তারাকে কাশী যাইতে হইবে!—

তাঁহার মুখে আর বাক্য ফুটিল না। তিনি নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন। শেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "ভগবান্ বুঝি তবে অনন্তদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন। বাপ্ স্মৃতি, তারা কি কাশী একা যাইবে?"

স্মৃতিধর। না—মা। তারা একা যাইবে কেন? আমি সঙ্গে যাইব।

সত্যবতী। তুমি সঙ্গে যাইবে! এদিকে তোমাদের সংসার রক্ষা করিবে কে?

স্মৃতিধর। কেন মা! আমি প্রজাদের সঙ্গে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া যাইব। কেবলরামকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া যাইব। কেবলরাম আমাদের সম্বল। তারার ন্যায় অধ্যয়ন সমাপন করিতে বেশী পক্ষে আর তিন বৎসর লাগিতে পারে। আমি এই সময়ের মধ্যে আর একবার বাড়ীতে আসিব। মা, সংসার নির্ব্বাহের জন্য কোন ভয়ের কারণ নাই।

সন্যবতী। বাপ্, সকলই বুঝিলাম;—কিন্তু তুই বলিতেছিস্ তিন বৎসর লাগিবে, তিন মুহূর্ত্ত তো'দিগকে না দেখিলে যে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি!

স্মৃতিধর। মা, জগতে কর্ত্তব্য পালনের জন্য অনেক সময় একটু আধটু কষ্ট সহ্য না করিলে চলিবে কেন? আর আপনার স্নেহের যোগমায়া দেবী, সুরুচী-বিজয়া সর্ব্বদা নিকটে থাকিবে, আমাদের জন্য বিশেষ কষ্ট হইবে না।

সত্যবতী। বিশেষ কষ্ট হইবে না!

সত্যবতীদেবী আর কিছু বলিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া স্মৃতিধরকে বলিলেন "বাপ্, আমি সব সহ্য করিব। ভগবান্, আমার আশা পূর্ণ করিবেন কি ?" তারকনাথ এতক্ষণ বিরস-বদনে বসিয়াছিল। সত্যবতী দেবী তারকের হস্ত ধারণ করিয়া তাহাকে উঠাইলেন এবং উভয়কে সঙ্গে করিয়া আঙ্গিনাভিমুখে যাইতে যাইতে বলিলেন "বাপ্, তোরা আমার অনন্তদেবের অভি-প্রায় পূর্ণ করিতে সংকল্প করিয়াছিস্। এই দুঃখিনীর মনোবাঞ্ছা ভগবান্ পূর্ণ করিবেন। তোমরা কাশীতে যাও তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই,—কিন্তু একটা কথা মনে রাখিও ;—যেখানেই থাক, এই দুঃখিনীর কথা একবার একবার মনে করিও।" তারকের নয়নপ্রান্তে আবার দুবিন্দু জল দেখা দিয়াছিল। স্মৃতিধর তাহা দেখিতে পাইল। স্মৃতিধর তারকের প্রতি কর্কশ দৃষ্টিপাত করিল। তারকের চোকের জলবিন্দু চোকের কোণেই রহিয়া গেল ; গণ্ডস্থল বহিয়া ভূতলে পড়িল না।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল ; আলো মৃদুমন্দ জ্বলিতেছিল। যোগমায়া গৃহে প্রবেশ করিয়া আলোটিকে একটু প্রজ্বলিত করিয়া দিল। যোগমায়া প্রজ্বলিত আলোকে দেখিতে পাইল, তারকনাথ এখনও ঘুমায় নাই ; বিরস বদনে শয্যায় বসিয়া কি ভাবিতেছে। বাড়ী তখন নীরব। রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। মায়ের ঘরে, শান্তা, সুরুচী ও বিজয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ;

বসিয়া তাঁহার আরাধ্যদেবের ধ্যান করিতেছেন। যোগমায়া এতক্ষণ মায়ের নিকট বসিয়াছিল। সত্যবতী দেবী যোগমায়াকে "মা, এখন শোও গিয়ে" বলিয়া যাইতে অনুমতি করায়, যোগমায়া উঠিয়া তাহার দেবতার নিকট আসিয়াছিল। তাহার দেবতা তখনও বসিয়া রহিয়াছে। দক্ষিণের ঘরে একটা আলো জ্বলিতেছিল; তাহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই। প্রায় সকল রাত্রিতেই দক্ষিণের ঘরের আলো এত রাত্রি পর্য্যন্ত জ্বলিয়া থাকে। সেঘরে কেবলরাম ক্লান্ত দেহে পার্শ্বস্থ একটা বিছানায় শুইয়া থাকে; স্মৃতিধর আলো জ্বালিয়া রাত্রির দ্বিতীয়প্রহর পর্য্যন্ত হিসাবপত্র দেখিয়া থাকে। যোগমায়া শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া নূতনত্ব দেখিল। নূতনত্ব দর্শনে একটু ভীতা, একটু চকিতা হইয়া সত্বরপদে স্বামীর নিকট গেল। যোগমায়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ আলোটাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছিল। তারকনাথ ক্ষীণালোকে মুখ ঢাকিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে ছিল; যোগমায়া প্রজ্বলিত আলোকে স্বামীর মুখ অশ্রু-প্লাবিত দেখিতে পাইয়া বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া, স্বামীর কণ্ঠ বাহু লতাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল। যোগমায়ার দুটি কমল নয়ন স্বামীর অশ্রুপ্লাবিত মুখপানে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল; অজ্ঞাতে তাহা হইতে অশ্রুপ্রবাহ তাহার গণ্ডস্থল, দেবতার বক্ষস্থল বহিয়া, ভূতলে পড়িতে লাগিল। প্রজ্বলিত আলোটা পুনরায় ক্ষীণতর হইয়া আসিল।

কি সুন্দর! অশ্রুজলে কি সুন্দর রূপ! এ রূপের তুলনা নাই! উষার শ্বেতাভ জ্যোৎস্নায় স্বর্ণলতা জড়িত, শিশির-সিক্ত সহকার দেখিয়াছ? সহকার যদি স্বর্ণকায় হইত, স্বর্ণলতার বর্ণটুকু যদি আরো একটু উজ্জ্বল হইত, উষার শিশিরবিন্দু গুলি

যদি মুক্তারাজি হইত, উষার শ্বেতজ্যোৎস্না যদি এই মৃদু দীপালোকের মত হইত, তবে একবার ভাবিয়া দেখিতাম সেই স্বর্ণলতা জড়িত, শিশিরসিক্ত, স্বর্ণকায় সহকার তাহার উপমাস্থল হইতে পারে কি না ;—অশ্রুশিশিরসিক্ত, মায়ালতাজড়িত, তারকতরুর উপমা জগতে আছে কি না।

তারকনাথ যোগমায়ার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া নিজের চক্ষু দুটি মুছিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মায়া কাঁদিতেছ কেন ?

যোগমায়া। তুমি কাঁদ কেন ?

তারক। আমি কাঁদি, আমার যাতনায়।

যোগমায়া। আমি কাঁদি, আমার যাতনায়।

তারক। মায়া, তোমার যাতনা কি ?

যোগমায়া। তুমি বল তোমার যাতনা কি ?

তারক। আমার যাতনা মা, যোগমায়া, সুরুচী, বিজয়া, শান্তামা।

যোগমায়া। আমার যাতনা তোমার চক্ষের জল।

যোগমায়া তারক নাথের কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিল। অপরের চোখের জল দেখিয়া অনেক সময় এরূপ কাঁদিতে হয়। যোগমায়া তারকের চিবুকটি কোমল হস্তে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল "আমাকে বলিবে,—তুমি একা বসিয়া কাঁদিতেছিলে কেন ?" তারকনাথ মায়ার চক্ষু দুটি মুছিয়া একটিবার একটি চুম খাইল। মায়া তখন হতচেতনা! তারক নাথ বলিল "মায়া, আমি তোমাকে বলিবার জন্যই এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছি। তুমি যদি আর না কাঁদ, তবে বলি।" তারকের চক্ষে তখন জল ছিলনা ; মায়ার হৃদয়ের উৎস তখন

উথলিয়া উঠিয়াছিল; মায়ার অশ্রুরাশি তখন বেগে বহিতে লাগিল। তারকনাথ বলিল "যোগ! মায়া! তুমি আমার কথা শুনিবেনা? স্বধু কাঁদিবে?"

যোগমায়া। না—আমি শুনিবনা। আমি কাঁদিব।

তারকনাথ আবার সেই কমল নয়নদুটি মুছিয়া দিল। আবার একটি চুম খাইল; তারক নাথ বলিল "মায়া, এত কাঁদিওনা। আমি যাহা বলি, শোন।"

অশ্রুপ্রবাহের বেগ তখন কমিয়া আসিয়াছিল। বর্ষার স্রোতস্বিণীর প্রবাহ, কুল ছাড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া একটু মৃদুবাহিনী হইয়াছিল। তারক নাথ সেই মৃদু প্রবাহে অঙ্গ ভাসাইয়া বলিল "মায়া, এত কাঁদিওনা! আমি যাহা বলি শোন।"

যোগমায়া। তুমি কি বলিবে?

তারক। যাহা বলিবার জন্য এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছি।

যোগমায়া। আমাকে আবার কাঁদাবে না ত?

তারকনাথ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। শেষে বলিল "কাঁদিবে কেন? মানুষকে কর্ত্তব্য পালন করিতে হয়। কর্ত্তব্য পালনে কাঁদিলে চলিবে কেন?"

যোগমায়া তারকের কণ্ঠ ছাড়িয়া বলিল "কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়? কর্ত্তব্যপালনে কাঁদিলে চলিবে কেন? তবে তুমি এতক্ষণ কাঁদিতেছিলে কেন?" যোগমায়া তাহার চক্ষুদুটি মুছিতে মুছিতে বলিল "তবে তুমি এতক্ষণ কাঁদিতেছিলে কেন?

তারক। আমি যে জন্য কঁদিতেছিলাম তাহা পরে বলিতেছি। এখন আমার কর্ত্তব্যের কথা শোন।

যোগমায়া। বল।

তারক। আমি একবার কাশী যাইব।

যোগমায়া। কাশী! কোন্ কাশী? লোকে তীর্থ যাত্রায় যে কাশীতে যায়, সেখানে?

তারক। হাঁ। সেই কাশীতে আমি একবার যাইব।

যোগমায়া। সে কত দূর?

তারক। অনেকদূর। একমাসের পথ।

যোগমায়া। কাশীতে তোমার কি কর্ত্তব্য?

তারক। বলিতেছি।

যাগমায়া। না—না; আমি তাহা শুনিব না।

তারক। পাগল! এত অস্থির হইতে আছে কি?

যোগমায়া। আমাকে অস্থির হইতে দেও। আমি এমন কর্ত্তব্য শুনিব না। কাশীর কর্ত্তব্য গঙ্গার জলে ভেসে যাউক।

তারক। মায়া! যোগ! যোগমায়া! আমার কথা শোন। তুমি অস্থির হইলে যে আমার কর্ত্তব্য প্রতিপালন হয়না!

যোগমায়া। তোমার কর্ত্তব্য পালন হয় না? কর্ত্তব্য পালন!

যোগমায়া নীরব হইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। শেষে হতাশ নয়নে তারকনাথের প্রতি চাহিয়া আবার বলিতে লাগিল "আমি তোমার কর্ত্তব্য পালনের প্রতিবন্ধক হইতেছি? আমি প্রতিবন্ধক? আমি সহায় না হইয়া প্রতিবন্ধক হইতেছি? না—তাহা হইবেনা। আমি আর অস্থির হইবনা,—আমি আর কাঁদিবনা। কাশীতে কত দিন থাকিবে?

তারকনাথ। কাশী যাইতে লাগিবে একমাস; কাশী হইতে বাড়ী আসিতে লাগিবে একমাস; কাশী থাকিব,—আমার কর্ত্তব্য সাধনে যতদিন প্রয়োজন হয়।

যোগমায়া। সে কতদিন?

তারকনাথ। তিন বৎসর।

যোগমায়া তখন আর বসিয়াছিলনা, ভূতলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। তারকনাথ ত্রস্তে উঠিয়া যোগমায়ার অচেতন দেহখানি কোলে তুলিয়া লইল। "মায়া! মায়া! যোগ! যোগমায়া!" কে উত্তর দিবে? চেতনা বিহীন দেহ কি কখনও উত্তর দিতে পারে? তারকনাথ অচেতন দেহটি শয্যায় রাখিয়া, পার্শ্বস্থ একটি জলপূর্ণ কলসী হইতে জল আনিয়া যোগমায়ার চোকে মুখে দিতে লাগিল। তারকের হৃদয় তখন শুষ্ক। তখন বাষ্পরূপে তারকের হৃদয়ের আর্দ্রতা শুকাইয়া গিয়াছিল। তারকনাথ অতি যত্নে জল সেকাদি দ্বারা যোগমায়ার চেতনা সম্পাদন করিল। যোগমায়ার কর্ণে তখনও 'তিন বৎসর' কথাটা প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যোগমায়া চেতনা পাইয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "তিন বৎসর!"

তারক। যোগমায়া! একটু সুস্থির হও।

যোগমায়া। আমি সুস্থির হইয়াছি।

তারক। আমি আর কিছুই বলিবনা, কিছুই করিব না,— কোথাও যাইবনা। কর্ত্তব্য দূরে যাক—কাশী দূরে যাক!

যোগমায়া আবার উঠিয়া বসিল। আবার বলিতে লাগিল "আমি তোমার কর্ত্তব্য পালনে প্রতিবন্ধক হইতেছি? না—না; তাহা হইতে দিবনা। আমি আর অস্থির হইব না। বল, এখন বল,—তুমি কাশীতে গিয়া কি করিবে।"

তারক। যোগমায়া, বাবার বড়ই ইচ্ছা ছিল আমি বাবার টোলের অধ্যাপনা করি এবং স্মৃতি বিষয় রক্ষা করে; কিন্তু এখন

সেই টোল কোথায় ? বাবার ইচ্ছা আমি পূর্ণ করিতে পারিলাম কই ?

যোগমায়া। তুমি কাশীতে গিয়া তাহার কি করিবে ?

তারক। ন্যায়শাস্ত্রের যতদূর অধ্যয়ন হইলে অধ্যাপনা চলিতে পারে, আমার তাহা হয় নাই। আমি কাশীতে গিয়া তাহা সমাপন করিয়া আসিতে সংকল্প করিয়াছিলাম।

যোগমায়া। কাশী না গিয়া নিকটে কোথাও কি ন্যায়ের অধ্যয়ন হয় না ?

তারক। যোগমায়া! আমি সেজন্যই কাঁদিতেছিলাম। যাঁহার নিকট ন্যায় শিক্ষার জন্য রাঢ়,—বঙ্গ,—দ্রাবিড়,—কাশী হইতে ছাত্র সমাগত হইত, তাঁহার পুত্রকে আজ ন্যায় শিক্ষার জন্য কাশী যাইতে হইবে! নবদ্বীপে কিম্বা বঙ্গের অন্যত্র এমন স্থান নাই, যেখানে গিয়া আমি আমার আত্মার তৃপ্তি লাভ করিতে পারি।

যোগমায়া। আর বলিতে হইবে না,—আর বুঝাইতে হইবে না। আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার আকাঙ্খা,—আমারই আকাঙ্খা; তোমার বাসনা—আমারই বাসনা; তোমার তৃষ্ণা—আমারই তৃষ্ণা। আমি এ তৃষ্ণা নিবারণে বাধা দিব না। বাধা দিলে পরিণামে আমাকেই কষ্ট পাইতে হইবে। কিন্তু আমার একটা কথা আছে।—

তারক। বল,—কি কথা, বল। যাহা বলিতে হয় এখন সকল কথা খুলিয়া বল।

যোগমায়া। তুমি কতদিন কাশী থাকিবে বলিলে ?

তারক। তিন বৎসর।

যোগমায়া। তোমার স্থায় অধ্যয়ন সমাপনের জন্য তিন বৎসর লাগিবে?

তারক। তিন বৎসর লাগিবে না। তবে প্রতিবন্ধকাদি ঘটিতে পারে। মোটের উপর তিন বৎসর ধরিয়া লইয়াছি।

যোগমায়া। তুমি ঠিক কতদিন মধ্যে ফিরিয়া আসিবে?

তারক। তিন বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে।

যোগমায়া। এই তিন বৎসরে আরো তিন মাস যোগকর।

তারক। তার পর?

যোগমায়া। তার পর তুমি বল, এই তিন বৎসর তিনমাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিবে।

তারক। আসিব।

যোগমায়া। নিশ্চয়?

তারক। নিশ্চয়।

যোগমায়া। যদি এই তিন বৎসর তিনমাস মধ্যে ফিরিয়া না আইস, তবে কি হইবে?

যোগমায়ার স্বরের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তারকনাথ যোগমায়ার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তখন যোগ মায়ার মুখে কাতরতার চিহ্ন নাই। তাহার নীলোৎপল নয়ন হইতে প্রগাঢ় দৃঢ়তার আভা ছড়াইয়া পড়িতেছে। তারকনাথ একটু বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল "যোগমায়া, এই তিন বৎসর তিন মাস মধ্যে না আসিলে কি হইবে?

যোগমায়া। যে দিন তিন বৎসর তিনমাস গত হইবে,—সে দিন নিশাবসানে তোমার যোগমায়ার এই জগতের মায়ার অবসান হইবে; এই দেহ জাহ্নবীর জলে ভাসিয়া যাইবে।

তারকনাথ "সে কি! সে কি!" বলিয়া যোগমায়ার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বুকে ধরিল। যোগমায়া মুখখানি স্বামীর বক্ষ হইতে সরাইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইল। "সে কি নয়; চল মায়ের নিকট যাই। চল, মায়ের পদ স্পর্শ করিয়া দুজনে প্রতিজ্ঞা করি—তুমি তিনবৎসর তিন মাস মধ্যে আসিবে; আমি এই তিনবৎসর তিন মাস তোমার মুখচন্দ্র দর্শন বাসনাকে বুকে চাপিয়া রাখিব; তুমি তিন বৎসর তিনমাস মধ্যে না আসিলে, যে দিন তিনবৎসর চারি মাসে পড়িবে, সেই দিন উষার আলোকের পূর্ব্বে এই দেহ জাহ্নবীর জলে ভাসাইয়া দিব। চল, বসিয়া কেন? চল, মায়ের নিকট যাই।" তারকনাথ যোগমায়ার হৃদয়ের দৃঢ়তা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ বসিয়া রহিল। যোগমায়া তাহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিতে লাগিল "চল, মায়ের নিকট যাই; বসিয়া থাকিলে চলিবে না।" যোগমায়া তারকনাথকে লইয়া মায়ের নিকট চলিল।

সত্যবতীদেবীর ঘরে তখন একটি ক্ষীণ আলো জ্বলিতে ছিল। ঘরের এক পার্শ্বে শান্তা, সুরুচী, বিজয়া ঘুমাইয়াছিল। সত্যবতী দেবী তখন তাঁহার সেই কাষ্ঠ পাদুকার নিকট বসিয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন। যোগমায়া ঘরের দ্বারে গিয়া ডাকিল "মা—! মা—!" সত্যবতী দেবীর ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আমাকে এমন সময় ডাকিলি?"

যোগমায়া। মা, আমি।

সত্যবতী। যোগমায়া? আবার আসিলি কেন মা?

যোগমায়া। মা, আমাকে ঘরে নিন্।

সত্যবতী দেবী দ্বার খুলিয়া দিলেন; দেখিলেন যোগমায়া একা নহে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তারক?"

তারক। মা, আমি।

সত্যবতী। কেন? কি হইয়াছে? এত রাত্রে দুজনে আমার নিকট কেন?

যোগমায়া তারককে ধরিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "মা, আপনি বসুন, আমরা আপনার নিকট এক প্রতিজ্ঞা করিতে আসিয়াছি।"

সত্যবতী। প্রতিজ্ঞা! কি প্রতিজ্ঞা? আমার নিকট তোরা কি প্রতিজ্ঞা করিবি?

যোগমায়া। মা, আপনি বসিয়া শুনুন।

সত্যবতী দেবী বসিলেন। যোগমায়া মায়ের পদপ্রান্তে বসিল। তারকনাথ শূন্য নয়নে ও শূন্য প্রাণে একটু দূরে বসিয়া পড়িল। যোগমায়া বলিল "মা, উনি কাশী যাইবেন।"

সত্যবতী। আমি তাহা জানি।

যোগমায়া। ন্যায়ের অধ্যয়ন সমাপনের জন্য।

সত্যবতী। আমি তাহাতে অনুমতি দিয়াছি।

যোগমায়া। মা, আমিও তাহাতে আপত্তি করিতেছি না।

সত্যবতী। মা, তুমি তাহাতে তোমার সম্মতি দিয়াছ?

যোগমায়া। দেই নাই; আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া সম্মতি দিতে আসিয়াছি।

সত্যবতী। বেশ্ মা। পতিগতপ্রাণা নারীর ধর্ম্ম এই। পতিপ্রাণা রমণী পতির কার্য্য ও পতির বাসনা সিদ্ধিতে বাধা না দিয়া, তাহার সহায় হয়।

যোগমায়া। মা, আমি সহায় হইতে পারিব কি না জানি না কিন্তু বাধা দিব না।

সত্যবতী। আমার নিকট তোরা কি প্রতিজ্ঞা করিতে আসিয়াছিস্—মা?

যোগমায়া। মা, আমি যেমন আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া হাসি মুখে সম্মতি দিব, উঁহাকেও আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া একটি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতে হইবে।

সত্যবতী। কি প্রতিজ্ঞা?

যোগমায়া। উনি বলিতেছেন তিন বৎসর মধ্যে পাঠ সমাপন করিয়া বাড়ীতে আসিবেন। আমি এই তিন বৎসরে আরো তিনমাস যোগ করিয়া দিয়াছি।

সত্যবতী। বেশ।

যোগমায়া। এই তিন বৎসর তিনমাস মধ্যে বাড়ী আসিবেন; আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া তাহা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

সত্যবতী। তারক!

তারক কোন উত্তর দিতে পারিল না। যোগমায়া বলিতে লাগিল "এই তিন বৎসর তিন মাস মধ্যে যদি বাড়ীতে না আসেন, তবে আমি তিন বৎসর চারিমাসের প্রথম দিনের উষার পূর্ব্বে, এই দেহ জাহ্নবীর জলে ভাসাইয়া দিব।" যোগমায়া কথাগুলি বলিতে বলিতে মায়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া ছিল, তাহার দক্ষিণ হস্তটি মায়ের বাম পদ স্পর্শ করিয়া ছিল। মা তাহার অবশ দেহখানা যত্নে বুকে তুলিয়া লইয়া তারকনাথকে বল্লিলেন "তারক, আয়, আমার পা ছুঁইয়া বল—তিন বৎসর তিন মাস মধ্যে ফিরিয়া আসিবি।"

তারক অবশ দেহে, অবশ প্রাণে মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া বলিল "আসিব।"

মা বলিলেন "স্মৃতিকে ডাক্।"

তারক স্মৃতিকে ডাকিতে গেল। স্মৃতি তখন সংসারের হিসাবপত্র মিলাইতে ছিল। তারক গৃহের নিকট গিয়া ডাকিল—"স্মৃতি—।" স্মৃতিধর চমকিয়া উঠিয়া বলিল "কেরে? তারা?"

তারক। স্মৃতি, একবার বাহিরে আয়।

স্মৃতি "কেন? - কেন?" বলিতে বলিতে দপ্তর বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিল। তারক বলিল "স্মৃতি, মা তোকে ডাকিতেছেন।" তারা-স্মৃতি মায়ের ঘরে গেল। তখনও যোগমায়ার অবশ দেহখানি মায়ের বক্ষে। তারা-স্মৃতি গৃহে প্রবেশ করিলে মা বলিলেন "স্মৃতি, তোদের কাশী যাওয়ার দিন ধার্য্য কর। একটা তিথি দেখিয়া যা'স। তোরা আমার অঞ্চলের একমাত্র নিধি।" স্মৃতিধর বলিল—"মা—!" বিস্ময়ে স্মৃতিধর কিছুই বুঝিতে পারিতে ছিল না। সত্যবতী দেবী বলিলেন "বাপ্, তারাকে সঙ্গে করিয়া শোও গিয়া। তারার মুখে সকল কথা শুনিও। তোমাদের কাশী যাওয়ার এতদিন যত আপত্তি ছিল, তাহা বিদূরিত হইয়াছে।" স্মৃতিধর কিছুই বুঝিতে পারিল না; অবাক্ ও বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যবতী দেবী বলিলেন "তারাকে সঙ্গে করিয়া এখন শোও গিয়া।" স্মৃতিধর তারককে ধরিয়া বাহিরে গেল। শুইতে গেল, কি জাগিতে গেল, কে বলিবে? তারক্-স্মৃতিধর ঘরের বাহিরে গেলে, সত্যবতী দেবী ধীরে ধীরে যোগমায়াকে শয্যায় শোয়াইলেন। যোগমায়ার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল "মা, আমি আপনার কোলে,—

না মাটিতে ?" সত্যবতী দেবী বলিলেন "মা, আমার বুকে মাথাটি রাখিয়া একটু শোও, একটু সুস্থ হও।" যোগমায়া মায়ের বক্ষে মুখখানি ধীরে ধীরে স্থাপন করিল, দুটি উষ্ণ জলবিন্দু মায়ের বক্ষে পতিত হইল। মা কি তখন সচেতনা ছিলেন ?

শান্তা, সুরুচী, বিজয়া যেরূপ ঘুমাইতেছিল সেই রূপই ঘুমাইয়া ছিল। শান্তা, সুরুচী, বিজয়া কিছুই জানিতে পারিল না। কেবলরামের পরিশ্রান্ত দেহটা তখন নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করিতে ছিল।

সরস্বতী।

প্রথম তরঙ্গ।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে,সে সময়ে বাঙ্গালা হইতে কাশী যাইবার দুই উপায় ছিল;—জলপথে নৌকাযোগে ও স্থলপথে পদব্রজে। জলযাত্রা অতি বিপদসঙ্কুল ছিল। তাহাতে ব্যয়ও অত্যধিক পড়িত। স্থলপথে তত বিপদ ছিল না, ব্যয়ও তত অপরিমিত পড়িত না, কিন্তু তাহাতে কষ্ট ছিল বর্ণনাতীত। অনবরত পদব্রজে চলিতে চলিতে এক মাসের পূর্ব্বে কাশীর মুখ দেখা যাইত না। ভারতের বর্ত্তমান রাজধানীর অদূরবর্ত্তী, ভাগীরথীর তীরস্থ সালিখার নিকট হইতে যে রাজবর্ত্ম পশ্চিম-বাহী হইয়া চলিয়াছে, যাহার লয়াবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই রাজবর্ত্ম স্থলযাত্রার একমাত্র পথ ছিল। বাঙ্গলার চারিদিক হইতে কাশীপ্রয়াসী যাত্রীগণ ভাগীরথীর এই সালিখা ঘাটে আসিয়া এই পথে উঠিত। পথের মাঝে মাঝে কোন কোন স্থানে এক একটি অতিথিশালা ছিল। মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যাত্রীরা সেই সকল অতিথিশালাতে আশ্রয় লইত; তথায় স্নানাহার করিত, রাত্রি যাপন করিত। কিন্তু জলের অতিশয় কষ্ট ছিল। পরিষ্কার জল পাওয়া যাইত না, অপরিষ্কার জলও যথেষ্ট মিলিত না। রাস্তার দুপাশে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে অশ্বথ, বট প্রভৃতি বড় বড় গাছ ছিল। রৌদ্রের সময় পরিশ্রান্ত যাত্রীগণ তাহাদের ছায়ায় বিশ্রাম করিত। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে পথ চলিতে চলিতে মরিয়া বাঁচিয়া যাত্রীরা একমাসে কাশীতে গিয়া উপস্থিত হইত।

একদিন রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল। পথের পাথরগুলি অগ্নি খণ্ডের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া ছিল। যাত্রীরা

তখন কেহই পথে ছিল না; সকলেই গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছিল। তারকনাথ ও স্মৃতিধর তখন সেই উত্তপ্ত পথে, উত্তপ্ত দেহ ও উত্তপ্ত প্রাণে চলিয়া যাইতে ছিল। যাইতে যাইতে তারকনাথ বলিল "স্মৃতি, আমি আর চলিতে পারি না। তৃষ্ণায় আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।" স্মৃতিধর বলিল "ভাই, আর একটু চল, ঐ একটা গাছ দেখা যাইতেছে. একটু সহ্য করিয়া ঐ গাছের নিকট যাইতে পারিলে ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিব।" তারক-নাথ চলিতে লাগিল; আর কোন কথা বলিল না; তখন তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। সঙ্গে যে সকল দ্রব্যজাত ছিল, স্মৃতিধর তৎসমস্ত নিজের স্কন্ধে লইল। তারক অতি কষ্টে তাঁহার দেহটি বহন করিয়া চলিতে লাগিল। এক একবার বসিয়া, আবার উঠিয়া, অনেকক্ষণে দুজনে সেই গাছতলায় গিয়া উপস্থিত হইল। তারকনাথ গাছতলায় গিয়া বসিয়া পড়িল; স্মৃতিধর স্কন্ধের পুটলীটা রাখিয়া, তারকের জন্য নিকটস্থ একটা কূপ হইতে জল আনিতে গেল।

তারকনাথ গাছ তলায় ছায়ায় বসিয়া অনেকটা শীতলতা অনুভব করিল। শীতলতা অনুভব করিল দেহে—তাহার প্রাণের উত্তাপকে এই গাছের ছায়া কিম্বা এই সামান্য বাতাস শীতল করিতে পারিতেছিল না। গাছতলায় অনেক লোক বসিয়াছিল। তাহারা পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কেহ হাসিতেছিল, কেহ কাঁদিতেছিল; যাহারা হাসিতেছিল, তাহারা সঙ্গীরমুখে হাসির গল্প শুনিয়া হাসিতেছিল; যাহারা কাঁদিতেছিল, তাহারা কেহ মাথার বেদনায়, কেহ পায়ের বেদনায়, কেহ কেহ বা মনের বেদনায় কাঁদিতেছিল। রৌদ্রে পথ চলার সময় কাঁদিবার অবসর ছিলনা;

এখন গাছতলায় ছায়ায় বসিয়া অবসর পাইয়া, একটু চক্ষের জলে ব্যথিতেরা ব্যথার জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতেছিল। যাত্রীদের মধ্যে অনেকের হাসি কান্না কিছুই ছিল না। হাসি-কান্না বিহীন লোকও জগতে আছে। তারকনাথ যাত্রীদলের সহিত মিশিল না, তাহাদের সহিত হাসিল না, তাহাদের সহিত কাঁদিল না। তারকনাথ এক পার্শ্বে একা বসিয়া, দূরস্থ শূন্য মাঠের দিকে শূন্যনয়নে চাহিয়া রহিল। মাঠভরা রোদ। মাঠে গাছপালা কিছুই ছিলনা। মধ্যাহ্নের গাঢ় রোদ তাহাতে ঢেউ খেলিতেছিল। অতি দূরে রোদের ঢেউ ঝিকিমিকি করিতেছিল। তারকনাথ শূন্যনয়নে, শূন্য মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। তারকনাথের হৃদয় তখন শূন্য ছিল কি?

স্মৃতিধর একটি ঘটীতে করিয়া জল আনিয়া বলিল "তারা, এই নে, জল আনিয়াছি, জল নে।" স্মৃতিধরের কথাগুলি তারকনাথ স্পষ্ট শুনিতে পাইল না। তারকনাথ সেই শূন্যমাঠ হইতে তাহার সেই শূন্য নয়নদুটি ফিরাইয়া, স্মৃতিধরের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। স্মৃতিধর বলিল "তারা, তুই কি ভাবিতেছিস্? এই নে, জল নে।"

তারক। আমার এখন তত তৃষ্ণা নাই।

স্মৃতিধর। এখন জল পান করিবি না?

তারক। না; একটু পরে করিব।

স্মৃতিধর জলের ঘটীটি পার্শ্বে রাখিয়া দিয়া তারককে জিজ্ঞাসা করিল "তারা, কি ভাবিতেছিস্ আমাকে একবার বল্ দেখি।"

তারক। স্মৃতি, বিশেষ ভাবনা কিছুই নয়;—তবে বিদায়ের দিনের চিত্রটা থেকে থেকে আমার মনে পড়ে;—মায়ের সেই

হাসি-কান্না-হীন শুষ্ক মুখ আমার মনে পড়ে; যোগমায়ার বুক-বাঁধা দৃঢ়তা আমার মনে পড়ে; সুরুচী-বিজয়ার অশ্রুপ্লাবিত মুখ দুখানা,—বিষাদের, নিরাশার ছবিদুখানা আমার মনে পড়ে; শান্তা মায়ের অবশ দেহ ও উদাসপ্রাণ আমার মনে পড়ে; কেবলরামের তাপদগ্ধ প্রস্তর দেহ আমার মনে পড়ে। স্মৃতি, আমাদের আসিবার সময় প্রস্তরও গলিয়াছিল!

স্মৃতিধর নীরব রহিল; কোন উত্তর দিল না; তারকের বিষাদ স্মৃতিতে সহানুভূতি দেখাইল না, তারকের সঙ্গে মিলিয়া সেই বিষাদচিত্র মনে করিয়া দুঃখ করিল না। তারকনাথ স্মৃতিধরের মুখের ভঙ্গি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "স্মৃতি, তোর কি তাহা মনে পড়ে না?"

স্মৃতিধর। পড়ে।

তারক। তোর কি সে স্মৃতিতে মনে কষ্ট হয় না?

স্মৃতিধর। তাহাই ভাব্‌ছি!

তারক। তাহা ভাব্‌ছিস্ কি? কষ্ট হয় কি না, তাহা কি ভাবিয়া ঠিক করিতে হয়?

স্মৃতিধর। কষ্ট আমি ভাবিয়া ঠিক করিতেছিনা! আমার কষ্ট ঠিক করাই আছে। আমি ভাবিতেছি, অর্দ্ধপথে আসিয়া তোকে লইয়া আবার বাড়ী ফিরিয়া যাইতে হইল।

তারক। সে কি! বাড়ী ফিরিব কেন?

স্মৃতিধর। তবে তোকে লইয়া কাশী গিয়া কি করিব?

তারক। স্মৃতি, রাগ করেছিস্?

স্মৃতিধর। রাগ করিব কি? ভাবছি—এই সকল বিষাদ চিত্র স্মরণ করিয়া যাহার আত্মা বিচলিত হয়, তাহারা জগতে

কি কার্য্য হইবে? তাহার কাশীইবা কি, আর নবদ্বীপইবা কি?

তারক। স্মৃতি, আমাকে দোষ দিস্ না। আমার প্রাণ সহজেই অধীর হইয়া পড়ে। আর আমি এসকল বিষাদ চিত্র মনে করিব না।

স্মৃতিধর। তারা, আমি সকলই বুঝি। এসকল বিষাদ চিত্র কি আমার মনে পড়ে না? কিন্তু ভাই! সংসারে থাকিয়া কার্য্য করিতে হইলে এই সকল বিষাদ স্মৃতিতে বিচলিত হইলে চলে কি?

তারক। স্মৃতি, আমি আর বিচলিত হইব না। তুই আমার ধৈর্য্য, তুই আমার সাহস, তুই আমার সান্ত্বনা।

স্মৃতিধর। আমি ভাবিতেছি,—আমাদের সংসার চলিবে কিরূপে। আমরা চলিয়া আসিয়াছি, আমাদের নিরাশ্রয়া মাতা, ভগ্নি, যোগমায়া দেবী ও শান্তা মায়ের দিনপাত হইবে কিরূপে। একা কেবলরাম তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া রাখিতে পারিবে কি? আমি প্রজাদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু প্রজারা আমার বন্দোবস্ত মত কার্য্য করিবে কিনা, আপনা হইতে খাজানা পত্র কেবলরামের হাতে দিবে কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়! বাগীশ মহাশয়ের শ্যালকেরা সর্ব্বদা সুযোগ খুঁজিতেছেন। আমাদের অনুপস্থিতিতে সুযোগ পাইয়া, তাঁহারা সাধ মিটাইয়া বিদ্বেষ সাধন করিতে চেষ্টা করিবেন। কি বলিব, সকলই সময়ের দোষ! আমাদের পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে আশ্রয়দাতা রাজারও বিয়োগ ঘটিয়াছে। কৃষ্ণনগরের মহারাজ বর্ত্তমান থাকিলে আমাদের এত ভাবনার কারণ হইত না। তুই এসকল ভাবিস্ কি?

তারক। স্মৃতি, আমার মাথা ঘুরিতেছে। তোর কোলে আমার মাথাটা একটু রাখিতে দে। তোর কোলে মাথা রাখিয়া এই মাটীর উপর আমি একটু শুই।

স্মৃতিধর অতি যত্নে তারকের মাথাটি কোলে রাখিল। স্মৃতিধর একবার মুখখানি ফিরাইয়া তারকনাথের অজ্ঞাতে নয়ন দুটি মুছিয়া ফেলিল। তখন স্মৃতিধরের নয়ন প্রান্ত হইতে দুবিন্দু জল গড়াইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল।

একটু পরে স্মৃতিধর বলিল—"চল্ তারা, আমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই। আমাদের জন্য ভাবিবার একজন আছেন। যিনি জগতের জন্য ভাবিতেছেন, তিনি কি আমাদের ভাবনা ভাবেন না? আমরা কি আর জগৎ ছাড়া? চল্, আমাদের ভাবনার কোন কারণ নাই। আমরা যাহাতে আমাদের কর্ত্তব্যের প্রতি অবহেলা না করি, আমাদের এই ভাবনা থাকিলেই হইল। কাশী গিয়া যদি আমি কোন উপায় করিতে পারি, তবে তোকে কাশী রাখিয়া একবার বাড়ী যাইব এবং দুমাস পরে আবার তোর নিকট উপস্থিত হইব।" তারকনাথ কোন উত্তর দিল না। তারকনাথের চক্ষু দুটি তখন মুদ্রিত ছিল।

বেলা পড়িয়া গিয়াছে;—রৌদ্র সরিয়া গিয়াছে। যাত্রীরা একে একে উঠিয়া অদূরবর্ত্তী অতিথিশালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে গাছতলা শূন্য দেখিয়া স্মৃতিধর তারকনাথকে জাগাইল। তারকনাথকে জাগাইল কি তাহার মোহ ভাঙ্গিল কে বলিবে? তারকনাথ উঠিয়া বসিলে স্মৃতিধর বলিল "চল্, ঐ নিকটস্থ অতিথিশালাতে যাই; গাছতলায় রাত্রি যাপন করা যাইবে না।"

দুজনে উঠিয়া চলিল। স্মৃতিধর তারকনাথের জন্য ঘটীতে করিয়া জল আনিয়া ঘটীটি যেখানে রাখিয়াছিল, এতক্ষণ ঘটীটি সে থানেই ছিল; যাইবার সময় স্মৃতিধর তারককে জিজ্ঞাসা করিল "তারা, ঘটীর জল ফেলে দিব ?"

তারক। আমার তৃষ্ণা নাই ;—ফেলেদে।

স্মৃতিধর যাইবার সময় ঘটীর জল গাছ তলায় একটা ম্রিয়মাণ গুল্মের মূলে ঢালিয়া, শূন্য ঘটী হাতে করিয়া চলিল। তারকনাথ স্মৃতিধরের অনুসরণ করিল। স্মৃতিধর বলিল "তুই আগে চল্, আমি তোর অনুসরণ করি।" তারকনাথ আগে চলিল। তখন তারকনাথের হৃদয়ে আগে চলার শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল। স্মৃতিধর তারকনাথের অনুসরণ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

কাশী। এই সেই কাশী! যেখানে বরুণ-অসি দুভাই বিশ্বেশ্বরের আদেশে সাগরাভিসারিনী, দক্ষিণবাহিনী জাহ্নবীকে ফিরাইয়া, উত্তর বাহিনী করিয়াছিল, বরুণ-অসির অমর কীর্ত্তি এই সেই বারাণসী।

কাশীকে দর্শন করিয়া বিমোহিত হইতে হয়। কাশীর বক্ষে বৈরাগ্য ও বিষয়াসক্তি একত্র স্থান পাইয়াছে। তাহার এক অংশ তাপস, অপর অংশ বৈষয়িক। তাহার এক অংশে বিরাগ, অপর অংশে অনুরাগ; এক অংশে সাধনা, অপর অংশে বাসনা বিরাজ করিতেছে। জগতের অপরত্র যে তপস্থার নাম মাত্রও শ্রুতিগোচর

হয় না, কাশীতে তাহা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। জগতের অপরত্র যে সকল বৈষয়িক উপাদানের নাম গন্ধ নাই, কাশীতে তাহা সহজলভ্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

তাপসকাশীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অগ্নিশ্বর, মাধরায়, পঞ্চগঙ্গা, ব্রাহ্ম, মণিকর্ণিকা, রাজরাজেশ্বরী, শ্রীধর, নারদ, দশাশ্বমেধ—এই সকল ঘাট এবং দুর্গাকুণ্ড, জ্ঞান ব্যাপি প্রভৃতি সমাধি স্থান।

বৈষয়িক কাশীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—চক, বাজার, হাট, পল্লি, অট্টালিকাবলি, উদ্যান, প্রাঙ্গন, পাঠাগার, ছাত্রনিবাস, মানমন্দির।

জাহ্নবীর তোয়দেহ ধীর প্রবাহে ধরার বক্ষে বহিয়া চলিয়াছে; সমীরের বায়বদেহ ধীর প্রবাহে আকাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই দুই প্রবাহের সহিত মিশিয়া, অগ্নিশ্বর সোপানের হোম, মাধরায়ঘাটের স্তব, পঞ্চগঙ্গার তর্পণ, ব্রাহ্মঘাটের পরব্রহ্মস্তুতি, মণিকর্ণিকার চিরজ্বলন্ত চিতানলে বাসনালিপ্সা-আশক্তির অবসান, রাজরাজেশ্বরীর সোপানে 'মা! মা!' রব, শ্রীধর ও নারদঘাটের করুণ কাতর আরাধনা, দশাশ্বমেধে আত্মবলিদান,—কাশীর,—তাপস কাশীর এই তপস্যাস্রোত জগতের অনেকদূর ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে।

নানাদেশ হইতে জনস্রোত বৈষয়িক কাশীতে বহিয়া আইসে। এই জনস্রোতের সহিত ধনপতি শ্রেষ্ঠিগণের নীলকান্ত, অয়স্কান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিরত্ন এবং শ্বেতাভ, হরিতাভ, লোহিতাভ হীরকরাজি,—চকের চেলি, সাটী, উড়ানি, জড়িত শাল, সতরঞ্চ, গালিচা, ঘটী, বাটী, দ্বিরদরদ-বিনির্ম্মিত দ্বিরদ, হয়, আরোহী, মন্দির, মুকুর,—পল্লীমহলের "ওগো এস, ওগো বস" কিম্বা "আইয়েহে বৈঠেহে" প্রভৃতি চিত্তহর প্রলোভন;—বিদ্যামন্দীরের সাধ্য

ন্যায়াদি ষড়দর্শনের নির্ম্মল যশঃসৌরভ ;—মান মন্দিরের জ্যোতিষ সংবাদ ;—বৈষয়িক কাশীর এই অতুল বিষয়-সংবাদ জগতের অনেক দুর ছড়াইয়া পড়িতেছে।

একদিন যখন দিনান্তে পরিশ্রান্ত প্রভাকর অদূরে বিশ্রাম ভবন দেখিতে পাইয়া, অবশ দেহে চলিতে চলিতে তাহার সম্মুখীন হইতেছিল, সেই সময় তারকনাথ ও স্মৃতিধর অনেকদিনের অবিরাম পথশ্রমের পর তাপসকাশী দেখিতে পাইয়া, পরিশ্রান্ত ও অবশ দেহে তাহার সম্মুখীন হইল। জাহ্নবীর স্রোত ধীর গতিতে বহিয়া যাইতেছে। সায়াহ্নে নীল আকাশ জাহ্নবীর স্রোতে গা ঢালিয়া ভাসিয়া চলিয়াছিল। তীরে উচ্চ সোপানাবলীতে তখন হোমকুণ্ড সকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। হোমকুণ্ডাবলীর মৃদুপ্রভ আলোক, গঙ্গাবক্ষে ভাসমান আকাশের চক্ষে পড়িল ; আকাশ বুঝিতে পারিল,—দিবাবসান হইয়াছে। সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ জলে থাকা উচিত নয় ; বৃদ্ধ আকাশ সন্ধ্যা বেলা জাহ্নবীর বক্ষ হইতে উঠিয়া,ঐ উচ্চে নিজস্থানে গিয়া,তাহার বিপুল দেহ একখানা মণিরত্নখচিত নীলবসনে আবৃত করিয়া, শিরে দিব্যপ্রভ একটি চন্দনের ফোটা দিয়া নয়ন মুদিয়া জগৎসংসার ভুলিয়া, বিশ্বপতির ধ্যানে ধ্যানস্থ হইয়াছে। তারকনাথ ও স্মৃতিধর তাপস কাশীতে প্রবেশ করিতে করিতে উচ্চে ধ্যানস্থ আকাশকে দেখিল ; নিম্নে জাহ্নবী পুলিনে, শ্রীধর ও নারদ ঘাটে ধ্যানস্থ তাপসগণকে দেখিল। আকাশ ধনী,—আকাশ ঐশ্বর্য্য গৌরবে গৌরবান্বিত ;—আকাশের অঙ্গে মণিরত্ন বিজড়ত নীল বসন ; তাপসগণ সংসারবিরাগী,—তাঁহারা মণিকাঞ্চনের অভিলাষ করেন না ; তাঁহাদের অঙ্গের ভূষণ ভস্ম ; কিন্তু চন্দনের ফোটাটিতে

আকাশে ও তাপসে সাদৃশ্য আছে। আকাশ ধ্যানস্থ—তাপসগণ ধ্যানস্থ। বিমুগ্ধ চিত্ত তারকনাথ ও স্মৃতিধর স্থির করিতে পারিল না—আকাশে ও তাপসে কি প্রভেদ; আকাশের হৃদয় কতদূর বিস্তৃত, তাপসের হৃদয় কতদূর বিস্তৃত; আকাশের হৃদয় কাহার উদ্দেশ্যে কতদূর ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাপসের হৃদয় কাহার উদ্দেশ্যে কতদূর ছড়াইয়া পড়িতেছে।

তখন চারিদিকে মন্দীরে মন্দীরে সান্ধ্য আরতির শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল বাজিয়া উঠিয়াছিল। তারকনাথ ও স্মৃতিধর দুন্দুভি নিনাদে শোক দুঃখ ভুলিয়া, আপনাদিগকে ভুলিয়া, চারিদিক দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিল। দেখিল,—কোনঘাটে অবধূত গণ সম্মুখস্থ অগ্নিকুণ্ড গুলি প্রজ্জলিত করিতেছেন, কোনস্থানে ব্যাঘ্রচর্ম্মে কটি বেষ্টিত নগ্নকগণ উর্দ্ধনেত্র হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া, থাকিয়া থাকিয়া মুখে "বম্ বম্ হর হর শিব শঙ্কর" বলিয়া উঠিতেছেন; কোথাও ব্রহ্মচারিগণ জাহ্নবী-স্রোত-সান্নিধ্যে বসিয়া মধুর সাম স্বরে পরব্রহ্মের স্তুতিগান করিতেছেন।

তারকনাথ ও স্মৃতিধর এইরূপে তাপসকাশী দেখিতে দেখিতে বৈষয়িক কাশীর নিকটবর্ত্তী হইল। তখন তাহাদের মনে সে রাত্রের জন্য আশ্রয় স্থানের ভাবনা উপস্থিত হইল।

তৃতীয় তরঙ্গ।

বাড়ী হইতে আসিবার সময় স্মৃতিধর কাশী সম্বন্ধে অনেকের নিকট হইতে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিল। বঙ্গদেশে তখন কৃষ্ণ নগরের ন্যায় অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তাহাদিগকে বর্ত্তমান ভাষায় জমিদারী বলিতে পারা যায়। ভবনগর সেই সকল রাজ্যের কিম্বা জমিদারীর অন্যতম। ভবনগরের তদানিন্তন বৃদ্ধ রাজা শিবকিঙ্কর রায় পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া কাশীতে গিয়া বাস করিতেছিলেন। শিবকিঙ্কর রায় এবং তাঁহার গৃহিনী উভয়েই শৈব ছিলেন এবং উভয়েই শিরোমণি মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে তন্ময়হৃদয়া সহধর্ম্মিণী বিয়োগে বৃদ্ধ রাজা বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কাশীতে বাস করিতেছেন। স্মৃতিধর বাড়ী হইতে আসিবার সময় এতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিল। তাপস কাশী ও বৈষয়িক কাশীর সঙ্গমস্থানে এক অট্টালিকাতে তিনি তাপসাচারে বাস করিতেছেন, স্মৃতিধর বাড়ী হইতে আসিবার সময় এ তত্ত্বও সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। স্মৃতিধর যাইতে যাইতে তারকনাথকে বলিল "তারা, আজিকার রাত্রির মত কোথা থাকি বল্ দেখি? রাত্রিটা কোনরূপে কাটাইতে পারিলে, কাল প্রভাতে দেখিয়া শুনিয়া বাসস্থান ঠিক করিয়া লইতে পারিব।" তারক বলিল "আমি জানিনা; তোর যাহা ভাল মনে হয় তাহা কর।" তারকনাথ তখন দশাশ্বমেধ ঘাটের দৃশ্য ভাবিতেছিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে, অনেকে তাপদগ্ধ ঐহিক দেহ পরিত্যাগ করিয়া দিব্য দেহে স্বর্গলাভের বাসনায়, পানাহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিমিলিত নেত্রে ধরাশয়নে পড়িয়া রহিয়াছে;

সে দৃশ্য তখন তারক নাথের মনে পড়িতেছিল। তারকনাথ স্মৃতিধরের কথার উত্তরে বলিল "আমি জানিনা; তোর যাহা ভাল মনে হয় তাহাই কর।" স্মৃতিধর বলিল "ভাবিতেছি,—যদি রাজা শিব কিঙ্করের বাটীর সন্ধান পাই তবে সেখানে গিয়া আজ রাত্রিটা কাটাইতে পারি। তিনি বাঙ্গালী, তিনি ভক্ত। তিনি বাঙ্গালী দেখিলে, এইদুটি নিরুপায় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণসন্তান দেখিলে, সমাদরে রাত্রি যাপনের স্থান দিতে পারেন।

রাজা শিবকিঙ্করের নাম শুনিয়া তারকনাথ চমকিত হইয়া বলিল "রাজা শিবকিঙ্কর রায় আমার শ্বশুরের শিষ্য; সেখানে গেলে তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিবি?"

স্মৃতিধর। কেন? বলিব—আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান; বাসস্থান নবদ্বীপ; এখানে একজন ন্যায় ও অপরজন বিষয়কার্য্য শিক্ষার জন্য আসিয়াছি।

তারকনাথ। যদি পিতার নাম ও পিতামহের নাম জিজ্ঞাসা করেন, তবে কি বলিবি?

স্মৃতিধর। বলিব—আমরা ব্রাহ্মণ সন্তান; কোন কারণ-বশতঃ এখন তাঁহার নিকট আমাদের পিতার ও পিতামহের নাম প্রকাশ করিতে আমারা প্রস্তুত নহি। কাশীতে অনেক দিন থাকিব, সময়ে সকল কথা তাঁহার নিকট বলিব।

তারকনাথ। যদি তিনি অবিশ্বাস করেন।

স্মৃতিধর। অবিশ্বাসের কি কারণ আছে?

তারকনাথ। পিতৃপিতামহের নাম গোপন করিলে লোকের মনে সন্দেহ হয় না কি?

স্মৃতিধর। হয়—ব'য়ে গেল! তিনি অবিশ্বাস করেন, তাঁহার

বাড়ী হইতে চলিয়া আসিব। একটা গাছতলায় রাত্রিটা কা বাং দিব। চল্, একবার গিয়া দেখি।

তারকনাথ। আমার যাইতে কোন আপত্তি নাই। তবে কথা এই,—কাশীতে আসিয়া আমি এখন আত্মপরিচয় প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি। আমি কিরূপ পিতার পুত্র—জানিস্। কাশী হইতে পিতার ইচ্ছানুরূপ পুত্র হইয়া যদি যাইতে পারি, তবে যাই বার সময় পিতৃপিতামহের পরিচয় প্রকাশ করিয়া যাইব। এখন যদি ইহা গোপন রাখিতে পারিস, তবে যেখানে ইচ্ছা সেখানে আমাকে লইয়া চল্, আমি অবাধে, অম্লান বদনে যাইব; সহস্র কষ্ট হইলেও তাহাকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিব না। রাজার বাড়ী কেন—ভিখারীর গৃহে ভূমি শয়নে রাত্রি যাপন করিতেও আমি কষ্ট মনে করিব না।

স্মৃতিধর। চল্, একবার গিয়া দেখি। যেখানে আত্ম পরিচয় প্রকাশের সম্ভব দেখিব, সেখানে পঞ্চ মুহূর্ত্তও থাকিবনা।

দুজনে রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের বাটীর সন্ধানে চলিতে লাগিল। বাড়ী হইতে আসিবার সময় স্মৃতিধরকে একটি লোক বলিয়া দিয়াছিল—"মাধরায় ঘাট হইতে যে রাস্তা নগরের অভ্যন্ত-রাভিমুখে গিয়াছে, সেই রাস্তার দক্ষিণে, যেখানে তাপস কাশীর শেষ ও বৈষয়িক কাশীর আরম্ভ,—যেখানে দাঁড়াইয়া একদিকে গঙ্গাপুলিনের শান্ত ভগবৎস্তুতিস্বর ও অপরদিকে চক-বাজার-পল্লির কল কল জনরব স্পষ্ট শুনা যায়, সেই স্থানে রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের দ্বিতল অট্টালিকা। তিনি সেখানে সর্ব্বদা তন্ময়চিত্তে ভগবানের চিন্তায় দিনযাপন করিতেছেন। তিনি সেখানে ভগব-চ্চিন্তায় নিরত থাকিয়া দুদিক্ রক্ষা করিতেছেন। তিনি সেই

সে দশাকাগৃহে গৈরিক বাস পরিহিত হইয়া, পারত্রিকের সম্বল সংগ্রহ করিতেছেন। দেশ হইতে পুত্র বিষয় সম্বন্ধে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়া থাকেন, তিনি তথা হইতে পুত্রকে বৈষয়িক উপদেশও যথাযথ প্রদান করিতেছেন।” স্মৃতিধর এইরূপ অস্পষ্ট নির্দ্দেশানুসারে রাজা শিবকিঙ্করের বাড়ীর অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। মাধবরায় ঘাট হইতে যে রাস্তা নগরাভিমুখে গিয়াছে, তারকনাথ ও স্মৃতিধর লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সেই পথ ধরিয়াই চলিতে লাগিল; কিন্তু তখন রাত্রিকাল, বিশেষতঃ তারকনাথ ও স্মৃতিধরের এই প্রথম কাশীতে আগমন;—কাশীতে কেন, এই প্রথম তাহাদের বিদেশে আগমন। তারকনাথ ও স্মৃতিধর অনেক চেষ্টাকরিয়াও রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘটনাক্রমে রাজার বাড়ীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। স্মৃতিধর পথগামী একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়, বলিতে পারেন,—বঙ্গদেশস্থ ভবনগরের রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের বাড়ী কোথায়?” লোকটি হিন্দুস্থানী; সে স্মৃতিধরের বাঙ্গালা কথা বুঝিতে না পারিয়া উত্তর দিল “ক্যা বল্‌তাহে? তোম্‌কা বাৎ হাম্‌ সমজ্‌তা নেহি।” স্মৃতিধর পথে আসিতে আসিতে অনেক হিন্দুস্থানীর সঙ্গে আলাপ করিয়া মিশ্রিত রকমের একটু হিন্দি শিখিয়াছিল। স্মৃতিধর বলিল “রাজা শিবকিঙ্করকা মোকাম কাঁহা, ‘আপনি’ বল্‌নে সেখ্‌তাহে?”

হিন্দুস্থানী। রাজা শিবকিন্‌করকা মুকাম মাঙ্‌তা? যো একটো বাঙলা মুলক্‌কা রাজা হ্যায় ওন্‌কো ঘরকা বাৎ পুছ্‌তাহেঁ?

স্মৃতিধর। 'আজ্ঞে হাঁ'। রাজা শিবকিঙ্করকা ঘরকা বাৎ 'জিজ্ঞাসা করিতেছি।'

হিন্দুস্থানী 'ঘরকা বাৎ' বুঝিতে পারিল, 'জিজ্ঞাসা করিতেছি' বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক সে উত্তর দিল "থোড়া আগাড়ি একটো দুমহাল ইমারৎ হ্যায়। ঐ যো দুমহাল ইমারৎ দেখ্‌তাহ্যায়, ঐটো বাঙ্‌লা মুলক্‌কা রাজাকো। দেখ্‌তাহে? ঐ আগাড়ি দেখো।"

স্মৃতিধর। হাঁ! ঐ হাম্ 'দেখতে পাচ্ছি'। 'দেখুন' ঐ ঘরমে কিস্‌কো নাম লেকে ডাক্‌নে হোগা?

হিন্দুস্থানী। রাজাকা ঘরমে একটা সিংহী হ্যায়।

স্মৃতিধর। সিংহী ক্যা? 'মশায়' হাম্ 'বুঝতে পাচ্ছিনা'।

হিন্দুস্থানী। সিংহী হ্যায়—একটো সিংহী। রাজাকা ঘরমে, আউর একটো বাঙালা আদমী হ্যায়। ওস্‌কো নাম সিংহী হ্যায়।

স্মৃতিধর তখন বুঝিতে পারিল, রাজার বাড়ীতে আরো একটি বাঙ্গালী আছেন, তাঁহার নাম সিংহী। বোধ হয় নাম সিংহী নাও হইতে পারে। হয়ত তাঁহার উপাধি সিংহ। লোকে হয়ত তাঁহাকে সিংহী কিম্বা সিংহীমহাশয় কিম্বা সিংহমহাশয় বলিয়া থাকে। প্রকৃত ঘটনা যাহাই হউক স্মৃতিধর এইরূপ অনুমান করিয়া লইল এবং লোকটিকে বলিল "মহাশয়, বুঝিতে পারিয়াছি; আমরা তবে এখন আসি"। এই বলিয়া স্মৃতিধর তারকনাথকে সঙ্গে করিয়া হিন্দুস্থানীর নির্দ্দেশিত বাড়ীর অভিমুখে চলিল। লোকটি স্মৃতিধরের 'মহাশয়, বুঝিতে পারিয়াছি, আমরা তবে এখন আসি'র কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, হাঁ করিয়া কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে মুখ ফিরাইয়া নিজের

গন্তব্য স্থানে চলিয়া যাইতে লাগিল। তারকনাথ একটু দূরে আসিয়া আর হাসি সম্বরণ করিতে পারিল না—হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। স্মৃতিধর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "হাসিস্ কেন?" তারকনাথ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। স্মৃতিধর বিরক্ত হইয়া বলিল "বলি, সুধু সুধু হাসিস্ কেন?"

তারকনাথ। হাস্‌ব না—তবে কি কাঁদ্‌ব?

স্মৃতিধর। এতক্ষণ মুখভার করিয়াছিলি, এখন হঠাৎ এমন হাসার কি কারণ উপস্থিত হইল?

তারকনাথ। তোর হিন্দীবাৎ শুনিলে কি আর মুখ ভার থাকে? মরা মানুষের হাসি পায়,—তা আমি ত আমি।

তখন স্মৃতিধরও হাসিতে লাগিল। তাহার সেই "হাম্ দেখ্‌তে পাচ্ছি" "আপনি বল্‌নে শেখ্‌তাহে" মনে পড়িয়া স্মৃতিধরের তখন কার গম্ভীর মুখ খানিকেও হাস্যময় করিয়া তুলিল। দুজনে হাসিতে হাসিতে পথ চলিতে লাগিল। অবশেষে দুজনে রাজা শিবকিঙ্করের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল।

রাজার বাটীখানি দ্বিতল। উপরে দুটি প্রকোষ্ঠ, নীচে দুটি প্রকোষ্ঠ। উপরের এক প্রকোষ্ঠে তাঁহার আরাধ্য দেবের আসন এবং অর্চ্চনার আয়োজন, অপর প্রকোষ্ঠে তাঁহার নিজের শয্যা। নীচের দুটি ঘরের একটি তাঁহার নিজের বৈঠকখানা, অপরটিতে সিংহী মহাশয়ের দপ্তর খানা। স্মৃতিধর হিন্দুস্থানীর 'সিংহী' সম্বন্ধে যাহা অনুমান করিয়াছিল, প্রকৃত ঘটনাও প্রায় তদ্রূপই ছিল। রাজা শিবকিঙ্কর রায় যখন কাশীতে আইসেন, তখন তাঁহার বাজার হিসাবাদি রাখিবার জন্য একজন সরকার সঙ্গে আনিয়াছিলেন; তাহার নাম নবকান্ত সিংহ। দেশে লোকে তাঁহাকে

নবসিংহী বলিত, কেহবা সিংহী মশায় বলিত। তাঁহার একটি উপসর্গ ছিল। তিনি কথা বলিবার সময় মধ্যে মধ্যে নিরর্থক "বিবেচনা কর—বিবেচনা কর" বলিতেন। এই জন্য দেশের অনেকে তাঁহাকে "বিবেচনা কর" বলিয়াও পরিচয় দিত। নবকান্ত সিংহ বলিলে যদি কেহ চিনিতে না পারিত, তবে লোকে বলিয়া দিত "চিনিতে পারিলেনা? ঐ সেই 'বিবেচনাকর' নব সিংহ"। কিন্তু কেহ তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি নিজে বলিতেন "আমি সিংহীমশায়।" কাশীতে আসিয়াও সিংহমহাশয় 'সিংহী-মশায়' বলিয়াই পরিচয় দিয়াছিলেন। বাজার-সম্পর্কে বহু লোকের সহিত পরিচয় হওয়ায়, অল্পদিন মধ্যে রাজার বাড়ীর চতুস্পার্শে 'সিংহীমশায়' পরিচিত হইয়া পড়িলেন। হিন্দুস্থানীরা তাঁহাকে 'সিংহী মশায়' বলিত না। 'মশায়' শব্দ তাহারা উচ্চারণ করিতে পারিত না, আর 'বিবেচনা কর' কথাটাও বুঝিতে পারিত না। কাশীতে তাঁহার 'বিবেচনা কর' উপাধি লোপ পাইয়াছিল। হিন্দু স্থানীরা সিংহ মহাশয়কে শুধু "সিংহী" বলিত।

রাজার বাড়ীর সম্মুখে কিয়ৎপরিমাণ খালি জমি ছিল। তাহাতে কতকগুলি ফুলের গাছ এবং একটি বেলগাছ রহিয়াছে। এই খালি স্থানটুকুও বাড়ীর সহিত প্রাচীরে বেষ্টিত। রাস্তার নিকটে এই প্রাচীরের মধ্যভাগে সদর দ্বার। সদর দ্বারের দুই পার্শ্বে দুটি এক-তালা ছোট ঘর। তাহার একটিতে একখানা স্বাভিপ্রায়ানুরূপ-সজ্জিত তক্তপোষে সিংহমহাশয় শয়ন করেন। অপর পার্শ্বের ঘরে একটি হিন্দুস্থানী পাচক ব্রাহ্মণ এবং একটি হিন্দুস্থানী ভৃত্য শয়ন করিয়া থাকে। নীচেই একটু নিভৃতস্থানে পাকশালা।

তারকনাথ ও স্মৃতিধর যখন রাজা শিবকিঙ্করের বাড়ীর দ্বারে

দণ্ডায়মান, তখন সিংহমহাশয় বিছানায় বসিয়া ধীরে ধীরে আরামের সহিত তামাক খাইতে ছিলেন; কিয়ৎক্ষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্মৃতিধর দ্বারে আঘাত করিল। সিংহ মহাশয় চমকিত হইয়া উঠিলেন। আবার আঘাত! সিংহ মহাশয় তখন গম্ভীর স্বরে বলিলেন "কোন্ হ্যায়?" স্মৃতিধর বাঙ্গালা ভাষায় জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, এ বাড়ী কাহার?" সিংহ-মহাশয় গম্ভীরভাবে বাঙ্গালা ভাষাতেই বলিলেন "কেন? বিবেচনা কর,—এই ভবনগরের রাজা শিবকিঙ্কর রায় মহাশয়ের বাড়ী।—বিবেচনা কর—" স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় কে?" সিংহমহাশয় পূর্ব্ববৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "কেন? বিবেচনা কর,—আমি সিংহী মশায়।"

স্মৃতিধর তারকের হাত ধরিয়া ঈষৎ টানিল। তারক স্মৃতি-ধরের দিকে মুখ ফিরাইল; আঁধারে মুখ দেখা গেল না। স্মৃতিধরের তখনকার শ্বাস প্রশ্বাসে তারক বুঝিতে পারিল, স্মৃতি-ধর হাসিতেছে। তারকও হাসিল। স্মৃতিধর তারককে চুপি চুপি বলিল "হাসিস্ না; বোধ হয় 'বিবেচনা করাটা' সিংহী মহাশয়ের উপসর্গ।"

সিংহমহাশয় ততক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অতি আরামে তামাক খাইতে লাগিলেন। স্মৃতিধর একটু স্থির হইয়া বলিল "মহাশয়, একবার দ্বার খুলিয়া দিবেন?"

সিংহমহাশয়। কেন?

স্মৃতিধর। মহাশয়ের সহিত কয়টি কথা আছে।

সিংহমহাশয়। বিবেচনা কর, বাহির হইতে কথা চলে নাকি?

স্মৃতিধর। মহাশয়, অনেক কথা আছে। রাস্তায় দাঁড়াইয়া বলিতে সুবিধা হইবে না। দয়া করিয়া একটু বসিবার স্থান দিলে মহাশয়কে কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া যাই।

চলিয়া যাইবে শুনিয়া সিংহমহাশয় দ্বার খুলিয়াদিলেন। স্মৃতিধর কি বলিবে তাহা শুনিবার জন্য সিংহমহাশয়ের ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল; তাহা না হইলে সুধু চলিয়া যাইবে শুনিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া দিতেন কিনা সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক তিনি দ্বার খুলিয়া দিলে মুক্তদ্বার পথে স্মৃতিধর অগ্রে, তারকনাথ পশ্চাতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। সিংহমহাশয় দুজনলোক দেখিয়া বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তোমরা দুজন? সে কি, বিবেচনা কর?" স্মৃতিধর বলিল "আজ্ঞা হাঁ, আমরা দুজন; কিন্তু তাহাতে আপনার বিশেষ কোন ক্ষতি হইবেনা; আমরা কেহই তামাক খাই না।" সিংহ মহাশয় অবশেষে হুঁকাটি হাতে করিয়া তক্তপোষে গিয়া বসিলেন। পার্শ্বে একটি চৌপায়া ছিল, তারকনাথ ও স্মৃতিধর চৌপায়াতে বসিল। সিংহ মহাশয় আপন মনে অনেকক্ষণ বসিয়া তামাক খাইয়া হুঁকাটি যথাস্থানে রাখিয়া,বালিশের উপর দেহখানি হেলাইয়া, স্মৃতিধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল, বিবেচনা কর— তোমার বলিবার কি আছে, এখন বল।"

স্মৃতিধর। মহাশয়কে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

সিংহমহাশয়। বেশ।

স্মৃতিধর। রাজা মহাশয় এখন বাড়ীতে আছেন কি?

সিংহমহাশয়। আছেন বই কি। বিবেচনা কর, তিনি গঙ্গাস্নান ও আরতি দর্শন ভিন্ন অন্য কোন প্রয়োজনে—বিবেচনা কর—

কখনও কোথাও যান না; বিবেচনা কর, তোমাদের রাজার অনুসন্ধান কেন?

স্মৃতিধর উত্তর দিতে না দিতে সিংহমহাশয় উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিয়া বাইতে লাগিলেন—"বিবেচনা কর, তোমাদের বাড়ী কোথা?—বিবেচনা কর, কতদিন কাশী এসেছ?—বিবেচনা কর, তোমরা কর কি?—বিবেচনা কর, তোমরা লেখাপড়া জান কিনা?"—ইত্যাদি। সিংহমহাশয়ের এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কারণ ছিল। তাঁহার মনে হঠাৎ একটা ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে, রাজা, সিংহমহাশয়কে লেখা পড়া জানে এমন একটি বাঙ্গালী বালকের অনুসন্ধান করিতে বলিয়া ছিলেন। রাজা সিংহমহাশয়কে অত্যন্ত ভাল বাসেন। তিনি রাজার অনেকদিনের বাজার সরকার। কিন্তু তিনি লেখা পড়া ভাল জানিতেন না। দেশে থাকিতে অন্যান্য লোক হিসাব পত্রের কার্য্য করিত; তিনি মুখে সকল কার্য্য সমাধা করিতেন। এখন তাঁহাকে লেখাপড়ার কার্য্য এবং মুখের কার্য্য দুই করিতে হইতেছে। কিন্তু লেখাপড়ার কার্য্যটা ভালরূপে চলে না বলিয়া, রাজা তাঁহার সাহায্যার্থ একটি সহকারী রাখিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। রাজা অনেকবার তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন। তিনি 'অনুসন্ধান করিতেছি, পাইতেছিনা' বলিয়া উত্তর দিয়া আসিতেছেন। অনুসন্ধান করিতেন কিনা তাহা তিনিই জানেন। সহকারীতে তাঁহার একটা ভয়ের কারণ ছিল। এখন বাজারের কার্য্যে দুচার পয়সা উপরি পাওনা আছে; সহকারী হইলে পাছে সে এই উপরি পাওনার অংশীদার হইতে চায়, রাজা পাছে তাঁহাকে ছাড়িয়া সহকারীকে ভাল বাসিতে থাকেন, তাঁহার মনে ইত্যাকার ভয় হইত।

এইরূপ ভয় হওয়া অবশ্য অস্বাভাবিক নয়। উপরি পাওনা-দারদিগের এইরূপ ভয় স্বতই হইয়া থাকে।

যাহা হউক, স্মৃতিধর সিংহমহাশয়ের সকল প্রশ্নের উত্তর পৃথক্ পৃথক্ না দিয়া, সংক্ষেপে এক সঙ্গে তাহার বক্তব্য বলিয়া গেল। স্মৃতিধর বলিল—"রাজার নিকট আমাদের বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই; তবে তিনি স্বদেশের লোক,—প্রাচীন, সম্ভ্রান্ত, ধনী, মানী, জ্ঞানী, ভক্ত; আমরা অল্পদিন কাশীতে আসিয়াছি, তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার নিকট হইতে আমাদের কাশীতে অবস্থান এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ সম্বন্ধে উপযুক্ত পরামর্শ পাইব বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।" সিংহমহাশয় তাহাদের উদ্দেশ্যের কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিলেন "বিবেচনা কর,—এখন রাজা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইবে না।" রাজা তখন সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক মহা-নির্ব্বাণতন্ত্র গ্রন্থ তন্ময়চিত্তে পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ দ্বারে আঘা-তের শব্দ শুনিয়া তাঁহার মন ঐ দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বঙ্গ-ভাষাতে কথা বার্ত্তা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, নবকান্ত সু-দূর বঙ্গের কাহারও সহিত আলাপ করিতেছে। তারকনাথও স্মৃতিধরের বাটী প্রবেশের পূর্ব্বে সিংহমহাশয় তাহাদিগকে যে কয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের প্রশ্নের যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন তাহা তিনি একটু একটু শুনিতে পাইয়া, গ্রন্থখানি বন্ধ করিয়া জানালার পার্শ্বে আসিয়া, সিংহমহাশয় এবং স্মৃতিধরের মধ্যে যেরূপ কথোপকথন হইতেছিল তাহা সমস্ত সম্পূর্ণরূপে শুনিতেছিলেন। তিনি যখন সিংহ মহাশয়কে বলিতে শুনিলেন 'এখন রাজা মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইবে না' তখন আর

স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি উপর হইতে ডাকিলেন "নবকান্ত!" সিংহ মহাশয় ব্যগ্রভাবে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া উত্তর দিলেন—"আজ্ঞে!" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "নবকান্ত, তুমি এত ক্ষণ কাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলে?"

নবকান্ত। আজ্ঞে, দুটি আগন্তুকের সঙ্গে।

(রাজার সঙ্গে কথা বলিবার সময় সিংহ মহাশয়ের 'বিবেচনা কর' উপসর্গটা থাকিত না। ভয়ে অনেক উপসর্গের লোপ পায়।)

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আগন্তুক? কোন দেশবাসী?"

নবকান্ত। আজ্ঞে, আমাদের দেশের।

রাজা। তাঁহারা কি চান?

নবকান্ত। আজ্ঞে,—কিছুই চান না।

রাজা। তবে এসেছেন কেন?

নবকান্ত। আজ্ঞে—ইঁহারা ব্রাহ্মণ।

রাজা। বেশ, তাঁহারা ব্রাহ্মণ; তাঁহাদের চরণে আমার প্রণাম জানাও এবং তাঁহাদিগকে আমার নিকটে লইয়া আইস।

সিংহ মহাশয়ের সিংহত্ব কিঞ্চিৎ দমিয়া আসিল। তিনি তখন কলের মানুষের ন্যায় তারকনাথ ও স্মৃতিধরকে সঙ্গে করিয়া, তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া রাজার নিকট লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ সন্তান দুটি নিকটে গেলে, রাজা যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ, অভ্যর্থনাদি করিয়া, বসাইয়া,তাহাদের পরিচয়, এবং এখন এখানে তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য ইত্যাদি কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, পাচককে জাগাইয়া অনতিবিলম্বে দুটি ব্রাহ্মণ বালকের আহারোপযোগী আহার্য্যাদি প্রস্তুতের জন্য আদেশ দিয়া, সিংহ মহাশয়কে নীচে পাঠাইলেন। সিংহ মহাশয়ের অন্তরে তখন ইচ্ছা

ও অনিচ্ছার মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়া গিয়াছিল। ইচ্ছা বলিতেছিল "শীঘ্র যাও, নীচে যাও; রাজার আজ্ঞা, সত্বর পালন না করিলে সর্ব্বনাশ হইবে।" অনিচ্ছা মুখ বাড়াইয়া বলিতেছিল "কি! তোর যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! সিংহী তোর কথায় নীচে যাবে? এখন রাজা ও বামন ছোকরাদের মধ্যে যে কথা বার্ত্তা হইবে তাহা শুনিবে কে?" সিংহ মহাশয়ের অন্তরে ইচ্ছা ও অনিচ্ছার তুমুল সংগ্রাম! সিংহ মহাশয় হতচেতনের মত মুহূর্ত্ত কয়েক দাঁড়াইয়া রহিলেন। অবশেষে রাজা একবার তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তখন সিংহমহাশয় অগত্যা ইচ্ছা ও অনিচ্ছার কোন্দল মিটাইতে মিটাইতে নীচে গেলেন এবং কলের মানুষের ন্যায় রাজার আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। রাজা তারকনাথ ও স্মৃতিধরকে নিকটে বসাইয়া, দেশের অবস্থা এবং তাহাদের পরিচয় ও কাশীতে আগমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্মৃতিধর তাহাদের প্রকৃত পরিচয় ভিন্ন সকল কথার যথাযথ উত্তর দিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশে বর্ত্তমান সময়ে কোন এক প্রতিবন্ধক আছে শুনিয়া, রাজা মহাশয় তাহাদিগকে অবিশ্বাস করিলেন না। তাহাদের সরলতা মণ্ডিত মুখ দেখিয়া তাহাদের কথায় অবিশ্বাস করে, পৃথিবীতে এমন লোক ছিল না। রাজা মহাশয় তাহাদের সরল সুধামাখা কথা শুনিয়া, তাহাদের মহদুদ্দেশ্য সম্যক বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার আদেশমত অনতিবিলম্বে আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে আহার করাইয়া, নিজের শয়ন কক্ষে আনিয়া, নিজে শয্যা পাতিয়া দিয়া বলিলেন—"আজ আপনারা বিশ্রাম করুন;

অনেক পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছেন; কল্য প্রভাতে আমি যথাসাধ্য আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপায় উদ্ভাবনে সাহায্য করিব।" স্মৃতিধর বলিল "আপনি আমাদিগকে 'আপনারা' বলিতেছেন তাহাতে আমাদের বড়ই লজ্জা বোধ হইতেছে। আমরা ব্রাহ্মণ হইলেও বালক;—আপনার পুত্রের বয়স্ক। আপনি আমাদিগকে 'তুমি' 'তোমরা' বলিলে সমধিক আশ্বস্ত হইব। 'তুমি' 'তোমরা'—'আপনি' 'আপনারা' হইতে অধিকতর স্নেহের। আমরা আপনার স্নেহের প্রার্থী।" রাজা বলিলেন "বেশ বাবা, তাহাই বলিব। এখন তোমরা শোও। কল্য প্রভাতে যাহা বলিবার, বলিও।"

সিংহ মহাশয় তখন নীচে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তাঁহার হুঁকার গম্ভীর গুড়্ গুড়্ শব্দ শুনা যাইতেছিল।

চতুর্থ তরঙ্গ।

পরদিন প্রভাতে রাজা গঙ্গা স্নান হইতে আসিয়া দেখিলেন, তারকনাথ ও স্মৃতিধর প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তর তাহাদের বস্ত্রাদি সঙ্গের জিনিস গুলি গুছাইয়া বসিয়া রহিয়াছে। রাজার নিকট হইতে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়া, বাসস্থানাদি স্থিরীকরণের জন্য অধিক বেলা না হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে, এই তাহাদের অভিপ্রায়।

রাজা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা সজ্জিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছ যে!" স্মৃতিধর বলিল "আজ্ঞে, এই বেলা আমাদের বাস স্থানাদি নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে।" রাজা বলিলেন "বাসস্থানের জন্য তোমাদের ভাবিতে হইবে না। আমি নিজে তাহা স্থির করিয়া দিব।"

তারকনাথ বলিল "আজ্ঞে, আমাকে একটি ন্যায়াধ্যয়নের টোলের অনুসন্ধান করিতে হইবে; আমি সুধু বাসস্থানের জন্য চিন্তিত নহি।"

রাজা। তোমরা আজ এখানে থাক। এখন আমাকে আহ্নিকাদি আমার নিত্য ক্রিয়া সমাধা করিতে হইবে। আহারাদির পর বৈকালে আমি তোমার ন্যায়াধ্যয়নের এবং (স্মৃতিধরকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার বিষয়কার্য্য শিক্ষার একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া তোমাদিগকে জানাইব; তাহা তোমাদের মনোনীত হয়, সেরূপ কার্য্য করিও; মনোনীত না হয়, কাল হইতে নিজেরা চেষ্টা করিও। কাশীতে নূতন আসিয়াছ, তোমরা এই অপরিচিত স্থানে নিজে গিয়া কোথায় বাসস্থান স্থির করিবে, কোথায়ইবা ন্যায়াধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিবে!

রাজার এবম্বিধ মহানুভবতা এবং সহানুভূতি দেখিয়া তারক নাথও স্মৃতিধর বিস্মিত নয়নে একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে স্মৃতিধর বলিল "যে আজ্ঞা; আমরা যখন আপনার স্নেহ ও উপদেশ প্রার্থী, তখন আপনার আদেশ পালনকরা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।" তারকনাথ ও স্মৃতিধর সে দিনের জন্য রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের বাটীতে অবস্থান করিল।

শঙ্কর ভট্ট বাচস্পতি কাশীর সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত।

তিনি চিরকুমার,—তিনি ন্যায়ের মানবরূপ,—তিনি কাশীর গৌরব। নানাদেশ হইতে সমাগত কাশীবাসী রাজগণ তাঁহার টোলের ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছেন, তাঁহার দেবার্চ্চনার ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার স্নেহোপদেশ প্রাপ্ত হইতেছেন। রাজা শিবকিঙ্কর রায় যখন প্রথম কাশীবাসী হইয়া ছিলেন, তখন বাচস্পতি মহাশয়ের বয়স পঞ্চসপ্ততি। কাশীবাসী অন্যান্য রাজগণের ন্যায় রাজা শিবকিঙ্কর রায়ও তাঁহার সংসার নির্ব্বাহক এবং স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে বাচস্পতি মহাশয়ের বার্দ্ধক্যের স্নেহস্রোত রাজা শিবকিঙ্করের দিকে বিশেষতর রূপে প্রবাহিত হইতেছে।

রাজা শিবকিঙ্কর [illegible] অপরাহ্নে একবার বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, বাটীতে আসিয়া তারকনাথ ও স্মৃতিধরকে নিকটে ডাকিয়া, তারককে বলিলেন "তোমার ন্যায়াধ্যয়নের একরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি। শঙ্কর ভট্ট বাচস্পতি মহাশয়ের নাম শুনিয়াছ ?"

তারকনাথ। আজ্ঞে, শুনিয়াছি। সু-দূর বঙ্গে, নবদ্বীপে থাকিয়া তাঁহার নাম শুনিয়াছি। তাঁহার নিকট আমার ন্যায়াধ্যয়ন সম্ভবপর কি ?

রাজা। আমি এইমাত্র তাঁহার নিকট হইতে আসিলাম। তিনি আমাকে অতি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তোমার ন্যায়াধ্যয়নের স্থান বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

তারকনাথ কি বলিয়া হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে তাহার উপযুক্ত শব্দ অন্বেষণ করিয়া পাইতে ছিল না। তারকনাথ কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার নয়নদুটি ছল ছল

হইয়া উঠিল। স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল "তারকের থাকিবার স্থান কোথায় হইবে ?"

রাজা। নিয়ম এই যে, বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে যাহারা ন্যায়াধ্যয়ন-করিবে, তাহাদিগকে তাঁহার আশ্রমে থাকিতে হইবে। ছাত্রগণের আহারাদির ব্যয়ভার কাশীবাসী রাজারা বহন করিয়া থাকেন; তবে তারকনাথ ইচ্ছা করিলে আমার বাড়ীতেও থাকিতে পারে। আমি বাচস্পতি মহাশয়কে বলিয়া তাহা স্থির করিয়া দিতে পারিব। আহার ও শয়ন কাল ভিন্ন অন্য সময় টোলে থাকিতে হইবে। এখন তারক নাথের যাহা অভিরুচি।

তারক নাথ। আমি টোলেই থাকিব।

স্মৃতিধর। আমি যেখানেই থাকি, প্রয়োজন হইলে তারক আমার সঙ্গে দেখা করিতে সময় পাইবে কি ?

রাজা। তুমি আমার বাড়ীতেই থাকিবে। তারক যখন ইচ্ছা তোমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।

স্মৃতিধর। আমি আপনার বাড়ীতে থাকিব কেন ?

রাজা। তুমি না বলিতেছ বিষয়-কার্য্য শিক্ষা তোমার উদ্দেশ্য। এখানে জমিদারী সংক্রান্ত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি আমার নিকট শিক্ষা করিতে পারিবে।

স্মৃতিধব। মহাশয়, যদিও বিষয় কার্য্য শিক্ষা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, কিন্তু আপাততঃ আমার কিঞ্চিৎ অর্থের প্রয়োজন। আমি শুনিয়াছি কাশীতে অনেক ধনপতি শ্রেষ্ঠীর বাস। আমি কোন এক শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে তিন বৎসরের জন্য একটি চাকরী গ্রহণ করিব। তিন বৎসরের বেতন যাহার নিকট অগ্রিম পাইব তাহারই চাকরী করিব। আমি এই টাকা লইয়া দুমাসের জন্য

বাড়ী যাইব। এই দুমাস তারক নাথ আমার হইয়া কার্য্য চালাইবে।

রাজা। আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু তুমি যেরূপ কল্পনা করিতেছ তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবে না। কাশীতে অনেক শ্রেষ্ঠীর বাস সন্দেহ নাই কিন্তু তোমাকে তাহারা চাকরী দিবে কেন? চাকরী যদিইবা দেয়, অগ্রে টাকা দিবে কেন? তুমি বাঙ্গালী,—শ্রেষ্ঠীগণ শঠ, মারবার বাসী; তুমি বালক, অপরিচিত,—তাহারা মহা ক্রূর, অর্থ গৃধ্নু।

স্মৃতিধর। শ্রেষ্ঠী মহলে চাকরী নাইবা হইল; আমি যেরূপে পারি আপাততঃ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিব।

রাজা। আমার বাড়ীতে থাকিতে তোমার আপত্তি কি? আমি যদি তোমার অভিপ্রায়ানুরূপ অর্থ প্রদান করি, তবে তাহা গ্রহণ করিতে কোন বাধা আছে কি?

স্মৃতিধর। আমি প্রতিদান ভিন্ন আপনার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিব কেন? আমার ধনের অভাব আছে, কিন্তু প্রতিদান ভিন্ন তাহা আমি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

রাজা বালকের কথা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। বালকের হৃদয়ের বল দর্শনে তাঁহার শিথিল হৃদয়ে বল সঞ্চারিত হইল। তিনি বলিলেন—"তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, তোমার কল্পনা মহৎ, তোমার প্রতিজ্ঞা সুরবাঞ্ছনীয়। এক কার্য্য কর;—তুমি প্রতিদান ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করিবে না·বুঝিতে পারিয়াছি,—তুমি আমার বাড়ীতে তিন বৎসর কাল থাক। এই তিন বৎসর তোমার যে কার্য্য অভিরুচি আমার প্রদত্ত অর্থের জন্য তাহা করিও। তারকনাধ কল্য হইতে টোলে

যাউক। তুমি কয়েকদিন বিশ্রাম করিয়া পথশ্রান্তি দূর কর। তৎপরে তোমার প্রয়োজনানুরূপ অর্থ লইয়া বাড়ী যাইও এবং সে অর্থের সার্থক ব্যয়-ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া এবাড়ীতে থাকিও।

স্মৃতিধর। যে দুইমাস আমার যাইতে ও আসিতে লাগিবে, সে দুইমাস আপনার কার্য্য চালাইবে কে? তারক দৈনিক পাঠ শেষ করিয়া আসিয়া তাহা সাধন করিতে পারিবে কি?

রাজা। সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। আমি এই দুই মাসের জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করিব।

রাজা তারকনাথ ও স্মৃতিধরের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ও ন্যায়নিষ্ঠা দেখিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা অন্যত্র যাইবে, রাজা তাহা মনে করিতে ও কষ্টানুভব করিতে ছিলেন। কোথায় নবদ্বীপ, আর কোথায় কাশী! তারকনাথ-স্মৃতিধর কে, আর রাজা শিবকিঙ্কর রায়ই বা কে! রাজার নিকট তাহারা সম্পূর্ণ অপরিচিত কিন্তু এক দিনের দর্শনে, একদিনের ব্যবহারে, একদিনের কথোপকথনে রাজা মোহিত হইয়া গেলেন। তারক-স্মৃতিধর যেন তাঁহার কেহ; তারক স্মৃতিধরের কামনা সাধন করা, সাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করা যেন তাঁহার কর্ত্তব্য; এ কর্ত্তব্য সাধন না করিলে যেন তাঁহাকে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে, তাঁহার কাশীবাস নিস্ফল হইবে। রাজা স্থির করিয়াছেন, এ কর্ত্তব্য পালন করা তাঁহার কাশীক্ষেত্রের তপশ্চরণের এক অঙ্গ।

পঞ্চম তরঙ্গ।

পরদিন প্রাতঃকালে রাজা সিংহমহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন "নবকান্ত, এই বালকটি আমার বাড়ীতে থাকিবে; বালক যখন যাহা তোমার নিকট জানিতে চাহিবে তৎক্ষণাৎ তাহা বলিয়া দিবে; আর তুমি যদি হিসাবাদি ভালরূপে রাখিতে না পার তবে ইহার নিকট হইতে সাহায্য লইবে।" নবকান্ত বলিল "আজ্ঞে, তবে এখানে ইহার চাকরী হইল?"

রাজা। হাঁ, অনেকটা তাহাই।

সিংহ মহাশয়ের মুখের বর্ণের একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে সেরেস্তায় ইহার নাম লিখিয়া রাখিব কি?"

রাজা। তাহা তোমার অভিরুচি। আমি তাহা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি না, তাহাতে বাধাও দেই না।

সিংহ মহাশয় 'যে আজ্ঞে' বলিয়া নীচে নামিয়া গেলেন এবং নীচে গিয়া দপ্তর খুলিয়া খাতা পত্র গুলি দেখিতে লাগিলেন। তখন তারক নাথ ও স্মৃতিধর বিশ্বেশ্বরের পূজা দেখিবার মানসে রাজাকে বলিয়া একবার বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাইবে মনে করিয়া, সিংহ মহাশয়ের ঘরের পার্শ্ব দিয়া বাড়ীর বাহিরে যাইতেছিল; সিংহ মহাশয় তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন "ওহে, একবার শুনে যাও।" স্মৃতিধর তারককে বলিল "তারা, সিংহ মশায়ের আজ্ঞা,—পালন না করিলে নয়; চল একবার শুনে যাই।" তারকনাথ ও স্মৃতিধর ঘরে প্রবেশ করিল। সিংহ মহাশয় গম্ভীর

স্বরে বলিলেন "ব'স।" তারকনাথ ও স্মৃতিধর চৌপায়াতে বসিলে সিংহমহাশয় স্মৃতিধরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ওহে, তোমার এখানে চাকরী হইল।"

স্মৃতিধর। কিরূপ?

সিংহমহাশয়। রাজা বলিলেন, এখানে তিনি তোমাকে চাকরী দিয়াছেন।

স্মৃতিধর। তা হবে।

সিংহমহাশয়। তোমার নামটা একবার সেরেস্তায় লিখিয়া লইতে হইবে।

স্মৃতিধর। বেশ।

সিংহমহাশয় খাতা খানা খুলিয়'ই রাখিয়াছিলেন। এখন একটি কঞ্চির কলম হাতে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তবে বল, তোমার নামটি কি?" স্মৃতিধর বলিল 'শ্রীস্মৃতিধর দেবশর্ম্মা'। নাম শুনিয়া সিংহমহাশয় একটু চিন্তিত হইলেন; তিনি একবার শুনিয়া তাহা সম্পূর্ণ মনেই রাখিতে পারিলেন না; কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বলিলে?"

স্মৃতিধর। শ্রীস্মৃতিধর দেবশর্ম্মা।

সিংহমহাশয়। শ্রীসীতিধর দেবশর্ম্মা?

স্মৃতিধর। সীতি নয়—স্মৃতি।

সিংহমহাশয়। নামটি একবার পরিষ্কার করিয়া বল।

স্মৃতিধর। অপরিষ্কার কিছুই বলা হয় নাই।

সিংহমহাশয়। আর একবার নামটি ধীরে ধীরে বল।

স্মৃতিধর। শ্রী-স্মৃ-তি-ধ র-দে-ব-শ-র্ম্মা। হয়েছে?

সিংহমহাশয়। হাঁ! শ্রীশ্রুতিধর দেবশর্ম্মা।

স্মৃতিধর। শ্রুতি নয়, স্মৃতি।

সিংহমহাশয়। শ্রী—শ্রীইতিধর ?

স্মৃতিধর। লিখুন ; আপনার যাহা অভিরুচি হয় শীঘ্র লিখে ফেলুন। আমাদের বিশ্বেশ্বরের পূজা দেখিতে হইবে।

সিংহমহাশয়। তা বাপু, আমি কি করিব ? বিবেচনা কর,—চাকরী করিতে এসেছ,—এমনতর নাম কেন ? বিবেচনা কর,—নামের যে বানানই আমি ঠিক করিতে পারিতেছি না।

স্মৃতিধর। বটে ! চাকরী করিতে হইলে বুঝি একটা সহজ বানানের নাম চাই ?

সিংহমহাশয়। বিবেচনা কর, তা বইকি ? বিবেচনা কর,—নাম হইবে নীলমণি, মণিলাল, রাম মানিক।

স্মৃতিধর। তা আমি যখন চাকরী করিতে আসিয়াছি, আমারও তেমনতর কোন একটা নাম লিখে নিন্।

সিংহমহাশয় তখন লিখিতেছিলেন। কি লিখিতেছিলেন তাহা তারকনাথ ও স্মৃতিধর দেখিতে পাইতেছিল না। অনেকক্ষণ পরে কি লিখিয়া সিংহমহাশয় ধীরে ধীরে খাতাখানা বন্ধ করিলেন। স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল "লেখা হয়েছে ?"

সিংহমহাশয়। হয়েছে।

স্মৃতিধর। কি লিখিলেন ?

সিংহমহাশয়। তুমি যাহা বলিলে।

স্মৃতিধর। আমার কোন্ বলাটা লিখিয়াছেন ?

সিংহ মহাশয় স্মৃতিধরের কথায় কোন উত্তর দিলেন না। এদিকে বেলা বেশী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া তারকনাথ বলিল "চল্, স্মৃতি, বেলা হইয়া যাইতেছে, পরে গেলে হয়ত পূজা দেখিতে

পাইবনা।" অবশেষে তারকনাথ ও স্মৃতিধর পূজা দেখিতে চলিল। পথে তারকনাথ স্মৃতিধরকে বলিল "স্মৃতি, সিংহ মহাশয় নামেই সিংহ মহাশয়, ভিতরে বিশেষ সিংহত্ব নাই!"

স্মৃতিধর। সিংহত্ব নাই বলিস্ কি?—মেষত্বও নাই!

তারকনাথ। যাহা হউক, তুই যখন রাজার বাটীতে থাকিবি তখন লোকটাকে চটাস্ না।

স্মৃতিধর। না, চটাব কেন? তবে সিংহ মহাশয়কে লইয়া একটু আমোদে থাকা যাবে। ভগবান্ সংগ্রহ করিয়া রাখেন,—আমাদের ভাবনা চিন্তা ভুলিয়া থাকিবার উপায়রূপে সিংহমহাশয়কে ভগবানই বুঝি এখানে রাখিয়া দিয়াছেন।

দুজনে এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অভিমুখে চলিতে লাগিল।

তারকনাথ ও স্মৃতিধর চলিয়া গেলে সিংহমহাশয় পুনরায় খাতাখানা খুলিয়া বসিলেন। তখন নামটা মোটেই লেখা হয় নাই; তখন তিনি নামটার বানান কিছুতেই ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই; একটা যা-তা কি লিখিয়া খাতাখানা বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তারকনাথ ও স্মৃতিধর চলিয়া গেলে তিনি পুনরায় খাতা খানা খুলিয়া বসিলেন,—ভাবিয়া চিন্তিয়া ধীরে সুস্থিরে নামটা লিখিবেন। "শ্রীশ্রুতিধর দেবশর্ম্মা"—সিংহমহাশয় বানান করিয়া লিখিতে লাগিলেন—"শ্রী—শয় রফলা,—তয় ইকার,—ধ—আর র।" সিংহমহাশয় একবার পড়িয়া বলিলেন "একি হইল? শ্রীশ্রতিধর! তাত নয়! ছেলেটাত তা বলে নাই!" সিংহমহাশয় অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "ছেলেটা শ্রীর মত একটা কি বলিয়াছিল। শ্রুতিধর;—তা, তাই হবে।" সিংহ-

মহাশয় পূর্ব্বের লেখাটা কাটিয়া আবার লিখিতে লাগিলেন "শ্রী—তারপর শ্রী—ই—তয় ই কার,—ধ—আর র।" সিংহমহাশয় আবার পড়িলেন ;—"এবার যে কিছুই হইল না ! শ্রীশ্রীইতিধর ! ছোক্‌রাটা 'ইতিধর' আদবেই ...হে বলে নাই !" সিংহমহাশয় এই লেখাটা তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিলেন। তারপর অনেকক্ষণ ভাবিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া লিখিলেন—শ্রী—শ্রী—ধ—আর র।" এইবার পড়িয়া বলিলেন "শ্রী শ্রীধর। তা হ'তে পারে। শ্রীধর নাম হতে পারে।" সিংহমহাশয় নামটি লিখিয়া তাহার পরে দেবশর্ম্মা উপাধিটি লিখিলেন। (শর্ম্মা কথাটিতে একটি ম লিখিয়াছেন এবং তাহাতে রেফ দেন নাই।) সিংহমহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গিয়াছিলেন। স্মৃতিধরের কথাবার্ত্তাতেই তিনি একটু চটিয়াছিলেন তাহাতে 'হতভাগা ছোঁড়ার উদ্ভট নাম' শুনিয়া এবং তাহা লিখিতে তাঁহাকে এত বেগ পাইতে হইল ভাবিয়া, তিনি একেবারে হাড়ে চটিয়া গেলেন। তিনি শেষের লেখাটা আর পড়িলেন না। "যা হবার তা হয়েছে" বলিয়া বিরক্তির সহিত খাতাখানা বন্ধ করিয়া, অন্য কার্য্যে চলিয়া গেলেন।

বিশ্বেশ্বরের পূজা দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে তারকনাথ ও স্মৃতিধরের বেলাপ্রায় দ্বিতীয় প্রহর হইল। দুজনে গঙ্গাস্নান করিয়া পূজা দেখিয়া দিবা প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় বাড়ীতে আসিল। সিংহমহাশয় নানা কার্য্য সমাধা করিয়া, তেল মাখিয়া স্নান করিতে যাইতে প্রস্তুত হইয়া, ঘরের এক কোণে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন এবং মনে মনে কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তারকনাথ ও স্মৃতিধর সদর দ্বার খুলিয়া বাটীতে প্রবেশ করিল। সিংহমহাশয় দ্বারে শব্দ শুনিয়া তামাক খাইতে খাইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন

"কে-ও?" স্মৃতিধর বলিল "আজ্ঞে, আমি নীলমণি।" সিংহমহাশয় ভাবিলেন নীলমণি আবার কে? তিনি জানালা দিয়া চাহিয়া দেখিলেন। দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"বিবেচনা কর—তুমি ঠাট্টা কচ্ছ?" স্মৃতিধর বলিল "না সিংহমহাশয়, ঠাট্টা করিব কেন? তবে কি আপনি আমার নাম নীলমণি লিখেন নাই? তবে আমি মণিলাল।" সিংহমহাশয় অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া রুক্ষ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"বিবেচনা কর, আমার সঙ্গে তামাসা? বিবেচনা কর,—তুমি কাল আসিয়াছ, আজই তোমার এত আস্পর্দ্ধা? বিবেচনা কর, বিবেচনা কর—" স্মৃতিধর গম্ভীর ভাবে বলিল "সে কি সিংহ মহাশয়? আপনার সঙ্গে তামাসা? আপনি আমার কি নাম লিখিয়াছেন তাহা যে আমি বুঝিতে পারিতেছি না! তবে আমি রামমাণিক।" সিংহ মহাশয় ক্রোধে আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি হাতের হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিয়া, বাহিরে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া স্নানার্থ চলিলেন; যাইতে যাইতে আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"বিবেচনা কর, বিবেচনা কর,—এত আস্পর্দ্ধা! বিবেচনা কর, ইহা রাজাকে না বলিলে চলিবে না" ইত্যাদি। সিংহ মহাশয় স্নানার্থ চলিয়া গেলে তারকনাথ স্মৃতিধরকে বলিল "স্মৃতি, তুই বিষম লোক! এই নূতন কাশীতে আসিয়াছিস্, রাজার বাড়ীতে আসা হইয়াছে তিন দিনেরও বেশী হয় নাই, বিশেষতঃ এখানে তোর থাকিতে হইবে, তুই কি না রাজার একজন কর্ম্মচারীকে চটাইয়া দিতেছিস্। ইহা বাস্তবিকই তোর প্রগল্‌ভতা।"

স্মৃতিধর। যা! তোর আর উপদেশ দিতে হইবে না। এক কথায় সব জল করিয়া দিব। কাল দেখিস্ সিংহ মহাশয় ও

আমাতে কত সম্ভাব। এখন চল্, একটা কায করি। সিংহ মহাশয় আমার কি নাম লিখিলেন তাহা দেখিতে হইবে। ঐ খাতা খানা দপ্তরে পড়িয়া রহিয়াছে। চল্, সিংহ মহাশয়ের বিদ্যার দৌড়টা একবার দেখিয়া যাই।

তারকনাথ। এক জনের অসাক্ষাতে তাহার খাতা পত্র দেখা উচিত কি?

স্মৃতিধর। কেন? আমরা কি জালিয়াতি করিতে যাই-তেছি? আর খাতাতেও সিংহ মহাশয়ের নিজের বিষয় কিছুই লেখা নাই। রাজার সরকারের হিসাব পত্র, তাহা দেখিতে কারই বা বাধা থাকিতে পারে? চল্, একবার দেখি। আমার বড়ই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; সিংহ মহাশয় কি লিখিয়াছেন তাহা দেখিতে হইবে।" দুজনে ঘরে গিয়া ভয়ে ভয়ে খাতা খানা খুলিল; স্মৃতিধর সিংহমহাশয়ের লেখা দেখিয়া আর হাসি রাখিতে পারিল না; তারককে বলিল "তারা, অনেক পরিবর্ত্তন। প্রথমে "শ্রুতি-ধর"—তারপর "শ্রীশ্রীইতিধর"—তারপর "শ্রীধর দেব শর্ম্মা"তে পরিণত করিয়াছেন। এখন হইতে আমি শ্রীধর দেবশর্ম্মা।" তারক বলিল "চল, যাই। সিংহ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা লইয়া আর তাঁহাকে বিরক্ত করিবার প্রয়োজন নাই। মিলিয়া মিশিয়া থাকাই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা উচিত। বিশেষতঃ আমরা অতি গুরু সাধনা সাধনের জন্য কাশী আসিয়াছি।" স্মৃতিধর বলিল "তোর ভাবনা কি? তুইত আর সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে থাকিবি না। আমি থাকিব, মিলিয়া মিশিয়া থাকা উচিত কি অনুচিত তাহা আমি বুঝিব। দুদিন পরে আসিয়া দেখিস্ আমি মিলিয়া মিশিয়াই আছি, কি গঙ্গার স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি।"

তারক। তোর সঙ্গে কথায় এঁটে উঠা কঠিন। চল, এখন উপরে যাই।

দুজনে উপরে গেল। রাজা তখন আহ্নিক করিতে ছিলেন। তারক নাথ ও স্মৃতিধর আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রাজার আহ্নিক সমাপনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যথাকালে মধ্যাহ্নাহারের পর যথারীতি বিশ্রাম করিয়া রাজা তারকনাথ ও স্মৃতিধরকে সঙ্গে করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে গমন করিলেন এবং বাচস্পতি মহাশয়কে বিশেষরূপে বুঝাইয়া, তারক নাথকে তাঁহার আশ্রমে রাখিয়া, স্মৃতিধরকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় বাটীর অভিমুখে চলিলেন।

স্মৃতিধরের জীবনে একটা বড় শক্ত পরীক্ষা হইয়া গেল। স্মৃতিধর তারকনাথকে ছাড়িয়া দিনেকের জন্য অন্যত্র অবস্থান করে নাই; তারক নাথেরও স্মৃতিধরকে ছাড়িয়া দিনেকের জন্য অন্যত্র অবস্থান করা ঘটে নাই। রাজা তারকনাথকে বাচস্পতি মহাশয়ের আশ্রমে রাখিয়া স্মৃতিধরকে বলিলেন—"চল, তুমি আমার সঙ্গে চল।" স্মৃতিধর তারককে বলিল "তারা, তবে আমি এখন আসি।" তারক নাথ কোন উত্তর দিল না; কোন উত্তর দিতে পারিল না। তারক অশ্রুপ্লাবিত নয়নে একবার স্মৃতিধরের মুখপানে দৃষ্টিপাত করিল। সে দৃষ্টিতে স্মৃতিধরের আজ যে পরীক্ষা হইল, স্মৃতিধরের জীবনে এমন পরীক্ষা কখনও হয় নাই। স্মৃতিধরের মসৃণ হৃদয়ে সহজে আঘাত লাগিত না; আজ তারকের সেই কাতর দৃষ্টি তাহার মসৃণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তীক্ষ্ণ সূচিকার ন্যায় প্রবেশ করিল, স্মৃতিধরের সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিল। স্মৃতিধর ক্ষণকাল কথা

কহিল না;—কথা কহিতে পারিল না; কিন্তু তাহার হৃদয় অতি দৃঢ়, তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান অতি প্রবল! সে অতি ধীরতার সহিত সে আঘাত সহ্য করিল। স্মৃতিধর কয়েক মুহূর্ত্ত পরে তারকনাথকে বলিল "তারা, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, কখনও তোকে ছাড়িয়া আমাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইবে;—আজ আমি কার্য্যে তাহা করিতে চলিলাম! আমি এ কষ্ট সহ্য করিতে পারিব;—তুইও সাহস অবলম্বন কর। কর্ত্তব্যের অনুরোধে সকলই সহ্য করিতে হয়।" তারকনাথ তাহার নয়ন দুটি মুছিতে লাগিল। বাচস্পতি মহাশয় তখন বলিলেন "তারকনাথ! একবার এখানে এস দেখি।" তারকনাথ উঠিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের নিকটে গেল। স্মৃতিধর রাজার সহিত রাজার বাটীর অভিমুখে চলিল।

হঠাৎ এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অন্য অবস্থা ঘটিলে, নূতন অবস্থায় অভ্যস্ত হইতে লোকের একটু সময় লাগে, একটু অশান্তিও বোধ হয়। এই অশান্তি মানবের প্রকৃতির ফল। মানবাত্মা অভ্যস্ত বিষয়ই অধিক ভাল বাসে। নূতন অবস্থায় পতিত হইলে, তাহা যদি ভালও হয়, যতদিন না তাহাতে অভ্যস্ত হওয়া যায়, ততদিন আত্মা শান্তি ভোগ করিতে পারেনা। স্মৃতিধর এই স্বাভাবিক নিয়ম হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে নাই। অতি স্থিরচিত্ত, অতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠ হইলেও স্মৃতিধরকে এই স্বাভাবিক নিয়মের ফলভোগ করিতে হইল। স্মৃতিধর তারকনাথকে ছাড়িয়া রাজার সহিত যাইতে যাইতে নীরবে আত্মার সুস্থিরতা রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইতে ছিল। কিন্তু তাহার শত চেষ্টাকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তরে

অস্থিরতা উপস্থিত হইল। রাজা বাড়ীতে গিয়া স্মৃতিধরকে বহুবিধ উপদেশ দিয়া দেবারাধনার আয়োজনার্থ পূজার ঘরে গেলেন। স্মৃতিধর একা বসিয়া অনেকক্ষণ অনিবার্য্য মানসিক অশান্তি ভোগ করিল। কত প্রবোধ, কত কর্ত্তব্য জ্ঞানকে আহ্বান করিল, কিছুতেই তাহার অন্তরের অস্থিরতার নিবৃত্তি করিতে পারিল না। অবশেষে অস্থির হৃদয়ে একবার নীচে নামিয়া আসিল। "একা বসিয়া এরূপ অশান্তি ভোগ না করিয়া, একবার সিংহ মহাশয়ের নিকট গিয়া না হয় একটু আমোদ প্রমোদ করি;—তারকের কথা মত সিংহ মহাশয়ের সহিত মিলিতে মিশিতে চেষ্টা করি" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে সে নীচে নামিয়া আসিয়া সিংহ মহাশয়ের নিকটে গেল। তখন সিংহ মহাশয় দপ্তর খানার দ্বার বন্ধ করিয়া, একটা জানালা খুলিয়া, জানালার আলোর নিকট বসিয়া হিসাব পত্র দেখিতেছিলেন। স্মৃতিধর গিয়া দ্বারে আঘাত করিল। সিংহ মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "কেও?" স্মৃতিধর বলিল "আজ্ঞে, আমি শ্রীধর।" সিংহ মহাশয় জানালা দিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "শ্রীধর? তাই বল।"

স্মৃতিধর বলিল "সিংহীমশায়, একবার দ্বার খুলিয়া দিন্ না! আমি ঘরে যাইব।" সিংহ মহাশয় দ্বার খুলিয়া দিলেন। সিংহ মহাশয় স্মৃতিধরের পূর্ব্বকার কথা বার্ত্তায় বুঝিয়া ছিলেন "এ ছেলে সহজ নয়" সুতরাং তিনি তাহার সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেই মনে মনে স্থির করিয়াছেন। স্মৃতিধর ঘরে গিয়া সিংহ মহাশয়ের নিকটে বসিয়া অতি মিষ্ট কথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "সিংহী মশায়, ওবেলা আপনি আমার প্রতি রাগ করিয়া ছিলেন,—নয়?"

সিংহ মহাশয়। রাগ করি নাই। তবে বিবেচনা কর,—তুমি বড়ই চালাকি করিতেছিলে, তাহাতে, বিবেচনাকর,—আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছিলাম।

স্মৃতিধর। সিংহ মশায়, আপনি আমার কি নাম লিখিয়াছেন তখন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই!

সিংহ মহাশয়। তা বিবেচনা কর,—তোমার নাম যাহা, তাহাই লিখিয়াছি।

স্মৃতিধর। তাহা আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই। যাহা হউক, সিংহী মশায়, তজ্জন্য কিছু মনে করিবেন না।

সিংহ মহাশয়। না। কিন্তু বিবেচনা কর, সকল সময় তামাসা ভাল লাগে না।

স্মৃতিধর। সিংহী মশায়, আমি তামাসাটা একটু ভাল বাসি। তা আমি আপনার সঙ্গে যখন তখন আর তামাসা করিব না। যদি না বুঝিয়া কখনও তামাসা করিয়া ফেলি, তবে মনে কিছু করিবেন না।

সিংহ মহাশয়। না, তা করিব না। আর বিবেচনা কর, তা করিলেই বা চলিবে কেন? বিবেচনা কর,—মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে হইবে ত?

স্মৃতিধর। আজ্ঞে হাঁ। আমিও মিলিয়া মিশিয়া থাকিতেই ভাল বাসি।

স্মৃতিধর সিংহ মহাশয়ের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে লাগিল। তারকনাথ বাচস্পতি মহাশয়ের টোলে যথারীতি ন্যায়াধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিল।

লেন। তিনি সবিস্ময়ে একবার বিশ্বরূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। এমন নির্জ্জন খেয়া ঘাট, তাহাতে রাত্রিকালে এস্থান হইতে যাইবেনা বলিতেছে,—লোকটা কে? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একবার বিশ্বরূপের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন—গৈরিক বাস পরিহিত একটি বিদেশীযুবক মলিনমুখে অবসন্নভাবে বসিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাঝিকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া, নিজে নামিয়া একবার অবসাদগ্রস্ত যুবকের নিকট গেলেন। নিকটে গিয়া বিশ্বরূপেরই মত মিশ্রিত ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বরূপ উত্তর দিল—"আমি পথিক।"

ব্রাহ্মণ। যাইবে কোথা?

বিশ্বরূপ। কোথাও না।

ব্রাহ্মণ। সে কিরূপ! বলিতেছ পথিক, অথচ বলিতেছ কোথাও যাইবে না। এখানে আসিলে কোথা হইতে?

বিশ্বরূপ। বিন্ধ্যাচল হইতে।

ব্রাহ্মণ। বিন্ধ্যাচল হইতে! কোথা হইতে বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছিলে? তোমার বাড়ী কোথা?

বিশ্বরূপ। বাড়ী?—ছিল নবদ্বীপ।

ব্রাহ্মণ। নবদ্বীপ!

ব্রাহ্মণ নবদ্বীপের নাম শুনিয়া একটু বিস্মিত, একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "নবদ্বীপ! তুমি নবদ্বীপের কাহার তনয়? সিদ্ধেশ্বর শিরোমণিকে জান? তিনি কেমন আছেন বলিতে পার? নবদ্বীপ! সে অনেকদিনের কথা! একদিন আমি নবদ্বীপের বেলাভূমির ধূলায় অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছিলাম।"

ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপের মুখে নবদ্বীপের নাম শুনিয়া বিস্মিত হইয়া

ছিলেন। বিশ্বরূপ ব্রাহ্মণের মুখে নবদ্বীপের নাম শুনিয়া ততোধিক বিস্মিত হইল। ব্রাহ্মণের মুখে নবদ্বীপের নাম শুনিয়া, অনেক দিন পরে ব্রাহ্মণের মুখে পিতার নাম শুনিয়া, অতি অবসন্ন, অতি কাতর হইল। বিশ্বরূপের মুখে বাক্য নিস্সৃত হইল না। তাহার নয়ন প্রান্ত দিয়া ধীরে ধীরে দুটি জল বিন্দু কপোল বাহিয়া বক্ষে পড়িল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে একটু কাতর হইয়া বলিলেন— "বাবা, কাঁদিতেছে? অনেক দিন পরে জন্ম ভূমির নাম শুনিয়া কাতর হইয়াছ? তোমার পিতার নাম কি? কেন বিন্ধ্যাচলে আসিয়াছিলে?" বিশ্বরূপ ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি মুছিয়া বলিল "আপনি যে মহাত্মার নাম করিলেন, আমি তাঁহারই হতভাগ্য সন্তান। আমি নবদ্বীপভূষণ সিদ্ধেশ্বর শিরোমণি মহাশয়ের হতভাগ্য পুত্র।"

ব্রাহ্মণ। তুমি! তুমি! তুমি আমার বাল্য-সুহৃদ সিদ্ধেশ্বরের আত্মজ! তুমি এখানে! তুমি! তুমি!—

অনেকক্ষণ বিলম্ব দেখিয়া মাঝি বলিল "ঠাকুরমশায়, আর অপেক্ষা করিতে পারি না। নৌকা ছাড়িয়া দেই। যাইতে হইলে এইবেলা আসুন।" ব্রাহ্মণ "যাচ্ছি" বলিয়া উত্তর দিয়া, বিশ্বরূপের হাত ধরিয়া বলিলেন—"উঠ! উঠ! তুমি সিদ্ধেশ্বরের তনয়! তুমি গাছ তলায়! উঠ, চল। সিদ্ধেশ্বরের তনয়কে পাইয়াছি, আজ আমি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইব। আমার বাল্য-সুহৃদ সিদ্ধেশ্বরের সংবাদ শুনিয়া আমার বহুদিনের পোষিতা আশার নিবৃত্তি করিব।" ব্রাহ্মণ হাতে ধরিবামাত্র বিশ্বরূপ অবসন্ন দেহে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ব্রাহ্মণের আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার পশ্চাদগামী হইল। ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া খেয়া

নৌকায় উঠিলে মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা তীরবেগে গিয়া অপর পারে লাগিল। নৌকা হইতে অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া তীরস্থ অদূরবর্ত্তী এক গ্রামাভিমুখে চলিলেন এবং অনতিবিলম্বে স্বালয়ে উপস্থিত হইলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই "মা! মা" বলিয়া ডাকিলেন। "মা, মা" ডাক শুনিয়া, অশীতিপর বৃদ্ধের পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া এক 'মা' আসিয়া উপস্থিতা হইলেন। তিনি আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন "বাবা এসেছেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "হাঁ মা, এই এলুম। তুমি এক কাজ কর দেখি মা; শীঘ্র এই ঘরে একটি প্রদীপ আনিয়া দেও দেখি।" মেয়ে বাবার আদেশে অনতিবিলম্বে ঘরে একটি আলো আনিয়া দিলেন। আলো আনা হইলে ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে বলিলেন "যাও,—এই ঘরের ভিতর তোমার সঙ্গের জিনিসপত্রগুলি একস্থানে রাখিয়া আইস। আমার সঙ্গে নদীতীরে গিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক সান্ধ্য আহ্নিক সমাপন করিবে।" বিশ্বরূপ গৃহে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। স্বগৃহ পরিত্যাগের পর বিশ্বরূপ এ পর্য্যন্ত আর কাহারও গৃহে প্রবেশ করে নাই, বৃক্ষমূলে গিরিগহ্বরে কালাতিপাত করিয়াছে। ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন "বটে! তুমি গৃহে প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছ? বটে! তুমি তবে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছ! তুমি সিদ্ধেশ্বরের আত্মজ, তুমি গৃহত্যাগ করিয়াছ! কখনই তাহা হইবে না! যাও,—গৃহে যাও! সঙ্গের জিনিশগুলি রাখিয়া আইস। যাও,—বিলম্ব করিও না।" বিশ্বরূপ এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট যেন কুহকাভিভূত হইয়া পড়িয়া ছিল। নর্ম্মদার

তীরে বৃক্ষমূলে ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইতে এপর্য্যন্ত তিনি যাহা বলিয়া আসিতেছেন, বিশ্বরূপ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহা প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণের কথায় বিশ্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল, তিনি তাহার পিতার একজন সুহৃদ্। ব্রাহ্মণের গৃহ প্রবেশাজ্ঞাও বিশ্বরূপকে পালন করিতে হইল। বিশ্বরূপ অনেকক্ষণ ইতস্ততঃকরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহাভ্যন্তরে ব্রাহ্মণের শয়নোপযোগী দুখানা শয্যা বিস্তৃত ছিল; মেজেতে এক খানা মাদুর ছিল। বিশ্বরূপ মাদুরে উপর সঙ্গের জিনিসগুলি একে একে রাখিতে লাগিল। ইত্যবসরে ব্রাহ্মণ কন্যাকে বলিলেন "মা, তোমার গর্ভধারিণীকে একবার ডেকে দাও দেখি।" মেয়ে মাকে ডাকিয়া আনিলেন। বৃদ্ধা গৃহিণী নিকটে আসিলে, ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপ সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে তাঁহাকে বলিলেন। গৃহিণী শুনিয়া বিস্মিতা, কৌতূহলাক্রান্তা ও হর্ষোৎফুল্লা হইয়া, স্বামী ও কন্যাকে সঙ্গে করিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং বিশ্বরূপকে ধূলিধূসরিত, মলিনবাসপরিহিত দেখিয়া একটু কাতরা হইয়া বলিলেন "ছেলেটিকে এমন বিষন্ন দেখাইতেছে কেন?" ব্রাহ্মণ বলিলেন "আমি এখনও ইহার এদেশে আগমনের কারণ অবগত হইতে পারি নাই। ইহাকে এখন আহারাদি করাইয়া বিশ্রাম করিতে দাও। একটু সুস্থ হইলে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব।" গৃহিণী বিশ্বরূপের মলিন মুখ ও মলিন বাস দেখিয়া অতীব কাতরা হইয়াছিলেন। তিনি কন্যাকে অনুজ্ঞা করিলেন "মা, দুখানা কাপড় নিয়ে আয়; ইহার মলিন বেশ দেখিয়া, আমার প্রাণ কেমন করিতেছে।" মেয়ে মায়ের আদেশে অনতিবিলম্বে দুখানা পরিষ্কার কাপড় আনিয়া

দিলেন। গৃহিণী কাপড় দুখানা হাতে করিয়া বিশ্বরূপের নিকটে গিয়া বলিলেন "বাপ্, তোমার পরিহিত কাপড় দুখানা ছেড়ে দাও ;—এই দুখানা কাপড় পর।" বিশ্বরূপ গৃহপ্রবেশের ন্যায় পরিহিত বসন পরিত্যাগেও ইতস্ততঃ করিল কিন্তু এবাড়ীতে আসিয়া সে আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের, গৃহিণীর ও ব্রাহ্মণকন্যার আচরণে বিশ্বরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। গৃহ-ত্যাগের পর বিশ্বরূপের সুদীর্ঘ পাঁচটা বৎসর কাটিয়াছে। এ সুদীর্ঘ সময়টা যেন বিশ্বরূপ জনপ্রাণীবিহীন, জনশূন্য, উত্তপ্ত মরুভূমিতে বিচরণ করিয়াছে। আর আজ যেন সে কি এক স্নিগ্ধ, মনোরম পূণ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্বরূপের তাপিত প্রাণ যেন এস্থানের শীতল সমীরে স্বতঃ শীতল হইয়া আসিতেছে। বিশ্বরূপ আত্মহারা! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণগৃহিণী, ব্রাহ্মণ কন্যা—যে যাহা বলিতে লাগিলেন, বিশ্বরূপ তাহা সম্পাদন করিতে লাগিল। গৃহিণী বলিলেন "বাপ্, মলিন বসনখানা পরিত্যাগ করিয়া, এই দুখানা বসন পরিধান কর।" বিশ্বরূপ অবশেষে তাহাই করিল। ব্রাহ্মণকন্যা বলিলেন "তোমার সম্মুখের দণ্ডকমণ্ডলু দুটা আমার ভাল লাগিতেছে না, আমি উহা সরাইয়া ফেলি।" ব্রাহ্মণ বলিলেন "চল, আমার সঙ্গে নদীতটে চল। হস্তপদাদি প্রক্ষালনের পর তথায় সান্ধ্য আহ্নিক সমাপন করিবে।" বিশ্বরূপ উঠিয়া ব্রাহ্মণের পশ্চাদ্গামী হইল। ব্রাহ্মণ যাইবার সময় গৃহিণীকে বিশ্বরূপের জন্য জলযোগের আয়োজন করিতে বলিয়া গেলেন। গৃহিণী ও কন্যা পূর্ব্বাপেক্ষা স্মিতমুখে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া এখানে নিতান্ত প্রয়োজন হইতেছে। তিনি এ অঞ্চলের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত। তাঁহার

পরিবার মধ্যে তিনি, বৃদ্ধাগৃহিণী, সপ্তত্রিংশবর্ষীয় এক পুত্র, পুত্র-বধূ, পঞ্চবিংশতি বর্ষীয়া কন্যা, কন্যার স্বামী, পুত্রের একটি পুত্র ও একটি কন্যাএবং কন্যার একটি কন্যা ;—পুত্রপৌত্র, দুহিতা দৌহিত্র সমন্বয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতির সংসার,—এই শান্তিনিকেতন,—পুণ্যের আশ্রয়, সুখময় স্বর্গ। বৃদ্ধের টোল—এ অঞ্চলের প্রধান টোল। ইদানীং তিনি অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পারত্রিকের কার্য্য দেখিতেছেন এবং পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্রীর সহিত মাঝে মাঝে ধূলা খেলায় যোগদান করিয়া, বার্দ্ধক্যে শৈশবের আস্বাদটুকু স্বাদ করিয়া, সংসারের শেষ সাধ মিটাইয়া লইতে-ছেন। পুত্র এখন অধ্যাপনা কার্য্য করিয়া থাকেন; জামাতা বিষয়াদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদম্পতির এখন সংসারে স্বর্গবাস।

ব্রাহ্মণ যখন বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া বাটীতে আসেন, তখন পুত্র ও জামাতা কার্য্যব্যপদেশে অন্যত্র ছিলেন। এখন দুজনেই বাটীতে আসিয়াছেন। বাটীতে আসিয়া মায়ের মুখে আনুপূর্ব্বিক সকল বিবরণ শুনিয়া দুজনেই হর্ষোৎফুল্ল ও কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক বাটীতে আসিলে, দুজনে একসঙ্গে বিশ্বরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন; দুজনে সাদর সম্ভাষণে বিশ্বরূপকে আরো বিমোহিত করিয়া তুলিলেন। ইত্যবসরে গৃহিণী কন্যাকে সঙ্গে করিয়া বিশ্বরূপকে জলযোগ করাইতে উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ, পুত্রও জামাতাকে এখন সমধিক আলাপনাদি হইতে বিরত করিয়া, বিশ্বরূপকে জলযোগের জন্য আদেশ করিলেন। বিশ্বরূপের

এখন ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিলনা। বিশ্বরূপ জলযোগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল কিন্তু গৃহিণীর স্নেহসম্ভাষণে ও কন্যার স্নেহ সরলতা জড়িত আগ্রহে তাহাকে তাহাতে সম্মতি দিতে হইল।

সে রাত্রে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাহাকেও বিশ্বরূপকে বিরক্ত করিতে দিলেন না। যথাসময়ে আহারাদির পর তাহাকে শয়ন করাইয়া, বৃদ্ধ নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিশ্বরূপের সে রাত্রি কোন স্বর্গে, কি অবস্থায় অতিবাহিত হইল, তাহা বিশ্বরূপ অনুভব করিতে পারিল না;—পাঁচ বৎসরের পর সুখদায়িনী নিদ্রা নির্ভয়ে আসিয়া বিশ্বরূপকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিল।

পরদিন প্রভাতে ব্রাহ্মণ বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনের জন্য পুত্র ও জামাতাকে অনুমতি দিলেন এবং প্রাতঃ ক্রিয়া সমাপনান্তে বাটীতে আসিয়া, তাহাকে বিবিধ সাংসারিক সুখ পরিচায়ক গল্পে প্রমোদিত করিতে অনুমতি করিলেন, কিন্তু সে কি জন্য কোথা হইতে এ অঞ্চলে আসিয়াছ, তাহারা যেন বিশ্বরূপকে একথা কখনই জিজ্ঞাসা না করে, এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া প্রাতরাহ্নিকাদি সমাপন পূর্ব্বক বাটীতে আসিয়া, পিতার আদেশানুযায়ী নানাবিধ মধুর গল্পে ও বিবিধ কথোপকথনে বিশ্বরূপকে প্রমোদিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ নিজে পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্রীকে লইয়া ছেলে খেলায় নিরত হইলেন। পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্রী হাসিতেছিল, নাচিতেছিল; কেহ স্পষ্ট, কেহ অস্পষ্ট কত কথা কহিতেছিল; বৃদ্ধের নিকুঞ্জ নিবাসে কোকিলের কুহুরব, শুক শারির কাকলি গান, ময়ূরের নৃত্য হইতেছিল। বৃদ্ধ নিজে সে মধুর গানে, সে সুন্দর নৃত্যে আত্মহারা হইতেছিলেন। গৃহিণী, কন্যাও

পুত্রবধুকে লইয়া পরম সুখে গৃহকার্য্য সমাধা করিতেছিলেন। বিশ্বরূপের চক্ষে এদৃশ্য অতি মধুর, অতি সুখদায়ক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এরূপ গৃহকেই সংসারে স্বর্গ বলে তাহা বিশ্বরূপ তখন বুঝিতে পারিল। এই চিত্তরঞ্জক দৃশ্য দেখিয়া বিশ্বরূপ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। বোধ হয় এ দৃশ্য দর্শনে তাহার নিজ গৃহের কথা মনে হইতেছিল। হয়ত সে ভাবিতেছিল "আমিও পিতার একমাত্র পুত্র; আমারও ভগিনী আছে; আমার পিতার গৃহও এমন সংসারে স্বর্গ হইতে পারিত। কিন্তু আমি হতভাগ্য—সে স্বর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি; আমি হতভাগ্য—এমনি এক মহাপুরুষ পিতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়া, গৃহ ছাড়িয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি!" যাহা হউক পূর্ব্বাহ্ণ নানাবিধ গল্প ও কথোপকথনে কাটিয়া গেল। মধ্যাহ্নাহারের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, পুত্র ছাত্রগণকে অধ্যাপনার্থ এবং জামাতা সাংসারিক কার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ গমন করিলে, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া বিশ্বরূপের নিকটে বসিলেন।

বিশ্বরূপ স্বভাবতই একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিল। তাহাতে এই পাঁচ বৎসর বিভিন্নপ্রকৃতির লোকের সংসর্গে থাকিয়া, বহুবিধ দৃশ্য দর্শন করিয়া এবং নানাপ্রকার দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া তাহার প্রকৃতি আরো গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিল। বিশ্বরূপ নর্ম্মদার তীরে অশ্বত্থমূলে ব্রাহ্মণের মুখে নবদ্বীপের নাম, পিতার নাম শুনিয়া অতীব বিস্মিত হইয়াছিল। সে ব্রাহ্মণের গৃহে আসিয়া, ব্রাহ্মণের গৃহিণী ও কন্যার আদর সোহাগে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল, ব্রাহ্মণের পুত্র ও জামাতার সহিত কথোপকথনে উৎফুল্ল হইয়াছিল কিন্তু এই বিস্ময়, আত্মবিস্মৃতি ও প্রফুল্লতা তাহার কথায় প্রকাশ পাইতেছিলনা,—তাহার মলিন মুখের

তদানিন্তন বর্ণের ক্রমিক পরিবর্ত্তনে তাহা প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার মনে একটা আগ্রহের ভাব জন্মিতেছিল। কিরূপে তাহার পিতার সহিত এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের পরিচয় হইয়াছিল, তিনি কিজন্য সুদুর নবদ্বীপে গিয়াছিলেন ইত্যাদি জানিবার জন্য তাহার একান্ত আগ্রহ জন্মিতেছিল। ব্রাহ্মণকে এবিষয়ে জিজ্ঞসা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত বিশেষ সুযোগ না ঘটাতে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই। এখন ব্রাহ্মণ নিকটে আসিয়া নিজেই নানাকথার পর নবদ্বীপের কথা আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিতেছিলেন "বাবা,বাল্যকালে আমি উদাস প্রকৃতির ছিলাম। সংসারের হট্টগোল আমার ভাল লাগিত না। সংসারের জন কোলাহল হইতে দূরে গিয়া, নিভৃতে নীরবে বাস করিতে আমার প্রাণ আকুলিত হইত। ঘটনাচক্রে তখন এক সন্ন্যাসী এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন; প্রাণের আকুলতায় তাঁহার নিকট যাতায়াত করিয়া, তাঁহার কুহকে পড়িয়া আমি গৃহ পরিত্যাগ করি। বাল্যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া এই সন্ন্যাসীর সহিত দেশ, বিদেশ, তীর্থ,অতীর্থ কতস্থান ভ্রমণ করিয়াছিলাম। এইরূপ ভ্রমণে আমার মনের অশান্তি, মনের অসুখ আরো বৃদ্ধি পাইল। আমার উদাসপ্রাণ আরো উদাস,—আরো অবসন্ন হইয়া পড়িল। এইরূপ অশান্তি ও অসুখে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে পুণ্যধাম নবদ্বীপে গিয়া উপস্থিত হই। আমার ভাগ্যফলে নবদ্বীপে তোমার পিতার সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমার সমবয়স্ক। তিনি তাঁহারই বয়সের এই হতভাগ্য উদাসীকে দেখিয়া, নিজগুণে নিকটে আসিয়া আলাপ করিলেন। আমি তাঁহার মধুর বাক্যে মুগ্ধ হইলাম। তাঁহার নিকট প্রাণের কথা সকল খুলিয়া

বলিলাম। তিনি তখন আমাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া আমি সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি। আমি তাঁহারই উপদেশে উদাসীনতা পরিত্যাগ করিয়া, নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করি এবং অবশেষে তাঁহারই উপদেশে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, আজ এই শান্তিসুখ ভোগ করিতেছি। আমার আন্তরিক বাসনা ছিল যে, যে মহাত্মার উপদেশ প্রভাবে আমার ভাগ্যে আজ সংসারে স্বর্গবাস, একবার জীবনের শেষভাগে সেই মহাত্মাকে দর্শন করিব। ভগবান্ নিজগুণে তাঁহার আত্মজকে মিলাইয়া দিয়া আমার সে বাসনার আংশিক পূরণ করিয়াছেন।"

বিশ্বরূপ। সংসারে শান্তি মিলে কি ?

ব্রাহ্মণ। কেন ?

বিশ্বরূপ। আমার বিশ্বাস,—সংসারে থাকিয়া জীব শান্তিলাভ করিতে পারে না। চিত্তের শান্তিলাভ করিতে হইলে, সংসার বন্ধন ছেদন করিয়া, নির্জ্জনে নিয়ত ভগবানের আরাধনায় নিরত থাকিতে হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে শ্রীচৈতন্য দেবের অনুসৃত পথই মানবের অনুসরণীয়। আমি এই বিশ্বাসে শান্তি লাভের আশায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থে তীর্থে, বনে বনে, অনেকস্থান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি কিন্তু আমার ভাগ্যে শান্তি মিলিল না কেন বুঝিতে পারিলাম না।

ব্রাহ্মণ। তুমি আমারই মত হতভাগ্য! তোমার এ কুমতি কেন হইল? এই যে "শান্তি" "শান্তি" একটা কথা বলিলে, এই শান্তিটা কি একটা কোন গাছের ফল, যে, তাহা এক দেশে জন্মায় অন্য দেশে জন্মায় না? যদি শান্তিকে গাছের ফলের মত কোন কিছু না ভাবিয়া থাক, তবে শান্তিলাভের জন্য দেশে

দেশে, বনে বনে ভ্রমণ কেন ? ভগবানের আরাধনা ? তাহা কি কেবল বনেই হয় ? গৃহে কি তাহা হয় না ? এক কাজ কর ;—এ সকল পাগ্‌লামী পরিত্যাগ করিয়া গৃহে যাও। অনেক পাপ সঞ্চয় করিয়াছ ; মহাত্মা পিতার হৃদয়ে ব্যথা দিয়া যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছ তাহার প্রতিফল স্বরূপ,—শান্তি দূরের কথা,—আরো অনেক যাতনা ভোগ করিতে হইবে। এখন গৃহে গিয়া তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিয়া, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। নতুবা নিস্তার নাই।

বিশ্বরূপ। আমি যে পাপে পাপী তাহা গৃহ পরিত্যাগের কিছুদিন পরেই বুঝিতে পারিয়া ছিলাম এবং আমার বর্ত্তমান তীব্র যাতনা যে সেই পাপের প্রতিফল, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি। তবে আমার মনে একটা সন্দেহ হইতেছে। সংসারে থাকিয়া কি উপায়ে শান্তি লাভ করা যায় তাহা আমি সম্যক বুঝিতে পারিতেছি না। সংসারে যদি শান্তিই মিলিবে, তবে শান্তি সুখ প্রয়াসী অনেকে সংসারই বা পরিত্যাগ করিবে কেন, তাহা আমার নিকট এক সমস্যা বলিয়া বোধ হইতেছে। আপনি দয়া করিয়া আমার হৃদয়ের এই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিন্।

ব্রাহ্মণ। সংসার পরিত্যাগ করেন দুই শ্রেণীর লোক। তাঁহাদের এক শ্রেণী সংসার পরিত্যাগ করেন—নামে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের সংসার পরিত্যাগ নয় ; পরিত্যাগটা তাঁহাদের 'গ্রহণ'। বাহিরের লোকে দেখিতে পায় তাঁহারা সংসার পরিকরিলেন, কিন্তু কার্য্যে তাহা হইল না। তাঁহারা ক্ষুদ্র একটি সংসারকে বিশ্বব্যাপী এক সংসারে,—ক্ষুদ্র একটি পরিবারকে মহান্ এক পরিবারে মিশাইয়া দিয়া, বিশ্বব্যাপী সংসারকে, মহান্ সেই

পরিবারকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্য দেবের সংসার পরিত্যাগ এইরূপ। এইরূপ সংসার পরিত্যাগীর সংখ্যা জগতে অতি অল্প। আর এক শ্রেণীর লোক সংসার পরিত্যাগ করে। তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবেই পরিত্যাগ করে। সংসারের কোন একদিকে শান্তির অভাব হইলেই তাহারা সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে শান্তির অন্বেষণ করে। একদিকে অভাব দেখিয়া বনে তাহারা অভাব পূরণ করিতে যায়, কিন্তু তাহাদের অভাব বাড়িয়া উঠে; অশান্তি চারিদিকে ঘেরিয়া বসে। তাহাদের কে কখন কিরূপ শান্তি ভোগ করিয়াছে, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই। সংসারের একদিকে অভাব দেখিয়া, এক দিকে অশান্তি দেখিয়া বনে বনে বিচরণ না করিয়া, সংসারেই অপর দিক হইতে তাহার পূরণের চেষ্টা করা উচিত নয় কি?

বিশ্বরূপ। ইহা কিরূপে হইতে পারে তাহা সম্যক্ বুঝিতে না পারিয়াই আমি মহাপাপে ডুবিয়াছি এবং সেই পাপের প্রতিফল—এই তীব্র যাতনা ভোগ করিতেছি।

ব্রাহ্মণ। শান্তি জিনিস্‌টার দুটা দিক্ আছে। একটা পরিবার-পরিজন-আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের দিক্; অপর ভগবানের দিক্। পরিবার পরিজন ইত্যাদির দিকে শান্তি নাশ পায়—অভাবে। 'আমি সংসারী, আমি যাহা পাই তাহাতেই তুষ্ট থাকি, যাহা আছে ঘটনা চক্রে তাহার অভাব ঘটিলেও কাতর হইনা।' এই আত্মতুষ্টি আমার সংসারিক হৃদয়ের পরিবার পরিজনাদির দিকের শান্তি। কখনও কি শুনিতে পাও নাই,—

"যৎ কিঞ্চিৎ বস্তু সম্প্রাপ্য স্বল্পং বা যদিবা বহু।
যা তুষ্টির্জ্জায়তে চিত্তে শান্তিঃ সা গদ্যতে বুধৈঃ॥"

বিশ্বরূপ। শুনিয়াছি,—তখন তাহার ভাবগ্রহ করিতে পারি নাই। সংসারে থাকিয়া শান্তির ভগবানের দিকের উপায় কিরূপ?

ব্রাহ্মণ। আত্মতুষ্টিতে অশান্তির একদিক্ বন্ধ হইল। তখন ধীরে ধীরে আত্মাকে ভগবানের দিকে প্রবর্ত্তিত কর। দেখিবে,—চিত্ত গোমুখী হইতে ধীরে ধীরে জাহ্নবী স্রোত ক্ষরিতে থাকিবে, উৎস গভীরতম অন্তর্দ্দেশ হইতে উৎসরিত হইতে থাকিবে; সুখ-দুঃখ-আবিলতা স্রোতে ভাসিয়া সাগরে মিশিয়া যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

"রাগদ্বেষ বিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরণ্
আত্ম বশ্যৈ বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি।"

("আত্মবশ ইন্দ্রিয়েতে রাগদ্বেষ বিরহিত,
ভুঞ্জিয়া বিষয়, শান্তিলভে বশীভূতচিত।")

তারপর বলিতেছেন—

"আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং।
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে।
স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম কামী॥"

("আকুল পূরিত, স্থির, অচঞ্চল,
সমুদ্রে সলিল প্রবেশে যেমন,
তেমতি কামনা প্রবেশে যাহাতে
সেই পায় শান্তি, নহে কামীজন।")

কামনা বিলুপ্তি শান্তির চরম উপায়। কিন্তু প্রথমে আরম্ভ

করিতে হয় সংসারে আত্মতুষ্টি হইতে;—তৎপর যেরূপ পর্য্যায় বলিয়া আসিলাম,—তদ্রূপ; তৎপর ক্রমে কামনার বিলয়; তাহা হইলেই শান্তি মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে বহিয়া আসিয়া, চিত্ত গোমুখীতে জাহ্নবী স্রোতে পরিণত হইয়া, শীতল প্রবাহে পরিতপ্ত সংসারকে সুখময় স্বর্গ শোভায় পরিশোভিত করিয়া তুলে।

বিশ্বরূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। ব্রাহ্মণ বলিতে ছিলেন "বাবা, পশ্চাতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরিতাপ করিও না; সম্মুখের জন্য প্রস্তুত হও। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমে পিতার প্রসন্নতা লাভের চেষ্টা কর।" বিশ্বরূপের অশ্রুপ্রবাহ খরতর বেগে প্রবাহিত হইল। এমন সময় বৃদ্ধা গৃহিণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিশ্বরূপকে অশ্রুপ্লাবিত দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া "একি! একি!" বলিয়া বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বিশ্বরূপের অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি মুছিয়া দিতে লাগিলেন। গৃহিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার দয়াবতী কন্যাও আসিয়া ছিলেন, তিনি তাঁহার দাদার ছোট কন্যাটিকে কোলে করিয়া আনিয়া ছিলেন। বিশ্বরূপকে অশ্রুপ্লাবিত দেখিয়া তিনি নিকটে গিয়া বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ? কেন কাঁদিতেছ? এই আমাদের খুকিকে একবার কোলে নেও। দেখদেখি আমাদের খুকি কেমন হাসিতেছে।"

বিশ্বরূপের অশ্রুজল ক্রমে শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

বিশ্বরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপদেশে এবং তাঁহার সংসার-স্বর্গের নির্ম্মল শান্তিসুখ দর্শনে, গৃহে ফিরিয়া যাইবে বলিয়া মনে মনে সংকল্প করিল। পথে একবার কাশী হইয়া যাইবে তাহাও ব্রাহ্মণকে বলিল। বৃদ্ধা গৃহিণীর অনুরোধে, তাঁহার কন্যার আগ্রহে এবং পুত্র ও জামতার ঐকান্তিক ইচ্ছায়, বিশ্বরূপ আরো কয়েকদিন ব্রাহ্মণের আলয়ে থাকিয়া, ব্রাহ্মণের বহুবিধ মহোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে একদিন সকলের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তৃতীয় তরঙ্গ।

নবদ্বীপে ন্যায়রত্নপরিবারের আজকাল অতি দৈন্যদশা। একা কেবলরামের পরিশ্রমের উপর ন্যায়রত্ন পরিবারের পাঁচটি জীবের জীবিকা নির্ভর করিতেছে। তারকনাথ ও স্মৃতিধরের কাশী যাত্রা কালে স্মৃতিধর প্রজাগণকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া গিয়াছিল, যেন তাহারা তাহাদের দেয় খাজানাদি বাটীতে গিয়া মায়ের হস্তে দিয়া যায়। প্রথম বৎসরান্তে প্রজাগণ তাহাই করিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরে অন্যরূপ ঘটনা ঘটিল। প্রথম বৎসর প্রজাগণ খাজানাদি দিয়া গেলে অনাথ ন্যায়রত্ন পরিবারের ভরণ পোষণ একরূপ সচ্ছল রূপেই চলিয়াছিল। তাহা দেখিয়া বাগীশ মহাশয়ের শ্যালকগণের অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হইল। ন্যায়রত্ন

মহাশয়ের মৃত্যুতে এবং তৎপর বৎসরান্তে তারকনাথ ও স্মৃতিধরের প্রবাস যাত্রাতে বাগীশের শ্যালকেরা মনে করিয়াছিল, এতদিনে ন্যায়রত্ন পরিবারের দুর্দ্দশার দিন আসিয়াছে,—এতদিনে কেবলরামের বিকট দৃষ্টির প্রখরতা কমিবার সময় আসিয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা দেখিতে পাইল, তারকনাথ-স্মৃতিধরের প্রবাস গমনের পর এক বৎসর গত হইয়া গেল, তখনও ন্যায়রত্ন পরিবারের কোন কষ্ট হয় নাই, বিন্দুমাত্র দুর্দ্দশা ঘটে নাই, তখন তাহারা তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল। ন্যায়রত্নের বাটীতে প্রজাগণের আগমন সংবাদ পাইয়া, তাহারা দ্বিতীয় বৎসরে খাজানা দেওয়ার সময় হওয়ার পূর্ব্বেই প্রজাগণের বাটীতে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রজাগণের নিকটে গিয়া তাহারা ন্যায়রত্ন পরিবারের পরমবন্ধু, পরম হিতৈষী বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল এবং ন্যায়রত্ন পরিবারের দুঃখের কথা বলিয়া প্রজাগণের সহানুভূতি লাভের চেষ্টা আরম্ভ করিল। অবশেষে একদিন একজন প্রকাশ করিল যে, সে সত্যবতী দেবী কর্ত্তৃক তাহাদের নিকট খাজানার জন্য প্রেরিত হইয়াছে! প্রজাগণ অতি সরল প্রকৃতির লোক, বিশেষতঃ তাহারা তাহাকে ন্যায়রত্নের ভ্রাতার আত্মীয় বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই জানিত সুতরাং তাহারা তাহার এই কুহক বুঝিতে পারিলনা; তাহাকে ন্যায়রত্ন পরিবারের পরম হিতৈষী জ্ঞানে সকলে তাহাদের দেয় খাজানা তাহার হস্তে দিতে লাগিল। দু তিন দিন মধ্যে শ্যালকপ্রবর খাজানা সংগ্রহ কার্য্য শেষ করিল। প্রজাগণকে উদরান্ন সংগ্রহের জন্য নিয়ত পরিশ্রমে ডুবিয়া থাকিতে হয়, তাহারা তাহাকে সত্যবতী দেবীর প্রেরিত লোক জ্ঞানে তাহার হস্তে আপনাদের দেয়

খাজানা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া, যে যাহার কার্য্যে পুনরায় ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সত্যবতীদেবীর হস্তে তাহা পৌঁছিল কিনা, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখিল না।

এইরূপে ন্যায়রত্নের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির খাজানা বন্ধ হইয়া গেল। শিরোমণির ব্রহ্মোত্তর জমির খাজানা আদায়ের ভার বাগীশ মহাশয়ের হস্তে ছিল এবং উক্ত খাজানা আদায় করিয়া তাহা দ্বারা কেবলরামের সাহায্য করার কথা ছিল। বাগীশ মহাশয়ের সদাশয়া গৃহিণীর পরামর্শে তাহাও বন্ধ হইয়াছে, তাহার আভাস পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এখন ন্যায়রত্নপরিবারের ভরণ পোষণের ভার একা কেবলরামের পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যবতী দেবী দ্বিতীয় বৎসর প্রজাগণকে আসিতে না দেখিয়া কেবলরামকে একবার জানিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন। কেবলরাম গিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল "আমরা যে অনেকদিন হইল খাজানা দিয়াছি।" কেবলরাম উগ্র, তেজস্বী প্রকৃতির লোক, বিশেষতঃ তাহার বুদ্ধিও তত প্রখর ছিল না। সে প্রজাদের মুখে "খাজানা দিয়ছি" শুনিয়াই গরম হইয়া উঠিল। "বটে! মিথ্যা কথা! খাজনা দেওয়া তবে তোমাদের ইচ্ছা নয়! কেহই সহায় নাই বলিয়া তোমরা ফাঁকী দিবে মনে করিয়াছ! বেশ,—কর। একা কেবলরাম এই কয়টি লোককে পালন করিতে পারিবে।" কেবলরাম উত্তপ্ত হৃদয়ে আপনমনে এইরূপ বলিতে বলিতে নির্দ্দোষ প্রজাগণকে কপট ধূর্ত্ত মনে করিয়া সত্যবতীদেবীর নিকট চলিয়া গেল। সত্যবতীদেবীর নিকট গিয়া কেবলরাম তাহার বিশ্বাসানুযায়ী সংবাদ দিল। সত্যবতাদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন

"প্রজারা কাহার নিকট খাজানা দিয়াছ তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?"

কেবলরাম। তা আবার জিজ্ঞাসা করিতে যাইব কেন? বেটাদের কথা শুনিয়া আমার অঙ্গ জলিয়া উঠিল। বেটাদিগকে খুন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছিল। বেটারা খাজনা না দেয়—না দিক্। আমি একাই সকল দিক্ রক্ষা করিব। এত বড় প্রকাণ্ড শরীরটা তবে কিসের জন্য?

সত্যবতীদেবী কেবলরামের কথা হইতে প্রজাদের কথার কোন মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলেন না। অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। সেই সময় হইতে কেবলরাম একাই সকলদিক রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

কেবলরামের একা সকলদিক রক্ষা করার ক্ষমতা ছিলনা। কেবলরামের দেহ প্রকাণ্ড, কেবলরামের বল অসাধারণ, কেবলরাম পরিশ্রমে অক্লান্ত কিন্তু তবু একা কেবলরামের পক্ষে শিরোমণির পরিপোষিত নিরুপায়গণের সাহায্য করা, শিরোমণির বাটীস্থ গৃহাদির সাময়িক সংস্কার করা, ন্যায়রত্নের গৃহাদি দেখা, তারপর অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্য,—ন্যায়রত্নের অসহায় পরিবার প্রতিপালন করা অসম্ভব ছিল। তারকনাথ-স্মৃতিধরের কাশী প্রবাসের কয়েকদিন পরেই স্মৃতিধর একবার বাটীতে আসিয়াছিল। রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের প্রদত্ত অর্থ মায়ের হস্তে দিয়া এবং তাহারা দুভাই রাজা শিবকিঙ্করের তত্ত্বাবধানে কাশীতে নিরাপদে আছে এ সংবাদ মাকে প্রদান করিয়া, সে পুনরায় কাশী চলিয়া গিয়াছে। তাহারপর তাহাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যাইতেছেনা। কাশী হইতে নবদ্বীপে সংবাদ পাওয়া

সহজ কথা নয়। যদি কেহ, কাশীবাসী দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, যদি তারক-স্মৃতিধরের সহিত তাহার দেখা হইয়া থাকে, তবেই তাহাদের একটু আধটু সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। ইতিমধ্যে কাশীবাসী কেহই ফিরিয়া আসে নাই, তারক-স্মৃতিধরেরও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এদিকে কেবলরাম একা পরিশ্রম করিয়া সকলদিক রক্ষা করিয়া রাখিতে আর পারিয়া উঠিতেছেনা। সত্যবতী দেবী, স্মৃতিধর যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহার সাহায্যে ও তাঁহার অবশিষ্ট অলঙ্কার গুলির সাহায্যে, এতদিন কেবলরামের সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন; সত্যবতী দেবীর হস্ত এখন সম্পূর্ণ রিক্ত। এখন ন্যায়রত্নের পরিবারের ভরণ পোষণের সম্বল,—এক কেবলরামের পরিশ্রম। এখন কেবলরাম অন্য সর্ব্ব কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এক ন্যায়রত্ন পরিবারের প্রতিপালনে ব্যস্ত।

যোগমায়া মধ্যাহ্নে স্রুচী-বিজয়াকে খাওয়াইয়া, কেবলরাম ও শান্তাকে খাওয়াইয়া, হস্তপদাদি প্রক্ষালনের পর মায়ের হবিষ্যান্নের আয়োজন করিয়া দেয়। সার্দ্ধ দ্বিপ্রহর শেষে মায়ের হবিষ্য সমাধা হইলে, সকলের শেষে নিজে আহার করিয়া থাকে। সকলের খাওয়া দাওয়া হইলে শান্তা বাসনগুলি ধুইতে যায়। যোগমায়া আহারাদি সমাপনের পর পুনরায় পাক পাত্রগুলি ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, রাত্রের জন্য প্রস্তুত করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দেয়।

আজ স্রুচী-বিজয়ার খাওয়া হইয়াছে। কেবলরাম তাড়াতাড়ি অন্ন ব্যঞ্জন গ্রাস গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া, তাহার কুদাল লইয়া বাগানে চলিয়া গিয়াছে। শান্তা খাইয়া গিয়া স্রুচী-বিজ-

য়ার নিকট বসিয়াছে; যোগমায়া মায়ের হবিষ্যান্নের আয়োজন করিতে গিয়াছিল, মায়ের হবিষ্য সমাধা হইলে পুনরায় রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়াছে।

শান্তা অনেকক্ষণ সুরুচী-বিজয়ার নিকট বসিয়া তাহাদের একথা সেকথা,—অনেককথা শুনিতেছিল; কিঞ্চিৎ পরে শান্তা উঠিয়া বলিল, "এতক্ষণ আমার মায়ার খাওয়া হইয়াছে, আমি বাসনগুলি ধুই গিয়ে।" বলিতে বলিতে শান্তা রান্না ঘরের দিকে গেল। যোগমায়া তখন রান্নাঘরের বাসনগুলি ধুইতেছিল। শান্তা নিকটে গিয়া বলিল "ওমা! এখনও তোর খাওয়া হয় নি?'

যোগমায়া বাসনগুলি ধুইতে ধুইতে বলিল "কেন মা?

শান্তা। তোর খাওয়া হয়েছে?

যোগমায়া। সে খোঁজ কেন মা?

শান্তা। তোর যদি খাওয়াই হইয়া থাকিবে, তবে তোর শকৃড়ি কোথা?

যোগমায়া "তা—তা" বলিতে বলিতে বাসনগুলি ধুইতে লাগিল। শান্তা বুঝিল যোগমায়ার খাওয়া হয় নাই। শান্তা একবার উনুনের চারিদিক ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কোন পাত্রেই যোগমায়ার আহারের মত অন্ন ব্যঞ্জন নাই। শান্তা তাড়াতাড়ি গিয়া চাউলের কলসীটাতে হাত দিয়া দেখিল কলসীতে তিন চারিজনের পরিমাণ চাউল রহিয়াছে। শান্তা কিছুই বুঝিতে পারিল না। শান্তা বিস্ময়ে আবার যোগমায়ার নিকটে গিয়া ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল "যোগমায়া! মা! তোর খাওয়া হয় নাই? তোর ভাত কোথা? ভাত নাই? কলসীতে যে চাল রহিয়াছে। এমন করিয়া কাঁদিলে কেন মা?"

যোগমায়া হাসিতে লাগিল। এ হাসিতে শান্তা আজ ভুলিল না। শান্তা সত্বরপদে একবার সত্যবতী দেবীর নিকটে গেল। শান্তাকে এমন ভাবে আসিতে দেখিয়া সত্যবতীদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন "শান্তা, কি হয়েছে?

শান্তা। মণিসই, আমার মায়ার আজ খাওয়া হয় নাই।

সত্যবতী। সে কি! মায়া খায় নাই?

শান্তা। মায়া আমাকে কিছুই বলিতেছে না! মায়া আমার খায় নাই। মায়ার খাওয়ার মত ভাত তরকারীও নাই! কলসীতে তিন চারজনের হইতে পারে এমন চা'ল রহিয়াছে।

সত্যবতীদেবী আর কথা কহিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে অশ্রুপ্রবাহ তাঁহার শুষ্ক গণ্ডস্থল বাহিয়া ভূতলে পড়িতে লাগিল। সত্যবতীদেবীকে কাঁদিতে দেখিয়া শান্তা আরো বিস্মিতা হইল। কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, সত্যবতীদেবীর চক্ষের জল দেখিয়া, শান্তাও কাঁদ কাঁদ হইয়া পড়িল। শান্তা কাঁদ কাঁদ স্বরে সত্যবতী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিল—"মণিসই, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! কেন আমার মায়া খায় নাই? তুমি কাঁদিতেছ কেন মণিসই?"

সত্যবতী। শান্তা, আমি রাক্ষসী,—যোগমায়ার প্রাতঃকালের কথাগুলি একবার মনেও করি নাই। মায়া আমার, কত যত্নে এই রাক্ষসীকে খাওয়াইয়া তুষ্ট করিয়া ভুলাইয়া গিয়াছে। আমি মায়ার প্রাতঃকালের কথা গুলি একবার মনে করিলাম না; মায়ার খাওয়া হইয়াছে কি না একবার গিয়া দেখিলাম না।

শান্তা। মণিসই, যোগমায়া সকালবেলা কি বলিয়াছিল?

সত্যবতী। শান্তা, সে কথা আর তুলিস্ না। আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আমি পাষাণী——"

সত্যবতী দেবীর মুখে আর বাক্য নিঃসৃত হইতে ছিল না। তিনি মেজেতে সেই কাষ্ঠ পাদুকার প্রান্তে মস্তক রাখিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শান্তাও কঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিল "মণিসই, বল, আমার মায়ার কি হয়েছে?"

সত্যবতী। শান্তা, আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। আজ প্রভাতে মায়া আমাকে বলিয়াছিল 'মা ঘরে চা'লের অনটন; আজ দুবেলা হইবে না; একবেলা চলিবে, রাত্রে কম পড়িবে।' আমি 'একবেলা হউক রাত্রির উপায় ভগবান করিবেন' বলিয়া মায়াকে রান্না করিতে পাঠাইয়া ছিলাম। মায়া আমার, নিজে না খাইয়া তোদের জন্য দুবেলার যোগাড় করিয়া রাখিয়াছে। ভগবান্ আমার অদৃষ্টে এমন লিখিয়া ছিলেন তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। দেখ্ শান্তা, এই হতভাগিনী রাক্ষসীর জন্য মায়া আমার কেমন আয়োজন করিয়া রাখিয়াছে। সকলকে ফেলিয়া এই হতভাগিনীর জন্য আয়োজন অগ্রে। আমি এখন কি করিব বল্।

সত্যবতী দেবী কাঁদিতে লাগিলেন। সত্যবতী দেবীর মুখে সকল কথা শুনিয়া শান্তাও "ওমা—ওমা, আমার মায়ার খাওয়া হয় নাই" বলিয়া দেওয়ালের গায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এমন সময় যোগমায়া হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্তাকে সত্বরপদে মায়ের নিকট যাইতে দেখিয়াই যোগমায়া বুঝিতে পারিয়াছিল—হয়ত মা

শুনিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিবেন। যোগমায়া হাসিতে হাসিতে মা ও শান্তামায়ের নিকট গিয়া "তোমরাও যেমন" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মায়ের চক্ষের জল, শান্তামায়ের চক্ষের জল মুছিতে লাগিল। শান্তা উঠিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে "আমার মায়া খায় নাই; মিন্‌ষে একবার খোঁজও করে না, মিন্‌ষে কি করে দেখিয়া আসি" বলিতে বলিতে বাগানের দিকে চলিয়া গেল। এতদিন শান্তা কেবলরামের নিকটে যাইতে ভয় পাইত। আজ যেন সে ব্যাঘ্রিণী সাজিয়া কেবলরামের নিকট যাইতে লাগিল। এদিকে যোগমায়া হাসিমুখে সত্যবতী দেবীর চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে বলিতে ছিল "মা—আপনিও যেমন! একবেলা আমার খাওয়া হয় নাই তার জন্য আপনার এত কান্না! একবেলা না খাইলে কি লোক মরে যায়!" সত্যবতী দেবী—"একবেলা? কত বেলা তোর খাওয়া হইতেছে না তাহা কে জানে?" বলিয়া সেই পাদুকা প্রান্তে মাথা রাখিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মায়া, মাকে সান্ত্বনা করিতে ব্যাকুলা হইয়া পড়িল। মায়ার হাসি মাখা মুখে তখন কোন দেশের কোন রূপের আভা ভাসিতেছিল তাহা কে বলিবে?

নবদ্বীপের নৈয়ায়িক শ্রেষ্ঠ শ্রীপতি ন্যায়রত্নের পরিবারের ভরণপোষণ আজকাল এইরূপ চলিতেছে।

চতুর্থ তরঙ্গ।

দুই তিন দিন হইল কেবলরাম রাত্রিতে সদর দ্বারের নিকট খোলা উঠানে একটা কম্বল পাতিয়া শুইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কারণ ছিল। একদিন অনেক রাত্রে সদর দ্বারে কয়েকবার লোষ্ট্র নিক্ষেপের শব্দ হয়। কেবলরাম দক্ষিণের ঘরে শুইয়াছিল,—শব্দ শুনিবামাত্র কুদালটা হস্তে করিয়া দৌড়িয়া গিয়া সদর দ্বার খুলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল একটা লোক আম বাগানের ভিতর দিয়া দৌড়িয়া পলাইতেছে। কেবলরাম কুদাল স্কন্ধে "দাঁড়া বেটা দাঁড়া" বলিয়া তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইল। পলাতক প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া এক জঙ্গলের আড়ালে সরিয়া পড়িল, কেবলরাম দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে পারিল না,—লোকটাকেও চিনিতে পারিল না। পরদিন গ্রামে প্রকাশ পাইল যে বাগীশ মহাশয়ের এক শ্যালকের জ্বর; জ্বরের বিকারে সে প্রলাপ বকিতেছে;—বলিতেছে—"ঐ ভূত!—ঐ কেবলরাম!—ঐ কুদাল নিয়া আসিতেছে।—ঐ ঐ ভূত-ভূত!—প্রকাণ্ড—প্রকাণ্ড!—ওমা! কি বিকট মূর্ত্তি—কি বিকট!—" অতি ভয়ে শালক প্রবরের জ্বর বিকার ঘটিয়াছিল। গ্রামের লোকে জ্বরের কারণ, প্রলাপের কারণ, প্রলাপের অর্থ বুঝিতে পারিল না। কেহ কেবলরামকেও তাহা জিজ্ঞাসা করিল না। কেবলরাম পরদিন একবার মাত্র জঙ্গলটার নিকট গিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চারিদিক দেখিয়া আসিয়াছিল; তদ্ভিন্ন রাত্রির পলাতক সম্বন্ধে অন্য কোনরূপ অনুসন্ধান করিল না, এ সম্বন্ধে অন্য কাহাকে জানিতেও দিল না। সে দিন হইতে কেবলরাম কুদালটা নিকটে রাখিয়া সদর দ্বারের নিকটে শুইতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেক রাত্রি হইয়াছে, শান্তার ঘুম আসিতেছে না। মধ্যে যোগমায়া, সুরুচী, বিজয়া ঘুমাইতেছে; একপার্শ্বে শান্তা শুইয়া শুইয়া কত কি ভাবিতেছে। অপরপার্শ্বে সত্যবতী দেবী ঘুমাইয়া আছেন কি জাগিয়া আছেন শান্তা তাহা বুঝিতে পারিতেছেনা। শান্তা শুইয়া অনেকক্ষণ ভাবিয়া শেষে মুখ ফুটিয়া বলিতে লাগিল "মিন্‌ষে খোলা উঠানে মাটীতে শুইয়া ঘুমাইতেছে, মিন্‌ষের হিম লাগার ভয়ও নাই। যদি অসুখ করে তবেই সর্ব্বনাশ!" ইত্যাকার অনেক কথা বলিয়া শেষে "একবার দেখিয়া আসি" বলিয়া শান্তা বিছানা হইতে উঠিল। উঠিয়া ধীরে ধীরে, চুপি চুপি দ্বার খুলিয়া সদর দ্বারের নিকটে যাইতে লাগিল। পথে কতকগুলি শুষ্ক পত্র পড়িয়াছিল, শান্তার পায়ে লাগিয়া তাহার শব্দ হইল; কেবলরাম মাথা তুলিয়া দেখিল; অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইল না। আবার একটু নিকটে শব্দ হইল, কেবলরাম উঠিয়া বসিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল; দেখিল—শান্তা ভীতা চকিতা হইয়া দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেবলরাম জিজ্ঞাসা করিল—"শান্তা?" শান্তা কম্পিত স্বরে উত্তর দিল—"হুঁ"।

কেবলরাম। শান্তা, এমন সময় তুই এখানে কেন?

শান্তা। তোমাকে একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম। খোলা উঠানে শুইতে আরম্ভ করিয়াছ, হিম লাগিলে কি করিবে?

কেবলরাম বলিল "শান্তা নিকটে আয়।" শান্তা নিকটে গেল। অনেকদিন পরে শান্তার আজ নিকটে আসা। শিরোমণির গৃহত্যাগের পর হইতে শান্তার আর নিকটে আসা হয় না। শান্তা আজ কেবলরামের মৃদু স্বর শুনিয়া,—"শান্তা নিকটে আয়"

শুনিয়া, নিকটে গেল! শান্তা নিকটে গেলে কেবলরাম বলিল "শান্তা এখানে একটু ব'স্।" শান্তা বসিল। কেবলরাম ধীরে ধীরে শান্তার উরুতে মাথাটি রাখিয়া ধরাশয়নে আবার শয়ন করিল। শুইয়া কেবলরাম একটা অতি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। নিশ্বাসটা শান্তার বুকে বাজিল। শান্তা জিজ্ঞাসা করিল "এমন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলে কেন?"

কেবলরাম। শান্তা,—আমি যে আর পারিনা! আমার দেহ যে আর চলেনা। কবে যে শিরোমণি আসিবে তাহা আমি ভাবিয়া পাইতেছি না।

শান্তা। কি করিবে? তোমার পরিশ্রম ভিন্ন যে আর উপায় নাই।

কেবলরাম। পরিশ্রমকে কি আমি ভয় করি? আমি এখন যত পরিশ্রম করি তাহার দ্বিগুণ পরিশ্রম করিতে আমার ইচ্ছা হয় কিন্তু আমার দেহ যে আর চলে না।

শান্তা। কি করিবে? যেরূপেই হউক চালাইতে হইবে। তবে তুমি আবার খোলা উঠানে শুইতে আরম্ভ করিয়াছ, যদি হিম লাগে, যদি একবার অসুখ করে, তবে যে তুমি বাঁচিবে না! তুমি না থাকিলে আমার মায়ার, সুরুচী-বিজয়ার, মনিসইএর কি উপায় হইবে? আমার মায়ার কষ্ট দেখিয়া, আমার মায়ার মুখ দেখিয়া যে আমার বুক ফেটে যায়!

কেবলরাম। শান্তা, হিমের ভয় নাই। এই সামান্য হিমে এদেহে কি করিবে? এখন আমি মরিব না;—শিরোমণিকে না দেখিয়া আমি মরিব না। তবে কিনা—বিছানায় পড়িলে দেহটা আর উঠিতে চায়না। যোগমায়ার কষ্ট দেখিয়া আমার

প্রাণ কেমন করে। আমার মায়ের মুখে সদা হাসি লেগে রয়েছে!

শান্তা একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। শান্তা কেবলরামের অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "কেন উঠানে শুইতে আরম্ভ করিলে? ঘরে গিয়ে শোও। এখানে মাটীতে শুইয়া থাকিলে হিম লাগিবে। আমার মাথা খাও, উঠে ঘরে চল।" কেবলরাম বলিল—"শান্তা হিমের ভয় করিস্ না। আমাকে এখানেই শুইতে হইবে। ঘরে শোওয়া এখন আর আমার ঘটিবে না।" শান্তা উঠানে শোওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিল; কেবলরাম কিছুই বলিলনা। শেষে শান্তা কেবলরামকে উঠাইয়া ঘরে লইয়া যাওয়ার আশা পরিত্যাগ করিয়া, বসিয়া বসিয়া কেবলরামের অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিল। কেবলরাম অনেকদিন পরে শান্তার নিকট অনেককথা বলিতে চাহিতেছিল। একে গুরুতর পরিশ্রম, তাহাতে রাত্রিতে না ঘুমাইলে পাছে অসুখ করে এই ভয়ে শান্তা অনেক কথা বলিতে না দিয়া, তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া ঘুম পাড়াইতে লাগিল। শান্তার শীতল কর স্পর্শে ধীরে ধীরে কেবল রামের ঘুম পাইল। কেবলরাম নিদ্রিত হইয়া পড়িলেও শান্তা বসিয়া বসিয়া তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। উষার আগমনে পূর্ব্বদিক যখন রক্তিমাভ হইয়া উঠিল, চারিদিকে যখন কাক কোকিলগণ প্রাভাতি গাইয়া উঠিল, তখন শান্তা কেবলরামকে জাগাইয়া তাহাকে তাহার কর্ম্মে পাঠাইয়া দিয়া, নিজে উঠিয়া গিয়া বিছানায় বসিয়া, যোগমায়া, সুরুচী ও বিজয়াকে জাগাইল,—মনিসইকে জাগাইল। মনিসইকে জাগাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রভাতের পূর্ব্বে গঙ্গাস্নানে গেল।

পঞ্চম তরঙ্গ।

তিন বৎসর শেষ হয়। তারক-স্মৃতিধরের কাশী প্রবাসের তিন বৎসর শেষ হইতে আর এক পক্ষ কাল বাকী আছে। এক সাবিত্রীব্রতের পরদিন তাহারা কাশী যাত্রা করিয়াছিল, মাঝে দুই সাবিত্রীব্রত গিয়াছে, আর এক সাবিত্রীব্রত আসিতে আর এক পক্ষকাল বাকী আছে। সাবিত্রীব্রত আসিতেছে; যোগমায়া হিসাব করিয়া দেখিল তাহার স্বামীর গৃহে আসার সময় হইয়াছে।

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। দুঃখে, কষ্টে, অনিদ্রায় যোগমায়ার তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে এক দিনের জন্যও যোগমায়াকে বিমর্ষা দেখা যায় নাই, তাহার মুখের হাসি লোপ পায় নাই। তবে কি তাহার স্বামীর কথা, তাহার সেই দেবতার কথা মনে পড়িত না? পড়িত;— হৃদয়-দর্পণে অহরহঃ সেই দেবরূপ ভাসিয়া উঠিত কিন্তু তাহাতে যোগমায়া চঞ্চলা হইতনা,—কাতরা হইতনা। তারক-স্মৃতিধরের প্রবাসে, তাহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, তাহাদের প্রবাসে সংসারের দারুণ অভাবে কন্যাদুটিকে ও যোগমায়াকে দীনা মলিনা দেখিয়া, মা মাঝে মাঝে অতীব কাতরা হইতেন, বিরলে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন; তাহাতে যোগমায়া চঞ্চলা হইলে, মায়ের কাতরতার আর সীমা থাকিবে না, তাহা যোগমায়া বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহা বুঝিতে পারিয়া যোগমায়া অন্তরের অন্তস্থলে আপনার চঞ্চলতাকে, কাতরতাকে কর্ত্তব্য-জ্ঞানাচ্ছাদনে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছিল। তাহাতেই যোগমায়ার মুখের হাসি কখনও বিলুপ্ত হইত না। তাহাতেই মাকে একটু

বিষণ্ণা, একটু কাতরা দেখিলে হাস্যময়ী যোগমায়া হাসিমুখে মায়ের নিকট উপস্থিত হইত, মাকে সান্ত্বনা দিত। সান্ত্বনারূপিণী যোগমায়ার হাসিমুখ দর্শনে ও মধুর বচন শ্রবণে মায়ের বিষাদ, মায়ের কাতরতা দূরে যাইত; মা যাতনায় সান্ত্বনা পাইতেন,—দুঃখে সুখানুভব করিতেন। দীনা, মলিনা সুরুচী-বিজয়া সংসারের অবস্থা দেখিয়া অতি বিষণ্ণা হইত, কিন্তু যোগমায়ার হাসিমুখ দর্শনে তাহাদের সে বিষণ্ণতা স্থায়ী হইতে পারিত না। শান্তার সকল-দিকই শূন্য;—সুধু যোগমায়ার হাসিমুখ দেখিয়া শান্তা সকল দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছে। কেবলরাম পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া বাড়ীতে আসিয়া যোগমায়ার হাসিমুখ দেখিয়া, তাহার স্নিগ্ধ বচন সুধা পান করিয়া শীতল হয়,—তাহার শ্রান্তি, অবসাদ ঘুচিয়া যায়। যোগমায়ার তিন বৎসর এইরূপ হাসিতে কাটিয়াছে।

সাবিত্রীব্রত আসিবার আর পনরদিন বাকী। যোগমায়া এখন একটু চঞ্চলা হইতে লাগিল,—একটু অন্যমনস্কা হইতে লাগিল। একা কাজ করিতেছে—নিকটে কেহ নাই, যোগমায়া হাতের কাজ হাতে রাখিয়া, বসিয়া হয়ত ভাবিতেছে; একদৃষ্টে কোনদিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, এমন সময় হয়ত সুরুচী, বিজয়া কি শান্তা, কেহ উপস্থিত হইলে আবার কাজ করিতেছে। সাবিত্রীব্রতের পনরদিন পূর্ব্ব হইতে যোগমায়া মাঝে মাঝে বিরলে এইরূপ চঞ্চলা, এইরূপ অন্যমনস্কা হইতে লাগিল। এরূপ হওয়ার একটা কারণ আমরা অনুমান করি। হয়ত এই পনরদিন মধ্যে তারকনাথ আসিবে,—এই পনর দিন মধ্যে দেবতাকে নিকটে পাইবে;—হয়ত এই পনরদিন মধ্যে দেবতার শীতল বক্ষে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া, এই সুদীর্ঘ তিন বৎসরের সকল যাতনা

ভুলিতে পারিবে ;—হয়ত এবার সাবিত্রী ব্রতেতে দেবতার চরণপদ্ম অশ্রুশিশিরে সিক্ত করিয়া, কালকেশ দিয়া মুছিয়া আত্মার সকল যাতনা মুছিতে পারিবে ;—এই সকল সুখচিন্তা যোগমায়ার এই-রূপ চঞ্চলতার ও অন্যমনস্কতার কারণ হইতে পারে। পতিপ্রাণা রমণীগণের পতিদেবতা অনেকদিন প্রবাসের পর গৃহে আসিবার সময় হইলে, এইরূপ সুখকল্পনা, এইরূপ সুখচিত্র অঙ্কন স্বাভাবিক নয় কি? তাহা ভাবিয়া তাঁহারা যোগমায়ার ন্যায় এরূপ চঞ্চলা, অন্যমনস্কা হয়েন না কি?

এইরূপ চঞ্চলতায় ও অন্যমনস্কতায় যোগমায়ার পনর দিন কাটিয়া গেল। মাঝে মাঝে বিরলে এইরূপ সুখ কল্পনা করিয়া, সুখের চিত্র আঁকিয়া যোগমায়া পনরদিন কাটাইয়া দিল। তারক-নাথ এই পনরদিন মধ্যে আসিল না। আজ শেষদিন ;—কাল সাবিত্রীব্রত। সমস্ত দিনটা আশায়, নিরাশায়, চঞ্চলতায়, কাতরতায়, শূন্যতায় গিয়াছে কিন্তু কি যে অবস্থায় গিয়াছে তাহা যোগমায়া সম্যক্ বুঝিতে পারে নাই। এইরূপ অজ্ঞাত অবস্থায় যোগমায়া আজ দিবসের সকল কাজ সমাধা করিয়াছে, এইরূপ অজ্ঞাত অবস্থায় আজ যোগমায়ার দিন কাটিয়াছে; কেহ তাহা তত লক্ষ্য করে নাই। রাত্রিতে সকল কার্য্য শেষ হইলে যোগ-মায়া ধীরে ধীরে, মা যেখানে বসিয়া তাঁহার দেবতার ধ্যান করিতেছিলেন সেখানে গিয়া বসিয়া, মায়ের ধ্যান ভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিল। ততক্ষণ সুরুচী, বিজয়া, শান্তা বিছানায় গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিতা হইয়া পড়িয়াছিল।

অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভঙ্গ হইলে সত্যবতীদেবী মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, যোগমায়া নিকটে বসিয়া রহিয়াছে। তিনি একটু

বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —"মা যোগমায়া, এখানে বসিয়া কেন মা ?"

যোগমায়া। এখানে আপনার নিকট একটু বসিয়া রহিয়াছি।

সত্যবতী। কেন মা ? আজ এমন ভাবে, এমন সময় বসিয়া কেন মা ?

যোগমায়া। মা, কাল সাবিত্রীব্রত।

সত্যবতীদেবী শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, কোন কথা না বলিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন, শেষে আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "কাল সাবিত্রী ব্রত ! ঘরে যে আমার কিছুই নাই !"

যোগমায়া। মা, সেজন্য ভাবনা কি ? আমি তাহার জন্য আপনার নিকটে বসিয়া নহি। আমার সাবিত্রী ব্রতের জন্য কি আছে না আছে তাহা আপনাকে ভাবিতে হইবে না। মা, আমি আপনাকে একটা কথা বলিবার জন্য বসিয়া রহিয়াছি।

সত্যবতী দেবী আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"তার জন্য আমাকে ভাবিতে হইবে না ! আমি পাষাণী,তাহা ভাবিয়া আর কি করিব ! মা, আমাকে কি কথা বলিবার জন্য বসিয়া রহিয়াছিস্ ?"

যোগমায়া। মা, এমন এক সাবিত্রী ব্রতের পরদিন—উঁহারা কাশী গিয়াছিলেন।

সত্যবতী। আমার তারা-স্মৃতির কথা বলিতেছিস্ ?

যোগমায়া। হাঁ—মা। উঁহারা এমন এক সাবিত্রী ব্রতের পরদিন কাশী গিয়াছিলেন ; মাঝে দুই সাবিত্রীব্রত গিয়াছে,—কাল আর এক সাবিত্রীব্রত।

সত্যবতী। তাই কি মা? আমার তারা-স্মৃতির কাশী যাওয়ার পর তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে? মা, তুই ঠিক মনে রেখেছিস্? মাঝে দুই সাবিত্রীব্রত গিয়াছে?

যোগমায়া। হাঁ, মা; আমি ঠিক মনে রাখিয়াছি। তিন বৎসর মধ্যে আসার কথা ছিল, তিন বৎসর গত হইয়া যায়, আজও আসিলেন না কেন মা?

সত্যবতী। তিন বৎসর মধ্যেই আমার তারা-স্মৃতির আসার কথা ছিল? না?

যোগমায়া। ঠিক তিন বৎসর মধ্যে নয়; তিন বৎসর তিন মাস মধ্যে আসিবেন বলিয়া তিনি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন।

সত্যবতীদেবী "তিন বৎসর তিন মাসের" কথা শুনিয়া, তাঁহার "চরণ স্পর্শের" কথা স্মরণ করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; সেই নিশি যোগে তারক-যোগমায়ার প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন; তাঁহার হৃদয়ের কাতরতা, ব্যাকুলতা ক্ষণকালের জন্য বিদূরিত হইল। তাঁহার চিন্তাস্রোত হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন করিয়া অন্য দিকে ধাবিত হইল। তিনি যোগমায়ার প্রকৃতি জানেন। তিন বৎসর গত হইয়া গিয়াছে, তারকনাথ আসে নাই; আর তিন মাস বাকী আছে, এই তিনমাস মধ্যে তারকনাথ না আসিলে যোগমায়া কি প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিবে তাহা সত্যবতীদেবী ভাবিতে পারিতেছিলেন না;—অজ্ঞাত অমঙ্গলাশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ওতপ্রোত হইতেছিল, কিন্তু বাহিরে তিনি অধীরা হইলেন না। এখন অধীরা হওয়ার সময় নহে; আজ অতি নিরাশায় যোগমায়া আসিয়া তাঁহার নিকট বসিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে

পারিয়াছেন। যোগমায়ার এই নিরাশার সময় তাঁহার অধীরা হওয়া উচিত নহে। যোগমায়াকে প্রবোধ দেওয়া, তাহাকে স্নেহে ভুলাইয়া রাখা, এখন তাঁহার একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। বুঝিতে পারিয়া তিনি তাঁহার মনের ভাব, মুখের ভাব, ধীরে ধীরে গোপন করিয়া মৃদুস্বরে যোগমায়াকে বলিলেন "তবে আর কি মা? আরো তিন মাস আছে—আমার তারা-স্মৃতি এই তিন মাস মধ্যে নিশ্চয় আসিবে।" যোগমায়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "যদি এই তিন মাস মধ্যে না আসেন?"

"আসিবে না কেন? ওমা! আসিবে না কেন?" বলিতে বলিতে সত্যবতী দেবী যোগমায়ার নিরাশ মলিন মুখ খানি টানিয়া লইয়া বুকে ধরিলেন। যোগমায়ার একটু মোহ জন্মিল; তাহার দেহখানি একটু অবশ হইয়া আসিল। যোগমায়া আর কোন কথা বলিল না; মায়ের বক্ষে অবসন্ন মস্তকটি রাখিয়া নীরব হইয়া রহিল। তাহার অবসন্ন দেহ শীতলতা পাইয়া ধীরে ধীরে নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল। যোগমায়া ঘুমাইয়া পড়িলে সত্যবতী দেবী ধীরে ধীরে তাহাকে শয্যায় শোওয়াইয়া তাহার অবসন্ন মস্তকটি বক্ষে রাখিয়া চক্ষের জলে সেই ভূমিশয্যা সিক্ত করিতে লাগিলেন। উষার পূর্ব্বে শান্তা জাগিয়া গঙ্গাস্নানে যাইবার জন্য মণিসইকে ডাকিলে তিনি উঠিয়া শান্তার সহিত গঙ্গাস্নানে গেলেন। পথে যাইতে যাইতে শান্তা মণিসইতে অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল কিন্তু তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিল না।

সাবিত্রীব্রত গত হইল। তারক-স্মৃতিধরের গৃহাগমনের আর তিনমাস বাকী। এই তিন মাসও ক্রমে ক্রমে গত হইতে লাগিল।

প্রভাতে যোগমায়া আশায় বুক বান্ধিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা হয়। "আজ আসিবেন",—"পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হইয়া যাইতেছে এখনও আসেন নাই,—শেষ বেলায় আসিবেন।" এরূপ আশায় দিন কাটিয়া যাইতেছে। যোগমায়া আশার মোহে দিবসের সকল কার্য্য যথাবিধি সমাধা করিয়া নিশিতে অতি নিরাশায় মায়ের ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। এইরূপ আশায় নিরাশায় বাকী তিন মাসও কাটিয়া যাইতেছে। তারকনাথ-স্মৃতিধর আসিতেছে না।

যোগমায়া এইরূপ আশায় নিরাশায় আবার স্থিরা, গম্ভীরা হইতে লাগিল। দিন যতই শেষ হইয়া আসিতেছে, যোগমায়ার স্থিরতা ও গম্ভীরতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সত্যবতী দেবী তাহা দেখিয়া অস্থিরা, চঞ্চলা হইতে লাগিলেন। তিনি যোগমায়ার প্রকৃতি জানেন। যোগমায়া প্রতিজ্ঞা পালনের দৃঢ়তায় মন বাঁধিতেছে, যোগমায়া বিষম প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যোগমায়ার বর্ত্তমান স্থিরতা ও গম্ভীরতা তাহারই পরিচায়ক, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। কি উপায়ে যোগমায়াকে এই বিষম প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত করা যায় তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তিনি অস্থিরা, চঞ্চলা, হইতে লাগিলেন। তারকনাথ-স্মৃতিধর কেন আসিতেছে না তাহারও কোন কারণ ভাবিয়া পাইতে ছিলেন না। তারক সত্যনিষ্ঠ, মাতৃভক্ত;—তারক মাতার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছে তবু কেন আসিতেছে না, তিনি তাহার কারণ ভাবিয়া পাইতেছেন না। মধ্যে মধ্যে অকুশল চিন্তা মনে উদয় হইয়া তাঁহাকে অস্থিরা, চঞ্চলা, করিয়া তুলিতে লাগিল। "তারক আমার এমন সত্যনিষ্ঠ, তারক আমার জানে যে,

তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হইলে কি বিষম ঘটনা ঘটিবে, সংসারে তাহার সুখের, আমার সুখের আশা প্রদীপ জাহ্নবীনীরে নির্ব্বাপিত হইবে, তারক তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া থাকিবে। তবে যে আসিতেছে না, নিশ্চয়ই আমার তারা-স্মৃতির কোন বিপদ ঘটিয়াছে! তাহা না হইলে আমার তারা-স্মৃতি এমন বিপদ জানিয়াও বাড়ীতে আসিতেছে না,তাহা কি হইতে পারে?" এরূপ চিন্তাতেও সত্যবতীদেবী অস্থিরা হইতে লাগিলেন। যোগমায়ার স্থিরতা দেখিয়া তাঁহার অস্থিরতা বাড়িয়া উঠিত। কখনও বা অতি নিরাশাতে, অন্ধকারে ছিদ্র পথবাহী কিরণ রেখার ন্যায়, আশা রেখা বহিয়া আসিত; সত্যবতীদেবী সেই ক্ষীণ আশালোকে একটু বা উদ্ভাসিতা হইয়া ভাবিতেন—"তিন মাস ত এখনও কাটিয়া যায় নাই? এখনও কয়েকদিন বাকী আছে; এই বাকী কয়দিন মধ্যে আমার তারা-স্মৃতি আসিবে।" এইরূপ আশায় উদ্ভাসিতা হইয়া যোগমায়াকে নিকটে আনিয়া আপনা আপনিই বলিতেন "মা, কোন চিন্তা নাই; তিন মাস শেষ হইবার আরো কয়েকদিন বাকী আছে; এই বাকী কয়দিন মধ্যে আমার তারা স্মৃতি আসিবে।" যোগমায়া মায়ের কথা শুনিয়া একটু হাসিত। সেই হাসিতে মা প্রফুল্লিতা হইতেন না;—পূর্ব্বে যোগমায়ার মুখে হাসি দেখিয়া যেরূপ উৎফুল্লা হইতেন সেইরূপ উৎফুল্লা হইতেন না। যোগমায়ার এ হাসিতে উৎফুল্ল হইবার কোন কিছু মা দেখিতে পাইতেন না। এ হাসিতে যাহা প্রকাশ পাইত তাহা ভাবিয়া তাঁহার আশারেখা মিলাইয়া যাইত, তিনি আবার নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেন।

শান্তা মণিসইকে এরূপ চঞ্চলা ও অস্থিরা দেখিয়া, কিছুই

বুঝিতে না পারিয়া, কাতরভাবে মণিসইএর নিকটে গিয়া বসিত; কাতরভাবে মণিসইকে জিজ্ঞাসা করিত—"মণিসই! আমায় বল, আজকাল তোমাকে এমন দেখায় কেন?"

মণিসই বলিতেন "আমাকে কিরূপ দেখায়?" শান্তা, কিরূপ দেখায়, তাহা বুঝাইয়া বলিতে পারিত না; কাতর নয়নে মণিসইর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিত। শান্তার কাতরতা দেখিয়া মণিসইও কাতরা হইতেন কিন্তু মণিসই তাঁহার নিজের কাতরতার কারণ শান্তাকে বুঝাইয়া বলিতেন না। শান্তা সরলা; শান্ত তাহার উপায় কি করিবে? শান্তা শুনিয়া হয়ত উচ্চ ক্রন্দনের রোলে চারিদিক আকুল করিয়া তুলিবে। মণিসই শান্তার কাতরতা দেখিয়া তাঁহার কাতরতার কারণ শান্তার নিকট প্রকাশ করিতেন না। শান্তা কাতরভাবে উঠিয়া যোগমায়ার নিকটে যাইত, যোগমায়া শান্তাকে কাতরনয়না, অতি বিষণ্ণা দেখিয়া তাহাকে উৎফুল্লা করিবার জন্য হাসিত। শান্তা যোগমায়ার এই হাসি দেখিয়া উৎফুল্লা হইত না। যোগমায়ার এই হাসিতে শান্তার কাতরতা যেন আপনা হইতে আরো বাড়িয়া উঠিত; শান্তা কাতরা, অস্থিরা হইয়া পড়িত কিন্তু তাহার এই যাতনার কারণ খুঁজিয়া পাইত না। সুরুচী-বিজয়া, মাকে কাতরা দেখিলে অতি মলিনা, অতি বিমর্ষা হইত; যোগমায়া গিয়া হাসির স্রোতে সে বিমর্ষতা ভাসাইয়া দিত। আজকাল সুরুচী-বিজয়ার বিমর্ষতার পরিসীমা নাই; যোগমায়া তাহাদিগকে ও মাকে প্রফুল্লিতা করিবার জন্য হাসিয়া থাকে কিন্তু সে হাসিতে আজকাল আর সে বিমর্ষতা ঘুচে না। কেবলরাম অতি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়া যোগমায়ার মুখ দেখিয়া সকল

কষ্ট ভুলিয়া যাইত ;—আজকাল অবসন্নদেহে বাড়ীতে আসিয়া যোগমায়াকে দেখিয়া, কেবলরাম আরো অবসন্ন হইয়া পড়ে। কি হইল! অতি অভাবে অনেকদিন গিয়াছে, তাহাতেও এমন বিষাদের ছায়া চারিদিকে ঘেরিয়া ফেলে নাই, এখন কি হইল! বিষাদ রাশি চারিদিক্ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

সময় কারো জন্য বসিয়া থাকে না। সময় একটানা স্রোতে বহিয়া যায়। সত্যবতীদেবীর কাতরতায় সময় স্রোত থামিয়া রহিল না ;—একটানা স্রোতে বহিয়া গিয়া তিন মাসের শেষদিনে উপস্থিত হইল। সত্যবতীদেবী শেষ দিনও যায় দেখিয়া, পানাহার পরিত্যাগ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। অপর সকলের অন্যান্য দিনের ন্যায় সেই দিনও একরূপ আহারাদি হইয়াছিল। যোগমায়া মাকে আহার করাইয়া, অভিরুচী হইলে আহার করিবে মনে করিয়া, মায়ের নিকটে গেল। যোগমায়া মায়ের নিকটে গিয়া মাকে শয্যাশায়িনী দেখিয়া কারণ বুঝিতে পারিল। যোগমায়া মন বাঁধিয়াছিল বটে কিন্তু আজ যোগমায়ার বাঁধামন বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। অতি বেগবতী স্রোতের মুখে বাঁধ! যোগমায়ার বাসনা স্রোত বহিয়া অনেকদূর আসে নাই। সাগর অতি দূরে! সাগর সঙ্গমের নিকটেই না স্রোতের বেগ কমিয়া থাকে? যোগমায়ার বাসনা স্রোত বহিয়া সাগর সঙ্গমের নিকটে যাইতে অনেক বাকী! এখন বাসনা স্রোতের তীব্রবেগ! যোগমায়া সে তীব্র স্রোতের মুখে দৃঢ়তার প্রস্তরসেতু বাঁধিয়া ছিল, আজ শেষ দিনে সে সেতু ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে ; আজ শেষ দিনে অবরুদ্ধ স্রোত বাঁধ ভাসাইয়া উথলিয়া উঠিতেছে। যোগমায়া আজ

[৩২৫

অতি কষ্টে সংসারের কার্য্য শেষ করিয়া মায়ের নিকট গিয়াছিল। মাকে শয্যাশায়িনী দেখিয়া ধীরে ধীরে গিয়া মায়ের পদপ্রান্তে বসিল। যোগমায়া আর আর দিন মাকে মলিনা, বিষণ্ণা দেখিলে, হাসিমুখে মায়ের নিকটে গিয়া, আদর সোহাগে মাকে ভুলাইয়া ফেলিত; আজ আর তাহা পারিল না। আজ মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া যোগমায়া নয়নাসারে মায়ের পদযুগল ভাসাইতে লাগিল। মা'ও এতক্ষণ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, এখন ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি মুছিয়া তিনি একবার উঠিয়া বসিলেন এবং যোগমায়ার মুখখানি একবার মুছিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, আজ আমি তোকে একটা কথা বলিব। একদিনের জন্য আমার কোন বাসনার কথা তোকে মুখ ফুটিয়া বলিতে হয় নাই। মা, আমার মনের বাসনা আপনি জানিয়া তাহা মিটাইয়া আসিতেছিস্। আজ মা, আমি একটি অনুরোধ করিব। মা, আমার এ অনুরোধটা রক্ষা করিবে বল!"

যোগমায়া। কি অনুরোধ মা? আমার বাঁচিয়া থাকার অনুরোধ? আমার বাঁচিয়া থাকায় আর কি ফল মা?

সত্যবতী। এমন কথা কেন বলিতেছিস্ মা! কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে আমার তারা আসিতে পারে নাই; শীঘ্রই আসিবে। মা, আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর;—আমাকে ও তারাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইস্ না।

যোগমায়া। মা, আপনাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইব? সে কথা ভাবিতেও যে আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে। তবে মা, আমার আশা, ভরসা সকলি ফুরাইয়াছে। আপনি কি মনে করেন তিনি নিরাপদে আছেন? যদি তাহাই হইবে তবে কি

তিনি এতদিন না আসিয়া থাকিতে পারিতেন ? আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে জানি ; তিনি নিরাপদে থাকিয়া, তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করিলে কি বিষম ঘটনা ঘটিবে তাহা তিনি নিশ্চয় জানিতে পারিয়া, কখনই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। মা, আমার সকল আশা ভরসা ফুরাইয়াছে ; তিনি নিরাপদে নাই। আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা ভঙ্গ করিয়া কেন আমার্জ্জনীয় পাপ সঞ্চয় করিব ? এজন্মে বাসনা মিটিল না, পরজন্মেও বাসনার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইব ?

সত্যবতী। যোগমায়া, মা, আমার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিস্, আমারই অনুরোধে আর একটি কার্য্য কর। আমি তোকে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে নিরয়গামিনী করিব না। আমার অনুরোধে আর তিনটি মাস অপেক্ষা কর। আমার আত্মা বলিতেছে আমার তারা-স্নুতি নিরাপদে আছে, নিশ্চয় শীঘ্রই বাড়ী আসিবে ; এখন কোন অলঙ্ঘনীয় কারণে আসিতে পারিতেছে না। আমার অনুরোধে আর তিন মাস অপেক্ষা কর্—মা। তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের জন্ম পাপ সঞ্চয় হইবে না ; যদি তাহাতে কোন পাপ হয় আমি তাহা গ্রহণ করিলাম। মা, আমাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইস্ না।

"মা! আপনাকে দুঃখের সাগরে ভাসাইতে যাইতেছি! মা! দুঃখের সাগরে—মা!—"যোগমায়ার অবসন্ন মস্তকটি তখন মায়ের উত্তপ্ত বক্ষে ঢলিয়া পড়িয়াছিল। মাও তখন বসিয়াছিলেন না। শান্তা আসিয়া অশ্রুপ্লাবিতা মণিসইকে ও যোগমায়াকে ধরাবিলুণ্ঠিতা দেখিয়া উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিল। শান্তার উচ্চ ক্রন্দনরোলে সুরুচী-বিজয়া দৌড়িয়া আসিয়া মাকে ও যোগমায়াকে

অচেতনা দেখিয়া শান্তার সহিত উচ্চরোলে কাঁদিতে লাগিল। তখন অবসন্ন দেহে কেবলরাম বাড়ীতে আসিয়াছিল। কেবলরাম গৃহে প্রবেশ করিয়া যে দৃশ্য দেখিল, তাহাতে পাষাণদেহ কেবলরামও স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলনা।

উচ্চ ক্রন্দন রোলে সত্যবতী দেবীর সংজ্ঞা জন্মিয়াছিল। তিনি অশ্রুপূর্ণনয়নে যোগমায়ার চেতনা সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শান্তা, সুরুচী-বিজয়াও অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। কেবলরাম হতচেতনের ন্যায় যেখানে বসিয়াছিল সেখানে সে অবস্থায়ই বসিয়া রহিল।

অশ্রুপ্রবাহে মিশিয়া সে নিশির সময় প্রবাহ বহিয়া গেল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

মায়ের অনুরোধে যোগমায়াকে আরো তিনমাস অপেক্ষা করিতে হইতেছে। এই তিনমাসও গত হইয়া যাইতেছে। যোগ-মায়ার আশা নাই, নিরাশা নাই, হাসি নাই, বিমর্ষতা নাই। কি অবস্থায় যোগমায়ার দিন যাইতেছে কিরূপে বুঝাইব?

দিনের পর দিন যাইতেছে। কয়দিন গেল, কয়দিন বাকী আছে, যোগমায়ার আর সে হিসাব নাই। এক শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে তাহার শেষ দিন, ইহাই যোগমায়ার স্মরণ আছে। যোগমায়া মায়ের নিকটে বসিয়াছিল। যোগমায়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল—“আজ কি তিথি মা?”

সত্যবতী। কেন মা?

যোগমায়া। না, বিশেষ কিছু নয়। আজ তিথিটা কি জানিতে একবার মনে হইল। থাক,—আর কয়দিন পরে—,

অতি বেগে মর্ম্মের তীব্র জ্বালাময়ী একটি অতি দীর্ঘশ্বাস বহিয়া আসিয়াছিল, যোগমায়া তাহার বেগের মুখে বুক দিয়া চাপিয়া ধরিল। শ্বাসটা অতি ধীরে বহিয়া গেল; সত্যবতী দেবী তাহা অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি তখন তিথির হিসাব করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ হিসাব করিয়া বলিলেন, "মা, আজ কৃষ্ণা প্রতিপদ।"

যোগমায়া। কৃষ্ণাপ্রতিপদ! পনর দিন পরে শুক্লা প্রতিপদ আসিতেছে! তার পর আর একমাস—

যোগমায়া কেন তিথির কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহা সত্যবতী দেবী এখন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মুখে বাক্য ফুটিল না! চক্ষুদিয়া জলবিন্দু ফুটিয়া বাহির হইতে ছিলনা! তাঁহার চক্ষু দুটি তখন আকাশের দিকে কাহার অন্বেষণে চাহিয়াছিল। তিনি উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকেই চাহিয়া রহিলেন!

যোগমায়া বলিল "মা, বড় দুঃখ রহিল, যে একবার অনুসন্ধান করা হইল না! যদি কেহ একবার অনুসন্ধান করিয়া আসিত, তবেও মনকে বুঝাইতে পারিতাম!"

অনুসন্ধানের কথা সত্যবতী দেবীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি যোগমায়ার দিকে যেন অতি আশায় মুখ ফিরাইলেন কিন্তু পর-ক্ষণেই আবার নিরাশায় ডুবিয়া গেলেন। "অনুসন্ধান? আমার তরা-স্তুতির একবার অনুসন্ধান কে করিবে, মা? কেবলকে পাঠাইতে পারিতাম কিন্তু কেবলরাম গেলে তোদের উপায় কি হইবে, মা?"

যোগমায়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল "একবার কাকাকে বলিয়া দেখিলে হইত!"

যোগমায়ার মুখে বাগীশ মহাশয়ের নাম শুনিয়া সত্যবতীদেবীর হৃদয়ে যেন একটু আশার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন "হাঁ, মা! ঠিক বলেছিস্; একবার বাগীশ মহাশয়কে বলিয়া দেখিব;—তিনি দয়া করিয়া আমার তারা-স্মৃতির একবার অনুসন্ধান করিয়া দেন কিনা তাহা তাঁহার নিকট একবার প্রার্থনা করিয়া দেখিব।"

তখনই কেবলরামকে ডাকা হইল; তখনই বাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য কেবলরামকে বলা হইল। কেবলরাম তাহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া বাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে গেল।

সত্যবতী দেবী আপনাকে ভুলিয়া, আপনার শোক দুঃখ ভুলিয়া, যোগমায়াকে প্রবোধ দিতেছিলেন। যোগমায়া মায়ের কোলে মস্তক রাখিয়া চক্ষু মুদিয়া কি ভাবিতেছিল। মায়ের প্রবোধ বচন তাহার হৃদয়ে স্পর্শ করিতেছিল কি না কে বলিবে? কেবলরাম বাগীশমহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আসিতেছে দেখিয়া সত্যবতীদেবী যোগমায়াকে বলিলেন—"মা, ঐ তোর কাকা এসেছেন।"

যোগমায়া উঠিয়া বসিল।—"কাকা এসেছেন!" যোগমায়ার যেন বিশ্বাস ছিল তিনি আসিবেন না। এমন বিশ্বাসের কারণ ছিল। শিরোমণির গৃহত্যাগের পর বাগীশ মহাশয়ের ন্যায়রত্নের বাড়ীতে খুব কমই আগমন হইয়াছে। যোগমায়া মায়ের মুখে "মা,ঐ তোর কাকা এসেছেন" শুনিয়া যেন বিস্ময়ে ও নৈরাশ্যে বলিল "কাকা এসেছেন!"

সত্যবতীদেবী বলিলেন "হাঁ, মা,—ঐ এসেছেন।"

যোগমায়া কাতর নয়নে কাকার আগমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বাগীশমহাশয় সত্যবতী দেবীর নিকটে উপস্থিত হইলে কেবলরাম একখানা আসন আনিয়া দিল। বাগীশমহাশয় নিকটে গিয়া সত্যবতী দেবীর ও যোগমায়ার মূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। ন্যায়রত্ন-গৃহিণী সত্যবতীদেবীর এইরূপ আকৃতি হইতে পারে, দেবতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিরোমণির কন্যার এইরূপ আকৃতি হইতে পারে, বাগীশ মহাশয় সম্মুখে দেখিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতে ছিলেননা। তিনি বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে সত্যবতীদেবী ও যোগমায়ার দিকে কাতর নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। সত্যবতী দেবী বলিলেন "বাগীশ মহাশয় বসুন!" বাগীশ মহাশয় বলিলেন "বসিব?" বলিতে বলিতে, কেবলরাম যে আসনখানা তাঁহার পশ্চাতে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে অবসন্ন দেহে বসিয়া পড়িলেন। যোগমায়ার গণ্ডস্থল বহিয়া তখন অশ্রুস্রোত বহিতেছিল। বাগীশ মহাশয় একদৃষ্টে সত্যবতী দেবী ও যোগমায়ার দিকে চাহিয়াছিলেন,—যোগমায়ার গণ্ডস্থলবাহী অশ্রুপ্রবাহ তখন তাঁহার দৃষ্টির বিষয়ীভূত ছিল কিনা বলা যায় না। সত্যবতীদেবী ধীরে ধীরে বলিলেন "বাগীশ মহাশয়! আজ বড় আশা করিয়া আপনাকে একটা কথা বলিবার জন্য ডাকিয়াছি। আপনি আমার যোগমায়ার মুখপানে চাহিয়া আমার এই অনুরোধটি রক্ষা করিবেন।"

বাগীশ মহাশয় বলিলেন—"বড় আশা করিয়া আমাকে আনাইয়াছেন? আমি আপনার আশা পূর্ণ করিতে পারিব?"

সত্যবতী। দেখুন,—তিন বৎসর হইল আমার তারা-স্মৃতি কাশী গিয়াছে। এই তিন বৎসর মধ্যে একবার তাহাদের কাশী পৌঁছা সংবাদ ভিন্ন আর কোন সংবাদই পাই নাই।

বাগীশ। তারকনাথ ও স্মৃতিধরের কতদিন মধ্যে বাড়ী আসিবার কথা ছিল?

সত্যবতী। তিন বৎসর মধ্যে আসিবে বলিয়া গিয়াছিল।

বাগীশ। তিন বৎসর কি গত হইয়া গিয়াছে?

সত্যবতী। আর গোপন কেন? সকল কথা খুলিয়া বলি।—

সত্যবতীদেবী তারকনাথ-যোগমায়ার প্রতিজ্ঞা হইতে আরম্ভ করিয়া তিন বৎসর তিন মাস অবসান পর্য্যন্ত সংক্ষেপে সকল কথাই বাগীশ মহাশয়কে খুলিয়া বলিলেন। বাগীশ মহাশয় চমকিত হইয়া ত্রাসে যোগমায়ার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন,—তখন যোগমায়ার অশ্রুপ্রবাহ তাঁহার চক্ষে পড়িল। তিনি কাতর স্বরে ডাকিলেন "মা! মা! যোগমায়া! যোগমায়া!" তখন যোগমায়ার বাক্‌শক্তি ছিল না, যোগমায়া অশ্রু প্লাবিত কাতর নয়নে কাকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কাকার কথার উত্তর দিতে পারিল না। বাগীশমহাশয় অতি কাতর স্বরে আবার বলিলেন "মা! যোগমায়া! যোগমায়া! কাঁদিস্‌না! আমার নিকটে আয়!"

যোগমায়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাকার নিকটে গেল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া একবার অস্পষ্ট স্বরে বলিল "কাকা! একটিবার অনুসন্ধান করে দিন্,—আমার শেষ আশাটাও মিটে যাক।

বাগীশ। মা, কাঁদিস্ না।

যোগমায়া। কাকা, আমি কখনও আপনার নিকট কিছু চাই নাই। আমার এই একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

বাগীশ। মা, কাঁদিস্না। আমি তারকনাথের সংবাদ আনিয়া দিতেছি। সংবাদ কেন,—আমি কাল নিজেই তারকনাথকে বাড়ীতে আনিবার জন্য কাশী যাত্রা করিব। আর কন্নাকাটি করিও না। মা আমার, চোকের জল মুছিয়া ফেল।

এই কথা গুলি বাস্তবিকই বাগীশ মহাশয়ের অন্তরের কথা। সত্যবতীদেবী ও যোগমায়ার মলিন, শীর্ণ মুখ দর্শনে, বাগীশ মহাশয়ের হৃদয়ের লুপ্তপ্রায় স্নেহ সরলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সকল কথা ভুলিয়া বলিয়া ফেলিলেন "আমি কাল নিজেই তারকনাথকে বাড়ীতে আনিবার জন্য কাশী যাত্রা করিব।" বাগীশ মহাশয়ের মুখে এবম্বিধ আশার কথা শুনিয়া সত্যবতীদেবীর মুখ একটু প্রসন্ন হইয়া আসিল; যোগমায়ার অশ্রুপ্রবাহ ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। বাগীশ মহাশয় অনেকক্ষণ বসিয়া সত্যবতীদেবীকে ও যোগমায়াকে নানাবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রবোধ দিয়া সে দিনের জন্য বিদায় লইয়া বাড়ী চলিলেন।

সপ্তম তরঙ্গ।

বাগীশ মহাশয় বাড়ী যাইতে যাইতে পথে বড়ই তীব্র-অনুতাপ ভোগ করিতে লাগিলেন। "আমি কি পাষণ্ড! দাদা আমার, কত বিশ্বাসে আমার হস্তে তাঁহার সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি কিরূপ তত্ত্বাবধানই করিয়া আসিতেছি! আমার দাদার অতি স্নেহের, অতি যত্নের যোগমায়ার আজ এই অবস্থা। আমি বিশ্বাস ঘাতক!—আমি নরহন্তা! আমি ঘোর পাতকী! আমি নারকী!—" বাগীশ মহাশয় চিত্তের আবেগে কত কি বকিয়া যাইতে লাগিলেন। "আমি এত পাপ করিয়াছি? কেন করিয়াছি? গৃহিণীর পরামর্শে! কুহকিনীর কুহক মন্ত্রে! আমি—আমি—পাপিষ্ঠ—আমি—! আমায় ধিক্! কুহকিনীকে ধিক্! কুহকিনীর বংশকে ধিক্।" বাগীশ মহাশয় পাগলের মত বকিয়া যাইতে লাগিলেন। "আমার—আমার—পিতৃপিতামহের যশোপ্রদীপ্ত বংশ লোপ পাইতে চলিয়াছে! বিশ্বরূপ নিরুদ্দেশ;—দাদা আমার, বিশ্বরূপের উদ্দেশে দেশত্যাগী! তারকনাথের সংবাদ নাই! এক মাত্র আশাদীপ যোগমায়ার কথা মনে করিয়া প্রাণ আকুল হইতেছে! এমন কেন হইল? আমিই ইহার মূল! আমিই বংশ নির্ম্মূলের কারণ! আমি—আমি—নরাধম এ সকলের কারণ!" [illegible]গীশ মহাশয় ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। [illegible] [illegible]কল পাপের প্রায়-শ্চিত্তার্থে নিজে কাশীগিয়া তার[illegible] গৃহে আনিবেন, তিনি মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়তর [illegible] [illegible]রিতে গৃহে চলিলেন।

বাগীশ মহাশয় অধিক পরি[illegible] [illegible]ক্রয় করিয়া ফেলিয়া

ছিলেন; তাঁহার নিজের উপর নিজের অধিকার কম পরিমাণই ছিল। গৃহিণী সর্ব্বাধিকারিণী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার সহকারী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দীন, মলিন, বিষাদ চিত্র দর্শনে বাগীশ মহাশয়ের হৃদয়ে তৎকালে যে অনুতাপ, প্রতিকার-প্রতিবিধান-বাসনা ও দৃঢ়তা জন্মিয়াছিল, সে অনুতাপে, সে বাসনায়, সে দৃঢ়তায় তিনি তাঁহার কাশীপ্রয়ান প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা, সন্দেহের বিষয়।

কেবলরাম আসিয়া বাগীশ মহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া, গৃহিণী কারণ জানিবার জন্য উৎগ্রীবা হইয়া রহিয়াছেন। "তিন বৎসর কাল গিয়াছে, ঐ একদিন কেব্‌লা আসিয়াছিল; তখন মুখের মত কথা শুনাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর এই তিন বৎসরের মধ্যে একদিনও কেব্‌লা এ বাড়ীতে আসে নাই; আজ আসিয়া বাগীশকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে, কারণ কি বুঝিতে পারিতেছি না। বোধ হয় আজ কোন একটা বিপদ ঘটিয়াছে।" বিপদের কথাটা ভাবিয়া গৃহিণী মনে মনে একটু তৃপ্তি অনুভব করিলেন। তিনি প্রকৃত কারণ জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইয়া সকল কর্ম্ম ফেলিয়া উঠানে পদচারণ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বাগীশ মহাশয় উত্তেজিত বেশে বাটীতে প্রবেশ করিয়া গৃহিণীকে সম্মুখে দেখিয়াও কোন কথা না বলিয়া নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া প্রবেশ করিলেন। গৃহিণী একটু চিন্তিতা হইয়াই যেন সত্বরপদে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া একটু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে এমন দেখাইতেছে কেন? কোথা গিয়েছিলে?" গৃহিণী এমনই স্বরে কথাগুলি বলিলেন যেন তিনি

কিছুই জানেননা। বাগীশ মহাশয় কোন উত্তর দিলেন না ;—তিনি গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার এ কাপড় খানা, একবার ঐ জামাটা, একবার এ তোরঙ্গটা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন, যেন কোথাও যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া তাহার আয়োজনের জন্য এটা ওটা ধরিয়া টানাটানি করিতেছেন। গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন "এসব কি করিতেছ? তোমার কি হইয়াছে আমায় একবার বল দেখি?"

বাগীশ। আমি কাল কাশী যাইব।

গৃহিণী। সে কি! কাশী যাইবে কেন?

বাগীশ। কাশী কেন যাইব তাহা জানিবার তোমার প্রয়োজন নাই! সে আমার ইচ্ছা। আমি কালই কাশী যাত্রা করিব।

গৃহিণী। বেশ, মন্দ নয়! বলা নাই, কহা নাই, পূর্ব্বে কোন আয়োজন নাই—'আমি কালই কাশী যাইব'। বলি, হয়েছে কি,—আমায় একবার খুলে বল দেখি।

বাগীশ। তুমি এখন একটু সরে দাঁড়াও। হয়েছে কি তাহা তোমাকে বলিতে কি বুঝাইতে আমার আর ইচ্ছা নাই। হয়েছে যাহা তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমি কালই কাশী যাত্রা করিব।

বাগীশ মহাশয়ের কথা শুনিয়া গৃহিণী একটু গরম্ হইয়াছিলেন কিন্তু তখন তিনি ঘটনাটা কি জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিতা, কর্কশ কথায় বাগীশ পাছে আরো উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এই ভয়ে তিনি তখন আত্ম গোপন করিয়া ধীরে ধীরে বাগীশের নিকটে গিয়া বাগীশের হস্ত ধারণ করিয়া কাতর

বচনে বলিলেন "দেখ, তোমার মুখের ভাব দেখিয়া আমি বড়ই কষ্ট পাইতেছি। কি হয়েছে আমায় একবার বল। কাশী যাইতে হয় তাহাতে আপত্তি কি আছে? আমিও তোমার সঙ্গিনী হইব।"

বাগীশ। দেখ, সঙ্গিনী টঙ্গিনী হইতে হইবে না। আমার পিতৃপিতামহের যশোপ্রদীপ্ত বংশ লোপ পাইতে চলিয়াছে! আমি কালই কাশী যাত্রা করিব; তুমি তাহাতে বাধা দিওনা, তাহা হইলেই হইল,—সঙ্গিনী হইতে আর হইবে না।

গৃহিণী। সে কি! সে কি! বংশ লোপ পাইতে চলিয়াছে—এমন অকুশল কথা বলিতেছ কেন? আমার কণকের যে অমঙ্গল হইবে!

বাগীশ। রেখে দেও তোমার অমঙ্গল! অমঙ্গলের যেন বাকী রয়েছে? বিশ্বরূপ নিরুদ্দেশ,—দাদা দেশত্যাগী,—তারকনাথের কোন সংবাদ নাই,—দাদার একমাত্র স্নেহপুত্তলি যোগমায়ার জীবনদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিতেছে,—অমঙ্গলের আর কি বাকী রয়েছে?

গৃহিণী। তুমি কাশী গিয়া তাহার কি করিবে?

বাগীশ। আমি কাশী গিয়া আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমি কাশী গিয়া তারকনাথকে বাড়ীতে আনিব।

গৃহিণী। বটে! এই তোমার কাশী যাত্রার উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য মন্দ নয়!

বাগীশ। মন্দ কিসে?

গৃহিণী। এতদিন হইল ছেলেটা তার মামার বাড়ী গিয়েছে, ইহার মধ্যে তাহার সংবাদ কয়বার নিয়েছ?

বাগীশ। ছেলে মামার বাড়ী গিয়াছে তার আবার অহরহঃ সংবাদ লইতে যাই কেন?

গৃহিণী। তা লইবে কেন? তারকনাথকে আনিতে এখন তোমার কাশী যাওয়া চাই! আজ চারিদিন হইল আমার ছোট ভাই আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, কণক না বুঝিয়া গ্রামে কি একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার জন্য গ্রামের লোকেরা আমার ভাইদিগকে 'এক ঘরে' করিয়া রাখিয়াছে। আমি মনে করিয়া ছিলাম কতকগুলি টাকা দিয়া তোমাকে সেখানে পাঠাইব, তুমি গিয়া গ্রামের লোকদিগকে একটু সমারোহে এক বেলা ভোজন করাইয়া গোলমালটা মিটাইয়া আসিবে। তুমি কিনা এখন বলিতেছ 'আমি কালই কাশী যাইব।' তোমার বিবেচনা এইরূপ!

বাগীশ। হাঁ,—আমার বিবেচনা এইরূপ। আমি আমার বিবেচনা মতই কাজ করিব। অন্যের বিবেচনার আর আমার দরকার নাই। আমি কালই কাশী যাইব; তাহাতে কেহ বাধা দিতে পারিবে না।

গৃহিণী। দেখ, এখনও বুঝাইয়া বলি। এই সকল পাগলামী রাখ। কাল আমার মেজ ভাইকে সঙ্গে করিয়া এদের বাড়ীতে যাও। কণকের ছেলেমীর জন্য যে গোলটা বেধেছে, যাহাতে তাহা মিটে যায় তাহা করিয়া আইস। কাশী যাইতে হইবে কিনা পরে ভাবিয়া দেখা যাইবে।

বাগীশ। তোমার ভাবিতে হইবে না। আমার যে বিপদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা তুমি কি বুঝিবে! আমি কালই কাশী যাইব।

গৃহিণী। কেন? কি হয়েছে?

বাগীশ। কি হয়েছে তাহা তুমি বুঝিবে না। তোমাকে তাহা আমি বুঝাইতেও পারিব না। আমি কালই কাশী যাইব সংকল্প করিয়াছি। আমার এ সংকল্পের ব্যত্যয় কিছুতেই হইবে না।

গৃহিণী। ব্যত্যয় কিছুতেই হইবে না? বটে! তবে যাও দেখি।

বাগীশ। নিশ্চয় যাব। কালই যাব।

গৃহিণী। আমিও কাল তোমার বাড়ী ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিব। তোমার বাড়ী ঘরে আগুণ ধরাইয়া দিয়া, আমার ভাইএর বাড়ী চলিয়া যাব। যাব,—নিশ্চয় যাব! তাহারও ব্যত্যয় হবে না।

সদর্পে এই কথা কয়টি বলিতে বলিতে গৃহিণী ক্ষীপ্রপদ-বিক্ষেপে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া, সরোষে অন্য গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে গৃহে একটি পরিষ্কার শয্যা বিস্তৃত ছিল। গৃহিণী সরোষে গৃহে প্রবেশ করিয়া আলোলায়িত বেশে সেই পরিষ্কার শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। সে দিন গৃহিণী শয্যা হইতে উঠিলেন না। তাঁহার আহারাদি হয় নাই একথা ঠিক বলা যাইতে পারে না; দাসীরা ভয়ে ত্রাসে গৃহিণীর নিকটেই ছিল। রাত্রিতে গৃহিণীর অনিদ্রা হয় নাই।

গৃহিণী গৃহের বাহিরে গেলে বাগীশ মহাশয় [illegible]— গৃহিণীকে, গৃহিণীর ভাইদিগকে, গৃহিণীর বংশ[illegible]ান এখন কি পবিত্র করিতে করিতে, কত [illegible] [illegible]বলরামকে পাঠাইয়া একত্র করিয়া একটা পুটলি

বিস্তৃত ছিল। পুটলি বাঁধা হইলে বাগীশ মহাশয়ও শয্যায় শুইয়া পড়িলেন ; রোষে নয়,—বিষাদে !

সে দিন বাগীশ মহাশয়ের শয্যা হইতে উঠা হইল না, বাগীশ মহাশয়ের আহার হইল না। কেহ বাগীশ মহাশয়ের গৃহে প্রবেশ করিল না, কেহ বাগীশ মহাশয়ের সংবাদ লইল না। বাগীশের অবসন্ন দেহ রজনীতে শয্যায় মিশিয়া গিয়াছিল ; তাঁহার চক্ষে নিদ্রা ছিল না ; হৃদয়ে অনুতাপাগ্নি জ্বলিতে ছিল ; গৃহিণীর রূঢ়বচন মনে পড়িয়া মাঝে মাঝে বাগীশ মহাশয়কে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে ছিল। চারি প্রহরের সম্পূর্ণ রজনী বাগীশ মহাশয়ের অনিদ্রায় কাটিয়া গেল।

অষ্টম তরঙ্গ।

পরদিন প্রভাতে সত্যবতী দেবীর মুখ একটু প্রসন্ন ; তিনি আশা করিতেছেন, বাগীশ মহাশয় আমার তারা-স্মৃতির অনুসন্ধানের জন্য কাশী যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া শীঘ্রই আমাকে জানাইতে আসিবেন। যোগমায়ার হৃদয়ে আশা-নিরাশা দুই প্রবাহের তরঙ্গই বহিয়া চলিয়াছে। যোগমায়া আশা করিতেছে, কিনা আমার, যেরূপ আগ্রহের সহিত বলিয়া গিয়াছেন, বাগীশ। একবার কাশী যাইবেন।” পরক্ষণেই নিরাশার উপস্থিত হইয়াছে তাহ[illegible]সিয়া ক্ষীণপ্রবাহা আশা-স্রোতস্বিনীকে যাইব। [illegible]ক্ত প্রবাহে চারিদিক্ তিক্ততায়

ডুবিয়া যাইতেছে। যোগমায়ার মনে হইতেছে, "কাকীমা, আমার, যেরূপ চক্ষে আমাদিগকে দেখিয়া থাকেন, তাহাতে যে কাকাকে কাশী যাইতে দিবেন তাহা আমার বিশ্বাস হইতেছে না।" যাহা হউক, সত্যবতী দেবীর আশায়, যোগমায়ার আশায় ও নিরাশায় পূর্ব্বাহ্ণ কাটিয়া গেল, বাগীশ মহাশয় আসিলেন না। অপরাহ্ণও কাটিয়া যায় যায়। যোগমায়ার হৃদয়ের আশাস্রোত শুকাইয়া গিয়াছে। নিরাশার একটানা উজান স্রোতে চারিদিক্ ভাসাইয়া দিয়াছে। যোগমায়া মলিন মুখে একবার মায়ের নিকটে গেল। মাও তখন বসিয়া বাগীশ মহাশয়ের কথা ভাবিতে ছিলেন। যোগমায়া নিকটে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, বাগীশ মহাশয় আজই কাশী যাইবেন বলিয়া গিয়াছিলেন,—না ?

যোগমায়া। এরূপই বলিয়াছিলেন।

সত্যবতী। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি কি আমাদিগকে না জানাইয়া যাইবেন ?

যোগমায়া। গেলে বোধ হয়—জানাইয়া যাইতেন।

সত্যবতী। তবে কি তোর মনে হয় তিনি যান নাই ?

যোগমায়া। বোধ হয়—যান নাই।

সত্যবতী। তিনি যাইবেন বলিয়া তোর মনে হয় কি ?

যোগমায়া। না।

সত্যবতী। সেকি ! তিনি এমন ভাবে বলিয়া গিয়াছেন—তিনি যাইবেন না ? সে কিরূপ কথা মা ? তিনি এখন কি করিতেছেন, জানিবার জন্য একবার কেবলরামকে পাঠাইয়া দিব ?

যোগমায়া। দিতে পারেন।

কেবলরামকে ডাকা হইল। বাগীশমহাশয় কি করিতেছেন তাহা অতি শীঘ্র জানিয়া আসিবার জন্য কেবলরামকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কেবলরাম অতি শীঘ্র জানিয়া আসিয়া বলিল "বাগীশ মশায় অচেতন হইয়া আছেন; তাঁহার ভয়ানক জ্বর!"

সত্যবতী। সে কি! কখন তাঁহার জ্বর হইল?

কেবলরাম। আমি বাড়ীর চাকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—কাল নাকি বাগীশ মশায় ও গিন্নীর মধ্যে ভয়ানক ঝগ্‌ড়া হয়। সেই ঝগ্‌ড়ার পরে বাগীশ মশায় শুইয়া থাকেন। কাল আর তাঁহার খাওয়া দাওয়া হয় নাই,—কাল কেহ তাঁহার সংবাদ লয় নাই। আজ সকাল বেলা নাকি গৃহিণী দুএকবার তাঁহার নিকটে গিয়া নাওয়া খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনি কোন কথার উত্তর দেন নাই। বিকাল বেলা হইতে জ্বর আসিয়াছে। জর ভয়ানক;—তিনি জ্বরে অচেতন বলিয়া আমার বোধ হইল। গিন্নী নিকটে বসিয়া রহিয়াছে; আমি বাগীশ মশায়কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই।

সত্যবতী। যার ভাঙ্গা কপাল তার কোন্ আশাই বা ফলিয়া থাকে!

সত্যবতী দেবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন; যোগমায়া একটা অতি নিরাশার হাসি হাসিয়া মায়ের নিকট হইতে উঠিয়া তাহার কাজে চলিয়া গেল। সত্যবতীদেবী আঁধারে ডুবিয়া গেলেন। কেবলরাম নিকটে বসিয়া আরো কি বলিতেছিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। যোগামায়া সন্ধ্যার কাজ-

গুলি সমাপন করিয়া আর আর দিনের ন্যায় রন্ধনাদি করিতে গেল। আহার্য্য প্রস্তুত হইলে যোগমায়া আর আর দিনের ন্যায় সুরুচী-বিজয়াকে খাওয়াইবার জন্য ডাকিয়া আনিল। যোগমায়া তাহাদিগকে খাইতে দিয়া আজ একটু হাসিমুখে গল্প করিতে লাগিল। যোগমায়া বলিতেছিল—"দেখ্ সুরুচী-বিজয়া, অনেক দিন হইল তোদের দাদাদের বাড়ী আসার কথা ছিল, তা—আসেন নাই। তাঁহাদের কি হইল কেহ একবার সংবাদও লইল না।"

সুরুচী। বউদিদি, আমাদের কে আছে যে আমার দাদাদের একবার সংবাদ আনিয়া দিবে?

যোগমায়া। তোরা যদি মাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিস্ তবে আমি একবার গিয়া দেখি।

সুরুচী কথাটার উত্তর ভাবিয়া পাইতেছিল না। "বউদিদি, মেয়ে মানুষ; মেয়ে মানুষে কি কখনও দেশ বিদেশে গিয়া পুরুষ মানুষের সংবাদ পাইতে পারে?" সুরুচী কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কখনও তাহার মনে হইতেছিল "পারিলেও পারিতে পারে" কখনও মনে হইতেছিল "না; মেয়ে মানুষে কিরূপে পারিবে?" সুরুচী পারা না পারার সম্বন্ধে ভাবিতে ভাবিতে যোগমায়ার কথার কোন উত্তর ভাবিয়া পাইতেছিল না। বিজয়ার নিকট তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। বিজয়া সবিস্ময়ে বলিল "বউদিদি, তুমি যে মেয়ে মানুষ!"

যোগমায়া। আমি মেয়েমানুষ কিন্তু তোর দাদাদের সংবাদের জন্য আমাদের যে আর পুরুষ মানুষ নাই।

সুরুচী। বউদিদি, তুমি পারিবে?

যোগমায়া। তোরা যদি মাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিস্ তবে পারিব।

সুরুচী। না—না, বউদিদি, তুমি পারিবে না। ওমা, মেয়ে মানুষ বিদেশে যাইবে! মা শুনিলে যে সর্ব্বনাশ হইবে! না, না, বউদিদি, এ সকল কথা বলিও না। তুমি অন্য আর একটা গল্প বল। আমরা এসকল কথা শুনিব না। আমরা মাকে বুঝাইয়া রাখিতে পারিব না।

যোগমায়া। কেন? আমি যদি মরিয়া যাই তবে কি তোরা মাকে বুঝাইয়া রাখিবিনা?

সুরুচী। না, না—বউদিদি এসকল কথা আর বলিও না। মা একদণ্ড তোমার মুখ মলিন দেখিলে কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দেন। মা এসকল কথা শুনিলে আর বাঁচিবেন না।

যোগমায়া। মাকে এসকল কথা বলিস্ না।

সুরুচী। না—বলিবনা। তুমি আর একটা গল্প বল। আমার প্রাণটা কেমন করিতেছে।

যোগমায়া। তুইও যেমন! কোন কিছু শুনিলে তুই অমনি অধীরা হইয়া পড়িস্।

সুরুচি। বউদিদি, একটা গল্প বল।

যোগমায়া শেষে একটা হাসির গল্প আরম্ভ করিল। বিজয়া এতক্ষণ যোগমায়া ও সুরুচীর কথোপকথন শুনিয়া অবাক্ হইয়া, হাতের গ্রাস পাতে ফেলিয়া বিস্মিত নয়নে যোগমায়া ও সুরুচীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। যোগমায়া বিজয়ার অবস্থা দেখিয়া বলিল "তুই হাবি এক কথায় অচেতনা হইয়া পড়িস্! হাত তুলিয়া বসিয়া রয়েছিস্ কেন? খা-না! সুরুচী তুইও খাওয়া বন্ধ করে

রয়েছিস্? খা,—দুজনে খা, নতুবা আমি আর গল্প বলিব না।" দুজনে পুনরায় খাইতে আরম্ভ করিল। যোগমায়া পুনরায় গল্প বলিতে লাগিল। সুরুচী-বিজয়ার মুখ আবার প্রসন্ন হইতে লাগিল।

যথা সময়ে সকলের আহারাদি হইয়া গেল। অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও যোগমায়া মায়ের ক্রোড়ে শুইল। সুরুচী-বিজয়া, শান্তা মায়ের দুপাশে শুইয়াছিল।

অনেক রাত থাকিতে সত্যবতীদেবীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যবতীদেবীর ত আর ঘুম হইত না,—রাত্রির শেষভাগে অবসন্ন দেহে তন্দ্রার মত একটু মোহাবস্থা ঘটিত। আজ সে তন্দ্রাটুকুও অনেক রাত থাকিতে ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার পায়ে হঠাৎ অত্যন্ত শৈত্যানুভব হইয়াছিল, তাহাতেই তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি জাগিয়া বলিলেন "মা, যোগমায়া! দেখ্ দেখি মা, আমার পায়ে এমন ঠাণ্ডা বোধ হইতেছে কেন?" কোন উত্তর হইল না। সত্যবতীদেবী তাঁহার পার্শ্বে হাত দিয়া দেখিলেন, যোগমায়া নিকটে নাই। তিনি সভয়ে ডাকিলেন "ওমা! ওমা! যোগমায়া! যোগমায়া!" কোন উত্তর হইল না। সত্যবতীদেবীর বিস্ময়-জড়িত স্বরে শান্তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শান্তা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল "মণিসই, কি হয়েছে! কি হয়েছে!" সত্যবতী দেবী বলিলেন "শান্তা, শীঘ্র আলো জ্বাল্; আমার যোগমায়া কোথায়?" শান্তা "ওমা! ওমা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে সুরুচী-বিজয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সত্যবতীদেবী শান্তাকে আলো জ্বালিতে বলিয়া ছিলেন, শান্তা "ওমা! ওমা! যোগমায়া! যোগমায়া!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

সত্যবতীদেবী আলো জ্বালিবার জন্য কাতর বচনে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন। শান্তা শান্তাতে নাই, কে আলো জ্বালিবে? মায়ের কাতরতায় সুরুচী অতি কষ্টে আলো জ্বালিয়া আনিল। প্রজ্বলিত আলোকে দেখা গেল, সত্যবতী দেবীর পদযুগল জল-ধারায় সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সুরুচী তখন, রাত্রির পূর্ব্বভাগে যোগমায়ার মুখে যাহা শুনিয়াছিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহা মায়ের নিকট বলিল। সত্যবতীদেবী সকল কথা শুনিয়া ছিলেন কিনা জানিনা; তাঁহার অবসন্ন দেহ তখন ধরায় বিলু-ণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া ছিল। শান্তা, কি হইয়াছে স্পষ্টতঃ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, সুধু যোগমায়াকে দেখিতে না পাইয়া অনেকবার "যোগমায়া যোগমায়া!" বলিয়া চীৎকার করিয়া,শেষে সত্যবতী দেবীকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া সংজ্ঞাবিহীনা হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিতা হইল। শান্তার চীৎকারে সদর দ্বারে কেবলরামের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; কেবলরাম দৌড়িয়া আসিয়া সত্যবতীদেবী ও শান্তাকে অচেতনাবস্থায় ধরায় লুণ্ঠিতা এবং সুরুচী ও বিজয়াকে কাতর নয়নে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা দেখিয়া, কি হইয়াছে তাহা সুরুচীকে জিজ্ঞাসা করিল।সুরুচী"বউদিদি কোথায় গিয়াছে" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সুরুচীর কথা শুনিয়া কেবলরাম ক্ষিপ্তের ন্যায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল; ক্ষিপ্তের ন্যায় বাড়ীর চারিদিক্ ঘুরিয়া দেখিয়া আসিল;—ক্ষিপ্তের ন্যায় সদর দ্বারের নিকটে গেল,দ্বারে গিয়া দেখিল অর্গল খোলা রহিয়াছে। কেবলরাম "হায়! হায়!" বলিতে বলিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া বাটীর বাহির হইল; পার্শ্বস্থ বাগানের ও জঙ্গলের চারিদিক্ পাগলের মত ঘুরিয়া দেখিল; গঙ্গার ঘাটে দৌড়িয়া গেল; কোথাও যোগমায়াকে দেখিতে

পাইল না। সে সত্যবতীদেবী, শান্তা ও সুরুচী-বিজয়ার অবস্থা ভাবিয়া আবার পাগলের ন্যায় দৌড়িয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। কেবলরাম বাড়ীতে গিয়া আর কাহাকেও সচেতনা দেখিল না।

হতভাগ্য কেবলরাম তখন কি করিয়াছিল কিরূপে বলিব ?

নবম তরঙ্গ।

অপরাহ্নে, চৈত্রের রৌদ্র অনেক পড়িয়া আসিয়াছে। বাগানের গাছ গুলির অনেক পাতা শুকাইয়া, পড়িয়া গিয়াছিল। মাঝে মাঝে এক একটা গাছের বিরল-পত্র শাখা প্রশাখার ছায়া নিম্নে তৃণবিহীন উত্তপ্ত ভূমির উপর পতিত হইয়াছে। কেবলরাম কোথা হইতে একটা কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাগানে প্রবেশ করিয়া, বোঝাটা নামাইয়া গাছতলার উত্তপ্ত ভূমিতেই বসিল। বাগানের তৃণবিহীন বালুকা-ময় উত্তপ্ত ভূমির ন্যায়, কেবলরামের অন্তরটাও উত্তপ্ত হইয়া রহি-য়াছে। কেবলরামের আর বুদ্ধি নাই, বল নাই। কেবলরাম গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিতেছিল "শিরোমণি! আমি আর পারিনা,—তুমি এখন একবার এস। আর বিলম্ব করিলে বুঝি তোমাকে আর দেখিতে পাইব না! তোমার কথা মত কায বুঝি আর হয় না!"

একা কেবলরাম কি করিবে! সত্যবতীদেবী মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়িনী। শান্তা আর সে শান্তা নাই। শান্তা এখন মানব জ্ঞান-বিরহিতা। শান্তা যেখানে বসিয়া থাকে, সেখানেই বসিয়া

থাকে; কেহ তাহাকে টানিয়া না তুলিলে আর স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে না। সত্যবতীদেবীর অবস্থা দেখিয়া শান্তা চক্ষের জলে আর বুক ভাসায় না। তাহাকে খাইতে দিলে কথনও খায়, কখনও সম্মুখের খাদ্য সম্মুখেই পড়িয়া থাকে। শান্তা উন্মাদিনী। মেয়েছুটির একজন সর্ব্বদা মায়ের নিকট বসিয়া থাকে; আর একজন কথনও আহারাদি প্রস্তুত করিতে যায়; ঘরে যাহা থাকে, কোনরূপে তাহা প্রস্তুত করিয়া কেবলরামকে খাওয়াইয়া, শান্তাকে খাওয়াইয়া, মায়ের শুশ্রূষার জন্য আবার মায়ের নিকটে চলিয়া আইসে। কেবলরামের পরিশ্রমের বিরাম নাই। পরিশ্রমের উপরে কেবলরামের ভাবনার বিরাম নাই। সত্যবতীদেবীর মুমূর্ষু অবস্থা। শ্রীপতি ন্যায়রত্নের বাল্যবন্ধু, গ্রামের একজন সহৃদয় বৃদ্ধ কবিরাজ সত্যবতীদেবীর চিকিৎসা করিতেছেন। কেবলরাম পরিশ্রম করিয়া বাড়ীতে আসিয়া সত্যবতীদেবীর অবস্থা দেখিয়া আবার কবিরাজের বাড়ীতে দৌড়িয়া যায়। শান্তার প্রতি কেবলরামের লক্ষ্য নাই। শান্তার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া "শান্তা তোর দশা এই হইল!" বলিতে বলিতে শান্তাকে একবার চক্ষের দেখা দেখিয়া যায়। কেবলরামের প্রকাণ্ড দেহটাকে পরিশ্রমের উপযোগী রাখিবার জন্য প্রচুর আহার্য্যের প্রয়োজন ছিল; কেবলরাম বনের ফলে, গাছের মূলে, অনেক সময় দেহকে পরিশ্রমের উপযোগী করিয়া রাখিতেছে।

কেবলরাম আম গাছের ছায়ায় বসিয়া মাথার ঘাম মুছিয়া তাহার অবসন্ন মস্তক একবার কাঠের বোঝার উপরই স্থাপন করিল। কেবলরাম কাঠের উপর মাথা রাখিয়া মাটিতে শুইয়া

দক্ষিণের পথের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল। "মৃত্যু ঘটিয়াছে ঐ দুটা ছেলে আসিতেছে। ছেলে দুটা এদিকেই তারকনাথ আসিতেছে!" পথিকেরা আসিয়া বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে প্রবেশ করিয়া, কেবলরামের পার্শ্ববাহী পথ ধরিয়া চলিয়া আসিতে লাগিল। তাহারা নিকটে আসিলে কেবলরাম একবার মাথা তুলিয়া দেখিল,—তাহাদিগকে চিনিতে পারিল না। কেবলরাম আবার কাঠের উপর মাথা রাখিয়া পূর্ব্ববৎ শয়ন করিল। "কোথাকার পথিক এপথে আসিয়াছে,—ঐ পথে চলিয়া যাইবে।" কেবলরাম শুইয়া শুইয়া আবার ভাবিতে লাগিল। পথিকেরা কেবলরামের নিকট দিয়া যাইবার সময় তাহাদের একজন বলিতেছিল—"স্মৃতি, দেখেছিস্ বাগানের, ঘরের, বাড়ীর অবস্থা এইরূপ হইয়াছে; মানুষের কি অবস্থা হইয়াছে কে বলিবে!" পথিকের স্বর শুনিয়া কেবলরাম চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিল। "তারক! তারক! তারক এসেছ!" বলিতে বলিতে কেবলরাম তাহার অবসন্ন মস্তক আবার কাষ্ঠের উপরে নিক্ষেপ করিল; তারকনাথ পার্শ্বে চাহিয়া দেখিল—জীর্ণ শীর্ণ,প্রকাণ্ড একটা মানবদেহ অচেতনাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। স্মৃতিধর বলিল "তারা, এইযে কেবলরাম! কেবলরামের এই অবস্থা হইয়াছে!" তারক "স্মৃতি, স্মৃতি, কেবলরাম মূর্চ্ছা গিয়াছে" বলিতে বলিতে নিজেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল, স্মৃতিধর দৃঢ়স্বরে বলিল—"তারা, এ চঞ্চলতার সময় নহে; তুই নিকটে দাঁড়া, আমি জল আনিয়া কেবলরামের মুখে, চোখে দিতেছি।"

স্মৃতিধরের শুশ্রূষায় অনেকক্ষণ পরে কেবলরামের চেতনার সঞ্চার হইল। তারক বিস্মিত, স্তম্ভিত ও কিংকর্ত্তব্য জ্ঞান

থাকে; হেয়াছিল; কেবলরামের চেতনা সম্পাদনের জন্য স্মৃতিধর ঘটে নক মাঝে মাঝে যাহা করিতে বলিতেছিল, সে মোহাবস্থায় তাহা করিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে কেবলরামের চেতনা সম্পাদন হইলে স্মৃতিধর নিকটে বসিয়া কেবলরামকে বাটীস্থ সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। স্মৃতিধরের কথা শুনিয়া কেবলরাম কাঁদিয়া ফেলিল। সহজে কেবলরামের চক্ষে জল আসে নাই; যে যাতনায় কেবলরামের চক্ষে জল আসিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিব কিরূপে? কেবলরামের চক্ষে জল দেখিয়া তারকনাথের সংজ্ঞা লোপ পাইয়া আসিতেছিল। স্মৃতিধর বলিল "তারক, এতদিন শিক্ষার পর বুঝি হৃদয়ের এইরূপ দৃঢ়তালাভ করিয়াছিস্! এত অধীর হইলে চলিবে কেন!"

তারক। স্মৃতি, যোগমায়া নাই! আমি কেবলরামের চক্ষের জল দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতেছি!

স্মৃতিধর। যদি নাইবা থাকেন, তবে তুমি এখন অধীর হইয়া করিবে কি? যখন আমি তোমার পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াছি, তখন বলিয়াছ 'এক যোগমায়া কেন, শত যোগমায়া যদি গঙ্গার স্রোতে ভেসে যায়, তবু কর্ত্তব্য ভুলিতে পারিব না।' তখন তুমি কর্ত্তব্য বুঝিয়াছিলে,—এখন অধীর হইয়া কি করিবে? এখন কর্ত্তব্য যাহা তাহা সাধন কর;—একটু স্থির হইয়া দাঁড়াও। কেবলরামের মুখে বাটীর সকল সংবাদ শুনা যাউক; তারপর অস্থির হইও। কেবলরাম, তুমি কাঁদিও না। তোমার কাতরতা দেখিয়া তারা বড়ই অস্থির হইতেছে। কি হইয়াছে তুমি সংক্ষেপে সকল কথা বল।

স্মৃতিধরের প্রবোধ বচনে কেবলরাম ক্রন্দন সম্বরণ করিতে

পারিল না। কেবলরাম কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা যাহা ঘটিয়াছে সংক্ষেপে বলিল। স্মৃতিধরের প্রবোধ বচন শুনিয়া তারকনাথ মাটীতে বসিয়া ছিল; কেবলরামের কথা শেষ হইলে স্মৃতিধর মুখ ফিরাইয়া দেখিল, তারকনাথের অচেতন দেহ ভূতলে লুণ্ঠিতাবস্থায় পড়িয়া আছে। স্মৃতিধর কেবলরামকে বলিল—"কেবলরাম, তুমি শীঘ্র পুষ্করিণী হইতে জল আনিতে যাও; আমাদের আগমন সংবাদ এখন বাড়ীতে দিও না।" কেবলরাম তারকনাথকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া, চক্ষের জল মুছিয়া, দৌড়িয়া গিয়া পুষ্করিণী হইতে জল আনিল; অনেক শুশ্রূষায় তারকনাথের চেতনার সঞ্চার হইল; তখন স্মৃতিধর কেবলরামকে বলিল—"কেবলরাম, তুমি এক কাজ কর; এখন আর কোন ভয় নাই, তুমি একবার বাড়ী যাও। বাড়ীতে গিয়া ধীরে ধীরে মাকে আমাদের আগমন সংবাদ জানাও। সাবধান,—আমাদের আগমন সংবাদ হঠাৎ মাকে বলিয়া ফেলিও না। মায়ের যেরূপ অবস্থা শুনিলাম তাহাতে হটাৎ আমাদের আগমন সংবাদ শুনিলে বিষম ঘটনা ঘটিতে পারে। আমি যেরূপ শিখাইয়া দিতেছি ঠিক সেইরূপ বলিও।" স্মৃতিধর মাকে কি কি বলিতে হইবে তাহা কেবলরামকে শিখাইয়া দিল। কেবলরাম সত্যবতীদেবীকে সংবাদ দিতে গেল। স্মৃতিধর কতক মিষ্ট ভর্ৎসনায়, কতক অনুনয় বিনয়ে, কতক বা যুক্তিপূর্ণ উপদেশে তারকনাথের হতাশ হৃদয়ে বল সঞ্চারিত করিতে লাগিল।

কেবলরাম স্মৃতিধরের উপদেশানুযায়ী ধীর গমনে গিয়া সত্যবতীদেবীর শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখন সত্যবতীদেবীর সবিশেষ সংজ্ঞা ছিল না; তিনি নয়ন মুদিয়া ছিলেন।

কেবলরাম অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল—"ঠাকুরুণ!"

সত্যবতীদেবী মুদিত নয়নেই বলিলেন—"কেবলরাম?"

কেবলরাম। হাঁ,—আমি কেব্‌লা।

সত্যবতী। কেবলরাম, কেন আমাকে ডাকিলে?

কেবলরাম। আমি আজ একটি সুসম্বাদ শুনিয়া আসিয়াছি।

সত্যবতীদেবী চক্ষু খুলিলেন। তিনি যেন একটু আশায় বলিলেন—"কি সুসংবাদ কেবলরাম? আমার যোগমায়ার সংবাদ পাইয়াছ?"

কেবলরাম। পাই নাই, পাব বলিয়া আশা হইতেছে।

সত্যবতী। তবে কিসংবাদ পাইয়া আসিয়াছ, কেবল?

কেবলরাম। আমাদের তারক,স্মৃতিধর বাড়ী আসিতেছে।

সত্যবতী। এ সংবাদ তোমাকে কে দিলে?

কেবলরাম। বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে।

সত্যবতী। তারা-স্মৃতি শীঘ্রই আসিবে! তুমি কিরূপে জানিলে, কেবলরাম?

কেবলরাম। বোধ হয় আজই আসিবে।

সত্যবতী। আমাকে ভেঙ্গে বল কোথায় শুনিয়া আসিয়াছ।

কেবলরাম। একজন তারক-স্মৃতিধরকে দেখিয়া আসিয়াছে।

সত্যবতী। কখন দেখিয়া আসিয়াছে?

কেবলরাম। এই অল্পক্ষণ হইল।

সত্যবতী। তবে আমার তারা-স্মৃতি নবদ্বীপে আসিয়াছে?

কেবলরাম। বোধ হয় এখনই বাড়ী আসিবে।

সত্যবতীদেবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বিজয়া

মায়ের নিকটে বসিয়াছিল। সুরুচী গৃহের কি কাজ সারিয়া আসিতে গিয়াছিল। বিজয়া কেবলরামের মুখে দাদাদের আগমন সংবাদ শুনিয়া মায়ের নিকট হইতে উঠিয়া, সুরুচীকে এ সংবাদ দিবার জন্য ঘরের বাহিরে আসিল। ঘরের বাহিরে আসিয়াই সম্মুখে তারক-স্মৃতিধরকে দেখিতে পাইল। বিজয়া "দাদা দাদা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল, স্মৃতিধর "চুপ" বলিয়া নিবারণ করিল। বিজয়া হর্ষে, ভয়ে, বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইল; স্মৃতিধর ভগ্নিটির নিকটে গিয়া, অনেক দিনের পরে অতি যত্নে তাহার মুখখানি ধরিয়া বলিল "বিজয়া,এখন একটু চুপ করিয়া থাক,এখন আমাদের আগমন সংবাদ শুনিলে মা মূর্চ্ছা যাইবেন।" বিজয়া ছল ছল নয়নে দাঁড়াইয়া রহিল। স্মৃতি-ধরের এই সকল বিষয় লক্ষ্য করিবার সময় ছিল না। স্মৃতিধর, তারকনাথকে সঙ্গে করিয়া মায়ের ঘরের দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইল। অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মা ও কেবলরামের কথাবার্ত্তা শুনিল। যখন মা জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার তারা-স্মৃতি নব-দ্বীপে আসিয়াছে" এবং যখন কেবলরাম উত্তর দিল "বোধ হয় এখনই বাড়ী আসিবে" তখন স্মৃতিধর তারকনাথকে বলিল "তুমি এখানে স্থির হইয়া দাঁড়াও,আমি ইঙ্গিত করিলে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিও।" যখন সত্যবতী দেবী কেবলরামের কথা শুনিয়া আশায়-নিরাশায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তখন স্মৃতিধর বিবশ হৃদয়ে ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। সত্যবতীদেবী নিশ্বাসটা ফেলিয়া মাথা তুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে তাঁহার স্নেহের স্মৃতিধর দীন, মলিনবেশে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি আবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "এই যে আমার স্মৃতি

এসেছে!" স্মৃতিধর "মা, আমি এসেছি" বলিতে বলিতে মায়ের পদরজঃ মস্তকে ধারণ করিয়া, শয্যায় মায়ের পার্শ্বে বসিল। সত্যবতী দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্মৃতি, আমার তারা কোথায়?" স্মৃতিধর ধীরে ধীরে বলিল "তারকও আমার সঙ্গে এসেছে।" সত্যবতী দেবী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "তারা কোথায়?"

স্মৃতিধর। নিকটেই আছে।

সত্যবতী। তোমার সঙ্গে আসে নাই?

স্মৃতিধর। এসেছে। তারক!

মলিন, শীর্ণ তারকনাথ মলিন বদনে গৃহে প্রবেশ করিয়া, ধীরে ধীরে মায়ের নিকটে গিয়া, মায়ের পদধূলী মস্তকে গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে স্মৃতিধরের পার্শ্বে মায়ের নিকটে বসিল। মায়ের মূর্চ্ছা হইল না; তাঁহার দুটি নয়ন প্রান্ত হইতে শুষ্ক গণ্ডস্থল বাহিয়া ধীরে ধীরে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। স্মৃতিধর তারকনাথের দিকে মুখ ফিরাইয়া মৃদু দৃঢ় স্বরে বলিল "সাবধান।"

সত্যবতীদেবী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিয়া বলিলেন "তারা-স্মৃতি, তোরা আসিলি—কিন্তু সময়ে আসিলি না!"

স্মৃতিধর। মা, একটা কারণ বশতঃ সময়ে আসিতে পারি নাই।

সত্যবতী। কি কারণ বাপ্?

স্মৃতিধর চুপ করিয়া রহিল। তারকনাথ চক্ষু মুছিয়া বলিল "মা, স্মৃতির জ্বর হইয়াছিল।"

স্মৃতিধর। আমি তারাকে সময়ে পাঠাইতে অনেক চেষ্টা করিয়া ছিলাম, আমার চেষ্টা সফল হয় নাই।

সত্যবতী। আমার স্মৃতির জ্বর হইয়াছিল?

তারক। হাঁ, মা! স্মৃতির এমন জ্বর হইয়াছিল যে, আমি কিছুতেই স্মৃতিকে ফেলিয়া আসিতে পারি নাই।

স্মৃতিধর। আমি কত অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়াছিলাম, তখন তারা—"রেখেদে তোর প্রতিজ্ঞা, রেখেদে যোগমায়া, শত যোগ মায়া গঙ্গার জলে ভেসে যাউক, আমি তোকে এমন অবস্থায় ফেলিয়া কিছুতেই যাইতে পারিবনা, কিছুতেই যাইব না" বলিয়া আমার কথা উড়াইয়া দিয়াছিল।

তারক। মা, স্মৃতির যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তখন আমি স্মৃতিকে একা ফেলিয়া আসিলে আমার মত কৃতঘ্ন, স্বার্থপর জগতে আর দুটি খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

স্মৃতিধর। কেন? আমি কি অরণ্যে ছিলাম? রাজা শিব-কিঙ্কর রায়ের যত্নে আমার যথাবিহিত শুশ্রূষার কিছুই ত্রুটি হইত না।

তারক। ত্রুটি হইত না বুঝি,—কিন্তু তোর অবস্থা দেখিয়া, তোকে ফেলিয়া আসিতে যে আমার প্রাণ প্রস্তুত হইল না।

সত্যবতী। বাপ্! স্মৃতিকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলিয়া এস নাই, ভালই করিয়াছ। এখন তোমরা আমার মায়াকে আনিয়া দেও।

স্মৃতিধর। মা, আপনি চিন্তিতা হইবেন না। আপনার পুণ্যফলে যোগমায়া দেবী জীবিতা থাকিবেন, শীঘ্রই যোগমায়া দেবী পুনরায় আপনার নয়নানন্দ সম্পাদন করিবেন।

সত্যবতী দেবী কি বলিতে যাইতেছিলেন। স্মৃতিধর নানা কৌশলে তাঁহাকে নিবৃত্তা করিল এবং আশার কথায়, সাহসের

কথায় তাঁহাকে প্রফুল্লিতা করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। স্মৃতিধরের ধীর, মধুর সান্ত্বনা বচনে তাঁহার রোগের অনেক উপশম হইল। মধ্যে মধ্যে তিনি "আমার যোগমায়াকে শীঘ্র তোরা অনুসন্ধান করিয়া আন্" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। "আপনার কোন ভাবনা নাই, শীঘ্রই যোগমায়া দেবী আসিবেন" বলিয়া স্মৃতিধরও তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

বিজয়া দাদার কথা শুনিয়া, ছল ছল নয়ন ছুটি মুছিয়া ধীরে ধীরে সুরুচীর নিকট গিয়াছিল। সুরুচী মলিন বদনে মস্তক অবনত করিয়া গৃহের কি একটা কাজ করিতেছিল; বিজয়া গিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সুরুচী রোষে, বিস্ময়ে বলিল "বিজয়া, মাকে একা রেখে এসেছিস্?" বিজয়ারমুখে বাক্য স্ফুটিতেছিলনা।

সুরুচী—"বিজয়া, কথা ক'স না কেন" বলিয়া হাতের কাজ ফেলিয়া বিজয়ার নিকটে আসিল। বিজয়া তখন বলিল "সুরুচী, দাদারা এসেছেন।" সুরুচী "দাদারা এসেছেন?" বলিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেছিল, বিজয়া ধীর বচনে বলিল "সুরুচী, একটু দাঁড়া; গণ্ডগোল করিতে দাদা নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।"

সুরুচী। দাদারা কোথায়, বিজয়া?

বিজয়া। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, মায়ের ঘরের দিকে যাইতেছেন।

সুরুচী। তবে চল্ মায়ের ঘরে যাই।

বিজয়া। একটু আস্তে আস্তে চল্।

ছুজনে ধীরে ধীরে মায়ের ঘরের দ্বারে গেল। তখন মা ও দাদাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। সুরুচী নিকটে গিয়া, অনেকদিন পরে দাদাদিগকে দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া বিজয়াকে বলিল "চল বিজয়া, দুটি ভাত রাঁধি গিয়ে। দাদাদের মুখ দেখিতেছিস্! হায়, রোদে বৃষ্টিতে, অনাহারে, অনিদ্রায় দাদারা শুকাইয়া গিয়াছেন।" সুরুচী-বিজয়া আর মায়ের ঘরে প্রবেশ না করিয়া দাদাদের জন্য অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে গেল। অনেকক্ষণ নানাবিধ গল্পে মাকে কথঞ্চিৎ প্রফুল্লিতা করিয়া স্মৃতিধর শান্তা মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল; কেবলরাম নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কেবলরাম শান্তার কথা শুনিয়া বলিল "শান্তাকে দেখিবে? তবে চল, আমার সঙ্গে চল।" স্মৃতিধর তারকনাথকে মায়ের নিকট বসিয়া থাকিতে বলিয়া শান্তা মাকে দেখিতে গেল। শান্তার অবস্থা দেখিয়া স্মৃতিধরের ধীরতা স্থিরতা রক্ষা পাইলনা, স্মৃতিধর নীরবে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইতে লাগিল।

দশম তরঙ্গ।

তারকনাথ ও স্মৃতিধরের বাড়ীতে আগমনের পরও প্রায় দুমাস গত হইয়া যাইতেছে। স্মৃতিধর ও তারকনাথ প্রাণপনে মায়ের শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সুস্থ করিয়া তুলিয়াছে। শান্তারও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন লওয়া হইতেছে। কেবল-রামের সাহস সামর্থ অনেক ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু যাতনার স্রোতের দিক্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

তারকনাথ জানিত যে, মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া যাওয়া হইয়াছিল তাহা রক্ষা করিতে না পারিলে কি

ঘটনা ঘটিবে। তাহা জানিতে পারিয়াও তারকনাথ অলঙ্ঘনীয় কর্ত্তব্যের অনুরোধে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছে। এখন তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের ফল ভোগ অনিবার্য্য। এখন তারক নাথের উচিত, জানিয়া শুনিয়া যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে, অম্লান-বদনে তাহার প্রতিফল ভোগকরা এবং গুরুতর ও মহত্তর কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হইয়াছে, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া রাখা। কিন্তু মন প্রবোধ মানে কই? তারকনাথ বাড়ী আসা হইতে মনকে প্রবোধ দিয়া রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; মনপ্রবোধ মানে কই? কর্ত্ত-ব্যের অনুরোধে যোগমায়াকে পায়ে ঠেলিয়াছে, এখন কর্ত্তব্যের কথা ভাবিয়া যোগমায়াকে ভুলা যায় কই? তারকনাথ বিরলেবসিয়া ভাবে—"তোমাকে ভুলিব! কি উপায়ে ভুলিব? তুমি আমার অনুসন্ধানে গিয়াছ; তোমাকে আমি ভুলিয়া থাকিব? একটু অপেক্ষা কর; গঙ্গার স্রোতে জীর্ণ তরণি ডুবাইও না,—আমি যাইতেছি।" তারকনাথ মনে মনে পুনঃ গৃহত্যাগের সংকল্প করিয়া আসিতেছে। এ সংকল্প এখনও স্মৃতিধরের নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। আজ তাহাকে বলিবে মনে করিয়া, তাহার অপেক্ষায় পঞ্চবটীর ঘাটে বসিয়া রহিয়াছে।

স্মৃতিধর কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। স্মৃতিধর বাটীতে প্রবেশ করিয়া মায়ের নিকটে গিয়া দেখিল, সুরুচী-বিজয়া বসিয়া রহি-য়াছে, তারকনাথ মায়ের নিকটে নাই। স্মৃতিধর তারকনাথের অনুসন্ধান করিতে করিতে পঞ্চবটীর ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল; তারকনাথকে চিন্তাকুলচিত্তে, মলিন বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া

বলিল—"কি ভায়া, নির্জ্জনে বসিয়া বুঝি নিজের পূর্ব্বকার কর্ত্তব্য জ্ঞানটাকে ধিক্কার দিচ্ছ ?"

তারকনাথ। স্মৃতি, আমি এখানে তোর অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছি। তোকে আজ আমি আমার একটা সংকল্পের কথা খুলিয়া বলিব।

স্মৃতিধর। কি সংকল্প ? পুনঃ গৃহত্যাগ ?

তারকনাথ। বসিয়া শোন্।

স্মৃতিধর বসিল। তারকনাথ বলিতে লাগিল "স্মৃতি, তোর নিকট আমি চিরঋণী। আমি এজন্মে কেন, জন্ম জন্মান্তরেও তোর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।"

স্মৃতিধর। সুদীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন নাই। কথাটা কি এক কথায় খুলিয়া বল।

তারকনাথ। আর একটি কার্য্য করিয়া আমাকে অধিকতর ঋণে আবদ্ধ করিতে হইবে।

স্মৃতিধর। বলি, কথাটা খু'লে বল্না ! বাজে কথায় সময় নষ্ট করিস্ কেন ?

তারকনাথ। দেখ্ স্মৃতি,অনেক ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম,—এখন আমার প্রাণ আর ধৈর্য্য ধরিতেছেনা! আমার জন্য যোগমায়া গৃহত্যাগ করিয়াছে,—আমি নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে বসিয়া রহিয়াছি ! আমি পাষণ্ড ! আমি নরাধম ! আমি এখন এক কাজ করিব মনে করিতেছি।

স্মৃতিধর। কি কাজ ?

তারকনাথ। আমি যেমন মায়ের স্নেহের, তুইও মায়ের তেমনি স্নেহের। আমি স্থানান্তরে গেলেও মা তোকে দেখিয়া

ভুলিয়া থাকিতে পারিবেন। তোরও মাকে বুঝাইয়া প্রবোধ দিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে।

স্মৃতিধর। তারপর বলে যাও।

তারকনাথ। আমি মনে মনে সংকল্প করিতেছি, সুরুচীকেও তোমাকে বিবাহ বন্ধনে সংবদ্ধ করিয়া, পিতার সমস্ত সম্পত্তির ভার ও মায়ের শুশ্রূষার ভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, আর একবার দেশান্তরে যাই।

স্মৃতিধর। এত ভূমিকা না করিয়া শেষের কথাটা খুলিয়া বলিলেই হইত। আমি অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে তোমার সংকল্পের কথা বুঝিয়া রাখিয়াছি।

তারকনাথ। একবার হতভাগিনী মায়াকে জন্মের মত খুঁজিয়া দেখি।

স্মৃতিধর। তাই বল। "খুঁজিয়া না পাইত অবশেষে গঙ্গা প্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দেই" এ কথাটাই বা আর বাকী রাখ কেন?

তারকনাথ। স্মৃতি, বড় যাতনা পাইতেছি।

স্মৃতিধর। যাতনা পাইবে তাহা কি পূর্ব্বে বুঝ নাই? আমার অনুনয় বিনয়ের সময় তাহা বুঝা উচিত ছিল, একবার ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল।

তারকনাথ। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি বলিয়া অনুতপ্ত নহি। যে কর্ত্তব্যানুরোধে আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছি তাহা ভাবিয়াও আমি তৃপ্তি অনুভব করি।

স্মৃতিধর। কিন্তু তুমি যাহাকে কর্ত্তব্য বলিতেছ, সেই কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে গিয়াই আজ তোমাকে এত যাতনা ভোগ করিতে হইতেছে।

তারকনাথ। সে কথা এখন রেখেদে! আমি এখন যাহা বলিতেছি তাহা শোন্! আমার এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমাকে জন্ম জন্মান্তরের জন্য ক্রয় ক'রে নে!

স্মৃতিধর। ভাই, সকলি বুঝিতেছি। তুমি যে যাতনা পাইয়া আসিতেছ তাহা আমি অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছি। তোমার এ যাতনার প্রতিকারের ক্ষমতা আমার নাই। তুমি সুরুচীকে ও আমাকে বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ করিয়া, সংসারী করিয়া, সংসারের মায়ার মুগ্ধ করিয়া, মায়ের ভার আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেশান্তরে যাইবে কিন্তু তোমা বিহনে মাকে বুঝাইয়া রাখিবার ক্ষমতা কি আমার আছে? যদি ক্ষমতা থাকিত, তবে আমাকে সংসার সুখের প্রলোভন দেখাইতে হইত না। তোমার যাতনা দেখিয়া আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইরাই তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিতাম। কিন্তু ভাই, মাকে প্রবোধ দেওয়ার ক্ষমতা আমার নাই; মাকে এমন অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়ার ক্ষমতাও আমার নাই। আমি তোমার যাতনা নিবারণের উপায় দিনরাত্রি ভাবিয়া আসিতেছি; উপায় আমি ভাবিয়া পাইতেছিনা।

তারকনাথ। স্মৃতি, আমি যদি মাকে বুঝাইয়া আমার পুনঃ গৃহত্যাগের সম্মতি গ্রহণ করিতে পারি, তবে তুই মায়ের ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছিস্ কিনা?

স্মৃতিধর। বৃথা কামনা! তারকনাথ, তোমার কল্পনা জল্পনা ভ্রমাত্মিকা। তুমি কি মনে করিতেছ—মা, যে তারকনাথকে মানুষ করিবার জন্য, তারকনাথ পিতৃ পিতামহের নাম রক্ষা করিতে পারে তাহারই জন্য, পাষাণে বুক বাঁধিয়া সুদীর্ঘ তিনবৎসর কালের জন্য সুদূর কাশীতে পাঠাইয়া ছিলেন, যে

[৩৬১

তারকনাথ শত কষ্ট, শত বাধা, শত যাতনা বুকে ঠেলিয়া আজ তিন বৎসর পরে পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছে, তাহাকে আবার অনায়াসে পুনঃ উদাসী, গৃহত্যাগী হইতে অনুমতি দিবেন ? তোমার সকলি ভ্রম ! সকলি ভ্রম ! বৃথা কামনা পরিত্যাগ কর। আমি যাহা বলি, শোন। আমার কথাটা তোমার মনোমত হয় কিনা একবার ভাবিয়া দেখ।

তারকনাথ। স্মৃতি, এখন অন্য কথা শুনিবনা। একবার আমি মাকে বলিয়া দেখিব।

স্মৃতিধর। ভাল, দেখ! কখন বলিবে ?

তারকনাথ। এখনই।

স্মৃতিধর। তবে চল। বৃথা আর আমার ঘাড়ে দোষের ভার রাখি কেন ? মায়ের নিকটে গেলেই মিমাংসা হইয়া যাইবে।

তারকনাথ স্মৃতিধরকে সঙ্গে করিয়া মায়ের নিকট তাহার সংকল্প প্রকাশ করিতে চলিল।

সুরুচী ও বিজয়া মায়ের নিকট বসিয়াছিল। সত্যবতীদেবী—"যোগমায়া! যোগমায়া" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন। বিজয়া অতি মৃদুস্বরে বলিতেছিল "মা, আপনি ভাবিবেন না। বউদিদি এখনও বেঁচে আছেন। আমার মনে হইতেছে বউদিদিকে আমরা আবার দেখিতে পাইব।" সত্যবতীদেবী বলিতেছিলেন—"মা, আমি আর ভাবিয়া কি করিব,—আমার কপাল মন্দ। আমার এমন দশা হইবে আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। ঠাকুর যদি আমার যোগমায়াকে ফিরাইয়া আনিয়া দেন তবে আমার আরাধনা, অর্চ্চনার সকল ফল পাইলাম

বলিয়া মনে করিব।” তিনি কথাগুলি বলিতে বলিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে ছিলেন, এমন সময় তারকনাথ ও স্মৃতিধর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। দাদারা মায়ের নিকটে গিয়া বসিলে সুরুচী ও বিজয়া উঠিয়া তাহাদের গৃহকার্য্য সমাধা করিতে গেল।

তারকনাথ ও স্মৃতিধর নিকটে বসিলে সত্যবতীদেবী অতি কাতর ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “বাপ্ তারা-স্মৃতি, আমার যোগমায়ার সন্ধানের তোরা কি করেছিস্?”

স্মৃতিধর। আমি ভাবিয়া তাহার যথাবিহিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছি। আপনি চিন্তা করিবেন না। শীঘ্রই যোগমায়া দেবীকে আপনার ক্রোড়ে অর্পণ করিতে পারিব বলিয়া মনে হয়।

তারকনাথ। মা, আমি আপনাকে একটা কথা বলিতে আসিয়াছি।

সত্যবতী। কি কথা বাপ্?

তারকনাথ। আমি স্মৃতির সহিত আমাদের সুরুচীর বিবাহ দিতে আপনার অভিমত চাহিতে আসিয়াছি।

সত্যবতীদেবী একটু বিস্মিত নয়নে চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। তারকনাথের মুখের ভাব গম্ভীর; স্মৃতিধরের বদনমণ্ডল উপহাস-ব্যঞ্জকহাস্যে হাস্যময়। সত্যবতীদেবী অতিশয় বিস্মিতা হইলেন। তারকনাথের কথায় তাঁহার বহুদিনের পোষিতা, ম্রিয়মানা আশালতার অঙ্গ যেন হঠাৎ কোন দেশের এক মৃদু সমীরণ আঘাত করিল। তিনি বহুদিন হইতে এই সুখের কল্পনা করিয়া আসিতে-ছেন। তিনি একদিন ন্যায়রত্নের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া, তাঁহাকে এই আশার কথা বলিয়াছিলেন, ন্যায়রত্ন সে কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছিলেন; সে অনেক দিনের কথা। সত্যবতীদেবীর

ইহা অনেক দিনের পোষিতা আশা। শান্তিবারিবিহীন সংসার-মরুর তীব্র বিপত্তি-সমীরে এই আশালতা ম্রিয়মানা হইয়া, হৃদয়ের কোন্ কোণে পড়িয়াছিল। আজ তারকনাথের কথায় সেই ম্রিয়-মানা আশা-লতিকার অঙ্গে যেন হঠাৎ কোথা হইতে একটু স্নিগ্ধ সমীর প্রবাহ আঘাত করিল। সত্যবতী দেবী বুঝিতে পারিতে-ছিলেন না, তারকনাথ এমন সময়ে এ প্রস্তাব কেন করিতেছে। তিনি বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাপ্ তারা, আমার এমন বিপদের দিনে এ সুখের প্রস্তাব তুই কেন করিতেছিস্?"

তারকনাথ। বিপদ কি মা? লোকের অবস্থা কি আর চিরকাল সমান থাকে? কোন সময়কেই লোকের বিপদের সময় মনেকরা উচিত নহে।

সত্যবতী। উচিত নহে বুঝিলাম। কিন্তু আমার ইহা অপেক্ষা সম্পদের দিন কি আর হইবে না? আমি কি আমার যোগমায়াকে ফিরিয়া পাইব না?

তারকনাথ। আমি তাহারই উপায় বিধান জন্য আপনার নিকট এ প্রস্তাব করিতেছি।

সত্যবতী। সে কিরূপ?

তারকনাথ। যদি আপনার অভিমত হয়, তাহা হইলে সুতির সহিত সুরুচীর বিবাহ দিয়া আমি পুনরায় বিদেশে যাই; একবার দেশ দেশান্তরে অন্বেষণ করিয়া দেখি, আপনার যোগমায়াকে পাওয়া যায় কিনা। যদি না পাওয়া যায়, যদি বা যোগমায়া ইহার মধ্যে দেহত্যাগ করিয়া থাকে তবে—

তারকনাথের শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। তারকনাথের তখন আর স্পষ্ট বাক্য নির্গত হইতেছিলনা। সত্যবতীদেবী

সকলি বুঝিতে পারিলেন। যোগমায়ার মুখেও তিনি এরূপ কথা একদিন শুনিয়াছিলেন। যে যাতনা বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া তারকনাথ পুনঃ গৃহত্যাগের জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না! বহুদিন পরে তাঁহার যে স্নেহপুত্তলি তারকনাথ তাঁহার আশানুরূপ গুণে ও বিদ্যায় বিভূষিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছে, সে তারকনাথ কি যাতনায় পুনঃ গৃহত্যাগ করিতে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, তারককে নিকটে ডাকিয়া অতি স্নেহে তাহাকে বক্ষে ধারণ করিলেন; অতি কাতর স্বরে বলিলেন "বাপ্ আমার, তুমি অধীর হইওনা। আমার অন্তর—আমার মায়ার শোকে দগ্ধ হইতেছে; তুমি অধীর হইলে আমি আর বাঁচিব না! বাপ্ আমার, তুমি একটু স্থির হও। আমি স্মৃতিকে বলিতেছি; স্মৃতি আমার, স্থির, ধীরমতি। আমার স্মৃতি, আমার যোগমায়াকে আমার কোলে আনিয়া দিবার উপায় স্থির করিবে। আমার আত্মা এখনও স্থির আছে; আমার মায়া এখনও জীবিতা আছে।"

তারকনাথ। মা!—

"মা" বলিয়া তারকনাথ কি বলিতে যাইতেছিল। সত্যবতীদেবী আর বলিতে দিলেন না। তিনি বলিলেন "না বাপ্, আর কোন কথা বলিস্ না; আমার আহতপ্রাণে আর আঘাত করিস্ না। আমার স্মৃতিই আমার সকল বিপদের সম্বল।"

স্মৃতিধর। আর কেন ভায়া; আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি,

আমার বুদ্ধির উপর নির্ভর কর, আমার উপদেশমত চল। তাহা না করিয়া কেবল বুদ্ধি ভ্রংসের মত কার্য্য করিতে প্রয়াস।

সত্যবতী। বাপ্ স্মৃতি, আমার মায়াকে আমার কোলে আনিয়া দিবার উপায় কর।

স্মৃতিধর। মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, শীঘ্রই তাহার উপায় হইবে।

তারকনাথের তখন গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল। সত্যবতী দেবী যত্নে তাহা মুছাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন; তারকনাথ লজ্জায় নিজেই চক্ষু দুটি মুছিয়া ফেলিল। স্মৃতিধর একটু হাসিয়া বলিল—"হাঁ, তাই কর; চোখের জল মুছে ফেল; পুরুষের মত কার্য্য করিতে শিক্ষা কর।"

একাদশ তরঙ্গ।

দুই তিন দিনের মধ্যে অন্য কাহারো বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না; একটি নিরীহ প্রাণীতে সুধু একটু পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত পরিলক্ষিত হইল। যখন তারকনাথ মায়ের নিকট বসিয়া স্মৃতিধরের সহিত সুরুচীর বিবাহের প্রস্তাব করিতেছিল, তখন সুরুচী কি প্রয়োজনে পুনরায় মায়ের ঘরের দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সুরুচী ঘরে প্রবেশ করিবে এমন সময় দাদার মুখে "আমি স্মৃতির সহিত আমাদের সুরুচীর বিবাহ দিতে আপনার অভিমত চাহিতে আসিয়াছি"

কথাগুলি শুনিতে পাইল। সুরুচীর দক্ষিণ পা ঘরের ভিতর পড়িয়াছিল,বাম পা আর সরিল'না। সে ঘরের ভিতরের পা খানা, সরাইয়া আনিয়া, দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। মহাবিভ্রাট! তুমুল পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত! স্থির,নিশ্চল সরসি,উদ্বেলিত সীতাকুণ্ডে পরিবর্ত্তিত হইবার উপক্রম! সুরুচী কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলনা, চক্ষে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলনা। সুরুচী দেওয়াল ধরিয়া অনেকক্ষণ কাঁপিল। শেষে অনেক কষ্টে সেস্থান হইতে চলিয়া গিয়া বিজয়ার নিকট বসিল। বিজয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। সুরুচী কম্পিত স্বরে বলিল—"বিজয়া, আমি আজ আর কোন কাজ করিতে পারিব না; তুই কোনরূপে সেরে নে।" বিজয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া আপন মনে কাজ করিতে লাগিল।

সুরুচী পূর্ব্বে অসঙ্কোচে দাদাদের সম্মুখে যাইত; সে দিনের পর হইতে সুরুচীর আর সেরূপ নিঃসঙ্কোচ ভাব রহিল না। এই পরিবর্ত্তন কাহারও লক্ষ্যীভূত হইল না; স্মৃতিধর নানা চিন্তায় বিব্রত; এ সকল চিন্তা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছিল না। সুরুচীর ছোট আত্মাখানিতে এক নূতন পরিবর্ত্তন গোপনে সংঘটিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

বিশ্বরূপ অনেক দিনে, অনেক কষ্টে কাশীতে উপস্থিত হই-য়াছে। কাশীর দৃশ্য বিশ্বরূপের চক্ষে অতি মনোহর, অতিপবিত্র বলিয়া বোধ হইল। গঙ্গার উচ্চ পুলিনপ্রান্তে উচ্চ সৌধাবলি দণ্ডায়মান থাকিয়া, গঙ্গার স্বচ্ছ, নির্ম্মল বক্ষে দেহ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া, দর্পন প্রান্তে, রূপ-বৈভবে স্ফীতবক্ষ ধনীর ন্যায়, যেন স্বকীয় রূপ ও বৈভব স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়া, মৃদু মৃদু হাসিতেছে। নিম্নে জাহ্নবীর স্রোত উথলিয়া উথলিয়া বহিয়া যাইতেছে; তীরে মানবস্রোত বহিয়া চলিয়াছে; সোপানে তাপসগণ আত্মহারা হইয়া, সামসঙ্গীত স্রোত, নিম্নে জাহ্নবীরস্রোতে এবং তীরে মানবের কলস্রোতে মিশাইয়া দিতেছেন। বিশ্বরূপের চক্ষে তাহা পবিত্র বোধ হইল, বিশ্বরূপের কর্ণে তাহা পবিত্র বোধ হইল, বিশ্বরূপের হৃদয়ে তাহা মনোহর মোহকর বোধ হইল। বিশ্বরূপ কাশীতে আসিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাশী, কাশীবাসী, কাশীর সম্পদ, কাশীর সম্বল, যে সম্বলে কাশী স্ফীতবক্ষ, যে তপস্যা সম্বলে কাশী জগৎকে উপেক্ষা করিতেছে—তাহা দেখিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া আত্মাকে পবিত্র জ্ঞান করিতে লাগিল।

এই সময় শিরোমণিমহাশয়ও কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বিশ্বরূপের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া প্রথমেই একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন; তৎপরে কাশী হইতে বহির্গত হইয়া নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পুনরায় কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

এখন তিনি তাঁহার প্রিয় শিষ্য রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। গঙ্গাস্নান, শিবার্চ্চনা ও ধ্যানাদির সহ জগতের দুঃখীর দুঃখ মোচনও তাঁহার তপস্যার এক অঙ্গ। তিনি কাশীতে আসিয়া বৈভবশালী শিষ্যের বৈভবময় অট্টালিকায় বাস করিতে করিতে, গঙ্গাস্নান ও শিবার্চ্চনারসহ কাশীর পথপ্রান্তশায়ী রোগী-শোকী-দুঃখীর রোগ-শোক-দুঃখ মোচন করিয়া তাঁহার কাশীক্ষেত্রের তপস্যা কার্য্য সাধন করিতেছেন। রাজা শিবকিঙ্কর রায় উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য। শিষ্য গুরুর তপস্যাকার্য্যের যথা বিহিত উপায় বিধান করিয়া দিতেছেন।

বিশ্বরূপ কাশীতে আসিয়া চারিদিক দেখিয়া ঘুরিতেছে। সে রাত্রিতে কোন মন্দীরের উপান্তে শুইয়া থাকে; প্রভাতে গঙ্গা পুলিনে গিয়া কাশীর প্রাভাতি শোভা, প্রাভাতি তপস্যা দেখিয়া প্রভাত কাটাইয়া থাকে। আজ প্রভাতে গঙ্গা পুলিনে আসিয়া, বিশ্বরূপ অনিমেষ নয়নে সচন্দন-জবাদল-বিল্বপত্র-পরিশোভিতাঙ্গী জাহ্নবীর তরলরূপময় প্রবাহদেহ নিরীক্ষণ করিতেছে, ভাবস্তম্ভিত হৃদয়ে তাপসগণের মধুর সামসঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে; এমন সময় হঠাৎ এক শ্বেতকেশ, শ্বেতশ্মশ্রু পরিশোভিত, ওজস্বান্ বৃদ্ধ তাপস তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইলেন। রক্তচন্দনপরিশোভিতললাট, রুদ্রাক্ষবিদূলিতবক্ষ বৃদ্ধ তাপস, শিবপূজা সমাপন করিয়া তীরে উঠিয়া আসিতেছিলেন। তাপসকে দেখিয়া বিশ্বরূপের হৃদয় যেন হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। বৃদ্ধ তাপসের প্রকৃতিদত্ত রূপই ওজস্বান্ ছিল; তাহাতে, গঙ্গাস্নানপবিত্র, রক্তচন্দনচর্চ্চিত বপুতে অরুণকিরণ নিপতিত হওয়ায়, তাপসকে আরো ওজস্বান্ দেখাইতে ছিল।

বিশ্বরূপ একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে এই ওজস্ব'ন্ রূপ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ বিশ্বরূপ তাপসকে চিনিতে পারে নাই; অনেক দিনের অদর্শন;—অনেকদিনের অদর্শনে, বিশ্বরূপ প্রথম দর্শনে পিতাকে চিনিতে পারে নাই; কিঞ্চিৎ পরেই চিনিতে পারিল। প্রভাতে গঙ্গা পুলিনে পিতার দেবরূপ দর্শনে বিশ্বরূপের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, দেহ অবশ হইয়া আসিল। পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িতে বিশ্বরূপের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। বিশ্বরূপের অবশ দেহ, প্রাণের আদেশে পিতার চরণে গিয়া পড়িতে পারিল না। শিরোমণিমহাশয় কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, তাঁহার আরাধ্য দেবের আরাধ্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নগরাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন।

বিশ্বরূপ কিয়ৎক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দ্রুতপদে পিতার অনুসরণ করিল। শিরোমণি "জয় শিব-শম্ভু-শঙ্কর!" বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেছেন, কোনদিকে লক্ষ্য নাই। অনেক্দূর গিয়া তিনি হঠাৎ একবার দাঁড়াইলেন। বিশ্বরূপও কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। চলৎশক্তি রহিত এক কুষ্ঠ রোগী পথ প্রান্তে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল। শিরোমণি মহাশয় সে আর্ত্তনাদ শুনিয়াই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আর্ত্তের নিকটে দাঁড়াইয়া তিনি কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; বিশ্বরূপ দূরে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতে ছিল। অনেকক্ষণ কি জিজ্ঞাসা করিয়া শিরোমণি মহাশয় সেই কুষ্ঠরোগীকে স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন। সে রুদ্ররূপ দেখিয়া বিশ্বরূপের মোহ জন্মিল! "বাবা—আমি—আমি—আপনার নরাধম সন্তান আমি আপনার মহত্ত্ব বুঝিব কি? আমি বৈষ্ণবত্বের ভাণ করিয়া

আপনার মহিমা বুঝিতে না পারিয়া, নরকজ্বালা ভোগ করিতেছি! আপনার এই রুদ্ররূপে যে বৈষ্ণবত্ব ভাসিতেছে,—আপনার মহান শৈবত্বে যে মহান্ বৈষ্ণবত্ব জড়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহা এ নরাধম বুঝিবে কি?" বিশ্বরূপ বলিতে বলিতে অবসাদে পথপ্রান্তে ধরায় বসিয়া পড়িল। শিরোমণি মহাশয় সেই কুষ্ঠগ্রস্তকে স্কন্ধে বহন করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। বিশ্বরূপ অনেকক্ষণ পরে আবার উঠিয়া বেগে তাঁহার অনুসরণ করিল। তখন শিরোমণি মহাশয় প্রিয়শিষ্য শিবকিঙ্করের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা গুরুকে কুষ্ঠরোগী স্কন্ধে করিয়া আসিতে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া, গুরুরস্কন্ধ হইতে রোগীকে নিজ স্কন্ধে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে আরো অনেক রোগী শোকীর সংগ্রহ হইয়াছিল। রাজা কুষ্ঠরোগীকে তাহাদের পার্শ্বে যথাবিহিত স্থানে স্থাপন করিলেন।

বিশ্বরূপ দৌড়িয়া রাজার বাটীর দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়াছিল; দ্বারে আসিয়া আর বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিল না। বিশ্বরূপ বিস্মিত নয়নে দ্বার প্রান্তে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া "বাবা তবে এই বাটীতে বাস করিতেছেন" বলিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদাস হৃদয়ে, উদ্দেশ্যবিহীন পথে, কাশীর প্রান্তে, উপান্তে, পল্লিতে, চটিতে, গঙ্গাতীরে, যত্রতত্র ভ্রমণ করিতে চলিল।

সমস্তদিন অনাহারে কাশীর পথে পথে ভ্রমণ করিয়া সায়াহ্নের পূর্ব্বে বিশ্বরূপ আবার রাজা শিবকিঙ্কর রায়ের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। তখন তাহার বাসনা হইয়াছিল—"একবার গিয়া পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িব; পিতার চরণ তাপদগ্ধ

অনুতপ্তের উত্তপ্ত অশ্রুধারায় সিক্ত করিয়া, পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।” কিন্তু তাহার এই বাসনা পূর্ণ হইল না। বিশ্বরূপ অবসন্ন দেহে অনেকক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইল না; অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া একবার বাটীতে প্রবেশ করিবে মনে করিল, এমন সময় রাজা বাটীর বাহিরে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিশ্বরূপ একটু কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়, এ বাটীতে নবদ্বীপভূষণ সিদ্ধেশ্বর শিরোমণি মহাশয় থাকেন? তাঁহাকে আজ প্রভাতে এ বাটীতে দেখিয়াছিলাম ”

রাজা। হাঁ, তিনি এ বাটীতেই অবস্থান করিয়া থাকেন। তাঁহাকে কেন অনুসন্ধান করিতেছেন?

বিশ্বরূপ। একবার তাঁহার চরণ দর্শন করিব, বাসনা ছিল।

রাজা। এখন তিনি নগর ভ্রমণে গিয়াছেন। কাল প্রভাতে আসিলে তাঁহার চরণ দর্শন পাইতে পারেন।

রাজা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন। বিশ্বরূপ হতাশ হৃদয়ে আরো কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে আবার উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে নগরেরর পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং অবশেষে সন্ধ্যার সময় গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল।

গঙ্গা তীরে এক স্থানে কতকগুলি পথগামী স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া গঙ্গার পুলিনপ্রান্তে কি দেখিতেছিল। বিশ্বরূপ সেই জনতার নিকটে গেল। নিকটে গিয়া দেখিল পথিকেরা অনিমেষনয়নে গঙ্গার পুলিনোপবিষ্ট এক নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতেছ। সন্ন্যাসী অতি অল্প বয়স্ক। তাহার যৌবনের উন্মেষমাত্র হইয়াছে মুখেগুম্ফ শ্মশ্রুর চিহ্নমাত্র নাই; শিরে ভস্মবিভূষিত জড়িত জটা; পরিধান

ধূলি-ভস্ম-ধূসরিত গৈরিক আলেখেল্লা; সম্মুখে একটি কমণ্ডলু, পার্শ্বে একটি দণ্ড। সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ কপোল স্থাপন করিয়া, অনিমেষ নয়নে আকাশের প্রতি চাহিয়া মৃদু তানে কি গান গাহিতেছিল। পথিকেরা দাঁড়াইয়া, অবাক হইয়া অনিমেষ নয়নে এই অপরূপ নবীন সন্ন্যাসীর রূপ দেখিতেছিল এবং সন্ন্যাসীর গান শুনিতেছিল। বিশ্বরূপও তাহাদের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ পরে শিরোমণি মহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীর গান শুনিয়া শিরোমণি মহাশয়ও একবার দাঁড়াইলেন। শিরোমণিমহাশয়কে সেখানে জনতার পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া, বিশ্বরূপ একটু কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একটু অন্তরে সরিয়া গিয়া তাঁহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। বিশ্বরূপের কর্ণে সন্ন্যাসীর সঙ্গীত কতদূর ধ্বনিত হইতেছিল বলা যায় না; বিশ্বরূপ একদৃষ্টে পিতার দিকেই চাহিয়াছিল। শিরোমণি মহাশয় তখন আত্মহারা হইয়া অনিমেষ নয়নে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া, সন্ন্যাসীর সঙ্গীত শুনিতেছিলেন। সন্ন্যাসী গাইতেছিল ঃ—

সান্ধ্য সমীরে, অতি ধীরে ধীরে,
ঐ ভেসে যায়, ঐ ভেসে যায়;
ঐ কে মলিনা, জীর্ণ কায়া, দীনা,
কোথা ভেসে যায়,—কাহারি আশায়?
অসীম অম্বর, অকুল সাগর,
কিরূপে গো পার পাইবে তায়?

কে আমি, ভাসিয়ে চ'লেছি কোথা,
কি বিষম মম হৃদয়ে ব্যথা,
অকুল পাথারে, যাব কোন্ পারে,
জানিতে তোমার ব্যাকুল অন্তর ?
ব'লে যাই, তাহে যেন আঁখি নীরে,—
মম দুখে,—বুক নাহি ভেসে যায়।

শৈশবের কথা, ভাসা, মনে পড়ে ;
মা মোর বসুধা, অতীব আদরে—
হেরি বড় আশা, আঁখি ভাসা ভাসা,—
ডাকিত আমায় বলিয়া "কুয়াসা" ;
আমি, হেলি টল টল্ ধরিয়ে অঞ্চল,
ছিলাম জড়ায়ে, সোহাগে মায়েরে ;
মা ভাসিত সুখে, হেরি "কুয়াসায়"।

যৌবন-পবন বহিল বেগে ;
পরিণত আমি হলেম "কাল মেঘে"
হেরি রূপ মোর, আনন্দে বিভোর ;
পিতা, যত্ন ক'রে হরিষ অন্তরে,
শৈলেশের সহ দিলেন বিবাহ';
দিয়েছিলেন স্থান, শৈলেশ পায়।
কি বলিব আর কপালের দোষ,
বিধাতার হ'লো বিনা দোষে রোষ !
আমার, আশা না পুরিতে, তীব্র ঝঞ্ঝাবাতে,

তীব্র ব্যথা দিয়া, দীর্ণ করি হিয়া,
আশার সম্বল, শৈলেশের পদ
হইতে আমায়,— হায়! বুক ফেটে যায়!—
করিয়া বঞ্চিত চিরদিন তরে—
অকুল আকাশে ভাসাল আমায়।

আমি ভ্রমি বহুদেশ, সুস্থান কুস্থান,
শৈলেশের মম করেছি সন্ধান;
হায়! পথ ভু'লে গেছি, ভ্রমি মিছামিছি;
অদৃষ্টে আমার নাহি নাহি—আর
শৈলেশ চরণ পাইতে দর্শন;
আমায়, ভাসায়ে নিতেছে এলোমেলো বায়।

তপনের তীব্র, অতি তীব্র তাপে,
জীর্ণ, শুষ্ক দেহ, দেখ এই কাঁপে;
আমার, ফুরায়েছে আশা সুখের পিয়াসা;
সকলি কু-আশা! স্বপনের ভাষা!
এক আশা সুধু করিছে "কুয়াসা"
যেন, অন্তে দেহ হইয়া প্রবাহ,
প্রবাহের সনে, মিশি কোন দিনে,
তীর ভূমি বাহি সাগরে মিশায়।

কিন্তু ভয় ভাবি মনে, কপালের গুণে,
প্রতিকুল বায়, ঠেলিয়া হেলায়,

শীর্ণ অঙ্গ নিয়ে বুঝিবা মিশায়
উত্তপ্ত মরুর তপ্ত বালুকায়!
সান্ধ্য সমীরে অতি ধীরে ধীরে—
ঐ ভেসে যায়! ঐ ভেসে যায়—

সন্ন্যাসী নীরব হইল। নীরবে সন্ন্যাসীর সঙ্গীত স্রোত জাহ্নবীর স্রোতে মিশিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে জাহ্নবীর স্রোতের প্রতি নয়ন ফিরাইল। জাহ্নবীর স্রোত অবিরাম গতিতে বহিয়া যাইতেছে। সন্ন্যাসীর নয়ন দুটি সেই অবিরাম স্রোতের প্রতি চাহিয়া মুদিয়া আসিতেছিল কি না, অন্ধকারে তাহা দেখা যাইতেছিল না। পথিকেরা সন্ন্যাসীকে অনেকক্ষণ নীরব দেখিয়া একে একে চলিয়া যাইতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বিশ্বরূপ পূর্ব্ববৎ বাবার প্রতি অনিমেষ দৃষ্টি রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইল; একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"মা! এই তোমায় শেষ দেখা! এখন যাই;—উষার পূর্ব্বে আবার আসিব।" সন্ন্যাসী আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু তুলিয়া লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল। শিরোমণি মহাশয় "ওঃ! কি নিরাশার বিষাদ সঙ্গীত! আমাকেও উষার পূর্ব্বে এখানে আর একবার আসিতে হইবে" বলিয়া কোন্ দিকে কোন্ পথে চলিয়া গেলেন। বিশ্বরূপ অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া "তবে আমিও উষার পূর্ব্বে এখানে আবার আসিব" বলিয়া নিশা যাপনের জন্য নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

সে দিন অমাবস্যার নিশা ছিল। উষার পূর্ব্বক্ষণেও গাঢ় অন্ধকার। পিতার কথা ভাবিয়া, পিতার মহিমা ভাবিয়া, পিতার সে দিনের ব্যবহার ভাবিয়া, সন্ধ্যাকালের সন্ন্যাসীর ঘটনা ভাবিয়া, বিশ্বরূপের সে রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই। বিশ্বরূপ উষার অনেক পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল। চারিদিক অন্ধকারময়। দূরে মনিকর্ণিকায় কয়টা চিতা জ্বলিতেছিল। সেই চিতাগ্নি শিখা যমকিঙ্করের জিহ্বারূপে লক্ লক্ করিতেছিল। তাহা হইতে একরূপ ভীতিপ্রদ আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে-ছিল। বিশ্বরূপ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া প্রথমে একটু ভীত হইল কিন্তু তখন বিরাগে তাহার জীবনের উপর তত বেশী মমতা ছিলনা। বিশ্বরূপ, সাহসে বুক বাঁধিয়া মণি-কর্ণিকার চিতালোর সহায়ে, সন্ধ্যায় যেখানে সন্ন্যাসীকে দেখিয়া গিয়াছিল, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ অবাক্ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। গঙ্গাপুলিন প্রান্তে সেই সন্ন্যাসী গঙ্গাপ্রমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহি-য়াছে; মণিকর্ণিকার চিতাগ্নি সমুথিত সেই ভৌতিক আলোক সন্ন্যাসীর মুখে ও সর্ব্বাবয়বে পতিত হইতেছে! বিশ্বরূপ চারিদিক চাহিয়া দেখিল। দূরে একটা বৃক্ষান্তরালে আর একজন কে দাঁড়াইয়া আছেন। বিশ্বরূপ অনুমানে বুঝিতে পারিল, শিরোমণি মহাশয়ই সন্ধ্যা কালের বাক্যানুযায়ী এখানে আসিয়া, বৃক্ষান্তরালে দাঁড়াইয়া, সন্ন্যাসীর কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। বিশ্বরূপও

আর একটা বৃক্ষান্তরালে গিয়া সন্ন্যাসীর এবং পিতার কার্য্য পরম্পরা পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল।

সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া, জড়িত, কম্পিত স্বরে "মা! মা!" বলিয়া উঠিল। বিশ্বরূপ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখান হইতে সন্ন্যাসীর জড়িত, কম্পিত স্বর-সমুত্থিত "মা! মা!" রব অতি অস্পষ্টই শুনিতে পাইল। সন্ন্যাসী এখন কিছু বলিতে আরম্ভ করিয়াছে বিশ্বরূপ তাহা বুঝিতে পারিল। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসীর কথা স্পষ্টরূপ শুনিবার উদ্দেশ্যে, পিতার দৃষ্টির অলক্ষ্যে, অন্ধকারের সহায়ে সরিয়া সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী আর একটা বৃক্ষান্তরালে আসিয়া দাঁড়াইল। এখান হইতে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসীর কথা স্পষ্টতর শুনিতে লাগিল। সন্ন্যাসী বলিতেছিল;—

"মা! এসেছি! আজ জনমের মত তোমার কুলে এসেছি; আমায় কোলে তু'লে নেও মা! মা, তুমি বিষ্ণুর শীতল, পবিত্র পাদপদ্ম হইতে বহিয়া আসিতেছ, তোমার কোলে আমার তপ্ত প্রাণ শীতল হইবে; মা! বাবার মুখে শুনেছি, তোমার শীতল,পবিত্র স্রোত গোমুখী হইতে বহিয়া, অবিরাম প্রবাহে অনন্ত কাল ব্যাপিয়া সাগরপানে চলিয়াছে; পথে এই কাশীতে বিশ্বেশ্বরের পদমূল বিধৌত করিয়া সাগরে গিয়া মিশিয়া যাইতেছে। মা, আমার হৃদয় কাশীতেও বিশ্বেশ্বরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল; আমার চিত্ত গোমুখী হইতেও বাসনাস্রোত বহিয়া চলিয়াছিল; আমার বিশ্বেশ্বরের পদযুগল বিধৌত করিয়া আমারও বাসনা স্রোত সাগর পানে ধাবিত হইয়াছিল। কিন্তু মা, আমার হৃদয়-কাশী এখন শূন্য! আমার বিশ্বেশ্বর মন্দির ছাড়িয়া কোথায় লুকাইয়াছেন! আমার বাসনা স্রোত বিশ্বেশ্বরের পাদ স্পর্শ

করিতে না পাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিতেছে,—সাগরে গিয়া মিশিবার পথ পাইতেছেনা। তাই মা, আজ তোমার তীরে আসিয়াছি;—তোমার শীতল স্রোতে আমার বাসনা স্রোত মিশাইয়া দিতে আসিয়াছি; আমার বাসনাস্রোত সাগরে মিশা-ইয়া দিও মা! আমাকে শীতল করিও মা! আমার আশা তৃষ্ণার নিবৃত্তি করিও মা! আমাকে কোলে তুলিয়া লইও মা!

শুনেছি কাশীতে মরিলে লোক নীরয়গামী হয় না; তাহাতে তোমার অঙ্কে দেহত্যাগ ঘটিলে যমদূত নিকটে আসিতে পারে না। মা, আমি বড় আশায় তোমার তীরে এসেছি! মা, আমি বড় যাতনায় তোমার তীরে এসেছি! আমাকে কোলে তুলিয়া লও মা! আমাকে নীরয়ে ফেলিয়া দিওনা মা! তীব্র তাপে বড় তপ্ত হয়েছি মা! তোমার শীতল কোলে স্থান দিও মা! একটু শান্তি প্রদান করিও মা!"

সন্ন্যাসী জাহ্নবী বক্ষে পতিত হইল! বিশ্বরূপ "আত্ম হত্যা! আত্মহত্যা!" বলিয়া সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ লম্ফপ্রদান করিল।

শিরোমণি মহাশয় এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মর্ম্মের নিরাশার করুণ নাদ স্থিরচিত্তে শুনিতেছিলেন; সন্ন্যাসীকে গঙ্গা বক্ষে ঝম্প প্রদান করিতে দেখিয়া, সন্ন্যাসী আত্মহত্যা করিতে যাইতেছে বুঝিতে পারিয়া, তিনিও সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিবার জন্য বেগে ধাবিত হইয়া ছিলেন, ইতিমধ্যে আর একটি লোককে সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝম্প প্রদান করিয়া গঙ্গা বক্ষে পড়িতে দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন;—"একি ব্যাপার! এলোকটা আবার কে?"

তখন, অমানিশার অন্ধকার প্রায় সরিয়া গিয়াছিল। পূর্ব্ব

দিকে ঊষা হাসিয়া দেখা দিতেছিল। শিরোমণি মহাশয় সত্বর পদে গঙ্গার স্রোত সান্নিধ্যে যাইতে যাইতে দেখিলেন,—শেষোক্ত লোকটি সাঁতার দিয়া,ডুবিয়া ডুবিয়া,সন্ন্যাসীর অন্বেষণ করিতেছে। লোকটি অল্পক্ষণ মধ্যেই সন্ন্যাসীর বস্ত্রাঞ্চলভাগ ধরিয়া তাহাকে স্রোতের উপর তুলিয়া তীর সান্নিধ্যে টানিয়া আনিতে লাগিল। শিরোমণি মহাশয় যখন স্রোত প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তখন লোকটি অতি পরিশ্রান্ত হইয়া সন্ন্যাসীকে লইয়া তীরের নিকটে আসিয়াছে। শিরোমণি মহাশয় নিকটে গেলে সে বলিল "একবার আপনি ধরুন্, আমি একা আর তুলিতে পারিতেছি না।" দুজনে ধরিয়া সন্ন্যাসীকে তীরে তুলিলেন। সন্ন্যাসীর তখন চেতনা ছিল না।

তীরে তুলিয়া শিরোমণি মহাশয় বলিলেন "গায়ের কাপড় গুলি খুলিয়া ফেল। সন্ন্যাসী অচেতন; ভিজে কাপড় গায়ে থাকিলে চেতনা সম্পাদন করা সহজ হইবে না।" বিশ্বরূপ সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় খুলিতে গেল। বিশ্বরূপ নিজেও পরিশ্রমে এবং শীতে কাঁপিতেছিল। বিশ্বরূপ কাঁপিতে কাঁপিতে সন্ন্যাসীর গায়ের কাপড় খুলিতে গেল। বিশ্বরূপ প্রথমে সন্ন্যাসীর আলেখেল্লা খুলিয়া ফেলিল। সন্ন্যাসীর বুকের উপর আর একটা কাপড় দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ রহিয়াছে। বিশ্বরূপ বুকের দৃঢ়বদ্ধ কাপড় খুলিতে লাগিল। অর্দ্ধেক খোলা হইলে বিশ্বরূপ হঠাৎ চমকিয়া,বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে সরিয়া দূরে দাঁড়াইল। শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি? কি হয়েছে?" বিশ্বরূপ— "এ পুরুষ নয়—সন্ন্যাসী নয়" বলিয়া বিস্ফারিত নয়নে পিতার মুখ পানে চাহিল। শিরোমণি মহাশয় নিকটে গেলেন।

তখন ঊষার আলোকে চারিদিক্ হাসিয়া উঠিয়াছিল। শিরোমণি মহাশয় ঊষার আলোকে সন্ন্যাসীর মুখখানি দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন "একি! একি! আমার যোগমায়া! যোগমায়া সন্ন্যাসী!"

বিশ্বরূপ পিতার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বলিল—"বাবা, আমি আপনার হতভাগ্য বিশ্বরূপ!"

শিরোমণি। কি! তুমি বিশ্বরূপ! সন্ন্যাসী আমার যোগমায়া! এই কাশী! এই গঙ্গাতীর! এই ঊষাকাল! শিব-শিব! স্বয়ম্ভো-স্বয়ম্ভো! শঙ্কর-শঙ্কর!—

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

রাজা শিব কিঙ্কর রায়ের নিয়ম ছিল,—তিনি ঊষার প্রাক্কালে কিয়ৎক্ষণ তন্ময়চিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনা করিতেন; তৎপরে সূর্য্যোদয় হইলে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। তাঁহার গুরুদেবের এ বাটীতে আগমনের পর হইতে রাজা আরাধ্য দেবের আরাধনা সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রায়ই দেখিতে পাইতেন, গুরুদেব গঙ্গাস্নান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তখন তিনি কায়মনোবাক্যে গুরুর চরণ পূজা করিয়া তৎপরে গঙ্গাস্নানে যাইতেন। আজ রাজা আরাধ্যদেবের আরাধনা সমাপন করিয়া বাহিরে আসিয়া গুরুদেবকে দেখিতে পাইলেন না। কাল সন্ধ্যার সময় যে লোকটি গুরুদেবের অনুসন্ধান করিয়াছিল, সে নীচে বৈঠকখানার দ্বারে মলিন বদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রাজা তাহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার গুরুদেবের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইয়াছে?"

লোক। আজ্ঞে, তাঁহার চরণ দর্শন করিতে পাইয়াছি।

রাজা। তিনি এখন কোথায় ?

লোকটি গৃহের অভ্যন্তরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিল "তিনি ভিতরে আছেন।" বৈঠকখানার কয়টি ক্ষুদ্র বাতায়ন ভিন্ন সকল দ্বার গুলিই বন্ধ ছিল। যে দ্বারের নিকটে লোকটি দাঁড়াইয়াছিল, রাজা সেই দ্বার পথে গুরুর চরণ পূজার্থ গৃহে প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন; লোকটি রাজাকে কাতরবচনে নিষেধ করিয়া বলিল—"আপনার গুরুর আদেশ, এ গৃহে এখন কেহ প্রবেশ করিতে পারিবে না। সেই জন্য আমাকে এখানে দণ্ডায়মান থাকিতে আদেশ করিয়াছেন।" রাজা গৃহপ্রবেশ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে ভাবিলেন "বোধ হয় গুরু আমার কোন রোগীর শুশ্রূষায় নিরত আছেন; যখন গৃহে প্রবেশের আদেশ নাই,তখন আর কিছুতেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারি না; গুরু আমার আপন ইচ্ছানুসারে আপনিই আমাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন।" রাজা দ্বার হইতে সরিয়া নীচে প্রাঙ্গণে পদচারণ করিতে লাগিলেন। রাজার আর সে দিন সূর্য্যোদয়ে গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইল না। রাজা বাহিরে প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতে করিতে গুরুর গৃহ নিষ্ক্রমণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সূর্য্যোদয় হইল; সূর্য্য আকাশের অনেক উপরে উঠিল, গুরু বাহিরে আসিলেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে দ্বারস্থ লোকটিকে গৃহাভ্যন্তরে ডাকিতে ছিলেন; সে আদিষ্ট কার্য্য সমাপন করিয়া পুনরায় আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইতে লাগিল। রাজা দেখিয়া অনুমান করিলেন এ লোকটি নিশ্চয়ই গুরুর পরিচিত। যাহা হউক, রাজা তাহাকে তাহার পরিচয়

কিম্বা গৃহাভ্যন্তরে গুরু সংগোপনে কি করিতেছেন, তাহার কিছুই জিজ্ঞাসা না করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রাঙ্গণে পদচারণ করিতে লাগিলেন। রাজার বিশ্বাস ছিল গুরু বাহিরে আসিয়া নিশ্চয়ই তাঁহাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা জানাইবেন।

বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন; গুরু বাহিরে আসিতেছেন না। রাজার একটু উৎকণ্ঠা বোধ হইতে লাগিল। ব্যাপার নিশ্চয়ই গুরুতর, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজা উৎকণ্ঠায় আরো কিয়ৎক্ষণ প্রাঙ্গণেই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। প্রায় সার্দ্ধ দ্বিপ্রহরের সময় গুরুদেব দ্বারস্থ লোকটিকে গৃহাভ্যন্তরে ডাকিয়া তাহাকে তথায় রাখিয়া বাহিরে আসিলেন; বাহিরে আসিয়া রাজাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার স্নানাহার হইয়াছে?"

রাজা। এতক্ষণ শ্রীচরণ পূজা করিতে পাই নাই।

রাজা গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন। গুরু শিষ্যকে সাদরে তুলিয়া বলিলেন "চল, গঙ্গাস্নানে যাই। আমার এখন পর্য্যন্ত গঙ্গাস্নান হয় নাই। এ গৃহে যেন এখন অপর কেহ প্রবেশ করিতে না পারে তাহার বন্দোবস্ত কর।" রাজা গুরুর আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিলেন। তৎপরে গুরু-শিষ্য গঙ্গাস্নানে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে রাজা মনে করিতেছিলেন—"গুরু আমার, এখন সমস্ত ঘটনা সেবককে জানাইবেন।" কিন্তু গুরু কিছুই বলিলেন না। তিনি গম্ভীর বদনে কি ভাবিতে ভাবিতে গঙ্গাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে গঙ্গাস্নান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে গুরু শিষ্যকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া পুনরায় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহাভ্যন্তরস্থ লোকটি বাহিরে আসিল। বাহিরে

আসিয়া "আমিও গঙ্গাস্নান করিয়া আসি" বলিয়া গঙ্গাভিমুখে চলিয়া গেল।

অতি সত্বর সে গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া আবার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। গুরু পুনরায় বাহিরে আসিলেন। গুরু শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া জলযোগাদি করিতে গেলেন। গুরু জানিতেন তাঁহার আহারাদি না হইলে শিষ্য জল গ্রহণ করিবেন না। গুরু জলযোগ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন "বাবা, অদ্যকার ঘটনা দেখিয়া তুমি হয়ত বিস্মিত হইয়াছ। সময়ে তোমার নিকট সমস্ত ঘটনাই প্রকাশ করিব,—এখনও সবিশেষ অবগত হইতে পারি নাই। তুমি এখন এক কার্য্য কর;—ঐ ঘরে যে ছেলেটি আছে সে ব্রাহ্মণ; তুমি যেমন আমার স্নেহের, ছেলেটিও আমার তদ্রূপ স্নেহের। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হইয়া ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া আহারাদি সমাপন্ন কর। কোনরূপ চিন্তা করিও না, সময়ে সমস্তই জানিতে পারিবে।"

রাজা মস্তক অবনত করিলেন। গুরু পুনরায় সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ যুবক বাহিরে আসিল। রাজা অতি সমাদরে, অতি যত্নে তাহাকে আহারাদি করাইয়া নিজেও যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

গঙ্গা বক্ষে ঝম্প প্রদানের পূর্ব্বেই যোগমায়ার দেহ অবশ হইয়া আসিয়াছিল; সুতরাং গঙ্গা বক্ষে পতিত হইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই যোগমায়া হতচেতনা হইয়া পড়ে। যখন পিতা পুত্রে যোগমায়াকে তীরে তুলিয়াছিলেন তখন যোগমায়া সম্পূর্ণ হৃত-চেতনা। পিতা পুত্রে যোগমায়াকে রাজার বাটীতে আনিয়া তাহার

চেতনা সম্পাদনের জন্য পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন। বেলা সার্দ্ধদ্বিপ্রহরান্তে যোগমায়ার একবার একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল; যোগমায়া একবার নয়নোন্মেষ করিয়া চাহিয়াছিল কিন্তু তখন কাহাকেও চিনিতে পারে নাই। শিরোমণি মহাশয় তাহার চক্ষে মনোবিকারের লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিত্ত স্থৈর্য্য সম্পাদনের জন্য তিনি তৎক্ষণাৎ একটি কি মহৌষধী প্রয়োগ করিয়া যোগমায়াকে নিদ্রিতা করিয়া ফেলিলেন। যোগমায়া নিদ্রাভিভূতা হইলে তিনি বিশ্বরূপকে ডাকিয়া যোগমায়ার নিকটে বসাইয়া,রাজার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। এখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; যোগমায়ার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইতেছে। শিরোমণিমহাশয় অতি যত্নে কন্যার অবসন্ন মস্তকটি ধীরে ধীরে তুলিয়া উরুদেশে স্থাপন করিলেন; তাহার মুখখানি নয়নের সম্মুখে রাখিয়া অনিমেষনয়নে তাহা দেখিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে "শিব! স্বয়ম্ভো!" বলিয়া এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন।

যোগমায়া স্বপ্ন দেখিতেছিল,—যেন গঙ্গা বক্ষে ঝম্পপ্রদান করিয়া তাহার তপ্ত দেহ শীতল হইয়াছে। শীতলস্রোতোময়ী গঙ্গা যেন তাহাকে ভাসাইয়া কোন্ এক শান্তিময় প্রদেশে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। সেখানে যেন তাহার সৌম্যাকায়, মহর্ষি পিতা বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, যোগমায়াকে দেখিতে পাইয়া যেন তিনি যত্নে ও স্নেহে কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এখন যেন যোগমায়া পিতার পবিত্র উরুদেশে অবসন্ন মস্তক রাখিয়া কত শান্তি, কত সুখ অনুভব করিতেছে। পিতা যেন ছল ছল নয়নে তাহার মুখ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া

রহিয়াছেন। যোগমায়া স্বপ্ন-ঘোরে ডাকিল—"বাবা!" বাবা উত্তর দিলেন—"কেন—মা?" যোগমায়ার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। যোগমায়া চাহিয়া দেখিল তাহার সৌম্যমূর্ত্তি মহর্ষি পিতা ছল ছল নয়নে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। যোগমায়া আবার ডাকিল—"বাবা!"

বাবা উত্তর দিলেন—"কেন—মা?"

"বাবা, আমি কোথায়?"

"মা, তুমি আমার অঙ্কে।"

"তুমি, কোথা বাবা?"

"আমি এই তোমার নিকটে।"

"বাবা, এই কি স্বর্গ?"

"মা, আর একটু ঘুমাও।"

শিরোমণি মহাশয় কন্যার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যোগমায়া আবার ধীরে ধীরে চক্ষু দুটি মুদ্রিত করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার যোগমায়ার তন্দ্রা ভাঙ্গিল। যোগমায়া আবার নয়নোন্মীলিত করিয়া দেখিতে পাইল, তাহার পিতা পূর্ব্ববৎ তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। যোগমায়া মনে করিল—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি। যোগমায়া আবার ডাকিল "বাবা"! শিরোমণি মহাশয় পূর্ব্ববৎ "কেন—মা" বলিয়া উত্তর দিলেন। স্বপ্ন নয়, যোগমায়া তখন তাহা বুঝিতে পারিল। যোগমায়া কোথায় আছে, কি অবস্থায় এখানে আসিয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। যোগমায়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আপনি আমাকে আগুলিয়া বসিয়া আছেন?"

শিরোমণি। হাঁ, মা; আমি তোমাকে আগুলিয়া বসিয়া আছি।

যোগমায়া। বাবা, এই কোন্ স্থান?

শিরোমণি। মা, এই কাশী।

যোগমায়া। কাশী! আপনি এখানে কিরূপে আসিলেন?

শিরোমণি। তুমি সুস্থ হও, তাহা পরে বলিব।

যোগমায়া। বাবা, এই বাড়ী কাহার?

শিরোমণি। এই বাড়ী আমার শিষ্যের।

যোগমায়া। আমি এখানে কিরূপে আসিলাম, বাবা?

শিরোমণি। তাহাও পরে বলিব।

যোগমায়া। কাশীতে গঙ্গা আছে;—না, বাবা?

শিরোমণি। হাঁ, আছে।

যোগমায়া। বাবা, সে কত দূর?

শিরোমণি। বেশী দূরে নহে।

যোগমায়া। বেশী দূরে নহে!

যোগমায়া ভয়ে ও বিস্ময়ে যেন কি বলিতেছিল। বোধ হয় তাহার পূর্ব্ব রজনীর ঘটনা ক্রমে ক্রমে স্মৃতি পথে উদিত হইতেছিল। শিরোমণি মহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া আবার যোগমায়ার অঙ্গে হাত বুলাইতে লাগিলেন। যোগমায়া বিস্মিত নয়নে কি ভাবিতে ভাবিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

যোগমায়া ঘুমাইলে শিরোমণি মহাশয় একবার বাহিরে আসিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বিশ্বরূপ ও রাজা শিব কিঙ্করের মধ্যে কি কথোপকথন হইতেছে। শিরোমণি মহাশয় তাহাদের নিকটে গিয়া রাজাকে বলিলেন "বাবা, তুমি এখন

তোমার আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক শয়ন কর গিয়ে। আমি আজ তোমার সহিত বিশেষ কথোপকথন করিতে পারিব না।" এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা গুরুকে নীচে রাখিয়া উপরে যাইতে সাহসী হইলেন না। বৈঠকখানার পার্শ্বে যে গৃহে সিংহ মহাশয়ের দপ্তর ছিল, তিনি সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া সান্ধ্যাহ্নিকাদির এবং রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। শিরোমণি মহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া যোগমায়াকে নিদ্রিতা দেখিয়া বিশ্বরূপকে নিকটে ডাকিয়া তাহার গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস জিজ্ঞাসা করিলেন। বিশ্বরূপ নয়ন জলে বুক ভাসাইতে ভাসাইতে তাহার দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল।

ঘায়উ অনেক পূর্ব্বে যোগমায়ার ঘুম ভাঙ্গিল। যোগমায়ার ঘুম ভাঙ্গিলে পূর্ব্ব রজনীর ঘটনা স্পষ্টরূপে তাহার স্মরণপথে পতিত হইতে লাগিল। যোগমায়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিল তাহা তাহার বেশ মনে হইল। তাহার পিতা তাহাকে গঙ্গা বক্ষ হইতে তুলিয়া আনিয়াছেন তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিল। সে অতি কাতরভাবে একবার নয়ন দুটি খুলিল। শিয়রে বাবা বসিয়া রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া "বাবা-বাবা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। শিরোমণি মহাশয় —"মা, এখন কাঁদিও না, একটু স্থির হও" বলিয়া যোগমায়ার চক্ষু দুটি মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। যোগমায়া স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল। উঠিয়া দেখিতে পাইল—আর একটি লোক, বাবার পার্শ্বে বসিয়া আছেন। যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, ইনি কে ?"

শিরোমণি। বিশ্বরূপ।

যোগমায়া—"দাদা! দাদা!" বলিয়া বিশ্বরূপের কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল। একে অন্যের কণ্ঠে ধরিয়া ভাই ভগ্নি অনেক ক্ষণ কাঁদিল। শিরোমণি মহাশয়ের চক্ষে তখন জল ছিল কি না নিশ্চয় বলা যায় না। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিল—"দাদা,তুমি এখানে কোথা হইতে আসিয়াছ?" বিশ্বরূপ চক্ষু দুটি মুছিতে মুছিতে বলিল—"মায়া, এখন নয়, সময়ে সকল কথা জানিতে পারিবে।" যোগমায়া চক্ষু দুটি মুছিতে মুছিতে বাবার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। বাবার স্থির, গম্ভীর, অভয়রূপ। যোগমায়া কাঁদিয়া বলিল "বাবা, আমি অতি নিরাশায় গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলাম!" শিরোমণিমহাশয় তখন কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই বুঝিতে পারিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছিল, মা?" যোগমায়া কাঁদিতে কাঁদিতে শিরোমণিমহাশয়ের গৃহত্যাগের পর হইতে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বলিতে লাগিল। বাৎসল্যের আধার শ্বশুরের মৃত্যু, কাকার ব্যবহার, কাকিমার ব্যবহার, তারক-স্মৃতিধরের প্রবাসযাত্রা, কেবলরামের পরিশ্রম, তিন বৎসর তিন মাসের অবসান, কাকার নিকট অনুনয়বিনয়, শেষে নিরাশায় সন্ন্যাসী বেশে তাহার গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসী বেশে কাশীর পথে পথে ভ্রমণ, অবশেষে অমাবস্যার রজনীর শেষে শেষ আশা, ভরসা ও বাসনাকে বিসর্জ্জন দিবার জন্য গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান,—যোগমায়া কাঁদিয়া সকল কথাই বলিল। শৈশববন্ধু ন্যায়রত্নের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে শিরোমণি মহাশয় একটু বিচলিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হইল। যোগমায়ার কথা শেষ হইলে, যোগমায়া যে অতি নিরাশায় জীবন বিসর্জ্জন দিতে গিয়াছিল, প্রতিজ্ঞাভঙ্গে

পুনরায় নরক যাতনার ভয়ে যে গঙ্গা গর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়াছিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। তিনি অতি যত্নে যোগমায়ার মুখখানি বুকের পার্শ্বে ধারণ করিয়া অতি যত্নে, যাতনার অশ্রুরাশির উৎসস্থল নয়ন দুটি ও অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি মুছিয়া দিলেন। আদরে, সোহাগে যোগমায়াকে সান্ত্বনা করিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি উঠিয়া বিশ্বরূপকে বলিলেন—"বিশ্বরূপ, তুমি এখানে ব'স।" যোগমায়াকে বলিলেন—"মা, যে বেশে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলে, সে বেশ আপাততঃ আবার ধারণ কর।" এই বলিয়া তিনি গৃহের বাহিরে আসিলেন।

তখন উষার আলোকে অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছিল; আবার চারিদিক হাসিয়া উঠিয়াছিল।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

শিরোমণিমহাশয়কে সমস্ত দিন বৈঠকখানায় দ্বার বন্ধ করিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং রাত্রিতে রাজা মহাশয় নীচে শয়ন করিলেন দেখিয়া, সিংহ মহাশয় কিছুই কারণ বুঝিতে না পরিয়া অতীব বিস্মিত ও কৌতুহলান্বিত হইয়াছিলেন; তাঁহার মনে একটু ভয়ও যে না হইয়াছিল এমন নহে। প্রভাতের অনেকপূর্ব্বে সিংহ মহাশয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি উঠিয়া একবার দপ্তরখানার নিকটে গিয়া একটি অর্দ্ধোন্মীলিত জানালা দিয়া ভয়ে-বিস্ময়ে উঁকি দিয়া দেখিতেছিলেন—রাজা মহাশয় কি, করিতেছেন।

কিঞ্চিৎ পরে সিংহ মহাশয় জানালার নিকট হইতে সরিয়া উঠানে আসিতেছিলেন, এমন সময় শিরোমণি মহাশয় বৈঠকখানা হইতে বাহিরে আসিলেন। সন্মুখে সিংহমহাশয়কে দেখিতে পাইয়া তিনি ডাকিলেন "নবকান্ত!" সিংহ মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। শিরোমণি মহাশয় সিংহমহাশয়কে চমকিত হইতে দেখিয়া বলিলেন "নবকান্ত, ভয় পেয়েছ? এখনও অন্ধকার আছে?" সিংহমহাশয় কিছুই না বলিয়া মাথা হেট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শিরোমণি মহাশয় আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "নবকান্ত,শিবকিঙ্কর কোথায়?" সিংহমহাশয় একটু কম্পিত স্বরে বলিলেন "আজ্ঞে, রাজা-মহাশয় এই দপ্তরখানায় আছেন।" সিংহ মহাশয়ের নিকট গুরু তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছেন শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিলেন; বাহিরে আসিয়া গুরুর চরণে প্রণত হইলেন। শিরোমণি মহাশয় শিষ্যকে যত্নে তুলিয়া বলিলেন "শিবকিঙ্কর, তুমি আজ এই ঘরে শুয়েছিলে?" "আপনি বৈঠকখানায় শুইলেন!" বলিয়া রাজা মস্তক অবনত করিলেন। "তা, বুঝিতে পারিয়াছি" বলিয়া শিরোমণি মহাশয় একটু মৃদু হাসিলেন।

সিংহমহাশয়, তখন ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন "তোমাকে এখন কল্যকার ঘটনা বিবৃত করিয়া জানাইব। চল, ঘরে গিয়া বসি।" শিরোমণি মহাশয় দপ্তরখানায় প্রবেশ করিলেন, রাজা গুরুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া গুরুর আসন পাতিয়া দিলেন; গুরু উপবেশন করিলে তিনি নিকটে নিম্নে বসিলেন।

শিরোমণিমহাশয় বলিলেন—"তুমি জান, আমি বিশ্বরূপের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলাম।"

রাজা। আজ্ঞা—জানি। আপনি বিশ্বরূপের অন্বেষণে প্রথম কাশীতে আসিলে, আমি আপনাকে এখানে রাখিয়া, বিশ্বরূপের অন্বেষণার্থ অপর লোক প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আপনার তীর্থ দর্শন বাসনা ছিল, আমি বাধা দিতে সাহস পাই নাই।

শিরোমণি। অনেক পবিত্র স্থান দর্শন করিয়া, আমার আত্মার আবিলতা অনেক বিদূরিত হইয়াছে। কাল যে ছেলেটিকে দেখিয়াছ,—সেই বিশ্বরূপ।

রাজা। সেই বিশ্বরূপ! বি—

রাজা কি বলিতে যাইতেছিলেন, বিস্ময়ে তাঁহার কথা ফুটিতেছিলনা।

শিরোমণি। বিস্মিত হইওনা। শোন, আরো বিস্মিত হইবে। কাল আমি গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া কেন বসিয়াছিলাম বুঝিতে পারিয়াছ।

রাজা। বিশেষ কিছু বুঝিতে পারি নাই। আপনি কোন রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন এই মনে হইতেছিল, আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হই নাই।

শিরোমণি। রোগীর শুশ্রূষা করিতেছিলাম সন্দেহ নাই। রোগী অপর কেহ নহে;—রোগী তোমরই গুরুকন্যা। ঐ গৃহে বিশ্বরূপের পার্শ্বে যোগমায়াকে দেখিতে পাইবে।

রাজা। সেকি! সেকি! যোগমায়া! যোগমায়া এখানে! গুরো, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছিনা।

শিরোমণি। বুঝিতে পারিতেছ না? স্বয়ম্ভুর ইচ্ছা!

শিরোমণিমহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, সন্ধ্যার

সময় সন্ন্যাসীর দর্শন হইতে আরম্ভ করিয়া উষায় পিতাপুত্র কন্যার মিলন পর্য্যন্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। যোগমায়ার মুখে ন্যায়রত্নের মৃত্যু হইতে যোগমায়ার গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান পর্য্যন্ত যাহা শুনিয়াছিলেন,তাহা সংক্ষেপে রাজার নিকট বলিলেন। রাজা শুনিয়া স্তম্ভিত ও মোহিত হইলেন। রাজার নয়ন প্রান্ত দিয়া তখন অবিরল ধারায় অশ্রুপ্রবাহ বহিতেছিল! কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা আপন মনে বলিতে লাগিলেন "যোগমায়া!—তোমার পাতিব্রত্যকে ধন্য!—তোমার হৃদয়ের বলকে ধন্য।"

শিরোমণি। শিবকিঙ্কর, এখন আর এক ভাবনা হইতেছে। তারকনাথের সংবাদ কোথায় পাই?

রাজা। তারকনাথের জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। তারকনাথ-স্মৃতিধর কাশীতে আসিয়া এই নরাধমের আলয়েই ছিল। তখন আমি তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই নাই। কি কারণে তাহারা সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশ করে নাই। তারকনাথ বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া "ন্যায়নিধি" উপাধি লাভ করিয়াছে। পাঠ সমাপনান্তে বাচস্পতি মহাশয় অতি আদরে তারকনাথকে "ন্যায়নিধি" উপাধি প্রদান করিয়া গৃহে প্রতিগমনের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন। এমন সময় হটাৎ স্মৃতিধরের জ্বর হয়। তারকনাথ, স্মৃতিধরকে পীড়িত অবস্থায় রাখিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে স্বীকৃত হয় নাই। তারকনাথের কর্ত্তব্যজ্ঞানকে ধন্য! তারকনাথের জন্য আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। এতদিনে হয়ত তারকনাথ ও স্মৃতিধর বাটীতে উপস্থিত হইয়াছে।

শিরোমণি। তারকনাথ কাশীতে আসিয়া তোমার বাটীতেই

? শিব ! সকলই তোমার বিভূতি ! কতদিন হইল, তাহারা গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে ?

রাজা। প্রায় দুমাস হইবে।

শিরোমণি। শিবকিঙ্কর, আমাকে অনতিবিলম্বে নবদ্বীপ যাত্রা করিতে হইবে। তারকনাথ হয়ত আবার গৃহত্যাগী হইয়া বহির্গত হইয়া পড়িবে ! তুমি অতি শীঘ্র আমার নবদ্বীপ যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দেও। অনতিবিলম্বে নবদ্বীপে উপস্থিত হইতে না পারিলে আবার কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া পড়িবে !

রাজা। যে আজ্ঞা ; যখন অনুমতি করিবেন তখনই তাহার বন্দোবস্ত হইবে।

শিরোমণি। আমি কল্যই যাত্রা করিব। অদ্যই যাইতাম,—তবে,—অদ্য যোগমায়ার নিকটে থাকিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। এখন যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আর কোন ভয়ের কারণ নাই। আমি ধীরে ধীরে তারকনাথের সংবাদ জানাইলে বোধ হয় আরো একটু সুস্থ হইবে। তুমি এক কাজ করিও ; আমি কল্যই একা চলিয়া যাইব, তুমি আর দুদিন অপেক্ষা করিয়া যোগমায়াকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিলে যোগমায়াও বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপে যাত্রা করিও। যোগমায়ার এখনও সন্ন্যাসী বেশ আছে ; এখন এবেশের পরিবর্ত্তন করাইও না। এবেশেই নবদ্বীপে লইয়া যাইও।

রাজা। যে আজ্ঞা ; আমি এখন একটিবার নবীন সন্ন্যাসীকে দেখিতে ইচ্ছা করি।

শিরোমণি। চল, ঐ গৃহে যাই।

গুরু শিষ্য বৈঠকখানার অভিমুখে চলিলেন।

নবীন সন্ন্যাসী অবনত মস্তকে বসিয়াছিল। বিশ্বরূপও ভগ্নির সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া তাহার সঙ্গের ধূলিধূসরিত বসন পরিধান করিয়া নূতন রূপের নূতন এক বৈষ্ণব সাজিয়া বসিয়াছিল। শিরোমণিমহাশয় গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের রূপ দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"বেশ হয়েছে! তুই সন্ন্যাসী একবার বাহিরে এস।"

ভাই ভগিনী বাহিরে আসিল। রাজা দেখিয়া ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। রাজা গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন—"এ কোন্ দেশের কোন্ রূপের মাধুরী! মলিন শীর্ণ মুখে এ কোন্ দেশের কোন্ রূপরাশি ভাসিতেছে! বদনখানি অবনত, নয়নছুটি মৃত্তিকা-দৃষ্টি-নিবদ্ধ! কালিদাস বোধ হয় এরূপ রূপমাধুরী দর্শনেই বলিয়াছিলেন;—

"যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈ-
র্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং
স শৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে।"

(কৃষ্ণ কেশে বিজড়িত আনন সুন্দর,
জটাজূটে শোভিয়াছে তথা মনোহর,
অলি কুলে যথা শোভে অমল কমল
শৈবাল সংযোগে তথা করে টলমল্।)

শিরোমণি। শিবকিঙ্কর, তুমি আপনমনে কি বলিতেছ?

রাজা। "ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা,
তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চনপদ্মনির্ম্মিতং
মৃদু প্রকৃত্যাচ স সারমেব চ॥"

(ক্লান্ত হ'ত, যেই বপুঃ কন্দুক লীলায়,
মুনিব্রত সমাধান করিল তাহায়,
নিশ্চিত নির্ম্মিত তাহা কাঞ্চনকমলে,—
নতু কি সম্ভব হয় দৃঢ়তা কোমলে।)

শিরোমণি। পার্ব্বতীর তপস্যার কথা মনে পড়েছে?

রাজা। "মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভি
ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যনিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জ্জিতং
তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা।"

(মৃণাল সদৃশ সেই কমনীয় কায়,
যে ব্রত সাধিল আজ বালিকা উমায়,
দৃঢ় তনু ঋষিগণ কঠিন সাধনে,
করেছে কি উপার্জ্জন সে মহাধনে।)

শিরোমণি। কুমার সম্ভবের হিমগিরির দৃশ্য মনে পড়েছে? যেখানে পার্ব্বতী ভূতভাবন পশুপতির ধ্যানে ধ্যানস্তিমিতনয়নে শশিশেখরের পাদমূলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মহেশের মোহ জন্মাইয়া ছিলেন, তাহা মনে পড়িয়াছে?

রাজা। বিকীর্ণসপ্তর্ষিবলিপ্রহাসিভি
স্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈর্দিবশ্চ্যুতৈঃ।
যথা ত্বদীয়ৈ শ্চরিতৈরনাবিলৈ
র্মহীধর পাবিত এষ স্বান্বয়ঃ।

(তব অনাবিল, পূত চরিত ধারায়,
হিমমহীধর যথা হ'ল পূতকায়,
সপ্তর্ষি-অর্চ্চনা-চ্যুত-কুসুম-শোভিত-
সুরগঙ্গা-নীরে, তথা হয়নি পাবিত।)

গুরু। বাবা, আমি ভাগ্যবান্ হিমালয়ের ন্যায়, আমার পার্ব্বতীর তপস্তায় পূত হইয়াছি; আমার উত্তপ্ত দেহ শীতল হইয়াছে।

রাজা। "মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্রকর্শিতাং
দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদাম্।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা
সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে॥"

(বিশীর্ণ হয়েছে তনু কঠোর সাধনে,
বিভূষনাস্পদ দগ্ধ তপন তাপনে,
দিবসে শশাঙ্ক লেখা মলিনা হেরিয়া,
অবসাদে অবসন্ন হইতেছে হিয়া।)

গুরু। বাবা, দুঃখ করিও না। সকলি সেই ভূতভাবনের

বিভূতি! কাল আমার নবদ্বীপ গমনের বন্দোবস্ত করিয়া দেও। শিব! শিব! শঙ্কর! স্বয়ম্ভো!

রাজা। জয় শিব! শঙ্কর! স্বয়ম্ভো!

গুরু। চল গঙ্গা স্নানে যাই।

গুরু শিষ্য গঙ্গা স্নানে চলিলেন। গুরু গঙ্গা স্নানে যাইবার পূর্ব্বে নবীন সন্ন্যাসীকে বিরলে ডাকিয়া কি এক সু-সংবাদ দিয়া গেলেন। সু-সংবাদ বলিলাম, কেন না এ সংবাদ শ্রবণে সন্ন্যাসী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিয়াছিল—"তুমি গৃহে গিয়েছ?" কথা গুলি বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী দু এক ফোটা অশ্রুও বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অতি নিরাশার পর আশার সংবাদ পাইলে দু এক ফোটা চক্ষের জল পড়ে না কি?

ষোড়শ তরঙ্গ।

বাগীশ মহাশয়ের যে জ্বর হইয়াছিল, সে জ্বর কাল জ্বরে পরিণত হইল। বাগীশ মহাশয়ের জ্বরের প্রথমাবস্থা এক-রূপ অচেতনাবস্থায়ই গিয়াছিল। গৃহিণী ভ্রাতৃগণের সহায়ে বিচক্ষণ কবিরাজ আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন; সে চিকিৎসায় বাগীশ মহাশয়ের একটু সুস্থতার লক্ষণ দেখা যাইতে ছিল। এমন সময় একদিন গৃহিণী নিকটে বসিয়া, আদর সোহাগে বাগীশ মহাশয়ের রোগক্লিষ্ট দেহ ও মনকে একটু প্রমোদিত করিয়া, ক্রমে মলিনবদনা ও বিমর্ষা হইয়া বসিলেন।

বাগীশ মহাশয়ের তখনও সবিশেষ কথা বলিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি একটু অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল? তুমি হঠাৎ এমন বিমর্ষা হইলে কেন?" গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। বাগীশ মহাশয় কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাঁদিতেছ কেন?"

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"দেখ, এ যাত্রা তোমাকে ভগবান রক্ষা করিলেন কিন্তু যদি আমার কপাল মন্দ হইত, যদি আমি এ যাত্রা তোমাকে রক্ষা করিতে না পারিতাম, তবে আমার কি উপায় হইত?"

বাগীশ। কেন? তোমার ভাইয়েরা আছেন। তোমার কণক আছে। ঘর বাড়ী সমস্ত সম্পত্তি তোমার হইত। তোমার ভাবনার কি কারণ ছিল?

গৃহিণী। তুমি বলিতেছ, সমস্ত সম্পত্তি আমার হইত! আমার হইত কিরূপে? তুমি কি আর আমাকে দানপত্র লিখিয়া দিয়াছ?

বাগীশ। দানপত্রের প্রয়োজন কি? তোমার সম্পত্তি তোমার হইবে তাহাতে আর দানপত্রের কি প্রয়োজন, আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গৃহিণী। যাহা হউক, তুমি আমাকে একটি দানপত্র লিখিয়া দেও। তোমার যাহা যাহা আমাকে দিতে ইচ্ছা হয় তাহাই দিয়া আমাকে একটি দানপত্র লিখিয়া দেও।

বাগীশ। তোমার এ সকল কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গৃহিণী। অর্থ আবার বুঝিবে কি? সকল সম্পত্তি আমি

পাইব সে আশা আমি কিরূপে করিতে পারি? তারকনাথ গৃহে আসিয়াছে; বিশ্বরূপও আসিবে। বিশ্বরূপ গৃহে আসিলে সে কি সম্পত্তি লইয়া টানাটানি করিবে না?

বাগীশ। বটে! তারকনাথ গৃহে আসিয়াছে, বিশ্বরূপের গৃহে আসার ভয়? এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম!

বাগীশমহাশয় আর কোন কথা বলিলেন না। গৃহিণী আরো কত কি বলিতেছিলেন তিনি তাহার উত্তর দিলেন না। তিনি তখন একবার চক্ষু মুদিলেন। তাঁহার মুদিত নয়ন প্রান্ত দিয়া দু ফোটা জলবিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

সে রাত্রে বাগীশ মহাশয়ের জ্বর পুনরায় বৃদ্ধি পাইল। পর-দিন প্রভাতে বাগীশ মহাশয় সম্পূর্ণ চেতনা শূন্য হইলেন।

অচেতনাবস্থায় আরো দুদিন কাটিল। দ্বিতীয় দিনের বিকাল বেলা তারকনাথ ও স্মৃতিধর বাগীশ মহাশয়ের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গেল। তারকনাথ ও স্মৃতিধর নিকটে গিয়া বসিলে গৃহিণী বলিলেন "ওগো, একবার চোক খোল। তারকনাথ আসিয়াছে।"

বাগীশ মহাশয় তারকনাথের নাম শুনিয়া একবার চক্ষু খুলিলেন। তিনি চক্ষু খুলিয়া বলিলেন "বাবা, তারক! যোগ-মায়া কোথায়? যোগমায়া আমাকে দেখিতে আসিবে না? মা আমার, আমার প্রতি রাগ করিয়াছে?" তারকনাথ যোগমায়ার কথা শুনিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, স্মৃতিধর চুপি চুপি তাহাকে সাবধান করিল। বাগীশ মহাশয় যোগমায়ার গৃহত্যাগ সংবাদ জানিতেন না। এ সংবাদ ন্যায়রত্নের বাটীর সীমার বাহিরে আইসে নাই। স্মৃতিধর, তারককে যোগমায়া সম্বন্ধে কি বলিতে

উন্মত দেখিয়া, বাগীশ মহাশয়ের এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থায় এ সংবাদ বিশেষ অনিষ্টকর হইতে পারে ইহা তাহাকে চুপি চুপি বলিয়া সাবধান করিল। যাহা হউক, বাগীশ মহাশয় যোগমায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, যোগমায়ার কথা মনে করিয়া কি ভাবিতে ভাবিতে আবার চক্ষু দুটি মুদিয়া ফেলিলেন। স্মৃতিধর গৃহিণীকে বাগীশ মহাশয়ের চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। গৃহিণী—"যথাসাধ্য চিকিৎসার ত্রুটি হইতেছেনা" বলিয়া ধীরে ধীরে অন্য কথা উত্থাপন করিলেন। তারকনাথ ও স্মৃতিধর অনেকক্ষণ বসিয়া বাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

বাগীশ মহাশয়ের শ্যালকেরা তারকনাথ ও স্মৃতিধরের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদেই ভীত হইয়াছিল, এখন ক্রমে তাহারা বাগীশ মহাশয়ের বাটীতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া সমধিক ভীত ও চিন্তিত হইল। তাহারা বাল্যকাল হইতেই স্মৃতিধরের বুদ্ধি কৌশলের ভয় করিত, এখন তাহারা নিজে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী; স্মৃতিধর তাহাদের এই ঘোর অপরাধের কথা জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না; তাহা তাহারা সহজে বুঝিতে পারিল। সে দিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে তারকনাথ ও স্মৃতিধর বাগীশ মহাশয়কে দেখিয়া চলিয়া গেলে, শ্যালকেরা এক স্থানে বসিয়া কি পরামর্শ করিতে লাগিল। রাত্রির প্রহরার্দ্ধ ব্যাপিয়া অনেক পরামর্শের পর কি স্থির করিয়া শেষে প্রহ-রার্দ্ধ রাত্রির পর তাহারা রাত্রির আহারাদি সমাপন করিতে গেল।

পরদিন প্রভাতে বাগীশ-গৃহিণী পার্শ্বের গৃহের দ্বার উন্মুক্ত

দেখিয়া একটু উৎকণ্ঠিতা হইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিলেন। "একি! চারিদিকে বস্ত্রাদি এমন ভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে কেন?" তিনি তাঁহার ভ্রাতাদিগের গৃহে গিয়া দেখিলেন তাহারা গৃহে নাই। গৃহিণী একটু চিন্তিতা হইলেন। তিনি তাঁহাদের চরিত্র জানিতেন; তাঁহার মনে একটু সন্দেহ জন্মিল। তিনি সন্দেহে, ভয়ে, দৌড়িয়া যে গৃহে তাঁহার অলঙ্কারপত্র, নগদ টাকাকড়ি থাকিত, সে গৃহে গেলেন। সে গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি আর স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। সম্মুখেই কাষ্ঠের সিন্ধুকটা ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে, ভিতরে তাঁহার অলঙ্কারের বাক্স ও টাকার বাক্স নাই। গৃহিণী একবার ভগ্ন সিন্ধুকের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। "আমি তোদিগকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছিলাম, তোদের শেষে এই কার্য্য!" বলিয়া তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। শেষে মাটীতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

বাগীশ মহাশয়ের শ্যালকগণের পলায়নের কথা, বাগীশ মহাশয়ের মুমূর্ষ দশায় বাগীশের এবং বাগীশ গৃহিণীর সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলায়নের কথা, নবদ্বীপ ময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। কেবলরাম কোথায় গিয়াছিল; পথে এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া তারক-স্মৃতিধরের নিকট উপস্থিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "তারক-স্মৃতি! সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ!" স্মৃতিধর বিস্মিত হইয়া—"কি হয়েছে? কি হয়েছে?" বলিয়া কেবলরামের নিকটে উঠিয়া আসিল।

কেবলরাম। বাগীশের মরণকালে বাগীশের শ্যালারা টাকা

পয়সা সব নিয়ে পালায়েছে। শীঘ্র বাগীশের বাড়ীতে চল, বাগীশ হয়ত এতক্ষণ নাই! হায়! হায়! কি হইল! শিরোমণি! তোমার ভাইএর আজ এই দশা! শিরোমণি! আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।”

কেবলরাম কাঁদিয়া ফেলিল। স্মৃতিধর কেবলরামের কাতরতা দেখিয়া ও বাগীশ মহাশয়ের অবস্থা ভাবিয়া হৃদয়ে অতিশয় কষ্টানুভব করিল, এবং অবশেষে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তারকনাথকে বলিল—“তারা, ভাই, শীঘ্র চল্, আমাদের যাহা সাধ্য করি গিয়ে।” স্মৃতিধর তারকনাথকে সঙ্গে লইয়া বাগীশ মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিল। কেবলরাম কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের অনুসরণ করিল।

কেবলরাম যাহা সন্দেহ করিয়াছিল, ঘটনাও তদ্রূপই ঘটিয়াছিল। বাগীশ মহাশয় জ্বরে প্রায় চেতনাবিহীন ছিলেন, এমন সময় তাঁহার শ্যালকগণের পলায়নের কথা এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব হরণের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে চেতনাবিহীন হইয়া পড়েন। তখন্ নিকটে কেহই ছিল না। গৃহিণী অন্য প্রকোষ্ঠে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছিলেন। দাসীরা তাঁহাকে প্রবোধ দিতে পারিতেছিল না। কণক মাকে মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে দেখিয়া, বাবার কিছু হইয়াছে ভাবিয়া বাবার নিকট গিয়াছিল। বাবাকে মূর্চ্ছায় অচেতন দেখিয়া বাবা নিদ্রিত আছেন মনে করিল কিন্তু তবু যেন তাহার মনে একটু সন্দেহ হইল; বাবার তখন ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছিল। কণক বিশেষ কারণ বুঝিতে না পারিয়া বাবার নিকটই বসিয়া রহিল।

স্মৃতিধর ও তারকনাথ গিয়া দেখিল, কণক বাগীশমহাশয়ের

নিকট বসিয়া রহিয়াছে। স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল—"কণক, তোর বাবার অবস্থা এখন কেমন ?"

কণক। বাবা ঘুমাইয়া আছেন বলিয়া মনে হইতেছে কিন্তু এমন ঘন ঘন শ্বাস বহিতেছে কেন তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছি না।

স্মৃতিধর নিকটে গিয়াই বুঝিতে পারিল বাগীশ মহাশয়ের চরমকাল উপস্থিত। স্মৃতিধর তাহা বুঝিতে পারিয়া বলিল "কেবলরাম, একবার গৃহিণীকে ডেকে নিয়ে এস।" তারকনাথকে বলিল "তারা, তুই শীঘ্র কবিরাজকে ডাকিয়া নিয়া আয়।" তারক কবিরাজকে আনিতে গেল। কেবলরাম দৌড়িয়া গৃহিণীর নিকটে গেল। কেবলরাম গৃহিণীর তদানীন্তন অবস্থা দেখিয়া অতীব কাতর হইল। গৃহিণীর সন্মুখে যে অবস্থা আসিতেছে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা ভাবিয়া কেবলরাম কাতর হইল। এই গৃহিণী যে এক সময়ে কেবলরামকে লাঞ্ছিত করিয়া ছিলেন, এই গৃহিণীই যে ন্যায়রত্ন পরিবারের এত দুঃখের কারণ, কেবলরাম তাহা ভূলিয়া গেল। কেবলরাম একটা দীর্ঘ নিশ্বাষ পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিল "হায়! গিন্নী, তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; তোমার দুঃখের কথা ভাবিয়া আমার চখে জল আসিতেছে।" গৃহিণী একবার চক্ষু খুলিলেন। চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন সন্মুখে কেবলরাম। গৃহিণী আবার চক্ষু দুটি মুদিয়া ফেলিলেন। কেবলরাম বলিল—"গিন্নী, উঠ; একবার বাগীশ মশায়কে শেষ দেখা দেখিয়া লও।" গৃহিণী আর চক্ষু খুলিলেন না; তিনি উঠিলেন না। কেবলরাম অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গৃহিণীকে লইয়া শীঘ্র

আসিতে দাসী দিগকে বলিয়া, আবার বাগীশ মহাশয়ের ঘরে গেল এবং স্মৃতিধরের নিকটে গিয়া সংক্ষেপে গৃহিণীর অবস্থা বর্ণন করিল। স্মৃতিধর বলিল "কেবলরাম, আর সময় নাই; তুমি শীঘ্র একবার মাকে ডাকিয়া আন; এখন এক-বার মার নাম করিলেন; বোধ হয় অন্তিমকালে একবার দেখি-বার বাসনা হইয়া থাকিবে।" কেবলরাম সত্যবতীদেবীকে আনিতে দৌড়িয়া গেল।

বাগীশ মহাশয়ের বাড়ী হইতে ন্যায়রত্নের বাড়ীতে যাইতে হইলে এখন একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়। পূর্ব্বে সোজা পথ ছিল; কেবলরামই এখন পথটাকে বাঁকাইয়া দিয়াছে। কেবলরাম শিরোমণি মহাশয়ের বহির্ব্বাটী হইতে আম বাগানের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত একটা বেড়া দিয়া দিয়াছে। বাটীতে জনপ্রাণী বাস করে না বলিয়া কেবলরাম এরূপ করিয়াছিল সুতরাং এখন একটু ঘুরিয়া যাইতে ও আসিতে হয়। কেবলরাম দৌড়িয়া বাগানের কোণে আসিয়া, ঘুরিয়া দৌড়িয়া যাইতে ছিল, এমন সময় দেখিল, একজন বৃদ্ধ বেড়ার ভিতরে প্রবেশের জন্য পথ খুঁজিতেছে। কেবলরাম ত্রস্ততার মধ্যেও একবার দাঁড়া-ইল। কেবলরামের মনে সন্দেহ হইয়াছিল। কেবলরাম দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? কোথা যেতে চাও?" উত্তর হইল "আমি এই বাড়ীতে যাব।" কেবলরাম স্বর শুনিয়া একটু চমকিত হইল। কেবলরাম দ্রুত পদবিক্ষেপে বৃদ্ধের নিকটবর্ত্তী হইল। বৃদ্ধ বলিলেন "কেবলরাম, চারিদিকে বেড়া দিয়া রেখেছিস্ কেন?"

কেবলরাম। শিরোমণি!—ঠাকুর!—তুমি—তুমি—

কেবলরাম ঢলিয়া পড়িতেছিল, ঢলিয়া পড়িল না। শিরোমণির স্বরে কেবলরামের বক্ষে যে আঘাত লাগিল, কেবলরাম তাহা বীরের ন্যায় সহ্য করিল।

কেবলরাম বলিল—"এখন এ বাড়ীতে প্রবেশের সময় নাই। চল, ভাইকে দেখিতে হইলে আমার সঙ্গে শীঘ্র চল। হয়ত বাগীশকে এতক্ষণ ঘরের বাহিরে আনিয়াছে।"

শিরোমণি। কল্যাণের কথা বলিতেছিস্?

কেবলরাম। হাঁ, কল্যাণের কথা বলিতেছি। এখনও তোমার সে ভাব যায় নাই? এত দেশ বিদেশ ঘুরিয়াও তোমার সে অটল ভাব ঘুচে নাই? শীঘ্র চল। এমন ধীরে, সুস্থিরে কুশল জিজ্ঞাসা করিবার এখন সময় নয়।

শিরোমণি। কেবলরাম, অস্থির হইস্ না। কল্যাণের অন্তিম কাল উপস্থিত? আমাকে তাহা দেখিতে হইবে? তবে চল্।

শিরোমণি ধীর গমনে চলিলেন। কেবলরাম "হায় শিরোমণি!—হায় বাগীশ!—" বলিয়া আবার দৌড়িয়া বাগীশ মহাশয়ের শয্যা পার্শ্বে গিয়া উপস্থিত হইল। তারকনাথ কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিল। কবিরাজ আসিয়া অন্তিম কাল উপস্থিত দেখিয়া স্মৃতিধর ও তারকনাথকে বলিয়া, বাগীশ মহাশয়কে তুলসীতলায় আনিয়াছিলেন। কেবলরাম "হায় বাগীশ!—হায় গিন্নী!—" বলিয়া আবার দৌড়িয়া গৃহিণীর নিকটে গেল। গৃহিণীর তখন চেতনা ছিল না।

শিরোমণি ধীর গমনে আসিয়া অতি স্নেহের কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যু-শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। অজ্ঞাতে তাঁহার একটি

দীর্ঘনিশ্বাস বহিয়া গেল। কবিরাজ মহাশয় মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিলেন, শয্যাপার্শ্বে শিরোমণি মহাশয় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি বিস্মিত স্বরে বলিলেন—"শিরোমণি মহাশয়!" দাদার নাম শুনিয়া বাগীশ একবার নয়নদুটি উন্মীলিত করিলেন। বোধ হয় অন্তিমে দাদাকে একবার দেখিবার জন্য অন্তিম বাসনা করিতেছিলেন। বাগীশমহাশয় নয়ন দুটি একটিবার উন্মীলিত করিয়া অস্পষ্ট স্বরে একবার বলিলেন—"দাদা ?" তাঁহার নয়ন দুটি মুদিয়া গেল; মুখখানি মুদিয়া গেল; আর বাক্য নির্গত হইল না; তাঁহার অবশ দক্ষিণ হস্তখানি পার্শ্বস্থিত দাদার পদমূলে গিয়া পতিত হইল। দাদা বলিলেন—"ভাই চলিলে ?"

প্রভাতে নবদ্বীপে বাগীশ মহাশয়ের শ্যালকগণের পলায়নের সংবাদ ও বাগীশ মহাশয়ের সর্ব্বস্ব হরণের সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল; অল্পক্ষণ পরে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ এবং শিরো-মণির আগমন সংবাদ প্রচারিত হইল। ব্রাহ্মণ, শূদ্র নবদ্বীপবাসী শোকে দুঃখে দৌড়িয়া গঙ্গাতীরাভিমুখে চলিল। বাগীশ মহা-শয়ের প্রাণবিহীন দেহ গঙ্গাতীরে নীত হইয়া ছিল। ব্রাহ্মণ-গণ শিরোমণিকে দেখিয়া কাতর হইয়া শিরোমণিকে প্রবোধ দিতে গেলেন। শিরোমণির প্রবোধের প্রয়োজন ছিল না। তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে ব্রাহ্মণগণকে বিনীতভাবে বলিলেন—"আপনারা আমার ভাইএর সৎকার করুন; কল্যাণের দেহ ভস্মে পরিণত হউক,—আমি দেখি; আমাকে সান্ত্বনা দিতে হইবে না।"

ব্রাহ্মণগণ "হায়!—হায়!" করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ অনতিবিলম্বে বাগীশমহাশয়ের সৎকারের আয়োজন করিলেন। অনতিবিলম্বে বাগীশদেহ ভস্মে পরিণত হইল। অবশেষে ভস্ম

জাহ্নবীর সলিলে বিধৌত হইয়া জাহ্নবীর সলিলে মিশিয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ শিরোমণি মহাশয়কে প্রবোধ দিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্যগ্রতায় করিবে কি? যাঁহাকে প্রবোধ দিবেন তিনি স্থির, অচঞ্চল। প্রবোধ বা সান্ত্বনার তাঁহার তিলমাত্র প্রয়োজন নাই। ব্রাহ্মণগণ স্মৃতিধর ও তারকনাথের সহিত কণককে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। শিরোমণি মহাশয় বাগীশের গৃহে না গিয়া তাঁহার নিজের গৃহাভিমুখে চলিলেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতাগ্রণী কতিপয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শিরোমণিকে প্রবোধ দিবার জন্য তাঁহার সঙ্গে যাইতেছিলেন, তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন "আপনারা দয়া করিয়া যদি কণকের এখনকার "নীর-ঘৃতার্পণ" ক্রিয়া সমাধা করিয়া দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হইব।" ব্রাহ্মণগণ শিরোমণির বিষাদময় বিনতি শুনিয়া কণকের "নীর-ঘৃতার্পণ" ক্রিয়া সমাধা করিয়া দিতে বাগীশের গৃহে গেলেন। কেবলরাম শিরোমণির অনুসরণ করিল। কিয়দ্দূর গিয়া শিরোমণি মহাশয় কেবলরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেবলরাম, বউমা কোথায়?"

কেবলরাম। গিন্নী ধূলায় গড়াইয়া কাঁদিতেছেন। তাহার ভাইয়েরা—

শিরোমণি। থাক্;—এসব কথা এখন শুনিব না। সত্যবতী দেবী কেমন আছেন?

কেবলরাম। ও ঠাকুর, বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি! ঠাকুর—যোগমায়া—যোগমায়া—ঠাকুর—

কেবলরাম বলিতে পারিল না। কেবলরামের স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। শিরোমণি মহাশয় পূর্ব্বের মত গম্ভীর স্বরে

বলিলেন—"যোগমায়ার জন্য চিন্তা করিস্ না। যোগমায়া জীবিতা আছে, দু এক দিন মধ্যে গৃহে আসিবে।"

কেবলরাম। ঠাকুর, আমি–আমি কি শুনিতেছি বুঝিতে পারিতেছি না। যোগমায়া বেঁচে আছে? বাগীশের মৃত্যুতে আমার মতি স্থির নাই।

শিরোমণি। কেবলরাম, অস্থির হ'স্ না। সত্যবতীদেবী কেমন আছেন?

কেবলরাম। তিনি "যোগমায়া-যোগমায়া" বলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু দুটি অন্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

শিরোমণি। চল্, তাঁহার নিকটে যাই।

ইতি মধ্যে সত্যবতীদেবীর নিকটে বাগীশের মৃত্যু সংবাদ এবং শিরোমণির আগমন সংবাদ পৌঁছিয়াছিল। তিনি বাগীশের মৃত্যু সংবাদে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে ছিলেন এবং ভ্রাতৃশোকে কাতর শিরোমণি যখন তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার স্নেহ-পুত্তলি যোগমায়াকে দেখিতে না পাইয়া যোগমায়ার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তাঁহাকে কি উত্তর দিবেন তাহা ভাবিয়া না পাইয়া কাতরা হইতে ছিলেন। এমন সময় কেবলরামকে সঙ্গে করিয়া শিরোমণি মহাশয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। শিরোমণিকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার শোকবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "শিরোমণি মহাশয়! ভ্রাতৃশোকে কাতর হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু আমি আপনার জন্য যে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি তাহা শুনিলে আপনার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে। আপনি অতি যত্নে রক্ষিত রত্ন আমার হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি হতভাগিনী তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছি।"

শিরোমণি। দেবি, চিন্তিতা হইবেন না। আপনার যোগ-মায়া জীবিতা আছে। আপনার রত্ন দু একদিন মধ্যে আবার আপনি প্রাপ্ত হইবেন।

সত্যবতী। যোগমায়া! যোগমায়া! আমার যোগমায়া জীবিতা আছে! শিরোমণিমহাশয় আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেছেন কি?

শিরোমণি। যোগমায়া জীবিতা আছে, আপনি কোন চিন্তা করিবেন না। আমি স্বয়ং যোগমায়াকে দেখিয়া আসি-য়াছি। এখন বিস্তৃত বিবরণ বলিতে পারিব না। আপনি কেমন আছেন? শান্তা কোথায়?

সত্যবতী। হায়, শান্তা হতভাগিনীর কথা বলিতেছেন? যোগমায়ার গৃহত্যাগ হইতে শান্তা উন্মাদিনী! আমি হতভাগিনী শান্তার একটু শুশ্রূষা করিতে পারিলাম না!

শিরোমণি। আপনি অপরের শুশ্রূষা করিবেন কি, আপ-নার জন্য এখন বহু শুশ্রূষার প্রয়োজন।

সত্যবতী। শিরোমণি মহাশয়, আপনি একবার শান্তাকে দেখিয়া আসুন।

কেবলরাম। চল, আমি নিয়ে যাই।

কেবলরাম শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া শান্তার নিকটে চলিল। সত্যবতীদেবী "মা যোগমায়া! তুই বেঁচে আছিস্?—আমি আবার তোর চাঁদমুখ দেখিতে পাইব? মা—" এইরূপ নিরাশা ময় আশার কথা বলিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি শান্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। স্নেহের সহো-দর ভ্রাতার দেহ ভস্মে পরিণত হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই

দেহ-ভস্ম জাহ্নবী সলিলে মিশিয়া যাইতে দেখিয়া আসিয়াছেন,—তখন শিরোমণির অটল হৃদয় বিচলিত হয় নাই; শান্তার অবস্থা দর্শনে সেই শিরোমণির চক্ষে দু বিন্দু জল দেখা দিল। "শান্তার পরিণাম এই!" শিরোমণি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে চক্ষু দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

পরদিন দেখা গেল শিরোমণি শান্তার জ্ঞান সম্পাদনের জন্য যথা বিহিত উপায় বিধানে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

তারকনাথ ও স্মৃতিধরের গৃহাগমনের পর কেবলরাম ন্যায়-রত্নের ভগ্নাবশেষ টোল গৃহের যথা সম্ভব সংস্কার করিয়াছিল। শিরোমণিমহাশয় এখন এই টোলগৃহে বাস করিতেছেন। তাঁহার নিজের বাড়ী বাসোপযোগী নহে। বাড়ীর চারিদিক জঙ্গলে পরি-পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। কেবলরাম এখন সেই সকল জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিতেছে।

শিরোমণির সমবয়স্ক বৃদ্ধ পণ্ডিতেরা শিরোমণির দুঃখে দুঃখিত হইয়া, তাঁহাকে কথোপকথনে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য ন্যায়রত্নের বাটীতে আসিয়া সেই ভগ্ন টোলগৃহে তাঁহার নিকটে বসিয়া সুখ দুঃখের আলাপ করিতেন। শোক দুঃখ ভুলিবার জন্য পণ্ডিতগণের প্রবোধ বচন শিরোমণি মহাশয়ের প্রয়ো-জন ছিল না। তাঁহার জ্ঞানে, তাঁহার ভক্তিতে অনেক

ভুলাইয়া ছিল। যেটুকু ভুলিবার বাকী, সেটুকু পণ্ডিতগণের প্রবোধ বচনে কেন, জগতের কিছুতেই ভুলিবার নহে; সুতরাং শিরোমণি মহাশয় পণ্ডিতগণের প্রবোধ বচনে তাহা ভুলিতে চেষ্টা না করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া তাঁহাদিগের সহিত মধুর আলাপে সময়াতিপাত করিতেছিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁহার স্থিরতা, ধীরতা, অবিচলিততা, অবশেষে অনন্তশক্তির অনন্ত ইচ্ছার সম্মুখে আত্মসমর্পণ দেখিয়া, বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতেছিলেন।

বেলা প্রহরার্দ্ধেক হইয়াছে। শিরোমণিমহাশয় পণ্ডিতগণের সহিত কথোপকথন করিতেছেন; তারকনাথ ও স্মৃতিধর নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছে; কেবলরাম ব্রাহ্মণদিগকে তামাক দিতেছিল।

একজন অপরিচিত লোক ব্যগ্রভাবে টোলগৃহে প্রবেশ করিয়া মস্তক অবনত করিয়া বলিল—"পেন্নাম! আজ্ঞে, আমি লায়ের মাঝি। ভবলগরের রাজা আমার লায়ে এসেছেন। গঙ্গারঘাটে লৌকো বাঁধা; আমি সম্বাদ দিতে এলোম্।"

শিরোমণিমহাশয় বলিলেন—"আমার পুত্রকন্যা এসেছে।" ব্রাহ্মণগণ শুনিয়া একটু বিস্মিত হইলেন। বিশ্বরূপ গৃহত্যাগী, ইহাই ব্রাহ্মণেরা জানিতেন! শিরোমণি—"পুত্রকন্যা এসেছে" বলিতেছেন শুনিয়া, তাঁহারা একটু বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পুত্রকন্যা? আপনার কন্যা যোগমায়ার কথা বলিতেছেন? যোগমায়া কোথায় ছিল?"

শিরোমণি। সে কথা পরে জানিতে পারিবেন। এখন চলুন একবার গঙ্গার ঘাটে যাই। আমার প্রিয়শিষ্য শিবকিঙ্কর আসিয়াছে; আমি আর এখন এখানে বসিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

ব্রাহ্মণেরা "রাজা শিবকিঙ্কর রায় এসেছেন? তাঁহাকে, অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে হইবে; চলুন আমরা এগিয়ে যাই" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ শিরোমণিকে সঙ্গে করিয়া টোলগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তারকনাথ ও স্মৃতি-ধর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

তারকনাথের হৃদয়ে তখন কোন্ সমুদ্রের কোন্ ভাবের তরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছিল কে বলিবে?

রাজা শিবকিঙ্কর রায় আসিয়াছেন শুনিয়া কেবলরাম দৌড়িয়া অন্তঃপুরে সত্যবতীদেবীকে সংবাদ দিতে গেল। কেবল-রাম দৌড়িয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "ঠাকৃরুণ—বিশ্বরূপ —যোগমায়া এসেছে। রাজা শিবকিঙ্কর রায় তাহাদিগকে নৌকায় করিয়া আনিয়া গঙ্গারঘাটে নৌকা লাগাইয়াছেন।" সত্যবতীদেবী "আমার যোগমায়া এসেছে!" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার নয়নপ্রান্ত দিয়া অশ্রুপ্রবাহ বহিতে লাগিল।

শান্তার অবস্থা এখন অনেক ভাল। শান্তার প্রায় অর্দ্ধেক জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্দ্ধজ্ঞানোন্মীলিতা শান্তা সত্যবতী দেবীর নিকটে বসিয়াছিল। শান্তা স্বামীর মুখে কি একটা রাজার নাম শুনিয়া এবং তৎপরে সত্যবতীদেবীকে কাঁদিতে দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ধীরে জিজ্ঞাসা করিল— "মণিসই, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

সত্যবতী। শান্তা, তোর মায়া এসেছে।

শান্তা। আমার মায়া কোথা গিয়াছিল, মণিসই?

সত্যবতী। হা হতভাগিনি! তাহা তোর মনে নাই? শান্তা,

তোর বক্ষে এমন আঘাতই লাগিয়াছিল ? চল্, তোর যোগমায়াকে দেখিয়া শীতল হইবি ; চল, গঙ্গারঘাটে যাই।

সত্যবতীদেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গার তীরাভিমুখে চলিলেন।

কেবলরাম যখন দৌড়িয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করে, তখন সুরুচী-বিজয়া মায়ের নিকটে বসিয়া কি করিতেছিল। কেবলরামের মুখে যোগমায়া আসিয়াছে শুনিয়াই সুরুচী বিজয়াকে বলিল "বউদিদি এসেছে ? বিজয়া চল্, শীগ্‌গির গঙ্গার ঘাটে যাই।" সুরুচী দৌড়িয়াছিল ; বিজয়া সুরুচীর অনুসরণ করিয়াছিল। ন্যায়রত্নের বাড়ী হইতে যত লোক গঙ্গাভিমুখে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুরুচী-বিজয়াই সকলের পূর্ব্বে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হইল। একজন মাঝি নৌকার ছাপ্পরে বসিয়াছিল। সুরুচী জিজ্ঞাসা করিল "ওগো, এ নৌকায় কে আছে গা ?" মাঝি বলিল—"এ নৌকোয় রাজা আছেন ; রাজার সরকার আছেন ; আর একজন সন্ন্যাসী ও একজন বৈরাগী আছেন।"

সুরুচী। আর কেহ নাই ?

মাঝি। না।

সুরুচী বিজয়ার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সুরুচীর দৃষ্টিতে কত বিষাদ, কত নিরাশা ভাসিতেছিল বিজয়া তাহা বুঝিতে পারিল না। বিজয়া বলিল—"বোধ হয় এ নৌকা নয়। দেখ দেখি ঘাটে অন্য নৌকা আছে কিনা।" সুরুচী চারিদিক চাহিয়া দেখিল, অন্য নৌকা দেখিতে পাইল না। সুরুচী বিস্ময়ে ও নিরাশায় বিজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসী নৌকার ভিতরে থাকিয়া, তীরে কে কথা বলিতেছে

তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। সন্ন্যাসী বৈরাগীকে বলিল "চল, দাদা, —একবার ছাপ্পরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াই।" সন্ন্যাসী বাহিরে আসিল; বৈরাগী সন্ন্যাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সন্ন্যাসীর পার্শ্বে দাঁড়াইল। সন্ন্যাসী বাহিরে দাঁড়াইয়া তীরে সুরুচী ও বিজয়ার দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিল। বৈরাগীও তাহাদের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। বিজয়ার লাজমাখা মুখখানি বুঝি বৈরাগীর নিকট অতি মধুর বোধ হইয়া ছিল; বৈরাগী দুএকবার ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে বিজয়ার মুখখানি অনিমেষনয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী ও বৈরাগীকে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, সুরুচী একবার চাহিয়া দেখিল। সুরুচী দেখিল, সন্ন্যাসী তাহাদের মুখপানে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। সুরুচী বলিল—"বিজয়া, দেখ্ছিস্, সন্ন্যাসী মিন্ষেটা আমাদিগের দিকে তাকাইয়া মুচ্কে মুচ্কে হাস্ছে।" বিজয়া মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিল বৈরাগী একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। বিজয়া কাঁপিয়া আবার মস্তক অবনত করিল। অবনত মস্তকে বিজয়া বলিল "সুরুচী, চল্, এখান থেকে যাই।" সুরুচী বলিল—"হুঁ, —চল্; বৈরাগীটা দেখ্ তোর দিকে কেমন চাহিয়া রহিয়াছে! চল্ বোন্, এখান থেকে চলে যাই। বৈরাগী সন্ন্যাসী মিন্ষেরা কত কি জানে, শেষে যাদু করিয়া ফেলিবে।"

সুরুচী-বিজয়া ভয়ে, বিস্ময়ে, নিরাশায় ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে বিজয়া বলিল—"বউদিদিকে দেখিতে পাইলাম না। বোন্, বৈরাগী যেমনভাবে আমার দিকে চাহিয়াছিল, আমার বুকটা কাঁপিতেছে।" সুরুচী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া

বলিল—"চল্, মাকে গিয়া বলি, বউদিদিকে দেখিতে পাইলাম না।"

সুরুচী-বিজয়া চলিয়া গেলে, যোগমায়া বিশ্বরূপকে বলিল "দাদা, ইহাদিগকে চিনিতে পারিয়াছ? হাসিমাখা চঞ্চল মূর্ত্তিটি আমার ননদ সুরুচী; লাজমাখা মূর্ত্তিটি আমার মায়ের পালিতা কন্যা বিজয়া।" বিশ্বরূপ—"না—বিশেষ চিনিতে পারি নাই" বলিয়া কোনরূপে ভগ্নির কথার একটা উত্তর দিয়া আত্মসম্বরণ করিবার চেষ্টায় ছিল। বিজয়ার মূর্ত্তি দর্শনে বিশ্বরূপের বৈরাগী হৃদয়ে কোন্ রাগের সঞ্চার হইয়াছিল কে বলিবে? বিশ্বরূপ আত্মসম্বরণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা পাইল। যোগমায়া দাদার চেষ্টা লক্ষ্য করিল, দাদার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল; দাদার এত চেষ্টাসত্ত্বেও যোগমায়া দাদার পরিবর্ত্তনের কারণ বুঝিতে পারিল; তখন যোগমায়া একটু গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইল।

শিরোমণিমহাশয় ব্রাহ্মণগণের সহিত গঙ্গাতীরাভিমুখে গিয়াছিলেন। তারকনাথ ও স্মৃতিধর সঙ্গে ছিল। তারকনাথের হৃদয়ে প্রবল ঝড় বহিতেছিল! আনন্দের এক প্রবল প্রবাহ, পরক্ষণে নিরাশার মৃদু প্রবাহ, তৎপর প্রীতি, অনুরাগ, স্নেহ, মোহ ইত্যাকার কতগুলি মিশ্রিত উচ্ছৃঙ্খল প্রবাহ,—এইরূপে তারকনাথের হৃদয়ে বড় প্রবল ঝড় বহিতেছিল। স্মৃতিধর যাইতে যাইতে ঝড়ের পরিণাম তারকনাথের মুখের বর্ণ-বিপর্য্যয় দেখিয়া মনে মনে একটু হাসিতে হাসিতে যাইতেছিল; এমন সময় সম্মুখে দেখিল সুরুচী-বিজয়া বিরস, মলিন বদনে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা নিকটে আসিলে স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল—"সুরুচী-বিজয়া, তোরা কি দেখিয়া

আসিলি ?” সুরুচী মাথা তুলিয়া দেখিল স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিতেছে। সুরুচী চক্ষু দুটি মুদিয়া মুখখানি অবনত করিয়া ফেলিল। বিজয়া বলিল “দাদা, ঘাটে একটা নৌকা আছে, আর নৌকা নাই। মাঝি বলিল নৌকায় রাজা আছেন, আরো কে কে আছেন। বউদিদি নৌকায় নাই!” স্মৃতিধর তারকনাথের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তারকনাথ অতি আগ্রহের সহিত বিজয়ার কথা শুনিতেছিল। বিজয়ার কথা শেষ হইলে তারকনাথ মাটীর দিকে চক্ষু ফিরাইয়া ফেলিল। স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল “তোরা কাহাকেও দেখিতে পাইলি না ?”

বিজয়া। পাইয়াছিলাম। এক সন্ন্যাসী আর এক—

স্মৃতিধর। আর এক কি ?

বিজয়া। আর এক বৈরাগীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম।

স্মৃতিধর হাসিল। স্মৃতিধর আবার তারকনাথকে সঙ্গে করিয়া গঙ্গার তীরাভিমুখে চলিল। ব্রাহ্মণগণ ও শিরোমণি মহাশয়ের গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তারকনাথকে টানিয়া স্মৃতিধর গঙ্গাতীরে উপস্থিত করিল। তখনও সন্ন্যাসী এবং বৈরাগী পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। তীরে স্মৃতিধরের স্বর শুনিয়া সন্ন্যাসী মস্তকটি অবনত করিয়া ফেলিল।

শিরোমণিমহাশয় নৌকার নিকটে গিয়া সন্ন্যাসী ও বৈরাগীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“শিবকিঙ্কর কোথায় ?” রাজা গুরুর স্বর শুনিয়া বাহিরে আসিলেন এবং নৌকা হইতে নামিয়া তীরে উঠিয়া গুরুর চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণিপাত করিলেন; গুরু সাদরে ও সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে শিষ্যকে উত্তোলন করিলেন। রাজা অপর ব্রাহ্মণগণকে

যথাযোগ্য প্রণিপাত করিলেন। গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া গুরু, শিষ্য ও ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

স্মৃতিধর তখন দৌড়িয়া গৃহাভিমুখে চলিল। স্মৃতিধরের হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল—হয়ত মা, যোগমায়া দেবীর আগমন সংবাদ পাইয়া তীরাভিমুখে আসিতেছেন। গঙ্গাতীরে এখন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণগণ, রাজা, রাজার সঙ্গের লোক, এবং আপামর অন্যান্য অনেক লোক মিলিয়া জনতা করিয়া তুলিয়াছেন; এমন অবস্থায় মায়ের এখন এখানে আগমন বিশেষ দৃষ্টিপ্রীতিকর নহে—স্মৃতিধর তাহা বুঝিতে পারিল। স্মৃতিধর মাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য দৌড়িয়া চলিল। তারকনাথ জনতার একপার্শ্বে ঘাসের উপর বসিয়া রহিল।

স্মৃতিধর দৌড়িয়া যাইতেছিল; পথে দেখিল সুরুচী-বিজয়া নিরাশ মলিন বদনে মা ও শান্তা মায়ের নিকট দাঁড়াইয়া কি বলিতেছে; মা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন; শান্তামা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শূন্য নয়নে সুরুচী-বিজয়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

স্মৃতিধর দৌড়িয়া নিকটে গিয়া মাকে বলিল—"মা, গৃহে চলুন; পথে চলিয়া আসিয়াছেন কেন?"

সত্যবতী। আমার যোগমায়া কোথায়?

স্মৃতিধর। রাজা আপনার যোগমায়াকে গৃহে আনিতেছেন।

সত্যবতী। বাপ্—ঠিক বলিতেছ?

স্মৃতিধর। হাঁ, মা, ঠিক বলিতেছি; আপনি গৃহে চলুন।

স্মৃতিধর মায়ের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। স্মৃতিধরের ব্যগ্রতা দেখিয়া সত্যবতীদেবী আশায়

নিরাশায় বিসন্নবদনে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। যথা সময়ে গৃহে গিয়া আশায় ও নিরাশায় পথ পানে চাহিয়া রহিলেন।

একজন সন্ন্যাসী ও একজন বৈরাগীকে সঙ্গে করিয়া রাজা শিবকিঙ্কর রায়কে গুরুগৃহাভিমুখে যাইতে দেখিয়া, সমাগত ব্রাহ্মণগণ ও আপামর অন্যান্য নবদ্বীপবাসিগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত নয়নে একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল এবং বিস্ময়ে রাজা ও শিরোমণিমহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ন্যায়রত্নের বাটীতে গমন করিল। টোল গৃহের নিকটে গিয়া শিরোমণিমহাশয় ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন "চলুন, আমরা এই গৃহে বসি। শিবকিঙ্কর বিশ্বরূপ ও যোগমায়াকে সত্যবতী দেবীর নিকট রাখিয়া আসুক। তৎপরে শিবকিঙ্করের সহিত আলাপাদি করা যাইবে।"

ব্রাহ্মণেরা সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"বিশ্বরূপ, যোগমায়া,—কোথায় ?"

শিরোমণি। এই দুই বৈরাগী ও সন্ন্যাসীই আমার বিশ্বরূপ ও যোগমায়া। আপনারা বিস্মিত হইবেন না,—এখন চলুন, আমরা টোল গৃহে বসি। শিবকিঙ্কর আসিলে তাহার মুখে আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শুনিতে পাইবেন।

সত্যবতী দেবী আশায় ও নিরাশায় বুক বান্ধিয়া অন্তঃপুরের দ্বারপথে দাঁড়াইয়াছিলেন; শান্তাও শূন্য নয়নে সেখানে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। সুরুচী-বিজয়া স্মৃতিধরের মুখে বউদিদির আগমন সংবাদ পাইয়া, তাহার রহস্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কাতরভাবে মায়ের পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল; এমন সময় রাজা শিব-কিঙ্কর রায় সেই বৈরাগী ও সন্ন্যাসীকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে

প্রবেশ করিলেন। সুরুচী-বিজয়া গঙ্গাতীরের বৈরাগী ও সন্ন্যা-সীকে দেখিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। সত্যবতীদেবী পথ হইতে সরিয়া আসিয়া বিস্মিত নয়নে সেই নবীন সন্ন্যাসীর মলিন মুখ-পানে, বৈরাগীর ক্লেশক্লিষ্ট মলিন শীর্ণ মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে বৈরাগী সত্যবতী দেবীর নিকটে গিয়া, তাঁহার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণত হইয়া বলিল,—"মা! আমি বিশ্বরূপ।"

সত্যবতীদেবী "বিশ্বরূপ! বিশ্বরূপ! বাপ্ আমার, যোগমায়া কোথায় বাপ্?" বলিয়া হৃদয়ের আবেগে বিশ্বরূপকে উত্তোলন করিলেন। নবীন সন্ন্যাসী কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া মায়ের চরণে মস্তক রাখিয়া বলিল—"মা, আপনার হতভাগিনী যোগমায়া।"

তারকনাথ বহির্ব্বাটীতে ছিল। স্মৃতিধর গিয়া তারকনাথকে সন্ন্যাসীর সংবাদ দিল।

শান্তা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উদাসনয়নে একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল।

সুরুচী-বিজয়াও দূরে দাঁড়াইয়াছিল। সন্ন্যাসীকে মায়ের চরণে মস্তক রাখিয়া "মা, আমি আপনার হতভাগিনী যোগমায়া" বলিতে শুনিয়া, সুরুচী দৌড়িয়া গিয়া "বউদিদি,—বউদিদি—তুমি সন্ন্যাসী!"—বলিতে বলিতে যোগমায়াকে জড়াইয়া ধরিল। বিজয়া—"ওমা, বউদিদি সন্ন্যাসী সাজিয়াছিলেন" বলিতে বলিতে যোগমায়ার চরণে পড়িয়া বলিল—"বউদিদি, আমি বিজয়া।" যোগমায়া সুরুচী-বিজয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া অনেক ক্ষণ কাঁদিল।

সত্যবতী দেবী অবশ দেহে দাঁড়াইয়াছিলেন,—তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে বিশুষ্ক গণ্ডস্থল বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল।

শান্তা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্ববৎ দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরুচী-বিজয়া অনেকক্ষণ যোগমায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, শেষে যোগমায়াকে টানিয়া গৃহে লইয়া চলিল। সুরুচী বলিতেছিল—"বউদিদি, গৃহে চল ; তোমার সন্ন্যাসী বেশ দেখিয়া আমার প্রাণ কাঁপিতেছে।" সুরুচী-বিজয়া সন্ন্যাসীকে টানিয়া লইয়া গৃহে প্রবেশ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে জীর্ণা শীর্ণা যোগমায়া, যোগমায়াবেশে, সুরুচী-বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া মায়ের পার্শ্বে উপস্থিত হইল। শান্তা দেখিয়া তখন বলিল—"মায়া ? আমার যোগমায়া ? তুই এতক্ষণ কোথা ছিলি মা ? তোর খাওয়া হয়েছে ? হাঁড়িতে ভাত আছে ত ? ওমা, তুই এখনও খাস্ নাই ?"

যোগমায়া, শান্তামাকে জ্ঞানবিরহিতা দেখিয়া 'মা-মা' বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। শান্তা তখন ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

রাজা বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া টোল গৃহে ব্রাহ্মণগণের নিকটে গেলেন। গৃহের চতুস্পার্শ্বে বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল।

তারকনাথ অনেকক্ষণ টোল গৃহে বসিয়া থাকিয়া, শেষে স্মৃতিধরের মুখে সন্ন্যাসীর সংবাদ পাইয়া আত্মসম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া অন্যের অজ্ঞাতে শয়ন কক্ষে গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিল। স্মৃতিধর ব্রাহ্মণগণের এবং রাজার অভ্যর্থনায় ব্যতিব্যস্ত। স্মৃতিধর তারকনাথকে দেখিতে পাইল না ; তারকনাথ কোথায় গেল তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না, ব্যস্ততায় তারকনাথের তখন কোন অনুসন্ধানও করিল না।

যোগমায়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া, সুরুচী ও বিজয়ার সাহায্যে

শান্তা মায়ের চেতনা সম্পাদনের পর মা ও শান্তামাকে সঙ্গে করিয়া গৃহাভ্যন্তরে গেল। মা কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে ছিলেন, তাঁহার মুখে কোন কথা ফুটিল না। মায়ের নয়ন প্রান্ত দিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু প্রবাহ বহিতেছিল।

যোগমায়া অনেকক্ষণ বসিয়া, মা ও শান্তামাকে প্রবোধ দিয়া বাড়ীর চারিদিক্ একবার দেখিতে বাসনা করিল। সত্যবতীদেবীকে বলিল—"মা, আপনি ও শান্তামা এখানে একটু বসুন; আমি সুরুচী-বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর চারিদিক্ একবার দেখিয়া আসি, অনেকদিন দেখি নাই।" যোগমায়া, সুরুচী-বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর চারিদিক্ দেখিতে গেল। সুরুচী-বিজয়া অগ্রে অগ্রে গিয়া এ ঘর সে ঘর করিয়া যোগমায়ার অবর্ত্তমানে ঘরের কি শ্রী হইয়াছে তাহা যোগমায়াকে দেখাইতে লাগিল। তারকনাথের শয়ন কক্ষের নিকট উপস্থিত হইলে যোগমায়া একটু দাঁড়াইল। তাহার উদ্বেলিত হৃদয়সমুদ্রে তখন কোন্ বাড়বাগ্নি হঠাৎ জলরাশি বিকীর্ণ করিয়া শিখা বাড়াইয়া উঠিয়াছিল তাহা কে বলিবে? যোগমায়া হঠাৎ একটু দাঁড়াইল। সুরুচী-বিজয়া অন্যান্য ঘরের ন্যায় হাসিতে হাসিতে এ কক্ষেও প্রবেশ করিল কিন্তু অনতিবিলম্বে বিস্মিত ও চকিত নয়নে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল; গৃহ হইতে বাহির হইয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যাইতে লাগিল। যোগমায়া কারণ বুঝিতে না পারিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিল। যোগমায়াকে দেখিয়া তারকনাথ মস্তকোত্তোলন করিয়া বলিল—"যোগমায়া?—"

যোগমায়া তারকের বক্ষে অবসন্ন মস্তকটি রাখিয়া বলিল—"তোমার হতভাগিনী যোগিনী।"

ত্রিধারা।

প্রথম তরঙ্গ।

ব্রাহ্মণগণ টোলগৃহে এবং অপর সাধারণ লোক কেহ গৃহের ভিতরে, কেহ বাহিরে, উদ্‌গ্রীব হইয়া রাজার অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাজা বিশ্বরূপকে সঙ্গে করিয়া গৃহে উপস্থিত হইলে সকলেই তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজা ব্রাহ্মণগণের সহিত বহুবিধ কথোপকথনের পর যোগমায়ার কথা উত্থাপন করিলেন। পিতার গৃহত্যাগ হইতে গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান পর্য্যন্ত যোগমায়া যাহা পিতার নিকট বলিয়াছিল, এবং রাজা নিজে যাহা গুরুর নিকট শুনিয়া ছিলেন, তিনি তাহা সমস্ত বিবৃত করিলেন এবং শেষে গুরুর কাশী পরিত্যাগের পর কিরূপে গুরুপুত্র ও গুরু কন্যাকে সঙ্গে করিয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়াছেন তাহা বিবৃত করিয়া কথা শেষ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে রাজার কথা শুনিতেছিলেন; রাজার কথা শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ বিস্ময়ে একে অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং যোগমায়ার পতিভক্তির বিষয় ভাবিয়া, তাহার হৃদয়ের বলের কথা ভাবিয়া যোগমায়াকে বহুপ্রকারে ধন্যবাদ প্রদান ও শিরোমণির পুত্রকন্যা সহিত স্বদেশ প্রত্যাগমনে অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শিরোমণি মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "শিবকিঙ্কর, সমস্ত পথ পাল্কীতে আসিয়া নৌকা করিলে কোনস্থানে?"

রাজা বলিলেন "ভাগীরথীর তীরে।"

সিংহমহাশয় এতক্ষণ এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজার কথা শুনিতে ছিলেন। সন্ন্যাসী যে শিরোমণি মহাশয়ের কন্যা,—বৈরাগী যে শিরোমণি মহাশয়ের পুত্র, তিনি তাহা রাজার

কথা শেষ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। রাজার কথা শেষ হইলে তিনি বিস্ময়ে চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"এমনত কখনওশুনি নাই! বিবেচনা কর, কাশীতে এতদিন রহিল, পথে এতদিন সঙ্গে আসিলাম, একটু কিছু বুঝিতে পারিলাম না! বিবেচনা কর, এমন আমি দেখি নাই; জন্মে কর্ণেও শুনি নাই!" সিংহ মহাশয় শেষে শিরোমণি মহাশয়ের পুত্রকন্যার সহিত এইরূপে আকস্মিক সুখ সম্মিলন হইয়াছে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইলেন। তিনি আবার চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। তিনি তখন দেখিতে পাইলেন দূরে এক কোণে বসিয়া কেবলরাম তামাক সাজিয়া ব্রাহ্মণগণকে দিতেছে। সিংহমহাশয় উৎফুল্ল হইয়া কেবল-রামের নিকটে গেলেন। কেবলরামের নিকটে গিয়া তিনি বলিলেন—"কি হে, বিবেচনাকর, তুমি এত ধীরে ধীরে তামাক সাজিতেছ কেন? বিবেচনাকর, শীগ্‌গির দেও। ব্রাহ্মণগণের পরিচর্য্যায় এত বিলম্ব করিলে চলিবে কেন?" কেবলরাম বিস্মিত হইয়া মাথা তুলিল; মনে মনে বলিল—"এ আবার কে?" সিংহমহাশয় বলিলেন—"বিবেচনা কর, দেখ্‌ছ কি? শীগ্‌গির দেও। ঐ ওখানে দুজন ব্রাহ্মণ একবারও তামাক পাননাই।" কেবলরাম ভয়ে বিস্ময়ে ব্রাহ্মণ দুটিকে তামাক দিয়া, ধীরে ধীরে একবার স্মৃতিধরের নিকটে গেল। স্মৃতিধরের নিকটে গিয়া কেবলরাম চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"দেখ স্মৃতি,—ঐ একটা লোক আমাকে এত শাসন করিতেছে,—ঐ লোকটা কে?" স্মৃতি-চাহিয়া দেখিল। সিংহমহাশয়কে দেখিয়া স্মৃতিধর একটু হাসিল।

কেবলরাম। স্মৃতি, হাস্‌তেছ কেন?

স্মৃতিধর। না, অন্য কিছু নয়। দেখ কেবলরাম, উনি সিংহীমশায়। উঁহাকে সিংহীমশায় বলিয়া ডাকিও। উনি রাজার সরকার।

কেবলরাম সরকার কথার অর্থ কি কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু যখন রাজার সরকার বলা হইয়াছে তখন সিংহমহাশয় রাজারই মত কোন বড়লোক, কেবলরাম তাহা মনে মনে অনুমান করিয়া সভয়ে স্মৃতিধরকে বলিল—"তবে আমি সিংহীমশার নিকটে যাই ?"

স্মৃতিধর। তা যাবে বই কি! উঁহাকে বিশেষ যত্ন ও সম্মান করিও।

কেবলরাম ভয়ে ভয়ে স্মৃতিধরের নিকট হইতে সিংহমহাশয়ের নিকটে গেল। নিকটে গিয়া কেবলরাম সিংহমহাশয়ের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। স্মৃতিধর একটু ঘুরিয়া গিয়া সিংহমহাশয়ের পশ্চাৎ দিক হইতে ডাকিল—"সিংহীমশায়!" সিংহমহাশয় মুখ ফিরাইতে ফিরাইতে বলিলেন—"কেও ?" স্মৃতিধর বলিল—"আজ্ঞে আমি নীলমণি।"

সিংহমহাশয়। তুমি ? তোমার নামটা ভূলে গেছি।

স্মৃতিধর। সিংহীমশায়, আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না ?

সিংহমহাশয়। তা চিন্‌তে পার্‌ব না কেন হে ? বিবেচনাকর, তুমি এতদিন আমাদের বাড়ীতে থাকিয়া আসিলে, তোমাকে চিন্‌তে পার্‌ব না ? তবে কিনা, বিবেচনাকর, তোমার নামটা মনে পড়িতেছে না।

স্মৃতিধর। সিহীমশায়, আমার নাম আপনার মনে পড়িতেছে না ? আমি যে শ্রীধর।

সিংহমহাশয়। তাই বল! তুমি শ্রীধর,—তাই বল। তোমার নামটা আমি সহজেই ভুলে যাই। তুমি এখানে কোথা হইতে আসিলে?

স্মৃতিধর। আজ্ঞে, আমাদের এই বাড়ী।

সিংহমহাশয়ের মুখের বর্ণের একটু বিপর্য্যয় ঘটিল। শ্রীধরের এই বাড়ী! শ্রীধর তবে শিরোমণি মহাশয়েরই কেহ! সিংহমহাশয় শ্রীধরের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব আচরণ মনে করিয়া একটু বিমর্ষ ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। স্মৃতিধর তাহা বুঝিতে পারিল। স্মৃতিধর বলিল—"সিংহীমশায়, তবে এখন আমি আসি; ওদিকে অনেক কার্য্য দেখিতে হইবে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া এদিকে দেখি:বন। কেবলরাম! সিংহীমশায় যাহা আজ্ঞা করিবেন তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিও।"

স্মৃতিধর কথা গুলি বলিয়া বাটীর ভিতরে গেল। কেবলরাম সিংহমহাশয়ের আজ্ঞার অপেক্ষায় জড়সড় হইয়া তাঁহার পদপার্শ্বে বসিয়া রহিল। সিংহমহাশয় দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন"তা পূর্ব্বে আমি জানিব কিরূপে? তবে ছেলেটা ভাল মানুষ; আমার প্রতি রুষ্ট থাকিবে না।"

কেবলরাম। আজ্ঞে, তামাক দেব?

সিংহ মহাশয়। তা দেওনা কেন, বিবেচনা কর!

কেবলরাম তামাক দেওয়ার হুকুম হইল কি না তাহা সিংহমহাশয়ের কথা হইতে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে ভয়ে তামাকই সাজিতে লাগিল।

শিরোমণি মহাশয় স্নেহের সহোদর কল্যাণেশ্বরের শ্রাদ্ধ অতি সামান্যভাবে সমাধা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; রাজা ও স্মৃতিধরের আগ্রহে তাহা না হইয়া একটু আড়ম্বরের সহিতই সুসম্পন্ন হইয়াছিল।

শ্রাদ্ধের পরে প্রায় এক মাস গত হইয়াছে। রাজা শিব-কিঙ্কর রায় এখনও গুরুগৃহে আছেন; কাশী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গুরুর অনুমতি হইতেছে না; তিনি গুরুর অনুমতির অপেক্ষায় দিনের পর দিন কাটাইতেছেন।

একদিন সন্ধ্যার পর পঞ্চবটীতে বসিয়া শিরোমণি মহাশয় শিষ্যকে বলিলেন "শিবকিঙ্কর, এখনও তোমার কাশী যাওয়ার বিলম্ব আছে। আমার আরো দুটি কার্য্য রহিয়াছে। আমার সে কার্য্য দুটি সমাধা না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি কাশী যাইতে পাইবে না।"

রাজা। কি কার্য্য গুরো?

শিরোমণি। তারকনাথের টোল প্রতিষ্ঠা ও বিশ্বরূপের বিবাহ।

রাজা। দুটি কার্য্যের একটি গুরুতর বটে।

শিরোমণি। কোনটিকে তুমি গুরুতর মনে কর?

রাজা। বিশ্বরূপের বিবাহ।

শিরোমণি। আমি তাহা মনে করি না। তারকনাথের টোল প্রতিষ্ঠা গুরুতর কার্য্য।

রাজা। টোল প্রতিষ্ঠা সহজেই হইবে। টোলের জন্য

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের যে সকল ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি রহিয়াছে তাহার সুবন্দোবস্ত ছিল না বলিয়া আদায়াদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই। স্মৃতিধরকে আমি অতি যত্নে বিষয়কার্য্য শিক্ষা দিয়াছি; স্মৃতিধররে যত্নে ও বুদ্ধি কৌশলে তাহা এখন অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। তারপর যে সকল রাজা ও জমিদারগণ ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ছাত্রগণের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজনানুসারে সাময়িক অর্থ সাহায্য করিতেন, তাঁহারা ন্যায়রত্নাত্মজ তারকনাথ ন্যায়নিধি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন শুনিয়া উৎফুল্ল হইয়া পূর্ব্ববৎ সাহায্য প্রেরণ করিবেন। আমরাও নিশ্চেষ্ট থাকিব না। সুতরাং তারকনাথের টোল প্রতিষ্ঠা সহজ সাধ্য বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে।

শিরোমণি। বিশ্বরূপের বিবাহকে তুমি কেন গুরুতর কার্য্য মনে করিতেছ?

রাজা। বিবাহ কার্য্য গুরুতর। পাত্রীটি সুপাত্রী হওয়া চাই; তাহাতে বিশ্বরূপের প্রকৃতি যেরূপ, তাহার প্রকৃত্যনুযায়িনী পাত্রী না হইলে আশানুরূপ শান্তি সুখের ব্যত্যয় ঘটিতে পারে।

শিরোমণি। আমি একটি সুপাত্রী মনে মনে ঠিক করিয়াছি।

রাজা। কোথায় গুরো?

শিরোমণি। নিকটেই। সত্যবতীদেবীর পালিত কন্যা বিশ্বরূপের অনুরূপ পাত্রী হইবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

রাজা। গুরো, আমারও তাহা মনে হইতেছে। বালিকাটির সলজ্জ মুখখানি যেন শান্তির উৎস। এই প্রসঙ্গে আমার আর একটি কথা মনে পড়িল। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের হাস্যময়ী কন্যাটি

আমাদের স্মৃতিধরের অনুরূপ পাত্রী বলিয়া আমার মনে হইতেছে।

শিরোমণি। চল, সত্যবতীদেবীর নিকট যাওয়া যাক্। উভয় প্রস্তাবই উত্থাপন করা যাইবে। সত্যবতী দেবীর অভিমত হইলে উভয় বিবাহকার্য্য এক সময়ে সম্পন্ন করা যাইবে।

গুরুশিষ্য সত্যবতীদেবীর নিকটে গেলেন। সত্যবতীদেবীর এ প্রস্তাবের মতামত পূর্ব্বেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। সত্যবতী-দেবী শিরোমণি মহাশয়ের মুখে এ প্রস্তাব শুনিয়া অতীব আনন্দিতা হইলেন। তাঁহার স্বর্গবাসী অনন্তদেব এ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন তাহাও সত্যবতীদেবী বৈবাহিককে জানাইলেন।

রাজার আগ্রহে শীঘ্রই বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। বিবাহের পরদিনেই তারকনাথ ন্যায়নিধির টোলের প্রতিষ্ঠা হইবে তাহাও ধার্য্য হইল। রাজার আগ্রহে চারিদিকে আমন্ত্রণ পত্র প্রেরিত হইতে লাগিল। স্মৃতিধর সম্পূর্ণ আগ্রহ সহকারে সকল কার্য্য করিতে পারিল না। স্মৃতিধর তারকনাথের টোল প্রতিষ্ঠার আয়োজনে আত্মহারা হইয়া সময় ক্ষেপ করিতে লাগিল।

যথাসময়ে শুভ পরিণয় সমাহিত হইল। বিজয়া যে চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া ছিল, সে চক্ষুর প্রতি অনিমেষ দৃষ্টিতে একবার চাহিল; সুরুচী যে মুখখানি দেখিলে কাঁপিতে কাঁপিতে অবনত মুখে চলিয়া যাইত, আজ মুখ তুলিয়া সেই মুখ প্রতি মনের সাধ মিটাইয়া একবার চাহিল। শুভ পরিণয় সমাহিত হইয়া গেল।

পরদিন তারকনাথের টোল প্রতিষ্ঠা। সে দিন স্মৃতিধরের আনন্দের আর পরিসীমা ছিলনা। সত্যবতীদেবী আনন্দে এক

একবার চক্ষু দুটি মুছিতেছিলেন। যোগমায়ার স্থির প্রশান্ত বদনে স্বর্গের আভা ভাসিয়া উঠিতেছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় স্মৃতিধর দুঃখ করিয়া বলিতেছিল "আজ বাগীশ মহাশয়ের শ্যালকেরা কোথায় গেল? তাহাদিগকে একবার আনিয়া তারকনাথ ন্যায়নিধি ভট্টাচার্য্যের টোল দেখাইতে পারিলাম না।"

তারকনাথ বলিয়াছিল "ছি! স্মৃতি, ওসব কথা এখন আর মনে করিস্ না।"

রাজা মহাশয় গুরুর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। গুরু বলিলেন—"বাবা! আর একটি কার্য্য রহিয়াছে। কণকের কোনরূপ সুব্যবস্থা করিয়া যাও।"

রাজা। কণকের এখনও বিবাহের বয়স হয় নাই। কণকের বিবাহের বয়স হইলে কণকের বিবাহ দেওয়া যাইবে। এখন কণকের জন্য কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।

শিরোমণি। কণকের শিক্ষাদি বিশেষ যত্নের সহিত হয় নাই। কণক যে বিষয় সংরক্ষণ করিয়া রাখিতে পারিবে তাহা আমার প্রতীতি হইতেছে না। কণকের জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাও।

রাজা। স্মৃতিধরকে ডাকিয়া আনি। স্মৃতিধরই এ বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিতে পারিবে।

স্মৃতিধরকে ডাকা হইল। স্মৃতিধর নিকটে আসিলে শিরোমণিমহাশয় কণকের বিষয় সংরক্ষণের সুবন্দোবস্তের কি উপায় হইতে পারে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। স্মৃতিধর দণ্ডায়মান থাকিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—"দেখুন, কণকের বিষয়

সম্বন্ধে আমার এক কথা আছে। এখন যে পরিমাণ সম্পত্তি কণকের বলিয়া ধরিতেছি তাহা সমস্ত কণকের হইতে পারে না। সমস্তই পৈতৃক সম্পত্তি; বিশ্বরূপের তাহাতে অর্দ্ধেক অংশ আছে। সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার মতে এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত;—পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধেক বিশ্বরূপ, অর্দ্ধেক কণক প্রাপ্ত হউক। আপনার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ সত্ত্বাধিকারিণী যোগমায়াদেবী হউন। তারকনাথ পিতৃসম্পত্তির অধিকারী আছে। আমি এই চারি সম্পত্তির "নাজির দেওয়ান" হইব।

রাজা। যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব।

শিরোমণি। বিশ্বরূপকে পৈতৃক সম্পত্তির অর্দ্ধাংশভাগী করিলে কণককে কিঞ্চিৎ বঞ্চিত করা হয় না কি?

রাজা। মন্দ নয়! এতকাল বাগীশমহাশয় একা সমস্ত সম্পত্তি ভোগ করিয়াছেন, তাহাতে কোন বাধা ছিল না; এখন বিশ্বরূপকে বঞ্চিত করিয়া কণককে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিলে বিশ্বরূপের প্রতি যে অতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়।

শিরোমণি। তোমাদের যাহা ভাল মনে হয় তাহাই কর। কণক যেন অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পায়, তাহা হইলেই আমি প্রীত থাকিব।

স্মৃতিধর। আমি "নাজির দেওয়ান" হইলাম; সেজন্য আপনার কোন চিন্তা নাই।

রাজা। স্মৃতিধর, তোমাকে স্বধু নাজির দেওয়ান দেখিয়া আমার প্রাণ তৃপ্ত হইতেছে না। আমি তোমাকে একটি সম্পত্তির অধিকারী করিয়া দিতেছি।

রাজার নিকটে স্মৃতিধরের নামে উৎসর্গীকৃত একটি সম্পত্তির দানপত্র ছিল; রাজা তাহা খুলিয়া গুরুর সন্মুখে পাঠ করিলেন; পাঠ করিয়া তাহা স্মৃতিধরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সিংহ-মহাশয় নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন; রাজা সিংহমহাশয়কে বলি-লেন—"নবকান্ত, আমি গুরুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কাশী যাইব। তুমি একবার বাটী গিয়া এই সম্পত্তি সমর্পণ সংবাদ বিভূতিকে দিয়া যাইও। (রাজকুমারের নাম বিভূতিভূষণ।)

গুরুগৃহে রাজার সমস্ত কার্য্য সমাহিত হইল। কিছুদিন পরে গুরুর চরণে বিদায়গ্রহণ করিয়া রাজা কাশী যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ।

একদিন অপরাহ্নে যোগমায়া "দাওয়ায়" বসিয়া স্থরুচীর চুল বাঁধিয়া দিতেছিল। স্থরুচী যোগমায়াকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল; যোগমায়া হাসিতে হাসিতে তাহার উত্তর দিতেছিল। যোগমায়ার কথা শুনিয়া স্থরুচীও হাসিতেছিল। সত্যবতীদেবী শান্তাকে নিকটে বসাইয়া কি বলিতেছিলেন। স্থরুচীর হাসিতে সত্যবতীদেবীর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হইল। তিনি কিয়ৎক্ষণ প্রতিপ্রফুল্ল নয়নে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে অতীব আনন্দানুভব করিলেন কিন্তু কিঞ্চিৎ পরে তাঁহার নিকট দৃশ্যটি অপূর্ণ বোধ হইল। বিজয়া সেখানে থাকিলেই তাহা পূর্ণ হইত; বিজয়া সেখানে থাকিয়া যোগমায়া-স্থরুচীর পার্শ্বে বসিয়া, তাহাদের

মধুর আলাপে, তাহাদের হাসিতে যোগ দিলেই সত্যবতীদেবীর চক্ষে তাহা পূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তিনি শান্তাকে বলিলেন "শান্তা, দেখ্‌ছিস্‌, আমার যোগমায়া ও সুরুচী কেমন মধুর হাসি হাসিতেছে! বিজয়া মিলিলেই দৃশ্যটি পূর্ণ হইত।"

(বিজয়া এবাড়ীতে ছিল না। বিশ্বরূপের বিবাহের পর হইতেই শিরোমণি মহাশয় পুত্র, পুত্রবধু সহকারে নিজ বাটীতে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।)

শান্তা সত্যবতীদেবীর কথা শুনিয়া বলিল—"বিজয়াকে ডাকিয়া আনিব?"

সত্যবতী। বিজয়াকে ডাকিয়া আনিবি? আমার বিজয়ার কি আর এক মুহূর্ত্তও অবসর আছে? আমার মাকে কত কার্য্য করিতে হইতেছে। করুক;—মা আমার, এই কার্য্যের ফলে ভাগ্যবতী হইয়া সুখে কালযাপন করুক। শিরোমণি ঠাকুর এতদিন নিজ হস্তে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছেন; মা আমার, এখন সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে শ্বশুরের সেবা করে, তাঁহার সেবাদি হইলে স্বামী পদ পূজা ও স্বামী সেবা করিয়া গৃহের অন্যান্য কার্য্য সমাধা করে। আমার মায়ের আত্মা চিরশান্তিতে থাকুক।

শান্তা। মণিসই, বিজয়াকে ডাকিয়া আনি। বিজয়া না আসিলে আসর পূর্ণ হইবে না। মণিসই, আমি বিজয়াকে ডাকিয়া আনিতে যাই।

সত্যবতী। শান্তা, তুই তাহাকে বুঝাইয়া আনিতে পারিবি না। তুই যোগমায়া-সুরুচীর নিকটে গিয়া ব'স। আমি গিয়া বিজয়াকে বুঝাইয়া আনি।

শান্তা। কিন্তু তুমি বিজয়াকে নিয়ে এসো।

সত্যবতী। নিয়ে আসিব। তুই গিয়া যোগমায়া-সুরুচীর নিকট ব'স।

শান্তা সুরুচী ও যোগমায়ার নিকট গিয়া বসিল। সত্যবতীদেবী বিজয়াকে আনিতে গেলেন।

শিরোমণিমহাশয়ের চিকিৎসায় ও যোগমায়ার যত্নে শান্তার উন্মাদাবস্থা ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়াছিল; শান্তার ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; শান্তা পুনরায় জাগিয়া উঠিয়াছিল। শান্তা এখন প্রকৃতিস্থা।

শান্তা যোগমায়া ও সুরুচীর নিকট বসিয়া একটু হাসিয়া বলিল "মা, তোরা একটা হাসির কথা শুনিবি? আজ দুপুর বেলা কি হাসির একটা কাণ্ড হয়ে গেছে!"

যোগমায়া। কি কাণ্ড, মা?

শান্তা। মা, বল্‌ব কি! দেখ্, আজ দুপুরবেলা মিন্‌ষেটা বাগান হইতে আসিয়া স্নান করিয়া, দুবাড়ীর মাঝখানে ঐ যে গাছটা, তাহার তলায় গিয়া বসিল; আমি তাহা দেখিতে পাইলাম। আমি দেখিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। মনে করিলাম—দেখি মিন্‌ষে এমন সময় গাছতলায় বসিয়া কি করে। ওমা! দেখি কিনা, মিন্‌ষে আস্তে আস্তে গাছ-তলায় শুইয়া পড়িল! আমি ভাবিলাম—এমন সময় মিন্‌ষে না খাইয়া না দাইয়া গাছতলায় শুইয়া পড়িল, মিন্‌ষের বুঝি তবে কোন অসুখ করেছে। আমি তাড়াতাড়ি মিন্‌ষের নিকটে গেলাম।

সুরুচী। নিকটে গিয়া কি করিলে, শান্তা মা?

শান্তা। আমি নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। মিন্‌ষের মুখ ভার; আমি কিছুই কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

যোগমায়া। তুমি কোন কথা জিজ্ঞাসা কর নাই?

শান্তা। আরে রাখ্ মা!—শোন্! আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মুখভার দেখিয়া কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এমন সময় না খাইয়া না দাইয়া মুখভার করিয়া গাছতলায় ঘাসের উপর শুইয়া রয়েছ কেন?

সুরুচী। কি উত্তর পাইলে?

শান্তা। উত্তর পাইলাম ছাই ভস্ম! মিন্‌ষের কথা হইতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মিন্‌ষে বলিল—শুয়ে রয়েছি সে আমার ইচ্ছা। যা—তুই—যা; তুই কেন বিরক্ত করিতে এসেছিস্!

যোগমায়া। তুমি তখন কি করিলে, মা?

শান্তা। আমি আর কি করি, মা! আমার প্রাণটা কেমন কেমন করিতে লাগিল; আমার মনে হইতেছিল মিন্‌ষের বুঝি কোন অসুখ করেছে! আমি নিকটে বসিয়া অতি কাতর হইয়া মিন্‌ষের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। মিন্‌ষের কি হয়েছে তাহা আমাকে বলিতে কাকুতিমিনতি করিতে লাগিলাম। মা, মিন্‌ষের কথা শুনিয়া শেষে আমি আর হাসি রাখিতে পারিলাম না।

যোগমায়া। হাসির কি কথা, মা?

শান্তা। মিন্‌ষে বলিল—দেখ্ শান্তা, আমি এখন স্নান করিয়া কোন্ বাড়ী খাইতে যাই তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আমি একবার মনে করিতেছি ন্যায়রত্নের বাড়ী গিয়া

যোগমায়া-স্থরুচীর মিষ্টি কথা শুনিতে শুনিতে সত্যবতীদেবীর প্রসাদ খাই; একবার মনে করিতেছি শিরোমণির বাড়ী গিয়া বিজয়ার হাসিমাখা মুখখানি দেখিতে দেখিতে শিরোমণির প্রসাদ খাইয়া প্রাণটা জুড়াই। আমার প্রাণ দুদিকেই যাইতে চাহিতেছে, আমি কোন্‌দিকে যাই কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া এই গাছতলায় আসিয়া শুইয়া রহিয়াছি।"

যোগমায়া। বেশ—মন্দ নয়! তুমি তখন কি করিলে?

শান্তা। আমি আর তখন কি করি মা? মিন্‌ষের দুর্গতি দেখিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ হাসিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখন তবে কি করিবে ঠিক করিয়াছ?'

স্থরুচী। কি উত্তর দিলেন?

শান্তা। বলিল, আমি গাছতলায় শুইয়া থাকিব।

যোগমায়া। তুমি তখন কি বলিলে?

শান্তা। আমি কিছু না বলিয়া আরও হাসিতে লাগিলাম। মিন্‌ষের জব্দ হবার পালা পড়েছে!

যোগমায়া। তুমি পরে কোন কথাই বল নাই?

শান্তা। ব'লেছিলাম বইকি মা! ব'লেছিলাম। আমি ব'লেছিলাম—'গাছতলায় শুয়ে থাক্‌লে কি ভাত মিল্‌বে?'

স্থরুচী। কি উত্তর পাইলে?

শান্তা। মিন্‌ষে বল্লে কিনা,—মিলিবে বই কি, আমি গাছতলায় শুইয়া থাকিব; তারপর শিরোমণি কি সত্যবতীদেবী দুজনের একজন এক বাড়ী হইতে ডাকিলে সেই বাড়ীতে গিয়া খাইব।

যোগমায়া। তুমি তখন কি বলিলে?

শান্তা। আমি আরো হাসিলাম। মিন্‌ষের বুদ্ধি দেখিয়া আমি আরো হাসিতে লাগিলাম। দুজনের কেহই যদি না ডাকে তবে মিন্‌ষের কিরূপে খাওয়া হইবে তাহা ভাবিয়া আমি হাসিতে লাগিলাম।

যোগমায়া। তারপর কি হইল, মা?

শান্তা। মা, মিন্‌ষের কপাল ভাল। আমি মিন্‌ষের দশা দেখিয়া হাসিতেছি এমন সময় শিরোমণি ডাকিল।

সুরুচী। কি বলিয়া ডাকিলেন, শান্তা মা?

শান্তা। তা আবার কি বলিয়া ডাকিবে! ঠাকুর রোজ যেমন ডাকিয়া থাকে তেম্‌নি করিয়া ডাকিল।

সুরুচী। তবু, শান্তা মা, তালুই মশায় কি বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, বল না!

শান্তা। মেয়েটা কি গা! এমন মেয়েত আমি কখনও দেখি নাই! ওমা! নাম কি নিতে আছে?

সুরুচী। নাম নিতে নাই?

শান্তা। না মা, তা মুখে নিতে নাই।

সুরুচী। কেন মা? তা নিলে কি হয়?

শান্তা। কি হয় তা কি আর আমি জানি!

যোগমায়া ও সুরুচী মুখ ফিরাইয়া হাসিল। কিঞ্চিৎ পরে যোগমায়া বলিল—"নে, সুরুচী, এসকল কথা এখন রাখ্‌। মা, তারপর কি হইল?

শান্তা। তারপর আর কি হইবে মা! মিন্‌ষের কপাল ভাল, তাই শিরোমণি ডাকিল; মিন্‌ষে উঠিয়া শিরোমণির পেছনে পেছনে শিরোমণির প্রসাদ খাইতে গেল।

যোগমায়া। হাসির কথা বটে!

শান্তা। হাসি বই কি! না মা? এমন হাসির কাণ্ড আমি দেখি নাই।

এমন সময় সত্যবতীদেবী বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া সহাস্যবদনে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি শান্তার শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেবলরামের কথা হচ্ছে বুঝি?"

শান্তা। হাঁ মণিসই, মিন্‌ষের আজকার কাণ্ডটা মেয়ে গুলিকে বলিলাম।

সত্যবতী। তুই হাবি, মেয়েছেলে কি কিছুই বুঝিস্‌না? যেখানে সেখানে তোর মিন্‌ষের গল্প বলিতে থাকিস্।

শান্তা। তাতে আর দোষ কি মণিসই?

সত্যবতী। না, তাতে আর দোষ কি? তুই হাবি যদি তাহাই বুঝিবি তবে আর ভাবনা ছিল কি? আয়,—একটা কথা শুনে যা।

সত্যবতীদেবী শান্তাকে কি বলিতে একটু অন্তরালে লইয়া গেলেন। যোগমায়া ও সুরুচী হাসিতে লাগিল। বিজয়া বিশেষ কোন কিছু বুঝিতে না পারিয়া—"কি হয়েছে কি হয়েছে"—বলিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া যোগমায়া ও সুরুচীর নিকট বসিল। সুরুচী বিজয়াকে গল্পটা বেশ নানা অলঙ্কারে সাজাইয়া বলিল। তখন তিন জনে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল।

সত্যবতীদেবী শান্তাকে অন্তরালে ডাকিয়া কি বলিয়া শেষে হাসিতে হাসিতে শান্তাকে সঙ্গে করিয়া মেয়ে দিগের নিকটে যাইতে ছিলেন। যাইতে যাইতে শান্তা জিজ্ঞাসা করিল—"পদ-সেবা কি মনিসই?"

সত্যবতী। তুই হাবি কিছুই বুঝিস্ না! পদসেবা—

স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া স্বামীর পদে হাত বুলাইয়া দেওয়া, স্বামীর পদযুগল—

শান্তা। তুমি বুঝি গিয়া দেখিলে আমার বিজয়া, আমার বিশ্বরূপের পদসেবা করিতেছে?

সত্যবতী। তোকে বলিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছি! তোকে আড়ালে আনিয়া বলিলাম, তুই হাবি হয়ত গিয়া মেয়ে গুলির সম্মুখে গল্প আরম্ভ করিয়া দিবি!

শান্তা। না, মণিসই, তা করিব না।

সত্যবতী। সাবধান! দেখিস্—সুরুচীর সম্মুখে যেন কথনই এই কথা বলিয়া ফেলিস্ না। সুরুচী শুনিতে পাইলে আমার বিজয়াকে বিদ্রূপে ও উপহাসে ত্যক্ত বিরক্ত করিবে।

শান্তা। না, মণিসই, তা আমি কথনই বলিব না।

সত্যবতীদেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া মেয়েদিগের নিকটে চলিলেন। সুরুচী তথন যোগমায়াকে তাহার সন্ন্যাসীবেশ ধারণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল; সন্ন্যাসীবেশে যোগমায়া কিরূপে কোন্ দেশের কোন্ পথ দিয়া গিয়া কাশীতে উপস্থিত হইয়াছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিল। যোগমায়া সহাস্যবদনে প্রশ্নের উত্তর দিতে ছিল। বিজয়া বিস্মিতা হইয়া যোগমায়ার সন্ন্যাস ব্রতের কথা শুনিতে ছিল। যোগমায়ার কথা শেষ হইলে বিজয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল—"বউদিদি, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

যোগমায়া বলিল "বিজয়া, তুই আর আমাকে বউদিদি বলিয়া ডাকিস্ না। তুই যে এখন আমার বউদিদি; এখন আমি তোকে বউদিদি বলিয়া ডাকিব।"

বিজয়া। সেকি—বউদিদি! তুমি আমাকে বউদিদি বলিবে কেন? তুমি আমাকে যেমন বিজয়া বলিয়া ডাক, তেমনি বিজয়া বলিয়াই ডাকিবে।

সুরুচী। আমি একটা ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। তুমি বলিও "বিজয়া বউদিদি" আর তুমি বলিও "যোগমায়া বউদিদি।" তাহা হইলেই বেশ হইবে। কোন গোলমাল থাকিবে না।

যোগমায়া শুনিয়া একটু হাসিল। এমন সময় সত্যবতীদেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সুরুচীর শেষ কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন—"কিসের কোন গোলমাল থাকিবে না?'

সুরুচী মুখ গম্ভীর করিয়া মায়ের নিকট যোগমায়া ও বিজয়ার মধ্যে গোলমালের কথাটা বলিল এবং সুরুচী যে ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে তাহাও বলিল। সত্যবতীদেবী শুনিয়া একটু হাসিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন "হাঁ, মা;—কোন সময় কাহারও মধ্যে কোন গোলমাল উপস্থিত হইলে তোমরা সুরুচীর ব্যবস্থা গ্রহণ করিও।"

সুরুচী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

কিঞ্চিৎ পরে বিজয়া মাকে বলিল—"মা, আমি বউদিদিকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি। আমি অনেকদিন তাহা জিজ্ঞাসা করিব করিব করিতেছি কিন্তু অবসর হয় না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিতে পারি নাই। আজ যখন আসিয়াছি তখন একবার তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইতেছে।"

সত্যবতী। জিজ্ঞাসা কর।

যোগমায়া। কি কথা বিজয়া?

বিজয়া। তুমি যে রাত্রিতে গঙ্গাগর্ভে ঝম্প প্রদান করিয়াছিলে সেই রাত্রির সন্ধ্যার পূর্ব্বে তুমি গঙ্গা পুলিনে বসিয়া একটি গান গাহিয়াছিলে?

সুরুচী। বউদিদি গান গাহিয়াছিলেন? কি গান বিজয়া?

বিজয়া। তাহা আমি জানি না।

সুরুচী। বিজয়া, তুই কিরূপে জানিলি যে বউদিদি গান গাহিয়াছিলেন?

বিজয়া। আমি শুনিয়াছি।

সুরুচী। কোথায় শুনিলি, বিজয়া?

যোগমায়া। দাদা বুঝি তোমাকে বলিয়াছেন।

বিজয়া মস্তক অবনত করিল। সুরুচী বুঝিতে পারিয়া বিজয়ার নিকটে গিয়া হাসিতে হাসিতে মুখভঙ্গি করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"কোথায় শুনেছিস্ বিজয়া?—কে তোকে বলেছেন, বিজয়া? বল্না বিজয়া!" বিজয়ার অবনত মস্তকটি আরো অবনত হইয়া আসিতে ছিল। সত্যবতীদেবী তাহা দেখিয়া হাসিয়া সুরুচীকে বলিলেন—"ছি, সুরুচি! তুই এমন পাগল! আমার বিজয়াকে বিরক্ত করিস্ না।" বিজয়াকে বলিলেন—"মা বিজয়া, তুমি শুনেছ, বেশ! কিন্তু এখন তুমি সে কথা তুলিলে কেন মা?"

বিজয়া। মা, সে গানটি শুনিবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।

সুরুচী। বেশ বলেছিস্ বিজয়া। বউদিদি, গানটি তোমাকে গাহিতে হইবে। তোমার সন্ন্যাস-ব্রতের অনেক কথা শুনিয়াছি,

তুমি সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া গান গাহিয়াছিলে তাহা শুনি নাই। বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি গানটি একবার আমাদিগকে শুনাও।

যোগমায়া হাসিতেছিল। সত্যবতীদেবী বলিলেন—"সুরুচি, বিরক্ত করিস্ না। মা বিজয়া—

বিজয়া বলিল "মা, আমি গান গাহিতে বলি নাই, গানের কথাগুলি শুনিতে চাহিতেছি। বউদিদি, আমার অনেক দিনের বাসনা আজ পূর্ণ কর।"

সুরুচী যোগমায়ার পায়ে ধরিয়া বলিতে লাগিল—"বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, আমার বাসনাটাও পূর্ণ কর। একটিবার গানটি গাও।"

শান্তা বলিল "মা যোগমায়া! সুরুচী-বিজয়া কি বলিতেছে মা? এদের কথা একবার শোন্না মা!"

যোগমায়া হাসিতে হাসিতে শান্তাকে বলিল "মা, সুরুচী-বিজয়া তামাসা করিতেছে।" সুরুচীকে বলিল "সুরুচী, এখন চুপ্ কর। একসময় গোপনে তোকে শুনাইব।"

সুরুচী। তা বুঝেছি! তোমার কথায় আমি ভুলি না।

বিজয়া। বউদিদি, তুমি গান গাহিতে শিখিয়াছিলে কিরূপে? গানটি তুমি কাহার নিকট শিখিয়াছিলে?

যোগমায়া। কাশীতে দিবাভাগে সন্ন্যাসীবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, সন্ধ্যায় নিরাশায় বিষাদিত হৃদয়ে এক ব্রহ্মচারিণীর আশ্রমে আশ্রয়-গ্রহণ করিতাম। তিনি সন্ধ্যারসময় একটি গান গাহিতেন। তাঁহার সেই বিষাদ সঙ্গীত শুনিয়া আমার বিষাদমাথা আত্মা সেই সঙ্গীত লহরীতে আন্দোলিত হইতে থাকিত। আমারও বাসনা হইত সেই

তপস্বিনীর সহিত সেই বিষাদ সঙ্গীত গাহিয়া তপ্তপ্রাণ শীতল করি——

সত্যবতী। সেই তপস্বিনী কে, মা? তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে?

যোগমায়া। না, মা। তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম কিন্তু ভুলিয়া তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই গঙ্গার স্রোতে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলাম।

সত্যবতীদেবী আরও কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শিরোমণিমহাশয় সেখানে উপস্থিত হইলেন। শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়া বিজয়া অবগুণ্ঠিতাবস্থায় উঠিয়া গিয়া সত্যবতী-দেবীর পার্শ্বে বসিল। যোগমায়া তাঁহার নিকটেই বসিয়াছিল। শিরোমণি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে সত্যবতীদেবী তাঁহার সহিত সাংসারিক বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। শান্তা যোগমায়া ও বিজয়ার সহিত বসিয়া শিরো-মণিমহাশয় ও সত্যবতীদেবীর কথোপকথন শুনিতে লাগিল; সুরুচী কি মনে করিয়া উঠিয়া গেল। সুরুচী উঠিয়া গেল, অপর কেহ তাহা জানিতে পারিল না; যোগমায়া তাহা দেখিতে পাইয়া মনে মনে একটু হাসিল।

আজকাল সুরুচী নূতন কিছু দেখিলে, নূতন কিছু শুনিলে, যতক্ষণ না তাহা স্মৃতিধরকে বলিতে পারিত ততক্ষণ শান্তি পাইত না। এখন যোগমায়ার সঙ্গীতের কথা শুনিয়া স্মৃতিধরকে জানাইবার জন্য সুরুচীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। যখন যোগমায়া, বিজয়া ও শান্তা একমনে সত্যবতীদেবী ও শিরোমণি মহাশয়ের কথোপকথন শুনিতেছিল, তখন সুরুচী ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে সরিয়া পড়িল।

স্মৃতিধর তখন দক্ষিণের ঘরে তারকনাথের সহিত কি বৈষয়িক পরামর্শ করিতেছিল; বিশ্বরূপও তখন সন্ধ্যাকাল অতিবাহনের জন্য তারকনাথ ও স্মৃতিধরের নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল। তখন তিনজনে নানাবিধ কথোপকথন হইতেছিল।

সুরুচী চুপি চুপি স্মৃতিধরের অন্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণের ঘরের নিকটে গিয়া গৃহাভ্যন্তরে তারকনাথ ও বিশ্বরূপের স্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল না, একটি মুক্ত বাতায়নের পার্শ্বে অন্তরালে স্মৃতিধরের দৃষ্টি আকর্ষণের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে একবার স্মৃতিধরের দৃষ্টি সেদিকে পড়িলে সুরুচী তাহাকে বাহিরে আসিতে ইঙ্গিত করিল। স্মৃতিধর "আমি একবার বাহির হইতে আসি, তোমরা ব'স" বলিয়া গৃহের বাহিরে আসিল। সুরুচী স্মৃতিধরকে একটু দূরে ডাকিয়া বলিল "দেখ, আজ আমরা বউদিদির সন্ন্যাসব্রতের আর এক নূতন ঘটনা জানিতে পারিয়াছি।"

স্মৃতিধর। কি ঘটনা সুরুচি?

সুরুচী। বউদিদি সন্ন্যাসী সাজিয়া কাশীর গঙ্গাতীরে বসিয়া গান গাহিয়াছিলেন; আমরা আজ সেকথা শুনিয়াছি।

স্মৃতিধর। এই কথা! তাহা আমরা জানি।

সুরুচী। দাদা জানেন?

স্মৃতিধর। হাঁ, জানেন। আর এক নূতন কথা শুনিবে, সুরুচি?

সুরুচী। কি কথা বল দেখি!

স্মৃতিধর। বিশ্বরূপ ঠাকুরের গল্প শুনিয়াছ?

সুরুচী। না; তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তাহা শুনাও।

স্মৃতিধর। তুমি পায়ে পড়িতে বেশ শিখেছ!

সুরুচী। না,—দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে বৈষ্ণব-ঠাকুরের গল্পটি একটিবার শুনাও।

স্মৃতিধর। তুমি এক কাজ কর;—তুমি এখন মায়ের নিকটে গিয়া ব'স। আমি ন্যায়নিধিকে ও বিশ্বরূপ ঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া সেখানে যাইতেছি। বিশ্বরূপ ঠাকুরের নিজের মুখেই তাঁহার গল্প শুনিবে।

সুরুচী "তোমার পায়ে পড়ি, তুমি দাদাকে ও বৈষ্ণবঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া তুলসী তলায় এস, আমি মায়ের নিকটে যাই" বলিয়া হাসিতে হাসিতে গিয়া যোগমায়ার পার্শ্বে বসিল। সুরুচীর চক্ষু দুটিতে তখনও হাসির তরঙ্গ খেলিতেছিল। যোগ মায়া একটু হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল "কর্ত্তাকে সংবাদ দিয়া আসা হইল বুঝি?" সুরুচী হাসিয়া চুপি চুপি বলিল—"বউদিদি, তোমারও যেমন কথা!"

স্মৃতিধর তারকনাথ ও বিশ্বরূপের নিকটে গিয়া নানা কথায় তাহাদিগকে উৎফুল্ল করিয়া কৌশলে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতে যেখানে সকলে মিলিত হইয়াছিল সেখানে উপস্থিত হইল। শিরোমণিমহাশয় তাহাদিগকে দেখিয়া একটু আহ্লাদিত হইয়া তাহাদিগকে বসিতে আদেশ করিলেন। তাহারা উপবেশন করিলে স্মৃতিধর নানা কথার পর শিরোমণিমহাশয়ের নিকট বিশ্বরূপের দেশভ্রমণবৃত্তান্ত শুনিবার বাসনা জ্ঞাপন করিল। স্মৃতিধরের কথা শুনিয়া সত্যবতীদেবীও বিশ্বরূপের দুঃখের কাহিনী শুনিতে বাসনা জানাইতে লাগিলেন। তখন সুরুচী মুখ ফিরাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। তখন কেবলরামও

সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। কেবলরামও বিশ্বরূপের গল্প শুনিবার জন্য অতি আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। শিরোমণি-মহাশয় বলিলেন—"বেশ, আমিও তাহা সম্পূর্ণ শুনি নাই। বিশ্বরূপ তুমি তাহা বল।"

বিশ্বরূপ। কি বলিব, বাবা ?

শিরোমণি। তুমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় কোথায় গিয়াছিলে, কোথায় কি দেখিয়াছিলে, কোথায় কি অবস্থায় ছিলে ইত্যাদি সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বল, আমরা সকলে একবার তাহা শুনি।

বিশ্বরূপ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত বিশ্বরূপের মুখের বর্ণ একটু মলিন, মুখের ভাব একটু গম্ভীর হইয়া পড়িল। বিশ্বরূপের নিশ্বাসে সকলের মুখেই যেন একটা বিষাদের ছায়া পতিত হইল। শিরোমণি মহাশয় বলিলেন—"বিশ্বরূপ, তুমি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রথমে কোথায় গিয়াছিলে এবং তথা হইতেই বা কোথায় কোথায় গিয়া কি অবস্থায় ছিলে তাহা বল।"

বিশ্বরূপ অনেকক্ষণ কি ভাবিয়া আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পিতার আদেশ প্রতিপালনের জন্য তাহার দুঃখের কথা বলিতে লাগিল।

রজনীযোগে গৃহ পরিত্যাগের পর প্রভাতে বৃক্ষমূলে অবধূতের সহিত সাক্ষাৎ হইতে কাশীতে পিতার দর্শন, সন্ধ্যাকালে সন্ন্যাসী দর্শন, সন্ন্যাসীর সঙ্গীত, কাশীর সেই উষা, গঙ্গাগর্ভে ঝম্পপ্রদান, তৎপর পিতৃচরণে মস্তক স্থাপন,—বিশ্বরূপ ক্রমে সমস্তই বলিল।

ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলিবার সময় বিশ্বরূপের স্বরেতে একটু বিশেষত্ব

লক্ষিত হইতে ছিল। বিশ্বরূপ যখন যেরূপ নিরাশায় ডুবিয়াছিল, যখন যেরূপ অনুতাপে জ্বলিয়াছিল, বলিবার সময় সে এমনি স্বরে তাহা বলিতে ছিল, যেন তখন বিশ্বরূপ সে নিরাশায় ডুবিয়া যাইতেছে, যেন তখন বিশ্বরূপ সে অনুতাপে জ্বলিতেছে।

গল্পারম্ভের কিয়ৎক্ষণ পর হইতেই সত্যবতীদেবী কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল বাহিয়া নীরবে অশ্রু ধারা বহিতে ছিল। যোগমায়াও কাঁদিতেছিল। সুরুচীর তখনকার উদাস ও নিরাশ নয়ন দুটি হইতেও বারিধারা বহিতেছিল। বিজয়ার চক্ষে জল ছিল না। বিজয়া গল্পারম্ভের কিঞ্চিৎ পরে তাহার শূন্য দৃষ্টি দূরে সরসীর বক্ষে অচঞ্চল বারিরাশির উপর নিক্ষেপ করিয়া ছিল। বিজয়ার ক্ষুদ্র আত্মাখানি তখন সরসীর বক্ষস্থিত বারিরাশি হইতে বহুগুণ তরলতর হইয়া প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সরোবরের বক্ষে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তারকনাথ ও স্মৃতিধরের চক্ষেও জল ছিল না। তাহারা অনিমেষ নয়নে বিশ্বরূপের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। তাহারা গল্প শুনিতে ছিল কিনা তাহাদিগকে দেখিয়া তাহা প্রতীত হইতে ছিল না।

শিরোমণিমহাশয়ের হৃদয় অচঞ্চল। তাহা অগাধ নির্ব্বাত সাগর! কেবলরাম কাঁদিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে শিরোমণি মহাশয়ের স্থির গম্ভীর মুখ দেখিয়া চক্ষের জল মুছিয়া ফেলিতে ছিল।

শান্তা গল্পের বিশেষ কিছু বুঝিতে ছিল না। শান্তা বিস্মিতা হইয়া বিশ্বরূপের মুখপানে তাকাইয়া ছিল।

বিশ্বরূপ ছুটি জিনিসের বিশেষতর ব্যাখা করিল ;—খণ্ডগিরির নির্জ্জন-নিভৃত-প্রকৃতির শোভা, আর নর্ম্মদার তীরের ব্রাহ্মণগৃহের শান্তি।

বিশ্বরূপের বলা শেষ হইলে শিরোমণি মহাশয় একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন—"আমার বাল্য সুহৃদ্ বোপদেবের গৃহে তুমি গিয়াছিলে? বোপদেব শেষজীবনেও আমার সুহৃদের কার্য্য করিয়াছে।"

বিশ্বরূপ আবার সেই ব্রাহ্মণগৃহের সুখশান্তির বর্ণনা করিল। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণগৃহিণী ও ব্রাহ্মণ কন্যার মোহময় স্নেহের কথা শুনিয়া তখন সত্যবতীদেবীর, যোগমায়ার ও সুরুচীর চক্ষের জল শুকাইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের হৃদয়ও বুঝি তখন স্নেহ মমতায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বিজয়া তখন একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তাহার সরসী-নিবিষ্ট নয়ন ছুটিকে ফিরাইয়া মায়ের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল।

শান্তা বিশ্বরূপের গল্পাংশ হইতে বিশেষ কিছুই সংগ্রহ করিতে পারে নাই। তবে শান্তার মনে এই ধারণা হইয়াছিল যে, বিশ্বরূপ নানা তীর্থের ও নানা দেবতার কথা বলিতেছে। শান্তা বিশ্বরূপের মুখে খণ্ডগিরির নাম অনেকবার শুনিয়া, খণ্ডগিরিকে একটা খুব বড় দেবতা মনে করিল। বিশ্বরূপের বলা শেষ হইলে, সকলে এক একবার এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে শান্তাও একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, ক্ষ্যান্ত গিন্নী কেমন দেবতা রে?"

সুরুচী ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিল। সুরুচীর চক্ষে তখনও জল ছিল।

স্মৃতিধর বলিল—"না, এতক্ষণে হয়েছে! শান্তা মা বেশ বুঝেছে!"

বিশ্বরূপ শান্তামার কথার কোন উত্তর পাইতে ছিল না।

স্মৃতিধর বলিল "শান্তা মা, সে বড় মস্ত দেবতা; পাহাড়ের মত।"

শান্তা দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"মা গো! ক্ষ্যান্ত গিন্নী পাহাড়ের মত দেবতা? মা ক্ষ্যান্ত গিন্নী, তুমি আমার বিশ্বরূপের সুমতি দিয়েছ; তুমি আমার বিশ্বরূপকে ফিরাইয়া দিয়েছ। মা ক্ষ্যান্ত গিন্নী! আমার বিশ্বরূপের সুমতি অটুট রাখিও মা। আমার বিশ্বরূপ যেন আর বাড়ী ঘর ফেলিয়া না যায় মা!"

স্মৃতিধর। না, এতক্ষণে চূড়ান্ত হয়েছে!

সকলেই হাসিল। শিরোমণির মুখে বিষাদও ছিল না, হাসিও দেখা দিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিজয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে একটু সরিয়া একবার দাঁড়াইল। সুরুচী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—"বিজয়া, তুই চলিয়া যাইতেছিস্?" বিজয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অতি ধীরে ধীরে বলিল—"ঠাকুরের আরতির আয়োজন করিতে হইবে।" যোগমায়া উঠিয়া বলিল—"চল্ সুরুচী, আমরাও যাই।" যোগমায়া, সুরুচী ও বিজয়া উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গেল। সত্যবতীদেবী শান্তাকে বলিলেন,—"শান্তা, তুই বিজয়ার সঙ্গে গিয়া বিজয়ার সন্ধ্যার কাজগুলি সারিয়া দিয়া আয়।" শান্তা বিজয়ার সঙ্গে গেল।

সত্যবতীদেবী অনেকক্ষণ বসিয়া শিরোমণিমহাশয়ের সঙ্গে

অনেক বিষয়ের অনেক আলাপ করিলেন। ছেলেদের কেহ কেহ কখনও কোন প্রশ্ন করিতেছিল; কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে ছিল। সন্ধ্যা সমাগমে সুখ-সমিতির অবসান হইল।

চতুর্থ তরঙ্গ।

বাগীশ গৃহিণীর অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সে ভোগবিলাস-স্পৃহা নাই, সেই হিংসা-দ্বেষ-বাসনা নাই, সেই সগর্ব্ব, সরোষ, সতেজঃ ভাব আর নাই। নিরাশায়, লজ্জায় তাঁহার বিলাস, হিংসা, দ্বেষ, গর্ব্ব, রোষ, তেজঃ সকল তিরোহিত হইয়াছে। এখন তিনি প্রায় সমস্ত সময় শয্যায় পড়িয়া থাকেন। তাঁহার সেই দুইটি দাসী এখনও আছে। যোগমায়ার অনুরোধে তাঁহার শুশ্রূষার জন্য সেই দুটি দাসীকে এখনও রাখা হইয়াছে। কিন্তু দাসীদিগের প্রতি বাগীশগৃহিণীর আর সে সতেজঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ নাই, সে সরোষ আজ্ঞা প্রদান নাই। দাসী দুটি কর্ত্রীর এবম্বিধ পরিবর্ত্তন দেখিয়া একটু কাতরা হইয়া সর্ব্বদা কর্ত্রীর নিকটে থাকিতেছে এবং আপনা হইতে নানাবিধ সেবা শুশ্রূষাতে, নানাবিধ যত্নে কর্ত্রীর প্রফুল্লতা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু তাহাদের চেষ্টায় বিশেষ ফল দর্শিতেছে না। যোগমায়া কাকিমার সদা মলিন, বিরসবদন দেখিয়া, কাকিমার নিকটে গিয়া তাঁহাকে উৎফুল্লা করিবার জন্য বলিত "সেকি কাকিমা? আপনার এমন সদা মলিন মুখ কেন? কণক রয়েছে, আমরা রয়েছি, আপনার অভাব কিসের?" কাকিমা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ

করিতেন। যোগমায়া উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধা মাতাকে আনাইয়াছে। যোগমায়ার মনের ধারণা এই যে মাতা নিকটে থাকিলে হয়ত কাকিমা একটু উৎফুল্লা থাকিবেন। বৃদ্ধা মাতার সহিত বাগীশগৃহিণীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভাইটিও আসিয়াছে। অপর ভাই দিগের কোন সংবাদ নাই। তাহারা কে কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। মাতাকে নিকটে পাইয়া বাগীশ গৃহিণী যে কথঞ্চিৎ উৎফুল্লা হইয়াছিলেন এমন নহে। তাঁহাকে দেখিয়া বাগীশগৃহিণীর মলিন, বিমর্ষ ভাব আরো গাঢ়তর হইয়া আসিল। তাহাতে যোগমায়ার অধিকতর ভাবনার কারণ হইল। যোগমায়া দিনের মধ্যে দুবার, কখনও শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া, কখনও সুরুচী-বিজয়াকে সঙ্গে করিয়া, কখনও শান্তামাকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া, নানা আদরসোহাগে, নানা কথায় কাকিমার প্রফুল্লতা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছে।

কণক মায়ের অবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়াছিল। কণক যোগমায়ার উপদেশে ও স্নেহে ভুলিয়া অসদ্ব্যবহার অনেক পরিত্যাগ করিয়াছিল। কণকের ব্যবহারের প্রতি শিরোমণিমহাশয়, বিশ্বরূপ, তারকনাথ এবং স্মৃতিধরেরও দৃষ্টি ছিল। কেবলরাম শিরোমণির আদেশে দিবাভাগের অনেক সময় আসিয়া কণকের সংবাদ লইয়া থাকে। কণককের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য, শিরোমণির আদেশে কেবলরাম রজনীতে বাগীশের বহির্ব্বাটীর বৈঠকখানায় শুইয়া রাত্রিযাপন করে। *

হিংসার প্রতিশোধ এইরূপে হইতেছে।

পঞ্চম তরঙ্গ।

সংসারকে বিশ্বরূপের আর উত্তপ্ত মরুভূমি বলিয়া মনে হয় না। সংসার নিকুঞ্জের ছায়ায় বসিয়া বিশ্বরূপ অতি মধুর শীতলতা উপভোগ করিতেছে; সংসারকে বিশ্বরূপের এখন স্বর্গের নন্দনকানন বলিয়া মনে হইতেছে।

যে স্রোতস্বতীটি বিশ্বরূপের মরুময় সংসারকে শান্তিময় শ্যাম নিকুঞ্জে পরিণত করিয়াছিল, সে বিজয়া স্রোতস্বতীটি আপনাকে ভুলিয়া, জগতকে ভুলিয়া, মৃদু প্রবাহে বহিয়াই তাহা করিয়াছিল!

বিশ্বরূপের পূর্ব্ব বিশ্বাস, পূর্ব্বের সংসার-বিতৃষ্ণা কিরূপে দূরীভূত হইয়া গেল বিশ্বরূপ তাহা বুঝিতে পারিল না।

একদিন অপরাহ্নে বিশ্বরূপ শয্যায় একটু হেলিয়া অর্দ্ধ শায়িতাবস্থায় বসিয়া বিজয়াকে গীতার ভক্তিযোগ হইতে কয়টি শ্লোক বুঝাইতে ছিল। বিজয়া পদপ্রান্তে বসিয়া বিশ্বরূপের পদসেবা করিতে করিতে অবনতমুখে তাহা শুনিতেছিল। বিজয়া মধ্যে মধ্যে উঠিয়া বিশ্বরূপের মুখের ও অঙ্গের ঘর্ম্ম অঞ্চল দিয়া অতি সাবধানে মুছিয়া দিতে ছিল। বিশ্বরূপের ললাটে ও অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকায় বিষ্ণুপদ চিহ্ন অঙ্কিত ছিল; গঙ্গা মৃত্তিকা মুছিয়া যাইবে আশঙ্কায় বিজয়া অতি সাবধানে ঘর্ম্ম মুছিয়া দিতে ছিল। বিজয়া অবনতমুখে এক একবার স্বামীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে স্বমীর পদপ্রান্তে বসিয়া ভক্তিযোগ বুঝিতেছিল। বিশ্বরূপ বলিতেছিল—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্ত মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং।"

ভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন"হে পার্থ! যাহারা আমাতে আত্ম সমর্পণ করিয়া, আমাতে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পন করিয়া, অন্য যোগযাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার ধ্যান ও উপাসনা করে, আমাতেঅর্পিতচিত্ত তাহাদিগকে আমি অচিরে এই মৃত্যুময় সংসার পারাবার পার করিয়া থাকি।"

বিজয়া মৃদু স্বরে বলিল—"আমি সম্যক্ বুঝিতে পারিলাম না। আমাকে বুঝাইয়া বল।"

বিশ্বরূপ বলিল—"তুমি সরলা, সহজে বুঝিতে পারিবে না। আমরা এই সংসারে যাহা করি, সমস্তই ভগবানেতে অর্পণ করিয়া করিতে হয়। আমরা কর্ম্মের কেহই নহি—ভগবান কর্ত্তা, আমরা কারণ। কর্ম্মের আমরা কেহই নহি; এইরূপ ভাবিয়া আমাদের এ সংসারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়। তারপর ধ্যান ও উপাসনা;—তাহারও অর্পণ স্থান একমাত্র ভগবান্। উপাস্য ভগবান, ধ্যেয় ভগবান্। ধ্যান ও উপাসনা একমাত্র সর্ব্বময় ভগবান্‌কেই করিতে হয়। এইরূপে ভগবানেতে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক তন্ময় চিত্তে কালাতিপাৎ কর; এই মৃত্যুময় সংসার সমুদ্র অনায়াসে পার হইয়া যাইবে।"

বিজয়া তখন তাহার অবসন্ন মস্তকটি স্বামীর পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়াছিল। বিশ্বরূপ আদর করিয়া তাহা বক্ষে স্থাপন করিল বিশ্বরূপ "বিজয়ার অবসন্ন মস্তক বক্ষে ধারণ করিয়া, কিরূপে

অভ্যাস হইতে জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেয়ঃ, ধ্যান হইতে ফলত্যাগ শ্রেয়ঃ, অবশেষে ফলত্যাগে চরম শান্তি,ইত্যাদি বুঝাইতে লাগিল।

তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। বিশ্বরূপ একবার গৃহের বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গীতাখানা বন্ধ করিয়া বলিল—"বিজয়া, আর অধিক বেলা নাই, গৃহকর্ম্মে যাও। অল্পক্ষণ পরেই বাবার আরতির সময় হইবে। বাবার আরতির আয়োজন কর গিয়ে।"

বাবার আরতির কথা শুনিয়া বিজয়া স্বামী বক্ষ হইতে মস্তকোত্তলন করিল। বিজয়া উঠিয়া বাবার শিবারতির আয়োজন করিতে গেল। বিশ্বরূপ—"একবার ন্যায়নিধির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি" বলিয়া ধীরে ধীরে গৃহ হইতে নির্গত হইয়া ধীরে ধীরে তারকনাথের উদ্দেশে চলিল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

পাঁচ বৎসর পরের কথা বলিতেছি। সকলের গৃহাগমনের পর পাঁচ বৎসর গত হইয়া গিয়াছে।

স্বর্গগত ন্যায়রত্ন মহাশয় যাহা বাসনা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়াছে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তারকনাথ এখন দেশে অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত; এখন তারকনাথ ন্যায়নিধির টোল নবদ্বীপে প্রধান টোল; ভারতের চতুর্দ্দিক হইতে ন্যায়নিধির টোলে অধ্যয়নার্থ ছাত্র সমাগত হইতেছে। স্মৃতিধর দেশে বিষয়বুদ্ধিতে অদ্বিতীয়। তাহা দেখিয়া স্বর্গে ন্যায়রত্ন মহাশয়

আনন্দানুভব করিতেছেন ; মর্ত্তে সত্যবতীদেবীর আনন্দের পরিসীমা নাই। সত্যবতীদেবীর অনন্তদেবের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে।

ন্যায়রত্নের বহির্ব্বাটী এখন ছাত্রগণের কণ্ঠনিনাদে, ন্যায়নিধির উপদেশপ্রাপ্ত্যাকাঙ্ক্ষী সমাগতজনের মধুর আলাপনে কলরবময়।

অন্তঃপুরে সত্যবতীদেবীর আনন্দবাজার এখন পূর্ণ! তিন-বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক হইল তারকনাথ-যোগমায়ার একটি পুত্র জন্মিয়াছে ; শিশুটি আধ আধ কথা বলিতে শিখিয়াছে ; হেলিয়া দুলিয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে। তাহার কিছুদিন পরে বিশ্বরূপ-বিজয়ার একটি কন্যা জন্মিয়াছে ; কন্যাটি এখন সার্দ্ধ দুই বৎসরের। কন্যাটিও উঠিয়া পড়িয়া হাঁটিতে শিখিয়াছে ; হাসিয়া কাঁদিয়া কলকণ্ঠে কাকলি রবে আধ আধ দু একটি কথা বলিতে শিখিয়াছে। বৎসরেক হইল স্মৃতিধর-সুরুচীরও একটি পুত্র জন্মিয়াছে ; সেটি এখনও হাঁটিতে শিখে নাই, কথা কহিতে শিখে নাই। সেটি স্বর্গ হইতে যেটুকু শিখিয়া আসিয়াছে সেটুকু লইয়াই বাহাদুরী করিতেছে ;—স্বর্গের হাসিটুকু চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। সুরুচীর বক্ষের মানিকটি যখন দুটি নবোদ্গত দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া থাকে, তখন সে হাসিতে চারি-দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সত্যবতীদেবীর আনন্দবাজার এখন পূর্ণ বসিয়াছে।

ছেলেগুলির নামকরণে একটু কৌতুক জনক ব্যাপার আছে। নাম তিনটি অতি কৌতুহলোদ্দীপক—দেবসেনাপতি, শ্রীতি, আশুতোষপদরজঃ। তারকনাথ-যোগমায়ার তনয়ের নাম দেবসেনাপতি। তাহার অন্নপ্রাশনের দিনে নামকরণ হয়। অন্ন-

প্রাশনের দিন শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি হইয়া গেলে, সত্যবতীদেবী শিরোমণি মহাশয়কে খোকার নামকরণ করিতে অনুরোধ করেন; তচ্ছ্রবণে তিনি একটু মৃদু হাসিয়া, একটু ভাবিয়া বলিলেন—"তারকনাথ-যোগমায়ার পুত্রের নাম দেবসেনাপতি।" স্মৃতিধর শুনিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—"বাঃ! তারকনাথ ন্যায়নিধির ছেলের নাম কিনা, দেবসেনাপতি! ন্যায়নিধির তনয় যখন ন্যায়ভূষণ কি তথাবিধ অন্য উপাধি ধারণ করিবে তখন যে অতি মধুরই শুনাইবে!" শিরোমণি মহাশয় বলিলেন "বাবা, সে অনেকদিনের কথা! ততদিন আমি আর থাকিব না। তখন তোমরা আমার প্রদত্ত নামটা পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য নাম দিয়া তৎসঙ্গে বাঞ্ছানুরূপ উপাধি যোগ করিয়া দিও। আমার তারক-যোগমায়ার পুত্রের নাম দেবসেনাপতি ভিন্ন অন্য কিছুই আমার মনে পড়িতেছেনা।" সুরুচী হাসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—"বেশ! আমাদের খোকাত দেবসেনাপতিই বটে! বেশ, কেমন সুন্দর নাম! আমাদের খোকা দেবসেনাপতি।" সুরুচী খোকাকে মায়ের কোল হইতে লইয়া হাসিতে হাসিতে চুম খাইতে লাগিল। তখন সকলে বলিল—"যখন সুরুচীর মত হইয়াছে তখন অন্য কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিতে পারে না। আমাদের খোকা দেবসেনাপতি।" সেদিন হইতে খোকার নাম দেবসেনাপতি হইল।

বিশ্বরূপ-বিজয়ার কন্যার নামকরণের দিনে কাহারও কোনরূপ আপত্তি হয় নাই। শিরোমণি মহাশয় বিশ্বরূপ-বিজয়ার কন্যার অতি শ্রুতিমধুর ভাবময় নাম রাখিয়াছেন। বিশ্বরূপ-বিজয়ার কন্যার নাম "প্রীতি"। সকলে শুনিয়া প্রীতির প্রীতিময় নামটি অতি প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়াছে।

স্মৃতিধর-সুরুচীর পুত্রের নামকরণের দিনে শিরোমণি মহাশয়ের মুখে অতি নূতন ধরণের নূতন নাম শুনিয়া সকলেই হাসিয়াছিল। সত্যবতীদেবী শিরোমণিকে স্মৃতি-সুরুচীর পুত্রের নাম নির্দ্ধারণ করিতে অনুরোধ করিলে শিরোমণি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন "স্মৃতিধর-সুরুচীর পুত্রের নাম "আশুতোষ পদরজঃ।" স্মৃতিধর শুনিয়া বলিল—"বাহবা! চূড়ান্ত হয়েছে! একটির নাম দেবসেনাপতি, আর একটির নাম আশুতোষ পদরজঃ! বেশ হয়েছে।"

সত্যবতীদেবীও সকলের সহিত হাসিয়া বলিলেন—"বেশ! শিরোমণি মহাশয়, বেশ নাম বাহির করিয়াছেন। আমার স্মৃতি-সুরুচীর পুত্রের নাম আশুতোষ পদরজঃ।" শান্তা শুনিয়া বলিল—"মণিসই, নামটা যে আমি মোটেই বলিতে পারিব না। এতবড় লম্বা কটমট নাম কি আমার মনে থাকিবে? মণিসই, ঠাকুর কি নাম বলিল? আতুটোল পলমল! এ কেমন তর নাম? ঠাকুর যত সব বিদ্‌কুটে নাম খুঁজিয়া বাহির করিতেছে! বড় খোকার নামটা কি রাখিয়াছে আমি মনেই রাখিতে পারি না। তবে বড় খোকাকে আমি 'দেবা' বলিয়া ডাকিয়া কোনরূপে চালাইয়া নিতেছি। খুকিটার নাম কিনা 'পীলি' (শান্তা বিশ্বরূপ-বিজয়ার কন্যা প্রীতিকে পীলি বলিয়া ডাকিয়া থাকে)। তারপর, ঠাকুর এই খোকার যে নাম বাহির করিয়াছে তাহা আমার কিছুতেই মনে থাকিবে না। নাম কি না এলোমেলো পলমল!"

সত্যবতী। তুই না হয় ছোট খোকাকে "এলোমেলো" বলিয়াই ডাকিস্।

শান্তা। তা আর কি করি! ঠাকুর যেরূপ বিদ্‌কুটে নাম রাখিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহাতে এলোমেলো না বলিয়া আর কি করি!

সকলেই একবার হাসিল। যোগমায়া সুরুচীর খোকাকে কোলে তুলিয়া নাচাইতে নাচাইতে—"এই আমাদের এলো-মেলো, তুমি আমাদের এলোমেলো" বলিয়া চুম খাইতে লাগিল।

এইরূপে দেবসেনাপতি, প্রীতি ও আশুতোষ পদরজের নাম-করণ হইয়াছে।

সপ্তম তরঙ্গ।

গঙ্গার পুলিন প্রান্তে আবার নবদ্বীপবাসীগণ ধ্যানস্তিমিতচিত্ত শিরোমণিকে দেখিতে পাইতেছে; রোগে, শোকে, দুঃখে শিরো-মণির অভয়রূপ দর্শনে আবার নবদ্বীপবাসী রোগী, শোকী, দুঃখীর রোগ, শোক, দুঃখ মোচন হইতেছে।

শিরোমণি মহাশয় পূর্ব্ববৎ প্রভাতে গঙ্গাস্নান, তৎপরে একবার নবদ্বীপবাসী অসহায়গণের সংবাদগ্রহণ, তৎপরে শিবপূজা, তৎপরে বিজয়ার ভক্তিবিজড়িত হবিষ্যান্ন গ্রহণ, তৎপরে কোন দিন বিশ্বরূপের মুখে গীতা কিম্বা মহানির্ব্বাণ তন্ত্রপাঠ শ্রবণ, কোন দিন সত্যবতীদেবীর সহিত কথোপকথন, কোন দিন সদল দেবসেনাপতির সহিত ধূলাখেলা, প্রীতির সহিত দুটি কাকলী আলাপ, শান্তার এলোমেলোর সহিত হাসিমাখা এলো-

মেলো সম্ভাষণ, তৎপরে সন্ধ্যা সমাগমে পুনরায় গঙ্গাপুলিনে সান্ধ্যাহ্নিক সমাপন, তৎপরে বাটীতে আসিয়া শিবারতি, তৎপরে সার্দ্ধদ্বিপ্রহর যামিনী ব্যাপিয়া আরাধ্যদেবের ধ্যান, এইরূপ কার্য্য পর্য্যায়ে দিন যাপন করিতেছেন।

একদিন অপরাহ্নে বিজয়া গৃহকার্য্যগুলি সমাপন করিয়া স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতে ছিল; এমন সময় শিরোমণি মহাশয় ধীরে ধীরে সেস্থানে উপস্থিত হইলেন। বিজয়া অবগুণ্ঠিতাবনতমস্তকে উঠিয়া গিয়া একখানা আসন আনিয়া শ্বশুরকে বসিতে দিল। শিরোমণি মহাশয় আসন গ্রহণ করিলে বিজয়া অবগুণ্ঠিতাবনত মস্তকেই গৃহের এক কোণে বসিল। শিরোমণি মহাশয় বসিয়া বলিলেন "বিশ্বরূপ, আজ গীতার ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা কর; তোমার মুখে ভক্তি-যোগের ব্যাখ্যা শুনিতে অতীব মধুর বোধ হয়।"

বিশ্বরূপ পিতার আদেশে—

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ।"

হইতে

"যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ।"

পর্য্যন্ত, আত্মহারা হইয়া ভক্তিগদগদ চিত্তে ব্যাখ্যা করিল। শিরোমণি মহাশয় ভক্তিগদগদ হৃদয়ে তন্ময় হইয়া তাহা শ্রবণ করিলেন।

ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা সমাপন করিয়া বিশ্বরূপ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আজ এই স্থলে গীতা পাঠ বন্ধ করিব?

অনেকদিন হইতে আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিতেছি।”

শিরোমণি। বেশ, পাঠ বন্ধ কর। আমাকে কি কথা জিজ্ঞাসা করিবে মনে করিতেছ?

বিশ্বরূপ। বাবা, আমি এক সমস্যায় পতিত হইয়াছি। ভগবানের কিরূপ রূপ ধারণা করিয়া ভগবানের ধ্যান করা উচিত তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। কাহারও মুখে শুনিতে পাই যে, ভগবানের কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ নাই। ভগবানকে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বময় রূপে ধ্যান করা উচিত। কিন্তু আমি যখনই একটু স্থিরচিত্তে ভগবান্‌কে ভাবিতে বসি, তখনই এক রূপ আসিয়া আমার মানস চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সর্ব্বব্যাপী ভগবান্‌কে আমি কিরূপে ধ্যান করিব তাহা ভাবিয়া পাইতেছিনা।

শিরোমণি। বড় কঠিন প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছ। একটু স্থিরচিত্তে শোন। ভগবান্‌কে সর্ব্বব্যাপী রূপে আরাধনা করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। যাঁহাদের আত্মা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র সমকালে ব্যাপিয়া পড়িতে পারে, ভগবান্‌কে সর্ব্বব্যাপী রূপে ধ্যান করা তাঁহাদেরই সাধ্যায়ত্ত; যাঁহাদের আত্মা ততদূর ব্যাপিয়া পড়িতে পারে না, তাঁহাদের ভগবান্‌কে চিত্তানুযায়ী রূপেই ধ্যান করা উচিত।

বিশ্বরূপ। চিত্তানুযায়ী রূপ কিরূপ?

শিরোমণি। সকলের চিত্ত এক প্রকৃতির নহে। যাঁহার চিত্তের প্রকৃতি যেরূপ, ধ্যানকালে ভগবান তৎপ্রকৃত্যনুযায়ী রূপে তাঁহার মানস চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েন।

বিশ্বরূপ। নানা লোকে যখন নানা রূপে ভগবান্‌কে

ধ্যান করিয়া থাকে তখন সকলেরই কি ধ্যানের ফলপ্রাপ্তি একরূপ ঘটে ?

শিরোমণি। তন্ময়চিত্তে যে যেরূপেই ভগবানের ধ্যান 'করুক না কেন, ধ্যানের ফলপ্রাপ্তি এক রূপই হইয়া থাকে; ভগবানের ধ্যানে যে আত্মপ্রসাদ, যে আত্মপ্রসাদে আত্মার পুষ্টি-সাধন হয়, তাহা ঘটিবেই ঘটিবে।

বিজয়া গৃহকোণে অবনত মস্তকে বসিয়া এতক্ষণ শ্বশুরের মুখে ভগবানের ধ্যানের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল। ব্যাখ্যা শেষ হইলে বিজয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, আমি যখন ভগবানকে ভাবিতে বসি, তখন আমার সম্মুখে একই রূপের আবির্ভাব হয়! আমি নয়ন সমক্ষে যেরূপ দেখিয়া থাকি, নয়ন মুদিলেও যে আমার সমক্ষে সেই রূপের আবির্ভাব হয়!"

শিরোমণি। তুমি বুঝি আমার বিশ্বরূপের রূপ দেখিয়া থাক ?

বিজয়া মস্তকটি অবনত করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। শিরোমণিমহাশয় বলিতে লাগিলেন—"মা, তোমার পক্ষে ভগবানের রূপ এইরূপই। তুমি যে বিশ্বরূপ-রূপে এখন ভগবানকে দেখিতে পাইতেছ, এইরূপেই ভগবানকে ভাবিতে থাক, ক্রমে দেখিবে এই ক্ষুদ্র বিশ্বরূপ বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ-রূপে পরিণত হইয়াছে। সতী স্ত্রীর স্বামীরূপই প্রথমে ধ্যেয়; তৎপরে ক্রমে সে রূপের বিকাশ পাইয়া পূর্ণত্বের দিকে, পূর্ণ ভগবানের দিকে প্রসারিত হয় এবং অবশেষে সেই অপূর্ণরূপ পূর্ণ রূপেতে মিশিয়া যায়।

বিজয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। এমন সময়

শান্তা প্রীতিকে কোলে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। শান্তা শিরোমণিমহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিল—"ঠাকুর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনও তুমি বসিয়া গল্প করিতেছ? এই নেও, পীলিকে নেও, আমি আমার সন্ধ্যাবেলার ঘরকন্নায় যাই; এই নেও।" শান্তা প্রীতিকে শিরোমণিমহাশয়ের অঙ্কে ফেলিয়া দিয়া ঘরের বাহিরে যাইতেছিল এমন সময় দেখিল বিজয়াও ঘরের কোণে বসিয়া রহিয়াছে। শান্তা বিস্মিতা হইয়া বলিল—"বিজয়া, মা তুইও এখানে বসিয়া রয়েছিস্? সন্ধ্যা যে হয়ে গেছে; তোর ঘর কন্নার কাজ করে কে? আয় মা, আয়, আমি তাড়াতাড়ি তোর কাজগুলি সে'রে দিয়া যাই।" শান্তা এই বলিতে বলিতে ত্রস্তভাবে বিজয়ার নিকটে গেল। শিরোমণিমহাশয় বলিলেন—"যাও মা, আজ এখন যাও, সন্ধ্যা হইয়াছে। অন্য এক দিন ইহা আমি তোমাকে বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইব।" বিজয়া উঠিয়া "চল মা" বলিয়া শান্তার পশ্চাদ্গামিনী হইল। শিরোমণি মহাশয় প্রীতিকে কোলে করিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। তখন কেবলরাম কতকগুলি অভাবীর অভাব-সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল; শিরোমণিমহাশয় প্রীতিকে কোলে করিয়া কেবলরামকে সে অভাব পূরণের উপায় বলিয়া দিতে লাগিলেন।

বিশ্বরূপ সম্মুখস্থিত গীতাখানা যথাস্থানে রাখিয়া বাহিরে আসিয়া তারকনাথ ও স্মৃতিধরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল।

অষ্টম তরঙ্গ।

বহুদিন পরে রাজা শিবকিঙ্কর রায় গুরুগৃহে আসিয়াছেন। অনেকদিন গুরুর চরণ দর্শন করিতে না পাইয়া একবার তাহা দর্শন করিতে রাজা নবদ্বীপে আসিয়াছেন। সিংহমহাশয়ও সঙ্গে আছেন।

রাজা নবদ্বীপে আসিয়া গুরুর চরণপ্রান্তে বসিয়া, গুরুর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গুরুর সুখময় সংসার-স্বর্গের শান্তি দেখিয়া, অতি মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছেন।

রাজা আসাতে যোগমায়ার এক সুযোগ উপস্থিত হইল। যোগমায়া কণকের বিবাহের জন্য অতি ব্যাকুলা হইয়া উঠিয়াছিল। যোগমায়া এ সম্বন্ধে অনেক দিন বিশ্বরূপকে বলিয়াছে, তারকনাথকে বলিয়াছে, স্মৃতিধরকেও বলিয়াছে। তাহারা "হবে,— হচ্ছে" বলিয়া দিন কাটাইয়া আসিতেছে। বাবাকে বলিয়াও যোগমায়া বিশেষ ফল প্রাপ্ত হয় নাই। বাবাকে বলিলে তিনি তারকনাথ, স্মৃতিধর ও বিশ্বরূপকে বলিতেই বলিয়া থাকেন সুতরাং কণকের বিবাহের জন্য ব্যাকুলা হইলেও যোগমায়া এ পর্য্যন্ত কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। রাজা আসাতে যোগমায়া সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিল। যোগমায়া নিজে রাজার নিকট এ প্রস্তাব করিতে সাহসিনী হইল না ; রাজার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিতে যোগমায়া স্মৃতিধরকে কাতর ভাবে অনুরোধ করিল। যোগমায়ার ঐকান্তিক অনুরোধে স্মৃতিধর একটু হাসিয়া "বেশ, আজই তাহা হইবে" বলিয়া যোগমায়াকে আশ্বাস দিয়া,

রাজার নিকট যোগমায়ার অনুরোধ জ্ঞাপনের জন্য রাজা যেখানে গুরুপদপ্রান্তে বসিয়া উপদেশ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। শিরোমণিমহাশয় এবং রাজাকে আধ্যাত্মিকা কথোপকথনে নিরত দেখিয়া, স্মৃতিধর তাঁহাদের কথোপকথন পরিসমাপ্তির অপেক্ষায় সিংহমহাশয়ের নিকটে গেল। সিংহমহাশয় স্মৃতিধরকে দেখিয়া স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে শ্রীধর, কি মনে করিয়া এমন সময় এখানে আগমন করিয়াছ? বিবেচনাকর, যতদিন আমরা আসিয়াছি, প্রায়ই ত তোমাকে এমন সময় তোমার হিসাবপত্র লইয়া ব্যাপৃত থাকিতে দেখিয়া আসিতেছি!"

স্মৃতিধর। আজ্ঞে, আজ হিসাবপত্র গুলি তুলিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।

সিংহমহাশয়। কেন?

স্মৃতিধর। আজ্ঞে, রাজামহাশয়কে একটা বিষয় জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি।

সিংহমহাশয়। বিবেচনা কর—কি বিষয়, শ্রীধর?

স্মৃতিধর। আজ্ঞে, যোগমায়াদেবীর এক অনুরোধ।

সিংহমহাশয়। যোগমায়ার অনুরোধ?

স্মৃতিধর। আজ্ঞে, যোগমায়াদেবীর অনুরোধ।

তখন শিরোমণিমহাশয় ও রাজার কথোপকথন শেষ হইয়াছিল। রাজা স্মৃতিধরের শেষ কয়টি কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। রাজা স্মৃতিধরের মুখে, যোগমায়া তাঁহাকে কি অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছে শুনিতে পাইয়া আগ্রহান্বিত হইয়া স্মৃতিধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্মৃতিধর কি বলিতেছ?"

স্মৃতিধর। যোগমায়াদেবী আমাকে দিয়া আপনার নিকট এক অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

রাজা। আমার নিকট যোগমায়ার অনুরোধ! কি অনুরোধ?

স্মৃতিধর। আপনি আসিয়াছেন, এই সুযোগে কণকের বিবাহটা হয় ইহা যোগমায়াদেবীর ইচ্ছা। আপনি অনুগ্রহ করিয়া কণকের বিবাহের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিউন, যোগমায়াদেবী আমাকে দিয়া আপনার নিকট এই অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন।

শিরোমণি। শিবকিঙ্কর, মেয়েটা কণকের বিবাহের জন্য একেবারে উতলা হইয়া উঠিয়াছে। আমাকেও দু তিন দিন বলিয়াছে। আমি তোমারই আগমনের অপেক্ষায় তাহাতে সম্মতি প্রদান করি নাই।

স্মৃতিধর। আপনাকে দু তিন দিন বলিয়াছেন; তারকনাথকে, বিশ্বরূপঠাকুরকে ও আমাকে যে কতদিন বলিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। আমরা আপনার সম্মতির অপেক্ষাতেই কোনরূপ উদ্যোগ করি নাই।

রাজা। গুরো, এখন আপনার অনুমতি হইলেই আমরা তাহার উদ্যোগ করি।

শিরোমণি। বেশ, এখন তোমরা তাহার অনুষ্ঠান করিতে পার। এখন কণকের বিবাহের বয়স হইয়াছে। তোমরা আমার যোগমায়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর।

রাজা "যে আজ্ঞা" বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন।

নবম তরঙ্গ।

সুরুচী। দেখ, তোমার বোন ছুঁড়ীটা একেবারে ব'য়ে গেছে!

স্মৃতিধর। কেন? বিজয়া তোমার কি করিল!

সুরুচী। দেখ, এতকাল একসঙ্গে খাওয়া গেল, শোওয়া গেল, খেলা করা গেল, ফুল তোলা গেল, মালা গাঁথা গেল,—ছুঁড়ী দুদণ্ড আমাকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না; এখন ছুঁড়ীকে এক মুহূর্ত্ত একটু চক্ষে দেখিতে পাই না। ছুঁড়ীর কেবল পদসেবা-পদসেবা! এই পদসেবাটা যে কি, এতদিন আমি তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমি ছুঁড়ীকে কতদিন বলিয়াছি—আমাকেও না হয় এই পদসেবাটা একবার শিখা, যেন আমিও তোর মত সব ভুলিয়া সুধু এই পদসেবাতে ভুলিয়া থাকিতে পারি। তা ছুঁড়ী হেসেই চলিয়া যায়। আজ আমি ছুঁড়ীর পদসেবা দেখিয়া আসিয়াছি। একেই বলে পদসেবা! তা হলে ত আমি অনেক-দিন পূর্ব্বেই পদসেবা করিতে পারিতাম! আজ আমি তোমার পদসেবা করিব।

স্মৃতিধর। রক্ষা কর!—পদসেবাতে আর প্রয়োজন নাই, বিনা পদসেবাতেই আমি দেহ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। অনেক দিনের দেহসম্পত্তিকে আপনার মত ডাকাতের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখি, ভাবিয়া পাইতেছি না।

সুরুচী হাসিল। সুরুচী হাসিয়া স্মৃতিধরের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িল। ইহাও একরূপ ডাকাতের আক্রমণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে সুরুচী বলিল "দেখ, বিজয়া ছুঁড়ীকে আমি আজ ডাকিতে গিয়া বিজয়ার পদসেবা দেখিয়া আসিয়াছি।"

স্মৃতিধর। কি রূপ?

সুরুচী। দেখ, বিজয়া ছুঁড়ী করেছে কি, বৈষ্ণব ঠাকুরের পা দুখানা কোলে তুলিয়া মাথা নোয়াইয়া আস্তে আস্তে পা দুখানিতে হাত বুলাইয়া দিতেছে, আর বৈষ্ণব ঠাকুর একখানা পুস্তক হইতে কি পড়িয়া বিজয়াকে শুনাইতেছেন। একেই বলে পদসেবা? তা আমি আগে জানিতাম না। আমি আজ তোমার পদসেবা করিব। তুমি আজ আমাকে একখানা পুস্তক পড়িয়া শুনাইবে ত?

স্মৃতিধর। তোমার সকল বিষয়েই আব্দার!

সুরুচী। না, তোমার পায়ে পড়ি, আজ আমি তোমার পসসেবা করিব।

স্মৃতিধর। ভাল! আজ অনেক ভক্তি দেখিতেছি! আমার পুণ্যের ফল!

সুরুচী। বিজয়া ছুঁড়ী কি লাজুক! দেখ, আমি তোমার সঙ্গে এখন কত কথা কহিতেছি;—বিজয়া মুখটি বন্ধ করিয়া বৈষ্ণব ঠাকুরের পায়ের দিকে চাহিয়া থাকে।

স্মৃতিধর। বিজয়াত আর তোমার মত ডাকাত নয়!

সুরুচী। একশবার ডাকাত ডাকাত বলিও না!

স্মৃতিধর। ঘা'ট হয়েছে!

সুরুচী। দেখ, বিজয়াকে দোষ দিব কি, বৈষ্ণব ঠাকুরের স্থির গম্ভীর মুখখানি দেখিলে আমার আত্মাও যেন কেমন হইয়া পড়ে। তাঁহার নিকট কোন কথা বলিতে আমারও একটু ভয় হয়, একটু লজ্জা বোধ হয়।

স্মৃতিধর। তবে বিশ্বরূপের বৈষ্ণবত্বের বাহাদুরী আছে!

সুরুচী। না, বাস্তবিকই বৈষ্ণব ঠাকুরকে দেখিলে প্রাণ যেন কেমন স্থির হইয়া আইসে।

স্মৃতিধর। বেশ। এখন আমার নিকট মহাশয়ার আগমন কেন?

সুরুচী। আমার কোথাও স্থান নাই। আমি বিজয়াকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিলাম, বিজয়ার পদসেবা দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। বৈষ্ণব ঠাকুর ঘরে রহিয়াছেন, বিজয়াকে ডাকিতেই আমার সাহস হইল না। তারপর বউদিদির নিকট গিয়াছিলাম, সেখান হইতেও আমাকে ফিরিতে হইয়াছে।

স্মৃতিধর। কেন? যোগমায়াদেবীর নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে কেন?

সুরুচী। তোমার যোগমায়াদেবীর নিকট কি আর আমি পৌছিতে পারিলাম! যোগমায়াদেবী দাদার সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছেন। আমি আর কোথাও স্থান না পাইয়া তোমার নিকট মরিতে আসিয়াছি।

স্মৃতিধর। তা বেশ। তোমার দাদা ও যোগমায়া দেবীর মধ্যে কিসের ঝগড়া হচ্ছে একবার বল দেখি।

সুরুচী। তা কি আর আমি জানি!

স্মৃতিধর। তবে ঝগড়া হচ্ছে কিরূপে বুঝিলে?

সুরুচী। কথা শুনিয়া। দাদা ও বউদিদির মধ্যে কথা কাটাকাটি হচ্ছে।

স্মৃতিধর। তুমি তাহা শুনিয়া আসিলে?

সুরুচী। হেঁ। আমি সকল কথা শুনিতে পাই নাই,

তবে যতদূর শুনিতে পাইয়াছি তাহাতে বোধ হইল দাদা ও বউ-দিদির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে।

স্মৃতিধর। তুমি কেবল ঝগ্‌ড়াই দেখ। নিজে ঝগ্‌ড়াটে কিনা, তাই তোমার নিকট সবই ঝগ্‌ড়া বলিয়া বোধ হয়।

সুরুচী। দেখ, তুমি আমাকে যখন তখন ঝগ্‌ড়াটে ঝগ্‌ড়াটে বলিও না। সাবধান!—এখনও বলি, আবার সুধু সুধু আমাকে ঝগ্‌ড়াটে বলিলে একটা কাণ্ড হয়ে যাবে।

স্মৃতিধর। তা আমি জানি।

সুরুচী। জান ত জান! এখন দাদা ও বউদিদিতে যে ঝগ্‌ড়া হচ্ছে, চল তাহা শুনি গিয়ে।

স্মৃতিধর। সে ঝগ্‌ড়া নয়,—ঝগ্‌ড়া নয়।

সুরুচী। তবে কি?

স্মৃতিধর। সে 'একশেষ দ্বন্দ্বসমাস'।

সুরুচী। সে আবার কি?

স্মৃতিধর। তোমার ত আর ব্যাকরণে জ্ঞান নাই! ব্যাকরণে জ্ঞান থাকিলে সহজেই বুঝিতে পারিতে।

সুরুচী। দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, একশেষ দ্বন্দ্বসমাসটা কি, একবার আমাকে বুঝাইয়া বল।

স্মৃতিধর। এখন? এখন যে পায়ে পড়িতে চাও?

সুরুচী। না, না,—তোমার পায়ে পড়ি, একবার আমাকে কথাটা বুঝাইয়া বল।

স্মৃতিধর। তবে বলি শোন। ব্যাকরণে দ্বন্দ্বসমাস নামে একপ্রকার সমাস আছে। দ্বন্দ্ব অর্থে ঝগ্‌ড়া, আর সমাস অর্থে মিলন। যেখানে ঝগ্‌ড়া করিতে করিতে মিলন হয়,

সেখানে দ্বন্দ্ব সমাস হয়; আর যেখানে এইরূপ ঝগড়া ও মিলনের একশেষ হয়, সেখানে একশেষদ্বন্দ্বসমাস হয়।

স্মৃতিধর একটু হাসিল।

সুরুচী। তুমি তামাসা করিতেছ। তুমি কথাটার ঠিক অর্থ বল নাই।

স্মৃতিধর। একশেষদ্বন্দ্ব সমাসের আর এক ব্যাখ্যা হইতে পারে। তাহাও বলি শোন।—ব্যাকরণে দ্বন্দ্ব সমাসের দুই প্রকার ভেদ আছে—এক, সমাহার দ্বন্দ্ব সমাস; আর এক, একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস। দ্বন্দ্ব কথাটার ঝগড়া অর্থ ভিন্ন আর একটা অর্থ হইতে পারে। তবে তুমি ঝগড়াটাই বেশী ভালবাস কি না, কাজেই ঝগড়া অর্থটাই আগে বলা হইল; দ্বন্দ্ব অর্থে বিরুদ্ধ প্রকৃতির দুটা জিনিসকেও বুঝায়, দুটা কথাকেও বুঝায়। আর সমাস অর্থে মিলন। যেখানে বিভিন্ন প্রকৃতির দুই কিম্বা অধিক কথার একত্র মিলন হয় সেখানেই দ্বন্দ্ব সমাস হয়। আর যে দ্বন্দ্ব সমাসে পদগুলি একত্র মিলিত হইয়াও নিজে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া একত্র অবস্থান করে,সেখানে সমাহার-দ্বন্দ্ব সমাস হয়। আর যেখানে একীভূত পদ গুলি মিলিয়া মিশিয়া একপদ হইয়া যায় অর্থাৎ যেখানে একপদ মাত্র বর্ত্তমান থাকে, অন্য পদগুলি নিজেদের অস্তিত্ব সেই একমাত্র পদে মিলাইয়া দেয়, সেখানে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস হয়।

সুরুচী। দাদা ও বউদিদিতে তাহা হচ্ছে কিরূপে? তোমার সকলি তামাসা!

স্মৃতিধর। একটু ভাবিয়া দেখ, তামাসা কি না বুঝিতে পারিবে।

সুরুচী। দেখ, তোমার পায়ে পড়ি, কথাটা আমাকে ভাল-রূপে বুঝাইয়া বল।

স্মৃতিধর। এখন চালাকী! আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করিতে এস? শেষে হার মানিয়া—তোমার পায়ে পড়ি!

সুরুচী। না, দেখ, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমাকে কথাটা বুঝাইয়া বল।

স্মৃতিধর। বুঝিতে পারিলে না? তারকনাথন্যায়নিধি একটা কথা,—আর যোগমায়াদেবী একটা কথা। একটিতে তীব্র ন্যায়ের অধিষ্ঠান, অপরটিতে কোমল দয়ার অধিষ্ঠান। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির দুটি জিনিস! এই বিভিন্ন প্রকৃতির দুটি মিলিয়া এক হইয়া যাইতেছে;—কাজেই তারকনাথ ও যোগমায়া দেবীর মধ্যে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস হইতেছে।

সুরুচী। আমি তবু বুঝিতে পারিলাম না, আমাকে সহজ কথায় বুঝাইয়া দাও।

স্মৃতিধর। তোমার মনের মত কথাটি না হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। তারকনাথন্যায়নিধি ও যোগমায়াদেবীর মধ্যে ঝগ্‌ড়াই হইতেছে। যে ঝগ্‌ড়াতে আত্মা দুখানি মিলিয়া থাকে, যে ঝগ্‌ড়াতে আত্মা দুখানি মিলিয়া এক হইয়া যায় তাহা হইতেছে। তারকনাথ ও যোগমায়া দেবীর মধ্যে একশেষ দ্বন্দ্ব সমাস হইতেছে।

সুরুচী। ঝগ্‌ড়া হচ্ছে? তাই বল। আমি আগেই বলিয়াছি দাদা ও বউদিদির মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে। এত ঘুরাইয়া না বলিয়া সোজা কথায় বলিলেই হইত। আমি ত তাহা অনেক পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছি। তোমার যত সব চালাকী!

স্মৃতিধর। এখন আমার চালাকী হইল? এখন কথাটা বুঝিতে পারিয়া বুঝি চালাকী বলিতে আরম্ভ করিয়াছ?

সুরুচী। চালাকী বলিব না ত কি বলিব? একশবার বলিব!

স্মৃতিধর। বেশ, বল। কিন্তু তোমার দাদা ও বউদিদির মধ্যে কেন ঝগড়া হইতেছে তাহার কারণ বুঝিতে পার নাই।

সুরুচী। কারণটা একবার আমাকে বল।

স্মৃতিধর। আমার ত সবই চালাকী! কি কারণ তা আমি কি জানি?

সুরুচী। তোমার পায়ে পড়ি, একটিবার বল।

স্মৃতিধর। মুখে পায়ে পড়ি বলিলে হইবে না।

সুরুচী। এই আমি কাযেই তোমার পায়ে পড়িলাম।

সুরুচী স্মৃতিধরের পায়ে পড়িল। স্মৃতিধর সুরুচীকে যত্নে তুলিয়া একটি চুম খাইল। সুরুচী উঠিয়া স্মৃতিধরের গলা জড়াইয়া ধরিয়া স্মৃতিধরকে একটি চুম খাইল।

স্মৃতিধর বলিল "দেখ, আজ কয়েকদিন যোগমায়াদেবী ন্যায়নিধিকে কণকের জন্য যে পাত্রী স্থির হইয়াছে তাহাকে দেখিয়া আসিতে অনুরোধ করিতেছেন। ন্যায়নিধি ভায়া আমার উপর ভার অর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। যোগমায়াদেবী আমাকেও অনেক বলিয়াছেন। আমি পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছি কিন্তু যোগমায়া দেবীকে তাহা জানাই নাই। যোগমায়াদেবীর কথার উত্তরে আমি ন্যায়নিধি ভায়াকে অনুরোধ করিতে বলিয়া আসিতেছি। অনুরোধ করিয়া বিরক্তা হইয়া বোধ হয় যোগমায়াদেবী আমার ভায়ার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইয়া দিয়াছেন।

সুরুচী। তাই বল! তুমিই সকলের মূল; তুমিই যত ঝগড়ার

মূল! তবে চল যাই, একবার গিয়া আড়ালে থাকিয়া দেখি দাদা ও বউদিদিতে কিরূপ ঝগড়া হচ্ছে।

স্মৃতিধর। চল।

স্মৃতিধর ও সুরুচী ধীরে ধীরে তারকনাথ-যোগমায়ার ঘরের দিকে গেল। দুজনে গিয়া চুপি চুপি জানালার পার্শ্বে দাঁড়াইল। সেস্থান হইতে তারকনাথ ও যোগমায়াকে দেখা যাইতেছিল।

যখন স্মৃতিধর ও সুরুচী জানালার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল তখন যোগমায়া বলিতেছিল—"যাবে না?"

তারকনাথ। অবসর না পাইলে কিরূপে যাই বল!

যোগমায়া। তোমার অবসর কখনই হবে না। তবে তোমার আর যাওয়া হবে না বল!

তারকনাথ। তা আর কি করি!

যোগমায়া। তা আর কি করি নয়;—যাবে কিনা বল।

তারকনাথ। অবসর পাইলেই যাইব।

যোগমায়া। অবসর পাইলে নয়;—আজই যাবে কিনা বল; এখনই যাবে কিনা বল।

তারকনাথ। এখনই কিরূপে যাই বল।

যোগমায়া। যেরূপেই হউক, যেতেই হবে।

তারকনাথ। আমি এখন যাইতে পারিব না।

যোগমায়া। তবে আমি একটা কাণ্ড বাধাইয়া দিব।

তারকনাথ। কি কাণ্ড?

যোগমায়া। তোমার ন্যায়ের গ্রন্থগুলি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিব।

যোগমায়া কথাগুলি বলিতে বলিতে গৃহের বাহিরে আসিতে-

ছিল; তারকনাথ যোগমায়ার হাত ধরিয়া বলিল—"আরে তাকি হয়!—তাকি হয়! না হয় আমি যাচ্ছি।" যোগমায়া ফিরিয়া গিয়া তারকনাথকে একটি চুম খাইল। তারকনাথ একটি চুম খাইল।

বাহিরে থাকিয়া স্থরুচী দেখিতে পাইয়া স্মৃতিধরকে বলিল—"দেখ্‌লে, বউদিদি দাদাকে চুম খাইল; একটু লজ্জাও হইল না! দাদাও বউদিদিকে একটি চুম খাইল!" বলিতে বলিতে স্থরুচী ধীরে ধীরে মুখ খানি স্মৃতিধরের মুখের নিকট আনিয়া স্মৃতিধরকে একটি চুম খাইয়া ফেলিল। স্মৃতিধর "ওঃ! স্থরুচী লাজে মরে গেল!" বলিতে বলিতে নিজেও স্থরুচীকে একটি চুম খাইয়া ফেলিল।

স্মৃতিধর ডাকিল "ন্যায়নিধি!"

তারকনাথ। স্মৃতি? স্মৃতি তুই একবার ঘরে আয়; আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি।

স্মৃতিধর। কি বিপদ ভায়া?

স্মৃতিধর স্মিতমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। যোগমায়া একটু সরিয়া দাঁড়াইল। স্মৃতিধর গৃহে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি মহাবিপদে পড়িয়াছ, ন্যায়নিধি?"

তারকনাথ। আরে স্মৃতি, কণকের পাত্রী দেখিবার জন্য আমাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে!

স্মৃতিধর। এই মহাবিপদ? না আরো কিছু আছে?

বাহিরে একরূপ অস্পষ্ট শব্দ হইল। হাস্যময়ী স্থরুচী হাসি চাপিয়া রাখিতে ছিল; হঠাৎ একবার অস্পষ্ট শব্দ হইয়া পড়িল। তারকনাথ বলিল—"বাহিরে কিসের শব্দ?"

[illegible]মায়া। বোধহয় স্থরুচী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। যেখানে

কর্ত্তা, সেখানে গিন্নী। দেওয়ান মহাশয়ের যখন এখানে আবির্ভাব, তখন সুরুচীর আগমনও বিচিত্র নহে। সুরুচী দেওয়ান মহাশয়ের ছায়া।

তারকনাথ। সুরুচী দাঁড়াইয়া হাসিবে কেন ?

যোগমায়া। তোমার কাণ্ড দেখে।

তারকনাথ। আমি কি কাণ্ড করিলাম ?

যোগমায়া কোন উত্তর দিল না, একটু মৃদু হাসিল। স্মৃতিধর অন্তরে অন্তরে হাসিল। তারকনাথ সুরুচীকে ডাকিল—"সুরুচি —সুরুচি !" সুরুচী কোন উত্তর দিল না। সুরুচী দ্বারের এক প্রান্তে অন্তরালে ছিল ; দ্বারের এক প্রান্ত হইতে মুক্ত দ্বারের সম্মুখ দিয়া অপরপ্রান্তে গিয়া পুনরায় অন্তরালে দাঁড়াইল। তারকনাথ সুরুচীকে যাইতে দেখিল। তারকনাথ আবার ডাকিল—"সুরুচি—সুরুচি, একবার ঘরে আয়।" সুরুচী দাদার অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া অতি কষ্টে মুখের হাসি চাপিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। সুরুচীর চোখের হাসিকে চাপিয়া রাখা বড় কঠিন কার্য্য। সুরুচী গৃহে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকে গিয়া যোগমায়ার পার্শ্বে দাঁড়াইলে তারকনাথ জিজ্ঞাসা করিল—"সুরুচি, তুই ওখানে দাঁড়াইয়া হাস্‌ছিলি কেন ?"

যোগমায়া। হ্যাঁ! সুরুচী তুই, ওখানে দাঁড়াইয়া হাস্‌ছিলি কেন তাহা তোর দাদাকে বুঝাইয়া দে ! ন্যায় পড়ে পড়ে একবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে !

তারকনাথ। কেন ?

যোগমায়া। আবার কেন !

স্মৃতিধর। ভায়া ন্যায়নিধি, আমি সুরুচীর হাসির কারণ

সহজে বুঝাইয়া দিতেছি। যোগমায়া দেবী যখন তোমার ন্যায়ের গ্রন্থ গুলি গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিতে যাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তোমার তখনকার ব্যস্ততা দেখিয়া সুরুচী হাসিতেছে; কেন না এই ব্যস্ততা প্রকাশ করা 'ন্যায়েরবিরুদ্ধ কার্য্য' হইয়াছে। তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, ন্যায়নিধির গৃহিণী ন্যায়শাস্ত্রগুলি জলে ভাসাইয়া দিবে,একথা মুখে বলিলেও অন্তরে বলিতে পারেন না। আর যদি অতি বিরক্তিতে তাহাও মুহূর্ত্তের জন্য বলিয়া থাকেন তবু তোমার বুঝা উচিত ছিল যে, ন্যায়নিধির গৃহিণী তখনই দিবালোকে প্রকাশ্য রাজপথে গিয়া গঙ্গার জলে ন্যায় শাস্ত্রগুলি ভাসাইয়া দিয়া আসিবেন তাহা অসম্ভব। আর যদি গ্রন্থগুলি লোকমারফৎ পাঠাইয়া দিতেন, তখন আমরাও তাহা ফিরাইয়া রাখিতে পারিতাম। তোমার ব্যস্ত হওয়া ভারি'ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্য'হইয়াছে! তোমরা নৈয়ায়িকেরা বাহ্য জগতের হিসাব পত্র সবিশেষ রাখনা।

তারকনাথ। তবে বুঝি তোমরা বাহিরে দাঁড়াইয়া আমাদের কথা বার্ত্তা শুনেছ?

যোগমায়া। বলিয়া দিন্ আপনারা শুনেছেন কিনা; খুলিয়া না বলিলে ন্যায়নিধি মহাশয়ের সহজে বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

তারকনাথ। যাহা হউক, ভায়া স্মৃতি, আমাকে বিপদ হইতে রক্ষা কর্। কণকের পাত্রীকে আজ গিয়া দেখিয়া আয়, আমি আর জ্বালায় তিষ্ঠিতে পারিতেছি না। একেবারে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে!

স্মৃতিধর। আমি গেলে হবে কেন? পাত্রী দেখার জন্য তোমাকে অনুরোধ,—আমি গেলে হবে কেন?

সুরুচী মুখ ফিরাইয়া হাসিতেছিল।

যোগমায়া। আপনি গেলেও হইবে। মেয়েটি দেখিয়া আসিবার জন্য আমি আপনাকেও অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু আমি আপনাকে তাহার জন্য বিশেষ তাড়া দিতে পারি না।

স্মৃতিধর। যাঁহাকে তাড়া দিতেছেন তাঁহার ত এই অবস্থা! এখন দেখুন, আমি গেলে যদি হয়!

যোগমায়া। হবেনা কেন? একবার মেয়েটিকে দেখিয়া আসা বইত নয়! তাহাতে আপনিই বা কি, আর ইনিই বা কি! একজন গিয়া দেখিয়া আসিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি।

স্মৃতিধর। যে কেহ একবার গিয়া দেখিয়া আসিলেই যদি আপনি নিশ্চিন্তা হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি গতকল্য সকালে গিয়া পাত্রী দেখিয়া আসিয়াছি।

তারকনাথ। স্মৃতি, তুই গিয়াছিলি? গিয়াছিলি?

স্মৃতিধর। হাঁ, আমি গতকল্য প্রাতে গিয়াছিলাম।

তারকনাথ। রক্ষা পাইলাম!

যোগমায়া। গতকল্য প্রাতে আপনি গিয়াছিলেন?

স্মৃতিধর। আজ্ঞে, গিয়াছিলাম।

যোগমায়া। মেয়েটিকে কেমন দেখিলেন?

তারকনাথ। ভায়া, যাহা যাহা দেখিয়াছ যোগমায়াকে তাহা বিস্তারিত বল।

স্মৃতিধর। পাত্রী মন্দ নয়।

যোগমায়া। মেয়েটি দেখিতে কেমন?

স্মৃতিধর। দেখিতে "আহামরি"ও নয়, "ছিছি"ও নয়; দুয়ের মাঝামাঝি।

তারকনাথ। দুয়ের মাঝামাঝিটা আমি বুঝিতে পারিলাম,

না। হয় বল আকাশ, না হয় মাটী;—মাটী ছাড়িলেই আকাশ, আকাশ হইতে পড়িলেই মাটী।' দুয়ের মাঝামাঝি আবার কিরূপ?

স্মৃতিধর। কেন ভায়া? আমি যদি একটা গাছে উঠিয়া তাহার একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া থাকি, [illegible] কি আমার আকাশ ও পৃথিবীর মাঝামাঝি থাকা হয় না। [illegible] গাছের ডালের সহায়ে পৃথিবীর সহিতও আমার যোগ আছে, অথচ আমি আকা-শেও রহিলাম।

তারকনাথ। তা বটে! তা বটে!

যোগমায়া হাসিল। সুরুচী হাসিল। সুরুচী হাসিয়া যোগ-মায়াকে চুপি চুপি বলিল—"বউদিদি, জিজ্ঞাসা কর গাছের ডালে কারা ঝুলে থাকে।"

যোগমায়া। তুই জিজ্ঞাসা কর্ না?

সুরুচী হাসিল; যোগমায়াও হাসিল।

স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল—"আপনারা হাসিতেছেন কেন?"

যোগমায়া। সুরুচী জিজ্ঞাসা করিতেছে,—গাছের ডালে ঝুলে থাকে কারা?

স্মৃতিধর। গাছের ডালে ঝুলে থাকে শাখামৃগ। এখন সুরু-চীর দশা কি হইবে, তাহা সুরুচীকে একবার জিজ্ঞাসা করুন দেখি।

যোগমায়া। সুরুচি, এবার হে'রেছিস্।

সুরুচী দাদার ভয়ে কোন উত্তর দিতে পারিল না। সুরুচী একবার চক্ষু দুটি তুলিয়া অতি সত্বরে চক্ষু দুটি ঘুরাইয়া স্মৃতি-ধরকে শাসন করিয়া দিল। স্মৃতিধর আপন মনে হাসিল।

তারকনাথ বলিল "ভায়া, তোমার আকাশ ও পৃথিবীর মাঝা-মাঝি বুঝিলাম। তোমার 'আহামরি' ও 'ছিছি'র মাঝামাঝি কি?

স্মৃতিধর। কেন? মাঝামাঝি—"আহা ছি!"

এবার স্বরুচী হঠাৎ উচ্চ হাসি হাসিয়া ফেলিল। তারকনাথও এবার হাসিল। যোগমায়াও হাসিতে লাগিল। স্মৃতিধরের মুখ গম্ভীর। স্মৃতিধর গম্ভীর মুখে, গম্ভীর স্বরে বলিল—"কেন? এমন হাসির কি কারণ হইল?"

যোগমায়া। দেখুন, এখন এই সকল বিদ্রূপ প্রমোদ একটু স্থগিত রাখিয়া মেয়েটিকে কেমন দেখিয়া আসিলেন আমাকে বলুন।

স্মৃতিধর। আমি প্রকৃত কথাই বলিতে যাইতে ছিলাম, ন্যায়নিধি ভায়া যত গোল বাধাইল। পাত্রী প্রকৃত প্রস্তাবেই আহামরিও নয়,—আর ছিছিও নয়। বেশ দুয়ের মাঝামাঝি।

যোগমায়া। মেয়ে আপনার মনোমত হইয়াছে?

স্মৃতিধর। হাঁ, আমার মনোমত হইয়াছে বই কি!

যোগমায়া। আপনি দেখিয়া আসিয়া বাবাকে বলিয়াছেন?

স্মৃতিধর। বলিয়াছি। তিনি নিজেও পাত্রীকে দেখিয়া আসিয়াছেন।

যোগমায়া। বাবাও দেখিয়া আসিয়াছেন?

স্মৃতিধর। হাঁ, তিনিও দেখিয়া আসিয়াছেন। আমার মুখে পাত্রীর ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি অতি প্রীত হইয়াছেন। পাত্রী তাঁহার অতীব মনোমত হইয়াছে। এই পাত্রীর সহিতই কণকের বিবাহ হয় ইহা তাঁহার অভিমত এবং তজ্জন্য আয়োজন করিতেও আমাদিগকে অনুমতি করিয়াছেন। রাজাও শুনিয়া অতিশয়

প্রীত হইয়াছেন। তিনি বিবাহের দিন ধার্য্যের জন্য তখনই ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যোগমায়া। তবে দিন ঠিক হইয়াছে?

স্মৃতিধর। না, তাহা হয় নাই। দিনধার্য্য ন্যায়নিধি ভায়া ভিন্নত আর কাহারও দ্বারা হইতে পারে না। ন্যায়নিধির উপর তিথিলগ্ন স্থিরীকরণের ভারার্পিত হইয়াছে।

তিথি লগ্ন স্থিরীকরণের ভার তারকনাথের উপর অর্পিত হইয়াছে শুনিয়া যোগমায়া অতীব প্রীতা হইল এবং তারকনাথকে অতি ব্যস্ততার সহিত অনুরোধ করিতে লাগিল—"তুমি একবার যাও; দেওয়ান মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া এখনই বাবার নিকট যাও। বাবার অনুমতি লইয়া, রাজা ও দেওয়ান মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া কণকের বিবাহের দিন ধার্য্য করিয়া এস। যাহাতে অতি শীঘ্র বিবাহটি হইয়া যায়, এমন দিন ধার্য্য করিও।"

তারকনাথ। কি আপদ্! এখনই যেতে হবে?

যোগমায়া। হেঁ, এখনই যাও। আমার অনেক অনুরোধ উপেক্ষা করিয়াছ, আমার এই অনুরোধটি রক্ষা কর।

তারকনাথ। যাচ্ছি, এখনই যাচ্ছি! স্মৃতির সহিত আমার একটু গোপনীয় পরামর্শ আছে, এই পরামর্শটা করিয়াই যাই।

গোপনীয় পরামর্শের কথা শুনিয়া যোগমায়া সুরুচীকে বলিল 'চল্ সুরুচী, আমরা গিয়া মাকে শুভ সংবাদ জানাই।' তারকনাথকে বলিল—"এখনই যেও।"

তারকনাথ। হাঁ, এখনই যাইব।

দশম তরঙ্গ।

কণকের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছে। সত্যবতীদেবীর আগ্রহে কণকের বিবাহে বিশেষ সমারোহ হইয়াছিল। বাগীশগৃহিণী সত্যবতীদেবীর ও যোগমায়ার হৃদয়ের স্বর্গীয় প্রভার প্রভাব কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারিয়াছেন।

বিবাহের পরে হিসাবপত্রের অনেক গোলযোগ ছিল। স্মৃতিধর অপরাহ্নে দক্ষিণের ঘরের মেজেতে মাদুরে বসিয়া তাহা পরিষ্কার করিতেছিল, এমন সময় যোগমায়া সুরুচীর ছেলেটিকে কোলে করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। খোকাবাবু মামীমায়ের কোলে উঠিয়া বড়ই আমোদে মাতিয়া উঠিয়াছিল। মামী মায়ের ঠোঁট দুখানি অতিশয় লাল ছিল। খোকা বাবু লাল পাতলা ঠোঁট দুখানি মুখের সম্মুখে দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না; খোকাবাবু অতি আমোদে মামীমায়ের লাল ঠোঁট দুখানি চুসিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং মাঝে মাঝে অর্দ্ধস্ফুট শব্দ উচ্চারণ করিয়া উঠিতেছে; কখন বা মামী মায়ের তিলফুল নাসিকাটি দন্তহীন মুখখানি দিয়া কামড়াইয়া ধরিতেছে। মামীমায়ের আকর্ণবিস্রুত পদ্মপলাশনয়ন দুটি প্রীতির তরঙ্গে তখন ঢল ঢল করিতেছিল। স্মৃতিধর মস্তকোত্তলন করিয়া সম্মুখে জ্যোৎস্নাময়ী যোগমায়ার প্রীতিজ্যোস্নায় সমুদ্ভাসিত প্রসন্নময়ী দেবীরূপ সন্দর্শন করিয়া অবাক্ হইল! যোগমায়া স্মৃতিধরকে মস্তকোত্তলন করিয়া অবাক্ হইয়া তাকাইতে দেখিয়া স্মিত মুখে মৃদু মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"দেওয়ান মহাশয়, কি হইতেছে?" স্মৃতিধর অনেক কষ্টে কণ্ঠের জড়তা বিদূরিত করিয়া উত্তর দিল,—"বিবাহের হিসাব পত্র গুলি পরিষ্কার করিতেছি।"

যোগমায়া। দেওয়ান মহাশয়, আপনার সম্পূর্ণ উপাধিটা আমার মনে থাকে না।

স্মৃতিধর। কিরূপ ?

যোগমায়া। দেওয়াননায়েব কি দেওয়ানসাহেব, আমি তাহা ঠিক মনে রাখিতে পারি না। ছাই, তা কি আর মনে থাকে! এমন সব মুসলমানী উৎকুটে বিদ্‌কুটে উপাধি হইলে কি আমাদের মত মেয়ে মানুষে তাহা সহজে মনে রাখিতে পারে ?

স্মৃতিধর। তা ঠিকই বটে; কিন্তু আপনার তাহাতে সবিশেষ ভাবনার কারণ নাই। তারকনাথ ভায়ার উপাধিটা নিভাঁজ সংস্কৃত। আপনার ভাবনা কি ? তবে সুরুচীর কপালে মুসলমানী উপাধিই ছিল!

সুরুচীকে আসিতে দেখিয়াই স্মৃতিধর শেষের কথাগুলি অতি গম্ভীরভাবে বলিল। সুরুচী স্বামী ও বউদিদিতে কি আমোদ ও হাস্যালাপ হইতেছে জানিতে পারিয়া তাহাতে যোগ দিবার জন্য হাসিমুখে আসিতেছিল; গৃহের নিকটে আসিয়াই স্বামীর মুখে নিজের নাম শুনিল। সুরুচী গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল—"আমারই কথা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ হচ্ছে বুঝি ?"

স্মৃতিধর পূর্ব্ববৎ গম্ভীর স্বরে বলিল—"ঠাট্টা বিদ্রূপ নহে; তোমার কপালটা ভারি মন্দ, তাহাই বলিতে ছিলাম।"

সুরুচী। আমার কপাল মন্দ হইতে গেল কেন ?

স্মৃতিধর। বলি, তোমার ভাগ্যে যে এক মৌলবী সাহেব ঘটিয়াছে।

সুরুচী। মৌলবী সাহেব! ওমা, সে আবার কি! ওগো, মৌলবী সাহেব জিনিস্‌টা কি গা ?

স্মৃতিধর। মৌলবী সাহেব ঠিক আমারই মত মানুষ!

সুরুচী। ওমা! সে আবার কি! তোমার পায়ে পড়ি, মৌলবী সাহেব জিনিষটা কি আমাকে বুঝাইয়া বল।

স্মৃতিধর। বুঝিতে পারিলে না? বলি শোন;—তারকনাথ ভায়ার উপাধি ন্যায়নিধি,—আর আমার উপাধি দেওয়ান নাজির।

সুরুচী। তাতে কি?

স্মৃতিধর। তাতে কি, তুমি যদি তাহাই বুঝিতে পারিবে তবে মৌলবী জিনিস্‌টা আর বুঝিতে পার না?

সুরুচী। তোমার পায়ে পড়ি, এই সকল চালাকী কথা রাখিয়া মৌলবী সাহেব জিনিসটা কি আমাকে বুঝাইয়া বল।

যোগমায়াও মৌলবী সাহেব জিনিসটা বুঝিতে পারিতেছিলনা কিন্তু তাহা জানিবার জন্য সুরুচীর ব্যগ্রতা দেখিয়া যোগমায়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল।

স্মৃতিধর। মৌলবী সাহেবের রূপ বর্ণন না করিলে তাহা সহজে বুঝিতে পারিবে না। মৌলবী সাহেব মুসলমানদিগের মধ্যে বড় গণ্য মান্য লোক। ইয়া লম্বা দাড়ি,—ইয়া লম্বা গোঁপ,—ইয়া বাব্‌রাকাটা চুল,—ইয়া তিপ্পান্ন হাত কাপড়ের উচ্চ পাক্‌ড়ী,—ইয়া ইজের চাপকান্‌,—মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া সকলেই সেলাম করে।

যোগমায়া। তবে আপনিও মৌলবী সাহেব। যেরূপ মৌলবীর মত কথা বলিতে শিখিয়াছেন তাহাতে আপনার মৌলবী সাহেব উপাধিই বেশ মানাইবে।

স্মৃতিধর। তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই; সুরুচীর আপত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করুন।

সুরুচী। আ—ছিছি—ছি! কথা শুনে বমি আস্‌ছে! থুঃ—থুঃ—!

স্মৃতিধর। এখন আর থুথু ফেলিলে কি হইবে? যখন মৌলবী সাহেব হইয়া গিয়াছে তখন আর উপায় কি?

সুরুচী। ছিছি! তুমি আমার গা ছুঁইওনা। বউদিদি, চল আমরা স'রে দাঁড়াই। খোকা, তুইও ওকে ছুঁস্‌না।

খোকা একটি ছোট্ট "হাম্‌" বলিয়া মামীমায়ের কোল হইতে মায়ের কোলে লাফাইয়া পড়িল। যোগমায়া হাসিয়া বলিল—"মৌলবীর ছেলে ও মৌলবীর মত কথা শিখিয়াছে! কি সব কথা বলে কাহারও বুঝিবার শক্তি নাই।"

সুরুচী খোকাকে কোলে লইতে লইতে বলিল—"বউদিদি, তুমি আর ওকথাটা বলিও না।"

যোগমায়া। কি কথাটা, সুরুচি?

সুরুচী। এই যে কথাটা এখন বলিলে। কথাটা আমার মুখে আনিতেও ঘৃণাবোধ হচ্ছে।

যোগমায়া। এই মৌলবী কথাটা?

সুরুচী। বউদিদি আর ব'ল না—ব'ল না, তোমার পায়ে পড়ি।

স্মৃতিধর। সুরুচি, আমি যোগমায়াদেবীর এক নূতন নাম আবিষ্কার করিয়াছি।

সুরুচী। কি নাম বল দেখি।

স্মৃতিধর। "ত্রিধারা"।

যোগমায়া। সে আবার কি?

স্মৃতিধর। সে আবার কি নয়; ত্রিধারাই আপনার যথার্থ নাম।

যোগমায়া। কিরূপে আমার যথার্থ নাম তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

সুরুচী। বউদিদি, এবার জব্দ হবে! যদি আর ওকথাটা বল তবে আমিও তোমাকে ত্রিধারা বলিব।

যোগমায়া। বল্ না, তাহাতে আমি তত ভাবি না। আমি দেওয়ান মহাশয়কে মৌলবী সাহেব বলিতে ছাড়িব না। ভাল, দেওয়ান মশায়, আপনি আমার ত্রিধারা নাম কোথা হইতে পাইলেন।

স্মৃতিধর। খোকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন। সর্ব্বজ্ঞ, সদ্বক্তা খোকাবাবু সহজে আপনাকে বুঝাইয়া বলিয়া দিবে।

যোগমায়া খোকার মুখখানির নিকট মুখটি লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খোকা, আমি ত্রিধারা ?" খোকা পূর্ব্ববৎ ছোট্ট 'হাম্' কথাটি বলিয়া মায়ের কোল হইতে মামীমায়ের কোলে লাফাইয়া পড়িল। যোগমায়া খোকার 'কোটিচন্দ্র জিনিরূপ' হাস্যময় মুখখানিতে একটি চুম খাইল। খোকা আবার 'হাম্' বলিয়া মামীমায়ের লাল ঠোঁট দুখানি পুনরায় চুসিতে আরম্ভ করিল।

সুরুচী বলিল "ঠিক সাক্ষী। খোকাও আমাদের কথাতেই সাক্ষ্য দিয়াছে। বউদিদি, তুমি ত্রিধারা।"

যোগমায়া। তুই থাম্। খোকা আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছে, তোরা তাহা বুঝিতে পারিস্ নাই; বুঝিতে পারিবেওনা। আমার অঙ্গে হাত দিয়া দেখ্, আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে; খোকার লালাময় মুখখানির স্পর্শে প্রীতিতে আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে।

সুরুচী হাসিল। স্মৃতিধর যোগমায়ার দেহে স্বর্গীয় আভা দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। তারকনাথ ন্যায়নিধি শিষ্যগণকে দিবসের শেষ পাঠ বুঝাইয়া দিয়া বিশ্রামার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছিল। স্মৃতিধরের গৃহের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময়ে গৃহে খোকার অস্পষ্ট রব, সুরুচীর হাসি, যোগমায়ার মৃদু স্বর, ইত্যাদি বিমিশ্রণে কলকাকলি প্রায় কলরব শুনিতে পাইল। ন্যায়নিধি—"স্মৃতি, গৃহে কি হচ্ছে হে" বলিতে বলিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। ন্যায়নিধির উৎকট ন্যায়চিন্তায় পরিশ্রান্ত আত্মা গৃহাভ্যন্তরস্থ দৃশ্য দর্শনে শীতল হইল। ন্যায়নিধি দেখিল—সুরুচী হাসিতেছে; সুরুচীর খোকা যোগমায়ার ওষ্ঠ ও নাসিকা চুসিতেছে ও লালাময় সুধা স্রোতে যোগমায়ার বদনমণ্ডল ভাসাইয়া দিতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী যোগমায়ার নয়ন হইতে প্রীতিজ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। স্মৃতিধর অবাক্ হইয়া অনিমেষনয়নে সে দৃশ্য দেখিতেছে।

ন্যায়নিধি ওতপ্রোত হৃদয়ে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল; গৃহে প্রবেশ করিয়া ন্যায়নিধির ওতপ্রোত হৃদয় শান্ত, স্তিমিত, শীতল হইল। অনেকক্ষণ পরে ন্যায়নিধি জিজ্ঞাসা করিল—"স্মৃতি, তোরা কিসের কথোপকথনে এরূপ হাস্য প্রমোদ উপভোগ করিতেছিলি?"

স্মৃতিধর। একদিকে তোমার ভগিনীর চিন্তা, অপরদিকে যোগমায়াদেবীর চিন্তা।

তারকনাথ। চিন্তা! কিসের জন্য?

স্মৃতিধর। বলিতেছি শোন। যোগমায়াদেবী আমার দেওয়ান

নাজীর উপাধিটা মনে রাখিতে পারিতেছেন না। তিনি আমাকে মৌলবী সাহেব বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই কিন্তু সুরুচীর তাহাতে বড়ই ঘৃণা বোধ হইতেছে। ঐ দেখ, সুরুচী থুথু ফেলিতেছে। তারপর আমি যোগমায়াদেবীকে আর একটি নূতন নাম দিয়াছি। যোগমায়া-দেবীকে আমি ত্রিধারাদেবী বলিতে প্রস্তুত। তাহাতে তোমার অভিমত কি?

তারকনাথ। তোর মৌলবী সাহেব উপাধিটা বেশ হইয়াছে কিন্তু যোগমায়ার ত্রিধারা নামটার সবিশেষ ব্যাখা না শুনিয়া আমি তাহাতে মতামত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি; কেননা পাছে যদি ত্রিধারার স্রোতে ভাসিয়া যাই!

স্মৃতিধর। ভাসিয়া যাই কি! অনেকদিন পূর্ব্ব হইতে ভাসিয়া আসিতেছ।

তারকনাথ। সে কি হে! আমি ভাসিয়া আসিতেছি আর তাহা আমি নিজে অনুভব করিতে পারিতেছি না? এ কিরূপ স্রোত হে?

স্মৃতিধর। এ স্রোত অনুভব করা যায় না। এ স্রোতে ভাসাইয়া সাগর সঙ্গমে উপস্থিত করিবে।

তারকনাথ। ভায়া, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বিশেষ-রূপে ব্যাখ্যা করিয়া কথাটা আমাকে বুঝাইয়া বল।

স্মৃতিধর। ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমি এখানে বসিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে প্রস্তুত নহি; ব্যাখ্যা করিতে হইলে আমি সর্ব্ব সমক্ষে তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বলিব। যদি শুনিতে চাও তবে মায়ের নিকটে চল।

তারকনাথ। বেশ, চল!

"যোগমায়া। ছি! তোমরা কি কাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিলে!

তারকনাথ। তোমার তাহাতে আপত্তি কি? চলনা, ত্রিধারা নামের ব্যাখ্যাটা একবার শুনা যাউক।

যোগমায়া। বেশ, তোমার যদি ব্যাখা শুনিতে এমনই ইচ্ছা হইয়া থাকে তবে চল,—কিন্তু দেওয়ান মহাশয়কে বলিয়া দেও, তিনি যেন মায়ের সম্মুখে কথার ভঙ্গিতে আমাকে লজ্জিতা না করেন।

তারকনাথ। বেশ, তাহাই হইবে। চল একবার মায়ের সম্মুখে গিয়া স্মৃতির মুখে ব্যাখ্যাটা শুনি।

তারকনাথ, স্মৃতিধর, যোগমায়া ও সুরুচী মায়ের নিকট চলিল। এতক্ষণ সুরুচী দাদার ভয়ে কোন কথার উত্তর দিতে পারিতে-ছিলনা, স্বামীকে গম্ভীর ভাবে কথা বলিতে শুনিয়া মনে মনে হাঁসিতেছিল। এখন সকলের পশ্চাতে যাইতে যাইতে বলিতে-ছিল—"এখন! এখন অস্বীকার করিলে আর কি হইবে! বউদিদি, তুমি যে ত্রিধারা তাহা কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিবে! এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় থাকিবে না।"

যোগমায়া। তুইও যে মৌলবীসাহেবের গৃহিণী তাহাও তোর অস্বীকার করিবার উপায় থাকিবে না।

সুরুচী। আঃ ছিছি—ছিঁ! থুঃ—! থুঃ—! বউদিদি, তোমার পায়ে পড়ি, ও কথাটা আর বলিও না। আমার মাথা খাও, মায়ের সম্মুখে এ কথাটা মুখে আনিও না।

যোগমমায়া। তুইও ত্রিধারা কথাটা আর মুখে আনিস্ না।

সুরুচী কোন উত্তর না দিয়া খোকাকে বলিল—"আয় খোকা,

আমার কোলে আয়।” খোকা “হাম্” বলিয়া মামীমায়ের বুকের ভিতর মাথাটি লুকাইয়া ফেলিল।

সকলে মায়ের উদ্দেশে মায়ের ঘরের দিকে যাইতে লাগিল।

বসন্তের প্রারম্ভ;—মধ্যাহ্নাবসানে মার্ত্তণ্ডকিরণের হ্রস্বতার সহিত মৃদু মলয়ানিল বহিতে থাকে; কোকিলগুলি তরাগতটস্থ সহকারের মুঞ্জরিত শাখান্তরালে বসিয়া কুহু কুহু স্বরে কুহুগান গাহিয়া থাকে; দিবাবসানে পঞ্চবটীর শাখায় শাখায় শালিক, চন্দনা, চটকগুলি উড়িয়া উড়িয়া, মিলিয়া মিশিয়া, কাকলি-রবে কলগান গাহিয়া থাকে। শীতের অবসান হইয়াছে, বসন্ত আসিয়াছে।

দিবাবসানে সত্যবতীদেবী শান্তাকে সঙ্গে করিয়া তুলসী ও ফুলগাছ গুলির মূলে জল সেচন করিতে পঞ্চবটীতে গিয়া ছিলেন। দেবসেনাপতি ভগ্নি ‘তাঁপির’ সহিত খেলা করিবার জন্য মামার বাটীতে গিয়াছিল।

যোগমায়া ও স্থরুচী মায়ের ঘরে গিয়া মাকে দেখিতে পাইল না। অবশেষে তাহারা মায়ের উদ্দেশে পঞ্চবটীতে গেল। কিঞ্চিৎ পরে তারকনাথ-স্মৃতিধরও সেস্থানে উপস্থিত হইল। সত্যবতীদেবী তাহাদিগকে স্মিত মুখে আগ্রহোদ্ভাসিত নয়নে এমন সময়ে পঞ্চ-বটীতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে দেখিয়া একটু কৌতুহলা-ন্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—“তারাস্মৃতি, এমন সময়ে তোরা সকলে এখানে কেন বল দেখি?”

তারকনাথ। মা, স্মৃতি সকলের সমক্ষে একটা কথার ব্যাখ্যা করিবে।

সত্যবতী। কি কথা বাপ্?

যোগমায়া। মা, দেওয়ান মহাশয় আমার একটা নূতন নাম দিয়াছেন। এমন সব বিশ্বছাড়া কথা কখনই শুনি নাই।

সত্যবতী। কি নাম মা?

যোগমায়া। মা, আপনি দেওয়ান মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন।

সত্যবতী। বাপ্ স্মৃতি, আমার যোগমায়ার কি নূতন নাম দিয়েছ বাবা?

স্মৃতিধর। মা, আমি যোগমায়াদেবীকে ত্রিধারা দেবী বলিয়া ডাকিতে অভিলাষ করিতেছি।

সত্যবতী। ত্রিধারা নামের অর্থ কি বাবা? নামটি শুনিতে ত বেশ মধুর।

তারকনাথ। মা, স্মৃতি এই নামটার অর্থ ব্যাখ্যা করিবে বলিয়াই আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছে।

সত্যবতী। আমার স্মৃতি, আমার যোগমায়ার ত্রিধারা নামের ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইবে? বেশ! তবে তোমারা এক কার্য্যকর। শিরোমণি মহাশয়কে, কেবলরামকে, আমার বিশ্বরূপ ও বিজয়াকে, রাজাকে, সিংহমহাশয়কে ডাকিয়া আন। আমার স্মৃতি যখন আমার যোগমায়ার একটি নূতন নাম দিতে বাসনা করিতেছে এবং তাহার অর্থ কি তাহা ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতে ইচ্ছা করিতেছে, তখন সকলে মিলিয়াই তাহা শুনিব।

যোগমায়া মায়ের কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে মস্তকটি অবনত করিয়া ফেলিল। তারকনাথ দেখিয়া একটু হাসিয়া চুপি চুপি বলিল—"ভয় কি! আমরা রয়েছি, তোমার ভয় কি?" স্মৃতিধর জিজ্ঞাসা করিল—"মা! কে কাহাকে ডাকিয়া আনিতে যাইবে?"

সত্যবতী। আমার যোগমায়া. শিরোমণি মহাশয় ও কেবল-রামকে ডাকিয়া আনিতে যাউক; সুরুচী আমার বিজয়াকে ডাকিয়া আনিতে যাউক; তুমি আমার বিশ্বরূপকে, রাজাকে ও সিংহ মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে যাও। শান্তা, তুই বাড়ী হইতে কয়েকখানা আসন আনিয়া এখানে স্থাপন কর। মা যোগমায়া! খোকাকে আমার কোলে দেও। তারকনাথ, তুমি আমার নিকট ব'স।

সকলে মায়ের আজ্ঞামত কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইল।

শিরোমণিমহাশয়ের বাটীতে তখন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ঘটনা ঘটিতেছিল। দেবসেনাপতি ভগ্নী তীপির সহিত খেলা করিতে গিয়া, তীপির অন্বেষণে মামার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন মামা সর্ব্ব অঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকায় বিষ্ণুপদ-চিহ্ন চিত্রিত করিয়া, একখানা আসনে বসিয়া গীতাপাঠ করিতে ছিল; মামীমা তীপিকে কোলে করিয়া গীতা পাঠ শ্রবণ করিতে-ছিল। মামার গঙ্গামৃত্তিকায় বিষ্ণুপদচিহ্নচিত্রিতরূপ দেবসেনা-পতির চক্ষে বড়ই সুন্দর বোধ হইল; দেবসেনাপতি গৃহে প্রবেশ করিয়া অবাক্ হইয়া মামার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। বিজয়া বলিল—"বাবা দেবসেনাপতি আসিয়াছ?" বিশ্বরূপ মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিল, দেবসেনাপতি বিস্মিত নয়নে তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিয়াছে। বিশ্বরূপ—'বাবা, কি দেখিতে-ছিস্' বলিয়া গীতা খানা একটু সরাইয়া, দেবসেনাপতিকে ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া একটি চুম খাইল এবং পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা, কেন এসেছ?" দেবসেনাপতি উত্তর দিল—"তীপিকে নিতে এতেথি।" বিশ্বরূপ—'তীপিকে নিতে এসেছ'

বলিয়া আবার একটি চুম খাইল। তীপি মায়ের কোল হইতে নামিয়া 'দালা—দালা' বলিয়া আসিয়া দাদাকে জড়াইয়া ধরিল; দেবসেনাপতি ধীরে ধীরে মামার কোল হইতে নামিয়া আসিল। বিজয়া নিকটে গিয়া দেবসেনাপতিকে একটি চুম খাইয়া বলিল—"তীপিকে নিয়ে পঞ্চবটীতে তোমার দাদামহাশয়ের নিকটে গিয়া খেলা কর।" (শিরোমণি মহাশয় তখন বাসন্তি সায়াহ্নে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া পঞ্চবটীতে বসিয়া শিষ্যকে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেছিলেন)। দেবসেনাপতি ভগ্নী তীপির হাত ধরিয়া বাহিরে আসিয়া পঞ্চবটীতে দাদামহাশয়ের নিকটে খেলা করিতে চলিল। বিশ্বরূপ আবার গীতা পাঠ আরম্ভ করিল। বিজয়া স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া তন্ময়চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল।

বহির্ব্বাটীতে বৈঠকখানায় বসিয়া কেবলরাম সিংহমহাশয়কে তামাক সাজিয়া দিতেছিল। সিংহমহাশয় "বিবেচনাকর, তারপর বিবেচনাকর—" ইত্যাদিরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কেবলরামের নিকট কিসের গল্প করিতেছিলেন। কেবলরাম অবাক্ হইয়া সিংহ-মহাশয়ের কথা শুনিতেছিল। সিংহমহাশয়ের "বিবেচনা করা"র প্রাচুর্য্য হেতু যদিও সিংহমহাশয়ের কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে মাঝে মাঝে কেবলরামের অনেক কষ্ট হইতেছিল, তবুও সিংহ-মহাশয়ের গল্পের মূল ভাব কেবলরাম বুঝিতে পারিয়াছিল এবং তাহা বুঝিতে পারিয়া আনন্দে গদগদ হইয়া বারম্বার সিংহ-মহাশয়কে তামাক সাজিয়া দিতেছিল।

শিরোমণিমহাশয় শিষ্যসহ পঞ্চবটীতে বসিয়া ধর্ম্মের মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। বাসন্তিসায়াহ্নে মৃদু মলয়ানিল সহ-

কারের শাখায় শাখায় ভ্রমণ করিয়া, চ্যুত মুকুলকুলকে হেলাইয়া দোলাইয়া, ক্রীড়া কৌশলে নানা খেলা খেলিয়া, পরিশেষে সরোবরের স্ফটিকনির্ম্মল সলিলে অঙ্গ বিধৌত করিয়া পবিত্র ও স্নিগ্ধ হইয়া, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-ব্যাখ্যান ও শ্রবণ-নিরত গুরু-শিষ্যকে সেবা করিতেছিল। সরোবরের নির্ম্মল তরল বক্ষঃ মলয়ানিলে মাঝে মাঝে একটু একটু কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাজা মোহিত হৃদয়ে যখনই সরোবরের বক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, তখনই তাঁহার বোধ হইতেছে—যেন সরোবরও তাঁহারই মত গুরুরমুখে মধুর মোহময় ধর্ম্মের মাহাত্ম্যবর্ণন শ্রবণ করিয়া কম্পিতহৃদয় হইয়া উঠিতেছে।

দেবসেনাপতি ভগ্নী তীপিকে সঙ্গে করিয়া খেলা করিবার জন্য সেস্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। দেবসেনাপতি ভগ্নীকে সঙ্গে করিয়া মামার ঘর হইতে বাহির হইয়া পঞ্চবটীর অভিমুখে যাইতে যাইতে মনে মনে একটা মত্লব খাটাইতেছিল। মামার গঙ্গামৃত্তিকায় বিষ্ণুপদচিহ্নচিত্রিতদেহ দেবসেনাপতির চক্ষে অতি সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। সে পথে যাইতে যাইতে কাহাকেও এরূপ বিচিত্ররূপে চিত্রিত করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতেছিল। দেবসেনাপতি আপন মনে তাহার মত্লব ঠিক করিতে করিতে মুখে "দাদা মতায়কে—দাদা মতায়কে" বলিতে বলিতে যাইতেছিল। প্রীতি দাদার মুখে দাদামহাশয়েব নাম শুনিয়া কিছুই মনে না করিয়া "দালা মতা'কে—দালা মতা'কে" বলিতে বলিতে দাদার হাত ধরিয়া পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যথাসময়ে দেবসেনাপতি ভগ্নীর সহিত পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল।

দেবসেনাপতি ও প্রীতি পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া দাদা-মহাশয়ের নিকটে গিয়া দেবসেনাপতি ডাকিল—"দাদা মতায়!" প্রীতি প্রতিধ্বনি করিল—"দালা মতা!" শিরোমণিমহাশয় মস্তকোত্তলন করিয়া বলিলেন—"কেরে? দেবা, প্রীতি?"

দেবসেনাপতি বলিল—"দাদা মতায়, তোমাকে ফোতা দিব।"

প্রীতি প্রতিধ্বনি করিল—"দালামতা, তোলাকে ফোলা দিল।"

শিরোমণি। সে কিরে?

দেবসেনাপতি। ফোতা! ফোতা!

প্রীতি। ফোলা! ফোলা!

শিরোমণি। তা বুঝিলাম—ফোটা। কিসের ফোটা?

দেবসেনাপতি। তোমাকে ফোতা দিব।

প্রীতি। তোলাকে ফোলা দিল।

শিরোমণিমহাশয় বিশেষ কিছু বুঝিতে না পারিয়া বলি-লেন—"বেশ, দে।" দেবসেনাপতি ভগ্নীকে বলিল—"তীপি তীপি,—মাতী—মাতী,—ওথান থেকে মাতী নিয়ে আয়।" প্রীতি "মালী—মালী" বলিতে বলিতে দাদার অঙ্গুলি নির্দ্দেশমতে তুলসীমূল হইতে ক্ষুদ্র দুখানি হাত দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুষ্টি পুরিয়া মাটী আনিয়া দাদাকে দিতে লাগিল; দাদা তুলসী মূলের চন্দন-কুঙ্কুমমিশ্রিত মৃত্তিকা দিয়া দাদামহাশয়ের ললাটে ও অঙ্গে ফোটা দিতে লাগিল। শিরোমণিমহাশয় তখন বলিলেন—"আমাকে ফোটা দিবি? তাই বল্! তোদের দেবভাষার কথা সহজে বুঝিবার উপায় নাই! তবে দে, আমার ললাটে, অঙ্গে, তুলসীমূলের পবিত্র মৃত্তিকায় ফোটা দে।" দেবসেনাপতি ভগ্নীর সহিত শিব-ভক্ত-শ্রেষ্ঠ

শিরোমণিমহাশয়কে বিষ্ণু-ভক্ত-গণের অঙ্গভূষণ তুলসীমূলের মৃত্তিকা দ্বারা বিচিত্র রূপে চিত্রিত করিতে লাগিল। নির্ব্বিকার-নির্ম্মল-শান্ত-হৃদয় শিরোমণিমহাশয়ের বদন-মণ্ডলে তখন কোন্ দেশের কোন্ প্রভা খেলিতেছিল তাহা ভাষায় বর্ণন করিয়া কে বুঝাইতে পারিবে? রাজা গুরুর স্থির গম্ভীর বদনমণ্ডলে সে রূপজ্যোতিঃ দেখিয়া বাহ্য জগতের সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিরহিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মোহিত নয়ন সমক্ষে সে দিব্যরূপ চতুর্দ্দিকে শান্তি বিকীর্ণ করিতেছিল। রাজার হৃদয়ে তখন কি স্নিগ্ধ শীতলতা অনুভূত হইতেছিল তাহাও ভাষায় বর্ণিত হইতে পারে না।

দেবসেনাপতির তুলসীমূল মৃত্তিকাস্ত্রে শিরোমণির অঙ্গ সমরাঙ্গনে চিত্রসমর সমাপন হইলে শিরোমণিমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হয়েছে?"

দেবসেনাপতি। হয়েথে।

প্রীতি। হ'লে।

শিরোমণি। বেশ, এখন শিবকিঙ্করকে একটি ফোটা দিয়ে এস।

দেবসেনাপতি ধীরে ধীরে একটু মৃত্তিকা লইয়া রাজার নিকটে যাইতে লাগিল; প্রীতি হেলিয়া দুলিয়া ধীরে ধীরে দাদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজার নিকটে চলিল। দেবসেনাপতি ছোট অঙ্গুলিটি দিয়া ছোট একটি ফোটা রাজার ললাটদেশে, ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানে দিয়া দিল। প্রীতি দাদার অনুকরণ করিয়া ছোট অঙ্গুলিটি দিয়া ঠিক সেই স্থানে ছোট একটি টিপ দিয়া দাদার অনুসরণ করিল। দেবসেনাপতি ভগ্নীর সহিত শিরোমণি-

মহাশয়ের নিকটে দাঁড়াইলে. শিরোমণিমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"হয়েছে ?"

দেবসেনাপতি। হয়েথে।

প্রীতি। হ'লে।

শিরোমণি। বেশ, এখন দুজনে আমার দুপার্শ্বে দাঁড়াও।

দেবসেনাপতি দাদামহাশয়ের বাম পার্শ্বে গিয়া দাদামহাশয়ের স্কন্ধে মস্তকটি রাখিয়া দাঁড়াইল। প্রীতি দাদামহাশয়ের দক্ষিণ পার্শ্বে গিয়া দাদার অনুকরণ করিয়া দাদামহাশয়ের স্কন্ধে মস্তকটি রাখিয়া তথাবিধ দাঁড়াইল। শিরোমণিমহাশয় তখন রাজাকে বলিলেন—"শিবকিঙ্কর, দেখ দেখি এখন আমাকে কেমন দেখাইতেছে।"

রাজা অনিমেষ নয়নে সে স্বর্গীয় রূপ দেখিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবটীতে যখন এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছিল তখন স্মৃতিধর বিশ্বরূপাদিকে, সুরুচী বিজয়াকে এবং যোগমায়া শিরোমণি মহাশয়কে ডাকিতে আসিয়াছিল। সুরুচী বিজয়াকে ডাকিতে আসিয়া বিশ্বরূপের ঘরের নিকটে গিয়া বিজয়াকে ডাকিল। বিজয়া তখন স্বামীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছিল। বিজয়া সুরুচীর স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—"ছুঁড়ী যদি আসিয়া দেখে তবে আর নিস্তার থাকিবে না।"

বিশ্বরূপ। কেন ?

বিজয়া। ছুঁড়ী বড় চপল।

বিশ্বরূপ। তাহাতে কি ?

বিজয়া। আমি এখন যাই?

বিশ্বরূপ। তবে যাও।

বিজয়া উঠিয়া ঘরের বাহিরে গিয়াই সম্মুখে সুরুচীকে দেখিতে পাইল। সুরুচী—"দেখেছি—আজ তোমার পদসেবা দেখেছি" বলিয়া হাসিতে লাগিল। বিজয়ার অবনত মুখখানি আরো অবনত হইয়া আসিল। কিঞ্চিৎ পরে বিজয়া সুরুচীর হাত ধরিয়া বলিল—"বোন্, কাহাকেও বলিস্ না।" সুরুচী হাসিয়া বলিল—"অনেক দিন—আমি তোমার দাদাকে বলিয়া দিয়াছি, সে অনেকদিন!" বিজয়ার মুখখানি মলিন হইয়া গেল।

সুরুচী অনেকক্ষণ হাসিয়া বিজয়াকে টানিতে টানিতে বলিল "চল্।"

বিজয়া বলিল—"কোথায় যাব?"

সুরুচী। কেন? কোথাও যেতে নাই কি? আমি যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম তাহাই হয়েছে;—প্রথম দিন গঙ্গার ঘাটে বৈরাগীঠাকুরকে তোর দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াই আমি মনে করিয়াছিলাম, বৈরাগীঠাকুর বুঝি বিজয়াকে যাদু করিবা ফেলিবে;—তাহাই হয়েছে।

বিজয়া বিরক্তির সহিত বলিল—"যাঃ! তোর নিকট কথা বলিবার যো নেই।"

সুরুচী। উচিত কথা বলিলেই কথা বলিবার যো নেই! তবে এখন একবার চল। তোমার দাদা তোমার বৈষ্ণবঠাকুরকে সঙ্গে করিয়া আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎই আসিবেন।

বিজয়া সুরুচীর বাক্যজ্বালার ভয়ে আর বিশেষ কিছু না বলিয়া সুরুচীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সুরুচী যাইতে যাইতে

কত কথাই বলিল, কত হাসিই হাসিল। বিজয়া কোন উত্তর না দিয়া মাঝে মাঝে একটু একটু হাসিতে হাসিতে সুরুচীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

স্মৃতিধর বিশ্বরূপ ও সিংহমহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে এবং রাজামহাশয়ের সাক্ষাৎ না পাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য কেবলরামকে রাখিয়া গিয়াছে। কেবলরাম রাজার অন্বেষণ করিতে করিতে পঞ্চবটীতে গিয়া উপস্থিত হইল এবং শিরোমণিমহাশয়ের রূপ দেখিয়া—"এ আবার কি!" বলিয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইল। দেবসেনাপতি কেবলরামকে দেখিতে পাইয়া "তোমাকেও ফোতা দিব" বলিয়া দৌড়িয়া কেবলরামের নিকটে গেল; প্রীতি "তোলাকে ফোলা দিল" বলিতে বলিতে দাদার অনুসরণ করিল। দেবসেনাপতি ছোট হাতখানি দিয়া এক মুষ্টি তুলসীমূল-মৃত্তিকা তুলিয়া কেবলরামের প্রকাণ্ড ললাটপ্রদেশে একটি প্রকাণ্ড ফোটা দিল। প্রীতিও দাদার অনুসরণ করিয়া কেবলরামকে ফোটা দিতে গিয়াছিল; প্রীতির ছোট হাত দুখানি কেবলরামের ললাট পর্য্যন্ত পৌঁছিল না; প্রীতি অনেক কষ্টে কেবলরামের দুটি গালে দুটি ফোটা দিয়া দিল। কেবলরাম তখন বুঝিতে পারিল—শিরোমণির এই অপরূপ রূপ এই দুই শিল্পীরই কার্য্য। কেবলরাম তখন হাসিয়া বলিল—"বুঝেছি, এ তোমাদেরই কীর্ত্তি!"

শিরোমণি। কেবলরাম, তোকে বেশ দেখাচ্ছে।

কেবলরাম। তোমাকে আরো বেশ দেখাচ্ছে!

রাজা দেবসেনাপতি ও প্রীতির কার্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কেবলরাম বলিল—"ঠাকুর,

স্মৃতিধর আসিয়া বিশ্বরূপকে ও সিংহীমশায়কে ডাকিয়া ওবাড়ীতে লইয়া গিয়াছে; সুরুচী বিজয়াকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। স্মৃতিধর রাজামহাশয়কে সঙ্গে করিয়া যাইবার জন্য আমাকে রাখিয়া গিয়াছে।"

শিরোমণি। কেন রে?

কেবলরাম উত্তর দিতে যাইতেছিল, এমন সময় যোগমায়া ধীরে ধীরে পঞ্চবটীতে গিয়া উপনীতা হইল। যোগমায়া বাবাকে অপরূপ রূপে বিভূষিত দেখিয়া বিস্মিত নয়নে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল। শিরোমণিমহাশয় যোগমায়াকে বিস্মিতা দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন—"মা, এই তোমার দেবসেনাপতি ও প্রীতির কার্য্য!" যোগমায়া—"সে কিরে" বলিয়া দেবসেনাপতি ও প্রীতির প্রতি প্রীতিমাখা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, শিরোমণিমহাশয়ের নিকটে গিয়া অঞ্চল দিয়া তাঁহার বিভূতিরূপ মুছিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে দেবসেনাপতি—"য়্যাঁ—য়্যাঁ—আমি—তবে—কাঁদ্‌ব" বলিয়া মাটীতে গড়াগড়ি দিতে যাইতেছিল; প্রীতিও—"য়্যাঁ—য়্যাঁ—আলি—তলে—কাঁল্‌ব" বলিয়া দাদার অনুসরণ করিতেছিল। শিরোমণি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—"মা, আমার অঙ্গের এই বিভূতিরূপ থাকুক।" যোগমায়া শেষে নিরুপায়া হইয়া ধীরে ধীরে গিয়া দেবসেনাপতি ও প্রীতিকে ধূলা হইতে তুলিয়া লইল এবং অঞ্চল দিয়া দুজনের ধূলিধূসরিতঅঙ্গ মুছিয়া দিতে লাগিল।

দেবসেনাপতি মায়ের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া একটু দূরে গিয়া নাচিয়া নাচিয়া হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল—"বেথ্‌ দেখাখে—বেথ দেখাখে"; প্রীতিও দাদার অনু-

করণ করিতে করিতে বলিতে লাগিল—"বেল্ দেখাল্লে—বেল্ দেখাল্লে !"

কেবলরাম জিজ্ঞাসা করিল—"কাকে বেশ দেখাচ্ছে রে? শিরোমণিকে না আমাকে ?"

যোগমায়া মস্তকোত্তলন করিয়া দেখিল—কেবলরামের রূপের বাহার আরও খুলিয়াছে ! যোগমায়া মৃদু হাসিয়া বলিল—"ওমা! তোমাকে যে আরো বেশ সাজাইয়াছে !"

শিরোমণিমহাশয় কিয়ৎক্ষণ পরে যোগমায়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এমন সময় তুমি এখানে কেন, মা ?"

যোগমায়া। বাবা, আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছি।

শিরোমণি। ব্যাপার কি বল দেখি? শুনিলাম সুরুচী স্মৃতিধরও নাকি আসিয়া আমার বিজয়ামাকে, বিশ্বরূপকে ও সিংহমহাশয়কে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে।

যোগমায়া কোনও উত্তর দিতে পারিল না। একবার মৃদুস্বরে বলিল—"মা আপনাকে একবার ডেকেছেন।"

শিরোমণি। সত্যবতীদেবী ডেকেছেন ? বোধহয় ইহার মধ্যে বিশেষ কোনও রহস্য আছে। শিবকিঙ্কর, চল যাই। সত্যবতীদেবীর অনুরোধ অনতিবিলম্বে পালন করিতে হইবে।

শিরোমণিমহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া যোগমায়াকে বলিলেন "মা, তুমি আগে চল।" দেবসেনাপতি ও প্রীতিকে বলিলেন—"তোরা আমার সঙ্গে হাঁটিয়া চল্।"

দেবসেনাপতি লাফাইয়া উঠিয়াছিল ; প্রীতি দাদার অনুকরণ করিতে গিয়া হেলিয়া ঢুলিয়া পড়িতেছিল। যোগমায়া প্রীতিকে কোলে তুলিয়া লইল এবং দেবসেনাপতিকে দক্ষিণ হস্তে ধরিল।

শিরোমণিমহাশয় দেখিয়া বলিলেন—"বেশ্ হয়েছে! তুমি এখন আগে চল; আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই।" যোগমায়া পিতার আদেশে প্রীতিকে কোলে করিয়া ও দেবসেনাপতিকে দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। শিরোমণিমহাশয় ভাব গদ্‌গদ অন্তরে কন্যার পশ্চাদ্গামী হইলেন। রাজা গুরুর অনুসরণ করিলেন। কেবলরাম সকলের পশ্চাতে চলিল।

সকলে সত্যবতীদেবীর পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইলে সত্যবতী-দেবী শিরোমণিমহাশয়ের রূপ দেখিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "শিরোমণিমহাশয়, একি বেশ?"

শিরোমণি। আপনার দেবা-প্রীতিকে জিজ্ঞাসা করুন।

সত্যবতী। দেবা—?

দেবসেনাপতি। ঠাকুল্ মা, আমি দেবা না,—দেবতেনাপতি।

সকলে শুনিয়া হাসিলেন।

রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি দেবসেনাপতি?"

দেবসেনাপতি। হাঁ, লাদা মতায়—আমি দেবতেনাপতি।

সকলে আবার হাসিলেন। স্মৃতিধর রাজাকে বলিল—"দেবসেনাপতির নিকট খুকীর নাম জিজ্ঞাসা করুন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি খুকীর নাম কি?"

দেবসেনাপতি। তীপি।

রাজা। সে আবার কি!

স্মৃতিধর। খুকীর নাম প্রীতি; দেবসেনাপতির উচ্চারণে তাহা তীপি হইয়া গিয়াছে। শান্তামা উচ্চারণ করিয়া থাকে "পীলি"। দুজনেরই বাহাদুরী আছে!

সকলে হাসিলেন।

রাজা। ভাল, ছোট খোকার নাম বল দেখি ?

দেবসেনাপতি। আতুতোত্।

স্মৃতিধর। হ'লনা, সমস্ত নামটি বল।

দেবসেনাপতি। আতুতোত্ পল মল।

রাজা। আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

স্মৃতিধর। আপনার গুরুদেব খোকার নাম রাখিয়াছেন—আশুতোষ পদরজঃ। দেবসেনাপতির উচ্চারণে তাহা "আতুতোত্ পল মল, এবং শান্তামার উচ্চারণে তাহা "এলো মেলো"। নামটি সহজ কি না! তাহাতে আবার উচ্চারণকারিগণও বিশেষ ক্ষমতাপন্ন; কাজেই এলোমেলো পল মল।

সকলে আবার হাসিলেন। সিংহমহাশয় হাসিয়া মৃদুস্বরে স্বগতঃ বলিলেন "বিবেচনাকর, এ এক মন্দ আমোদ নয়!"

রাজা তখন প্রীতির দিকে মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুকি, তুমি বল দেখি তোমার নাম কি ?"

প্রীতি। তি!

প্রীতি সংক্ষেপে বলিয়া ফেলিল—"তি"। রাজা হাসিয়া বলিলেন—"বেশ! বেশ বুঝিতে পারিলাম।"

রাজা শান্তার ক্রোড়স্থ ছোট খোকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "খোকা, বল দেখি তোমার নাম কি ?"

রাজার প্রশ্ন শুনিয়া খোকা তাহার নবোদ্গত দন্ত দুটি বাহির করিয়া হাসিয়া 'হাম্' বলিয়া উঠিল। রাজা তাহার হাসিময় মুখখানি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। শিরোমণিমহাশয় বলি-লেন "আশুতোষ পদরজঃ, তোমার কথার অর্থ সকলে বুঝিতে

পারিবে না, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি আমার কোলে এ'স।" শান্তা সুরুচীর পুত্রটিকে শিরোমণিমহাশয়ের কোলে দিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই শিরোমণিমহাশয়ের এই অপরূপ রূপের কারণ প্রকাশ পাইলে সত্যবতীদেবী হাসিয়া বলিলেন—"বেশ! বেশ হয়েছে। এখন আপনারা বসুন। আমি আপনাদিগকে আনাইয়াছি। কেবলরাম, তোকে আরো বেশ দেখাচ্ছে।"

কেবলরাম। আমাকে বেশ দেখাবে না? আমার কত বড় কপালটা! কত বড় একটা ফোটা! আমার দুটা গালে কেমন দুটা চক্কর!

সকলে হাসিলেন। শিরোমণিমহাশয় তখন সত্যবতীদেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি অভিপ্রায়ে আজ বাসন্তিসায়াহ্নে সকলকে পঞ্চবটীতে একত্রিত করিয়াছেন?"

সত্যবতী। শিরোমণিমহাশয়! আমার স্মৃতি, আমার যোগমায়ার একটি অতি সুন্দর নাম দিয়াছে। স্মৃতির মুখে আমরা তাহার ব্যাখা শুনিব।

শিরোমণি। কি নাম বলুন্ দেখি?

সত্যবতী। অতি মিষ্ট;—ত্রিধারা!

শিরোমণিমহাশয় হাসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শিরোমণিমহাশয় স্মৃতিধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা স্মৃতি, আমার যোগমায়ার এ নাম তুমি কোথা হইতে পাইলে?"

স্মৃতিধর মস্তক অবনত করিল। যদিও সে পূর্ব্বে অতি সাহসের সহিত সর্ব্ব সমক্ষে যোগমায়ার ত্রিধারা নামের অর্থ ব্যাখ্যা

করিতে আসিয়াছিল কিন্তু এখন ধৃষ্টতা প্রকাশের ভয়ে একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

শিরোমণিমহাশয় বলিলেন—"বল বাবা, বল। লজ্জা কি ?"

রাজা বলিলেন "স্মৃতিধর, বল। আমরা তোমার মুখে যোগমায়ার ত্রিধারা নামের ব্যাখ্যা শুনিয়া চরিতার্থ হই।"

সকলের আগ্রহাতিশয্যে স্মৃতিধর অবশেষে ধীরে ধীরে মস্তকোত্তলন করিয়া বলিল—"আমি আপনাদের আসনগুলি একটু একটু স্থানান্তরিত করিয়া আমার মনোমত রূপে স্থাপন করিব; তাহাতে ত্রিধারা নামের ব্যাখ্যা কালে আমার মনের ভাব সবিশেষ স্ফুটতর হইবে।"

শিরোমণিমহাশয় "বেশ" বলিয়া গাত্রোত্থান করিলে সকলে শিরোমণিমহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দাঁড়াইল। স্মৃতিধর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মনোমত রূপে আসন গুলি স্থাপন করিল।

স্মৃতিধর তখন অপেক্ষাকৃত উচ্চ আসন খানার নিকট গিয়া বিনীত বচনে শিরোমণিমহাশয়কে বলিল—"আপনি এ আসন খানাতে বসুন।" শিরোমণি মহাশয় উপবেশন করিলে স্মৃতিধর কেবলরামকে বলিল—"তুমি এখানে আসিয়া বামপার্শ্বে দাঁড়াও।" কেবলরাম হাসিয়া গিয়া শিরোমণি মহাশয়ের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল। স্মৃতিধর শান্তাকে বলিল—"শান্তামা, তুমি এখানে আসিয়া দক্ষিণভাগে দাঁড়াও।" শান্তা বলিল—"ওমা! এসব কি হচ্ছে গো?" সুরুচী হাসিয়া ফেলিল। সত্যবতীদেবী বলিলেন—"যা-না! আমার স্মৃতি কি এক অপরূপ তামাসা দেখাইবে। যা,—শিরোমণিমহাশয়ের ডানদিকে গিয়া দাঁড়া!"

সত্যবতীদেবীর অনুজ্ঞা শুনিয়া শান্তা বলিল—"দৈবা পীলি,

এলোমেলোকে লইয়া খেলা কচ্ছে, আমি দেখ্‌ছি! আমি ওখানে গেলে এলোমেলোকে দেখ্‌বে কে?"

রাজা বলিলেন "মা, তুমি যাও; আমি ইহাদিগকে দেখিব।"

শান্তা শেষে অন্য কোন আপত্তি খুঁজিয়া না পাইয়া নিরুপায়া হইয়া ধীরে ধীরে গিয়া শিরোমণিমহাশয়ের দক্ষিণভাগে দাঁড়াইল। স্মৃতিধর বলিল—"বেশ হয়েছে!"

তৎপরে স্মৃতিধর তারকনাথকে বলিল—"ন্যায়নিধি, তুমি আসিয়া এখানে ব'স।" তারকনাথ গম্ভীর বদনে বলিল—"স্মৃতি, তুই কি আরম্ভ করিয়াছিস্?"

শিরোমণিমহাশয় বলিলেন "এস বাবা, স্মৃতিধর যাহা বলিতেছে তাহা কর। আমার হৃদয়ে আনন্দানুভব হইতেছে।"

তারকনাথ অন্য বাক্য ব্যয় না করিয়া অবনত মস্তকে গিয়া স্মৃতিধরের নির্দ্দেশিত, শিরোমণি মহাশয়ের আসন হইতে একটু দূরে, নিম্নে, দক্ষিণ প্রান্তে স্থাপিত আসন খানাতে বসিল।

তৎপরে স্মৃতিধর বিশ্বরূপকে বলিল "আপনি এই আসন খানাতে বসুন।" বিশ্বরূপ গিয়া তারকনাথের আসনের সমশ্রেণীতে স্থাপিত, শিরোমণিমহাশয়ের বাম পার্শ্বের আসন খানাতে বসিল।

তৎপরে স্মৃতিধর যোগমায়াকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আপনি আসিয়া এখানে দাঁড়ান্।" যোগমায়া অবনত মস্তকটিকে আরো অবনত করিয়া ফেলিল; একপদও অগ্রসর হইতে পারিল না। সুরুচী হাসিতেছিল। বিজয়া সুরুচীকে ধরিয়া কাঁপিতে ছিল!

সত্যবতীদেবী বলিলেন "মা যোগমায়া, যাও মা! ওখানে—

গিয়া একটু দাঁড়াও মা! আমার অন্তরে বড়ই আনন্দানুভব হইতেছে।"

মায়ের আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়া। যোগমায়া ধীরে ধীরে অবনত মস্তকে গিয়া স্মৃতিধরের নির্দ্দেশিত স্থানে দাঁড়াইল। স্মৃতিধর তৎপরে সুরুচী-বিজয়ার একজনকে যোগমায়ার দক্ষিণদিকে, আর একজনকে যোগমায়ার বাম দিকে দণ্ডায়মানা করিল। তুলসী মূলের নিকটে একখানা কমলাসন স্থাপন করা হইয়াছিল। স্মৃতিধর সত্যবতীদেবীকে বলিল—"মা, আপনি তুলসীমূলের ঐ কমলাসন খানাতে বসুন।" সত্যবতীদেবী তুলসীমূলে বসিলেন।

স্মৃতিধর রাজার নিকট আসিয়া বলিল—"এখন দর্শক আমরা; যোগমায়াদেবী 'ত্রিধারা' কিনা এখন আমরা সহজে বুঝিতে পারিব।"

রাজা অবাক হইয়া দেখিতেছিলেন; তিনি কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। সিংহমহাশয় আপন মনে—"বিবেচনাকর, একি দেখিতেছি! এমনত আমি জন্মে দেখি নাই! বিবেচনাকর, এই কোন্ স্বর্গের কোন্ দেবতার রূপ!" বলিয়া বিস্মিত নয়নে এই-অপরূপ দৃশ্য দেখিতেছিলেন এবং এক একবার বিস্মিত নয়ন স্মৃতিধরের দিকে ফিরাইতে ছিলেন।

দেবসেনাপতি ভগ্নী প্রীতিকে সঙ্গে করিয়া আশুতোষ পদ-রজকে হাঁটিতে শিখাইতে ছিল। স্মৃতিধর এক একবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে ছিল।

সত্যবতীদেবীর তখন কথা বলিবার শক্তি ছিল না।

কিয়ৎক্ষণ পরে রাজা বাক্‌শক্তি প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—"স্মৃতিধর, এখনও আমি সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি নাই! কিন্তু—যে

দৃশ্য আজ আমার কলুষময় নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছে, আমার কোটি জন্মের প্রাক্তন পুণ্যফল না থাকিলে আমি তাহা দেখিয়া কৃতার্থ ও শীতল-হৃদয় হইতে পারিতাম না! সৌম্য, স্নিগ্ধ, ওজস্বান, গুরুর দেবরূপ; বামে—বিপুলদেহ, নির্ম্মল হৃদয়, অকপট-বয়ান কেবলরাম; দক্ষিণে—সরলতার প্রতিরূপ শান্তামা; নিম্নে—তপ্তকাঞ্চন গৌরকায়, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিস্ফৃতকমললোচন তারকনাথ; কোমলকমনীয়কান্তি, শান্তির আধার বিশ্বরূপ, তৎপরে তিনটি দেবকন্যা! যাঁহাদের রূপ আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না! কোন্ স্বর্গের কোন্ দেবতা স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া যোগমায়া রূপে এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহা কে বলিবে? হাসিমাখা সুরুচীটি—লজ্জাময়ী বিজয়াটি কোন্ স্বর্গের সম্পত্তি তাহা কে বলিবে? তৎপরে, শ্বেতবাসপরিহিতা যে দেবীমূর্ত্তি তুলসী মূলে বিরাজ করিতেছেন, আমার এমন কি পুণ্যফল আছে যে তাঁহার মহান্ গরিমা অনুভব করিতে সক্ষম হই। স্মৃতিধর, আমার জন্ম সফল হইল!"

স্মৃতিধর। এখন আমার দু একটি কথা বক্তব্য আছে। ঐ যে সৌম্য, স্নিগ্ধ, ওজস্বানরূপ,—উহা শিবভক্তির মূর্ত্তি! বামে বিপুল দেহ, নির্ম্মল হৃদয়, অকপটবয়ান মূর্ত্তি,—শিবভক্তির বাম অঙ্গ, পরার্থপর পরিশ্রম! দক্ষিণে শিবভক্তির দক্ষিণ অঙ্গ,—সরলতা! নিম্নে—দক্ষিণে, তপ্তকাঞ্চন গৌরকায়, প্রশস্ত ললাট, আকর্ণবিস্ফৃতকমললোচন মূর্ত্তি,—ন্যায়! বামে, কোমল কমনীয় কান্তি, শান্তির আধার মূর্ত্তি—বৈষ্ণবত্ব! মধ্যে, যোগমায়াদেবী,—'ত্রিধারা!' দুপার্শ্বে হাসি, লজ্জা—দুই কূল! পিতৃহৃদয় হইতে শিব ভক্তি;—স্বামীর অন্তর বাহিয়া শ্বশুর হৃদয় হইতে ন্যায়;—জ্যো

ভ্রাতার অন্তর বাহিয়া মাতৃহৃদয় হইতে বিষ্ণুভক্তি ;—এই ত্রি-স্রোত সম্মিলিত হইয়া যোগমায়াদেবীতে ত্রিধারাস্রোতের উৎপত্তি করিয়াছে! ত্রিধারাস্রোত দক্ষিণ বামকুলকে পবিত্র করিয়া সাগর বক্ষে গিয়া মিশিতেছে!

সত্যবতীদেবীর মহাপ্রাণ এই প্রকাণ্ড জগৎকে ভুলিয়া থায় কাহার অন্বেষণে গিয়াছিল। স্মৃতিধরের "ত্রিধারা স্রোত দক্ষিণ বামকুলকে পবিত্র করিয়া সাগরবক্ষে গিয়া মিশিতেছে" বলা শেষ হইলে, সত্যবতীদেবী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া "মা, তুই আমার ত্রিধারা; ত্রিধারা স্রোত আমার উত্তপ্ত বক্ষে প্রবাহিত হইয়া আমার তপ্ত প্রাণকে শীতল করুক!" বলিয়া উঠিয়া আসিয়া বুক পাতিয়া যোগমায়াকে ধারণ করিলেন। যোগমায়ার অবসন্ন মস্তকটি মায়ের বক্ষে রক্ষিত হইল! সুরুচী-বিজয়া দক্ষিণে বামে, মাকে জড়াইয়া ধরিল!

স্মৃতিধর বলিল "ত্রিধারা যে বক্ষে মস্তক স্থাপন করিয়াছে তাহা পুণ্য তীর্থ ত্রিবেণী।"

রাজা। পুণ্যতীর্থ ত্রিবেণী দর্শনে মানবজন্ম সফল হইল!

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; অন্ধকারে জগৎ পরিব্যাপ্ত হইতেছে; ত্রিদিবের দৃশ্য তিমিরে আবৃত হইয়া পড়িতেছে!

বিশ্বনিয়ন্তা কি মনে করিয়া চির দুঃখিনী মা বঙ্গভূমির বক্ষকে ত্রিবেণী তীর্থে পরিণত ক[illegible] তিনিই জানেন!